চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ, ১৩৬৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৮৭

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শিখা চৌধুরী
রূপা প্রেস
২০৯এ, বিধান সরণী
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

উৎসর্গ

আমার বাবা
মনীশ ঘটককে
যিনি আজীবন সংগ্রামী
মানুষের প্রতি আস্থায়
অবিচল ছিলেন—॥

এক

লোকটির নাম চোট্টি মুণ্ডা। চোট্টি একটি নদীরও নাম বটে। নদীর নামে ওর নাম হবার পেছনে একটি গল্প আছে। সব সময়ে ওকে নিয়ে গল্প গজাচ্ছে। ওর পূর্বপুরুষ পূর্তি মুণ্ডা যেখানে যেত, সেখানেই নাকি মাটি থেকে হয় অভ্র বেরুত, নয়তো কয়লা। ফলে তাকে নিয়েও সমানে গল্প গজাত। বউ-ছেলে-মেয়েকে চাইবাসা থেকে পালামৌ জেলায় আনল পূর্তি। বন কেটে বসত বাঁধল। এবার ওর খেতের মাটির নিচ থেকে বেরুল পাথরে তৈরি হাতিয়ার। সঙ্গে সঙ্গে তা নিয়ে কথা হল এবং হঠাৎ একদিন সায়েব-বাঙালী-বিহারী—নানারকম লোকজন হাজির হয়ে ওকে তুলে দিল বসত থেকে। প্রস্তর যুগের হাতিয়ার মিলেছে যখন, তখন এলাকাটিতে এক্তিয়ার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের।

লোকটির মন খুব ভেঙে গেল। ও মাটি চোটালে কেন কয়লা অথবা অভ্র বেরোয়? সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয় সায়েব-বাঙালী-বিহারী? এর কারণ কি? কোথাও ও শান্তিতে থাকতে পায় না কেন? যত নির্জন জায়গাতেই যাক ও, সেখানে ঠিক কিছু না কিছু বেরুবে মাটির নিচ থেকে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গড়ে উঠবে একটা মস্ত জনপদ। ওর মুণ্ডারী পৃথিবীটা আরো ছোট হবে। ও তো কিছুই চায় না। ছোট একটা গ্রাম। বাসিন্দেরা সবাই আদিবাসী, হরম দেওতার পূজক। পহানের অনুগত।

তাতে যে ব্যর্থ হচ্ছে, তাহলে কি হরম দেও ওর ওপর চটে গেছেন? পহান বিষণ্ণ গলায় বলল, পূর্তি মুণ্ডা! তুই হিন্দু হতিস, ক্রীশ্চান হতিস, সেও ভাল ছিল। এখন তোকে সঙ্গে রাখলে আমাদের জীবনও এমনি ঘুরে ঘুরে কাটবে।

ওর স্ত্রীও সেই কথাই বলল। বলল, তুমি যেখানে যাও, সেখানে মাটির নিচ থেকে এটা সেটা বেরোয় কেন?

চল, আর কোথা যাই।

ওরা চোট্টি নদীর তীরে ঘর বাঁধল। নদীর পাড় পাহাড় সমান, সেখানে ঘর। নদীর বুকে সন্ধ্যায় ও মাছ ধরে। একদিন ঝিকিমিকি বেলায় মাছ ধরতে গিয়ে ও অবাক হয়ে দেখল, ওর জালে যে বালি উঠেছে, তাতে সোনার কণা।

ও বালির উপর বসে পড়ল। কয়লা এবং অভ্র দেখে সায়েব-বিহারী যে রকম উদগ্র লোভে ঝাঁপিয়ে পড়ত, নিমেষে আদিবাসী ভূখণ্ডকে এক ঘিঞ্জি টালি ও মকানে কুশোভিত জনপদ করে তুলত, তা ওর মনে আছে। সোনা দেখলে সে সব লোক কি কাণ্ড করবে কে জানে। এই পাহাড়-বন-নদী সব আবার নষ্ট হবে। প্রবল মনোভঙ্গে ও আবার আঁজলা ভরে বালি তুলল। তাতেও সোনা। এবার ও মনস্থির করল। হিন্দু সদান, ক্রীশ্চান মিশনারী ও চা-বাগানের আড়কাঠি, তিনজনই ওকে পেতে চায়। পূর্তি মুণ্ডা আড়কাঠির খোঁজে চলল। বউ-ছেলে-মেয়ে বাঁচুক। যাবার আগে বউকে বলে গেল, তোর পেটে বাচ্চা আছে। ছেলে হলে নাম দিস চোট্টি।

পূর্তি মুণ্ডা খুবই হতভাগ্য। আড়কাঠির খোঁজে চলতে চলতে এক সমৃদ্ধ হিন্দু গ্রামে ঢুকে ও যে আমগাছের নিচে ঘুমোয়, তার নিচ থেকেই বেরোতে থাকে জমিদারদের চোরাই বাসন। ফলে ও তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে এবং জেলে যায়। জেল থেকে বেরিয়েই আড়কাঠি। এবং মরিশাস। তারপর তার কি হল তা জানা যায় না। কিন্তু তার বংশের ছেলেদের নামকরণে মাঝে মধ্যে নদীর নাম ঢুকে পড়তে থাকে। সেই কারণেই পূর্তি মুণ্ডার প্রপৌত্রের প্রপৌত্রদ্বয়ের নাম নদীর নামে—চোট্টি মুণ্ডা এবং কোয়েল মুণ্ডা। চোট্টি নদীর পাড়ের ওপরেই ওদের বাড়ি। আজও। তবে পূর্তি মুণ্ডার আশা পূর্ণ হয়নি। সোনার খোঁজে বহিরাগত ঢুকে পড়ে জায়গাটিকে পাঁচমিশেলী করে ফেলবে, এই ভয়ে ও পালিয়েছিল। এখন জায়গাটির তিন মাইল দূর দিয়ে সাউথ ইস্টার্ন রেলপথ চলে গেছে। চোট্টি নামে একটি স্টেশন হয়েছে। স্টেশনটি যে জনপদের কারণে, সে

জনপদে বিহারী, বাঙালী, পাঞ্জাবীর বাস। আদিবাসীরা থাকে দূরে দূরে, গ্রামে। বছরে একবার চোট্টি জায়গাটি আদিবাসীতে ভরে যায়। বিজয়া দশমীর দিন চোট্টি মেলাতে। সেদিন পঁচিশ-তিরিশটি গ্রামের আদিবাসীরা সে মেলায় আসে। বাঁশের মাচায় কাগজ জুড়ে ওরা অতিকায় বাঘ, হাতি, ঘোড়া বানায়। সেগুলি বয়ে নিয়ে নাচে। মেয়েরাও নাচে। মৌয়া খায়। সে মেলায় নাচের কাছাকাছি অ-আদিবাসী পুরুষদের যাওয়া নিষেধ। গেলে তারা আদিবাসী মেয়েদের সঙ্গে অসভ্যতা করতে পারে এবং শুকনো ঘাসে আগুন লাগা সরকারের অপছন্দ। সে রকম কোন ঘটনা না ঘটে যায়, সেজন্যে তোহরি থানা থেকে পুলিস আসে। এই নাচ চলে সকাল এগারটা থেকে তিনটে অবধি। তারপর শুরু হয় চোট্টি মেলার আসল মজা। মেলা হয় এক প্রশস্ত মাঠে। সেই মাঠে আদিবাসীদের তীর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা হয়। টার্গেট ক্রমেই পিছানো হয়। শেষে যে আখরি নিশানী বিঁধতে হয়, সেটি খুবই কঠিন। পর পর, দুটি বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা হয় লোহার রিং। এরকম রিং থাকে তিনটি। পিছনে থাকে চোখ আঁকা বোর্ড। রিং-গুলির ভিতর দিয়ে সেই চোখ বিঁধতে হয়।

খুবই কঠিন পরীক্ষা তীরন্দাজীর। পুরস্কার, আদিবাসীদের তরফ থেকে একটি শুওর। কিন্তু এখন বহুকাল যাবৎ থানার দারোগা পাঁচ টাকা দেয়। তীরথনাথ লালা দেয় পাঁচ টাকা, ইটভাটির মালিক হরবংশ চাঢা দেয় পাঁচ টাকা, ফল-ব্যবসায়ী আনোয়ার দেয় পাঁচ টাকা। প্রতি বছরই এই পরীক্ষা জেতা নিয়ে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। দারোগা প্রতি বছরই ভাবেন, এই নিয়ে দাঙ্গা লাগল বুঝি। কিন্তু প্রতিবছরই এই শুওর এবং আরো দু-চারটে শুওর মেরে সব প্রতিদ্বন্দ্বীরা মাংস ভাত ও মদ খেয়ে রাত কাবার করে। যারা জেতে এবং যারা হারে, তাদের মধ্যে ঝগড়া হয় না দেখে দারোগা প্রতিবারই বিস্মিত হন।

চোট্টি মুণ্ডা বলে, ঝগড়া কেন হবে? একেকবার একেক গ্রাম জেতে। এটা তো খেলা এখন। এ নিয়ে ঝগড়া হবে কেন?

বছর আঠারো আগে অবধি চোট্টি মুণ্ডা প্রতি বছর এই প্রতিযোগিতায় জিতেছে। কিন্তু শেষ যে-বার ও জেতে, সেবার ওর জ্ঞাতি, ডোনকা মুণ্ডা বিচারকদের বলেছিল, এ ঠিক নয়।

কি ঠিক নয়?

চোট্টি মুণ্ডাকে মাঠে নামানো।

কেন?

ওর তীরটা মন্ত্রপড়া, সবাই জানে। ও যদি চোখ বুজে ছোঁড়ে, তবুও তীর নিশানী ভেদ করবে।

চোট্টি! এ কথা সত্যি?

চোট্টি বলেছিল, হ্যাঁ।

তারপর সকলকে অবাক করে দিয়ে ও নিশানী থেকে কার-যেন একটা তীর তুলে নিয়েছিল। ডোনকাকে বলেছিল, তোর ধনুকটা দে।

ডোনকার ধনুকে তীর জুড়ে, ছিলা টেনে ও তীরটাকে বলেছিল, তোর বদনামী বাছা, নিশানী বিঁধতে পারিস নাই, যা তো বাবা নিশানী বিঁধে আয়।

কথা বলতে বলতেই ও তীর ছোঁড়ে আর নিশানী বেঁধে। ডোনকা হাঁটু ছুঁয়ে সম্মান জানিয়েছিল। চোট্টি বলেছিল, যত জনা পারে নাই, তত জনার ধনুক নিয়ে দেখাব? মন্তর পড়া আছে বটে। কিন্তু মন্তরপড়া তীরটা দেখ ব্যবহার করি নাই। যেটাতে নিশানী বিঁধলাম, সেটা আমার নাতিটার তীর। এ কথাও সত্যি ও মন্তরপড়া তীর কাছে থাকতে আমি নিশানাছুট হব না।

কে যেন বলেছিল, তবে তো তোমার তীর খেলা ঠিক হয় না। ষাট বছর বয়স হল, তা তুমি কেন বিচারক হও না? একজন তো হয় তোমাদের সমাজ থেকে।

তাই হব।

সেই থেকে চোট্টি মুণ্ডা এই তীরখেলায় হয় বিচারক। দারোগা বলেছিল, এমন হাত তোর! যদি বন্দুক চালাতিস।

চোট্টি বলেছিল, তীর ছোঁড়ে হাঁ-মরদ। গুলি ছোঁড়ে না-মরদ।

চোট্টি বলেছিল, বলেই দারোগা কথাটা হজম করে। চোট্টির কথা কেন হজম করে, সে এক গল্প। চোট্টি মুণ্ডার জীবনে সবই গল্প কথা। নানা কারণে।

দুই

চোট্টি যে বছর জন্মায়, সে বছর চোট্টি নদীতে বেজায় বান ডেকেছিল। বানের তোড়ে পাথর ভেসে যাচ্ছিল। চোট্টি জন্মাবার সঙ্গে-সঙ্গেই বানের জোর কমে। তখনি ব্রাহ্মণ স্টেশনমাস্টার বলেন, এ ছেলে সামান্য নয়।

এটি হল আদি গল্প। স্টেশনমাস্টার জানতেনও না চোট্টি জন্মেছে। জানলেও ওকথা উনি বলতেন না। বললেও কেউ বুঝত না। কেন না স্টেশনমাস্টারের জিভ ছিল বেঁটে। কথা এড়ে যেত। ইশারাতেই উনি কাজ চালাতেন। সে সব কথা বলা বৃথা। গল্পটি বহুকাল যাবৎ চলে আসছে। বানের নিয়মে বান কমেছিল। সে কথাও কারো মনে নেই।

চোট্টি ছেলেবেলা থেকেই ছিল জেদী। তীর-ধনুকে কোয়েলের হাত অনেক পাকা ছিল। কিন্তু চোট্টির জেদ ছিল, পাকা ধানুকী হবে, চোট্টি মেলায় লক্ষ্যভেদ করবে। ও যখন কিশোর, তখন ওর বোনের শ্বশুরবাড়ি যায়। সেখানে ও দেখে বোনের দাদাশ্বশুর ধানী মুণ্ডাকে। ও যখন দেখে, তখন ধানীর বয়স নিশ্চয় আশী-নব্বই হবে। ধানীর কাছে তার বয়সের হিসেব এ রকম, ওর শৈশব থেকে এ পর্যন্ত জঙ্গল মহলে দুবার শালগাছ, সেগুনগাছ বয়স্ক ও প্রবীণ হয়েছে।

ধানী মুণ্ডা বুড়ো, কিন্তু জরাগ্রস্ত নয়। চোট্টিকে ও চোখ মটকে বলল, আমার কাছে একটা মন্তরপড়া তীর আছে। আকাশে যদি দশটা পাখি উড়ে চলে, তীরকে যদি বলি তিসরা পাখিটা এনে দে, এনে দিবে।

সত্যি কথা?

সত্যি না মিছে, তোর দিদি ওই পর্‌মিটারে শুধা।

বোনের সঙ্গে ছাগল দোয়াতে গিয়ে চোট্টি বলল, দিদি, ও যা বলল, তা কি সত্যি?

পর্‌মি বলল, কেউ জানে না। তবে তীর ও ছুঁড়তে জানে বটে। কিন্তু ও যদি তীর ছোঁড়ে, তাহলে থানায় ওকে ধরে নেবে।

কেন?

সে আমি জানি না।

চোট্টি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ওর বয়স তখন চৌদ্দ বছর। খরা চলছে। চোট্টি-অঞ্চল জ্বলে গেছে। পর্‌মির শ্বশুর মানুষটা ভাল। চোট্টির মাকে বলেছিল, তোরাদের মাঠে ঘাস নাই, নদীর বুকে বালি রোদের তাতে বাতাস পেয়ে ছুটে বেড়ায়। বড় ছেলেটাকে পাঠিয়ে দে। গাইচরী করবে। ওদিকে এখন খরা নাই।

কোয়েল বলেছিল, আমিও যাব।

বোনের শ্বশুর বলেছিল, দু'জনরে রাখতে পারব না।

সেই কারণেই চোট্টি পর্‌মির শ্বশুরবাড়ি যায়। বড় গ্রাম। বাস পথের পাশে, থানা-মিশন-সদান আশ্রমের কাছে। গ্রামে একদিন এরাই থাকত, তা আজ আর বোঝার উপায় নেই। গ্রামটিতে বিহারের অন্যান্য জাতিদের প্রাধান্য। গরিব ও উচ্চবর্ণ, ধনী ও উচ্চবর্ণ, ইত্যাদি। মুণ্ডারা থাকে দূরে। তাদের বসতিও বড়। মুণ্ডারা এখানে, এই গ্রামে, হিন্দুদের খেতখামারে খাটে। চোট্টির শাশুড়ি ছাগলের দুধ বেচে। এখানে খরা তেমন প্রচণ্ড নয়। চোট্টি এখানে বছরখানেক থেকে যায়। খুব খাটে-পেটে। ফসলের মৌসুমে যখন পর্‌মির শ্বশুর, বর, দেওর, শাশুড়ি, সবাই বেঠবেগারী দিতে যায়, তখন একা ও গরু-ছাগল দুয়েছে, দুধ যোগান দিয়েছে, চরিয়েছে গাই-ছাগল। পর্‌মির শ্বশুর-শাশুড়ির খুব মনে ধরে ওকে। কি আফসোস, যে একটা অবিবাহিত মেয়ে নেই। থাকলে ছেলেটাকে জামাই করে নেওয়া যেত। কিন্তু ওরা দুজন চোট্টিকে একটা কথাই বলে। ধানী মুণ্ডার কাছে যেও না।

কেন ?

সে জানতে চেও না। আর কখনো ওকে তীর-ধনুক ধরতে বোল না। ধানী মুণ্ডা আমাদের প্রপিতামহের ভাই। তবু বলছি, ওর হাতে ধনুক ওঠে যখন, মুণ্ডা সমাজ, মুণ্ডা পরিবার বিপদে পড়ে।

এ সব কথা শুনে চোট্টির মনে ধানীর প্রতি বিজাতীয় আকর্ষণ বাড়তে থাকে। কি করেছে ধানী? কেন তার বিষয়ে সকলের এই সভয় সমীহ ?

ধানীকে আড়ে-আড়ে দেখত ও। ধানী সারাদিন কিছুই করত না। বলোয়া সব মুণ্ডারই থাকে। ধানীর বলোয়াটা আশ্চর্য ধারালো আর বলোয়ার কাঠের হাতলে কি সব হিজিবিজি লেখা। সারাদিন ধরে কাঠ কেটে কেটে ধানী মুণ্ডা শিশুদের সুন্দর সুন্দর খেলনা বানিয়ে দিত। কারো সঙ্গে কথা কইত না। নিজের ভাত নিজে রেঁধে নিত। ঘাটো খেত না। গ্রামের লোহাররা দা-বঁটি-ছুরি-বলোয়া-হেঁসো-কাস্তে-কোদাল-খুরপি তৈরি করত। কামারশালের সামনে বসে ধানী সে সবের কাঠের হাতল-বাঁট তৈরি করে দিত। কোথায় ও অমন ছুতোরের কাজ শিখল ?

পর্‌মি বলত, কেউ জানে না।

ধানী খুব মান্যি-গণ্যি মানুষ ছিল। কামারশালের সামনে শিরিষ গাছের ছায়ায় ওকে না দেখলে থানা থেকে কনস্টেবল চলে আসত ধানীর খোঁজে। যে পুলিস হাটে তোলা নেয়, মালিক-মহাজনের বাড়ি যায় দোলে-পার্বণে, সেই সর্বশক্তিমান পুলিস ধানীর কাছে এসে কি রকম নরম গলায় বলত, কা রে ধানী ? কয়েকদিন দেখিনি কেন ?

মন দুখাচ্ছিল ?

ধানী! জানিস তো সব। কোথাও যাস না বাবা, চাকরিটা চলে যাবে আমার। বুড়ো হয়েছিস, একটু বুঝে চল্।

তোর চাকরি, তুই বুঝবি।

দোহাই তোর!

যেদিন ইচ্ছে হবে, মন্তরবলে অদৃশ্য হয়ে চলে যাব।

যাস না ধানী!

হাটে মুণ্ডা লোকদের উপর জুলুম করে তোলা তুলছিস কেন?

কে বলল?

আমি বললাম। দারোগাকে বলতে হচ্ছে। তোলা উঠিয়ে মুণ্ডা লোককে চটালে আবার—! বুঝলি? তখন দারোগাকেও জবাব দিতে হবে। হাঁ, মুণ্ডা লোকদের খেপাব না আমি। কিন্তু গোরমেন ভি চায় না নয়া জুলুম হোক আর মুণ্ডা লোক রুখে যাক।

নয়া জুলুম নয়, পুরনো জুলুমই হত। কোনটা নয়া আর কোনটা পুরানা তা চোট্টি বোঝে নি। বুঝল, যখন পর্‌মির শ্বশুররা সবাই ফসলের মৌসুমে বেঠবেগারী দিতে গেল মহাজনের কাছে।

কোথা যাস?—ধানী গর্জে উঠেছিল।

বেঠবেগারী!

হাঁ দাদা।

বেঠবেগারী দিতে যাস? তোরা জানিস না? সে যত জুলুমের জন্যে লড়েছিল, তার মধ্যে বেঠবেগারী একটা জুলুম?

সে নাই দাদা। তার নাম ভুলে যাও তুমি।

হা বীরসা! পনের বছর পার হয় নাই যে। জুলুমের ভয়ে মুণ্ডারা তেম্‌নি কাঁপে।

ধানী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। দিদি দুপুরে চোট্টিকে বলেছিল, ঘরের লোকরা ডাকলে সে আসবে না। তুই ডেকে আন্।

কোথায় গেছে?

জঙ্গলে।

তুই আমাকে ওর খাবারটা দে না কেন? কোথা খুঁজব, ডেকে আনব, তবে খাবে?

আমাদের খাবার খায় না।

দেখি তবে।

চোট্টি ধানীকে খুঁজতে গিয়েছিল। ওই খুঁজতে যাওয়ার ব্যাপারটা ওকে আরেকটা নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ গল্পের সঙ্গে বেঁধে দেয়।

চোট্টি মুণ্ডার জীবনে সবকিছু এককেটা গল্প। মুণ্ডা জীবনের আরো গল্পের মত মহাকাব্যিক এ কাহিনীও। পৃথিবী কেমন করে সৃষ্ট হল, সে পৃথিবী সেংগেলদার আগুনে কেমন করে পুড়ল, দুটি নর-নারী কেমন করে বাঁচল, কেমন করে সৃষ্টি হল নতুন পৃথিবী—মুণ্ডা জীবনে এগুলি হল চিরকালের গল্প। মুণ্ডা জীবনের নতুন মহাকাব্য বিশ বছর আগে সৃষ্ট হয়েছে, তা চোট্টি জানত না। ধানী ওকে জানায়। ধানীর সঙ্গে ওর যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তার ফলে চোট্টিও মহাকাব্যের অংশ হয়, এবং ফলে তার অন্তিম পরিণাম হয় মহাকাব্যের নায়কদের মত বিশাল ও সম্ভাবনাময়।

এটা ১৯১৫ সালের কথা। চোট্টির বয়স যখন পনের। খুঁজতে খুঁজতে ধানীকে ও পেয়েছিল জঙ্গলের গহীনে। একটি কুণ্ডীর ধারে পাথরে ধানী বসেছিল। চোট্টিকে দেখে ও চোখ তোলে।

চোট্টি ওর পা ধরেছিল।

পা ধরিস কেন?

আমাকে তীর ছুঁড়তে শেখাও।

আমি?

হ্যাঁ। তুমি তীরন্দাজদের হরমদেও।

কেন শিখতে চাস? তীর তো সকল মুণ্ডাই ছোঁড়ে। আমি তোরে কি নতুন বিদ্যা শিখাব?

আমি চোট্টি মেলায় জিততে চাই।

ও, সেই জন্যে?

সেটা কি ফেল্না কথা হল?

চোট্টির জ্বলজ্বলে মুখ দেখে ধানী হঠাৎ হেসেছিল। বলেছিল, কি করে শিখাব? তীর ধরলে পুলিস আমাকে আবার জেহেলে নেবে।

কেন?

সে অনেক কথা। কথাগুলো বলতে চাই, কিন্তু শোনার মানুষ নাই। আর এখানকার মুণ্ডাগুলান্ তো কোমরভাঙা, দিকুদের দয়ায় বাস করে। চাইবাসাতে আমাকে থাকতে দিবে না। সেখানে

আমার কথা শোনার মানুষ এখনও আছে। সেখানে থাকতে দিবে না।

কে দিবে না?

গোরমেন্।

কেন?

সে এক গল্প কথা। তুই তো মুণ্ডা। তোদের সকলের জন্যে একটা মানুষ এসেছিল পৃথিবীতে। ধরতি আবা। বীরসা ভগবান।

তার কথা তো আমি জানি।

জানিস? কে বলল?

আমার মায়ের আবা। আমার দাদা।

কি নাম তার?

হারা মুণ্ডা। খুব নাকি বলোয়া হয়েছিল। ভগবান মরে গিয়েছিল। তা বাদে খুব জুলুম উঠায় পুলিস। তা বাদে দাদা রাঁচি থেকে এখানে চলে আসে। বাস্, আর কিছু জানি না।

আমি, ধানী মুণ্ডা, তার সাথী ছিলাম।

তুমি! তুমি তো বুড়ো।

তাতে কি?

তুমি তাকে দেখেছ?

দিনের পর দিন। জেহেল ভি খেটেছি। তাতেই ঘরছাড়া, আর তাতেই আমার হাতে তীর উঠানো বারণ।

কেন?

ধানী, যেন কথাগুলি না বলে পারছে না, এমন অসহ কষ্টে বলেছিল, ওরা জানে আমি তীরের হুরমদেও। ওরা ভাবে, আমি তীর উঠালে আবার উলগুলানের ডাক দিব।

আমি কাউকে বলব না।

উলগুলান! কোথায় কি? কোথায় খুটকাট্টি গ্রামের দখল? কোথায় মহাজনের খাতা নাই? কোথায় বেঠবেগারী নাই?

কোথায় মুণ্ডারা সুখে আছে? তবু এরা ভয় পায়। আমি তীর উঠালে পুলিস ওদের উপর জুলুম উঠাবে। আমি এখানে থাকব না।

কোথায় যাবে?

তাতে তোর কি? যা, যা এখান থেকে।

সেদিন চোট্টি চলে আসে। কিন্তু যতদিন চলল এই বেঠবেগারী, ততদিনই ধানী সাতসকালে বেরিয়ে যেত। যেন মুণ্ডাদের বেঠবেগারী দেওয়া সে চোখে সইতে পারত না। নিজের কাজকর্ম সেরে নিয়ে চোট্টি ঘুরত ওর পেছন পেছন। এর মধ্যে একদিন তুমুল হইহল্লা। পর্‌মির শাশুড়ি বলল, কাল হতে আমি যাব না, আমার ছেলেরা যাবে না।

কেন?—ধানী কৌতূহলী হল।

আদিবাসী সমাজে বুড়োবুড়ির সম্মান খুব। পর্‌মির শাশুড়ি বলল, তুমি বয়সে সবার বড়, তুমি বিচার করে বল আমি কেন যাব?

যাচ্ছিলি তো।

কেন যাচ্ছিলাম? তোমার ভাই, এই ছেলেদের বাপের পরদাদার জন্যে। তুমি ছিলে লড়াকু, নিজের ভাই-বাপ-ছেলের পরিচয় দাওনি গোরমেনকে। তোমার ভাই কি রকম ছিল?

আমি জানি না। আমি যাদের ভাই মনে করতাম, তারা কেউ নেই। তোদের মত আমি এক জায়গায় মাটিতে বিছন ফেলিনি। সাঁওতালদের হুল্‌-এ আমি কোথায় গিয়াছি, কোথায় কাঁড় শান দিয়াছি সর্দারদের লড়াইয়ে, আজ মনে পড়ে না। এটা ভগবান শিখায়ে দিয়া গেছে, যে রক্তের সম্বন্ধ সব নয়।

পর্‌মির শাশুড়ি শুকনো ও গম্ভীর গলায় বলল, তা জানি। তোমারে সামনে বলি না, কিন্তু তোমার তরে গরব রাখি মনে, আর বলি না কিছু, কেন কি পুলিস জুলুম উঠালে যাবার ঠাঁই নাই।

যাক্‌ বল্‌ এখন।

তোমার ভাই কবে কোন্‌ আকালে দশ কাঁচি সের চাল নিয়েছিল, তার তরে বেঠবেগারী দিল, তার ছেলে, আমার দাদাশ্বশুর দিল,

আমার শ্বশুর দিল, আমরা দিতেছি তা নয় দিলাম। ডাঙা-সাঁজালে আমার জমি অতটুকু। দুদিন ছুটি চাই, ধান কাটব, ছুটি দিবে না? না দিক ছুটি, আমি যাব না। কি করবে করুক? তোমারেও বলি, ভগবানের উলগুলান যদি হত, তবে মুণ্ডারা বাঁচত। বাঁচল? বল?

ধানী মাথা নাড়ল। তারপর বলল, মহাজনটা তোরাদের ভাল নয়। মহাজন ভাল হয় না। আর সবাই বেঠবেগারী দেয়, তুই একা না দিলে লাভ নাই। আর এ সকল হিন্দু বসত, আদিবাসী কোথা? একা লড়ে মারা পড়বি?

ধান যে হরিণে খায়?

খাবে না।

কেন? হরিণরা ভাল হয়ে গেছে?

ধানী বলল, এও নতুন দিনের রীতকরণ। আগে জানি নাই, বুড়া মানুষ কথা বললে পুতির বউ জবাব করে।

পরদিন ধানী পর্মিকে বলল, ঘর হতে চাল লয়ে ভাত রেঁধে রাখবি। আমি আর চোট্টি ধান কাটব। দুপুরে চোট্টি এসে আমাদের দুজনার ভাত লয়ে যাবে। দেখ্, ফাঁদে খরা ধরেছি। মাংস পুড়াবি।

তখনো জঙ্গল খুব। খরা-বরা-হরিণ-শজারু-তিত্তির-ঘুঘু—মাংসের অভাব ছিল না।

বিঘাখানেক জমি। জমা নেওয়া জমি। ধানী আর চোট্টিই ধান কাটল। প্রথম দিন ধান কেটে এসে ধানী বলল, রাতে জমিতে মাচাঙে থাকব মোরা। নয়তো হরিণ যত, ময়ূর তত।

চোট্টি হঠাৎ ধানীর সঙ্গীত্বে, সহকর্মীত্বে প্রোমোশান পেল। হিম-হিম অঘ্রানের রাতে, তারাভরা আকাশটা যখন লুকিয়ে মাটির কাছাকাছি নেমেছে, জাজপুরের রাজার জঙ্গলে 'হাতি বাঁশগাছ ভাঙছে, তেমন এক অপার্থিব সময়ে ধানী চোট্টিকে বলল, তীর মারতে শিখবি? ওই আঁধারে মদ্দা-হরিণটা ধান খায়। তারে মারতে পারিস?

দেখা যায় না যে?

দে তোর ধনুক।

ধানী মাচাণ্ডে দাঁড়াল। ঈষৎ ঝুঁকে তীর ছুঁড়ল। বলল, কাল ওটাকে টেনে নিতে হবে। মাংস খাব। চল্, কাছে যেয়ে পাহারা দি। নয়তো লাকড়া এসে ভুঁকে নেবে।

চোট্টির মনে হল সব জাতুমন্তরের খেলা। কিন্তু হরিণটা সত্যি। মস্ত মদ্দা চিতল। দুজনে সেখানে বসল। ধানী বলল, চলে আমি যাবই। তবে তোকে শিখিয়ে দিয়ে যাব।

আমার ধনুকটা ছোট।

আমার ধনুক আছে।

আছে!

নিশ্চয়। জঙ্গলে লুকায়ে রেখেছি। আমার বলোয়াটা হাতে নে। বাটে আঙুল বুলায়ে যা।

কি নকশা খুদা আছে।

তারার আলোয় ধানী অরণ্যের দুর্জয় আত্মার মত হাসল। বলল, ভগবান নিজে হাতে নাম লিখে দেয়। এটা তার নাম। পড়তে তুই জানিস না, আমি জানি না। দরকার নাই। এটাতে আঙুল বুলালে তোর হাতেও মন্তর এসে যাবে।

যাবে?

নিশ্চয়।

তখন?

তখন তুই চোট্টি মেলায় জিতবি? তোদের কালে ভগবান নাই, উলগুলান নাই, মুণ্ডাদের জীবন পালটে যাবে বলে বুকে আগুন নাই, সে আগুনের তাপে মহাজন-পুলিস-সিপাইয়ে তীরে বিঁধা নাই, চোট্টি মেলা আছে। মুণ্ডাদের জাতরে ওই রকমে ভুলায়ে রেখেছে গোরমেন।

হরিণটা কে মেরেছে তা সবাই বুঝেছিল, কিন্তু কোন কথা বলে নি। ধান কাটা হয়ে গেলে ধানী বলেছিল, কাগজী ধানে তোমাদের কদিনের খোরাক হয়? মরিচ আবাদ কর, পয়সা বেশি।

আমার শ্বশুর দিল, আমরা দিতেছি তা নয় দিলাম। ভাঙা-গাঁজালে আমার জমি অতটুকু। দুদিন ছুটি চাই, ধান কাটব, ছুটি দিবে না? না দিক ছুটি, আমি যাব না। কি করবে করুক? তোমারেও বলি, ভগবানের উলগুলান যদি হত, তবে মুণ্ডারা বাঁচত। বাঁচল? বল?

ধানী মাথা নাড়ল। তারপর বলল, মহাজনটা তোরাদের ভাল নয়। মহাজন ভাল হয় না। আর সবাই বেঠবেগারী দেয়, তুই একা না দিলে লাভ নাই। আর এ সকল হিন্দু বসত, আদিবাসী কোথা? একা লড়ে মারা পড়বি?

ধান যে হরিণে খায়?

খাবে না।

কেন? হরিণরা ভাল হয়ে গেছে?

ধানী বলল, এও নতুন দিনের রীতকরণ। আগে জানি নাই, বুড়া মানুষ কথা বললে পুতির বউ জবাব করে।

পরদিন ধানী পরমিকে বলল, ঘর হতে চাল লয়ে ভাত রেঁধে রাখবি। আমি আর চোট্টি ধান কাটব। দুপুরে চোট্টি এসে আমাদের দুজনার ভাত লয়ে যাবে। দেখ্‌, ফাঁদে খরা ধরেছি। মাংস পুড়াবি।

তখনো জঙ্গল খুব। খরা-বরা-হরিণ-শজারু-তিত্তির-ঘুঘু—মাংসের অভাব ছিল না।

বিঘাখানেক জমি। জমা নেওয়া জমি। ধানী আর চোট্টিই ধান কাটল। প্রথম দিন ধান কেটে এসে ধানী বলল, রাতে জমিতে মাচাঙে থাকব মোরা। নয়তো হরিণ যত, ময়ূর তত।

চোট্টি হঠাৎ ধানীর সঙ্গীত্বে, সহকর্মীত্বে প্রোমোশান পেল। হিম-হিম অঘ্রানের রাতে, তারাভরা আকাশটা যখন লুকিয়ে মাটির কাছাকাছি নেমেছে, জাজপুরের রাজার জঙ্গলে হাতি বাঁশগাছ ভাঙছে, তেমন এক অপার্থিব সময়ে ধানী চোট্টিকে বলল, তীর মারতে শিখবি? ওই আঁধারে মদ্দা-হরিণটা ধান খায়। তারে মারতে পারিস?

দেখা যায় না যে?

দে তোর ধনুক।

ধানী মাচাঙে দাঁড়াল। ঈষৎ ঝুঁকে তীর ছুঁড়ল। বলল, কাল ওটাকে টেনে নিতে হবে। মাংস খাব। চল্, কাছে যেয়ে পাহারা দি। নয়তো লাকড়া এসে ভুঁকে নেবে।

চোট্টির মনে হল সব জাদুমন্তরের খেলা। কিন্তু হরিণটা সত্যি। মস্ত মদ্দা চিতল। দুজনে সেখানে বসল। ধানী বলল, চলে আমি যাবই। তবে তোকে শিখিয়ে দিয়ে যাব।

আমার ধনুকটা ছোট।

আমার ধনুক আছে।

আছে!

নিশ্চয়। জঙ্গলে লুকায়ে রেখেছি। আমার বলোয়াটা হাতে নে। বাটে আঙুল বুলায়ে যা।

কি নকশা খুদা আছে।

তারার আলোয় ধানী অরণ্যের দুর্জয় আত্মার মত হাসল। বলল, ভগবান নিজে হাতে নাম লিখে দেয়। এটা তার নাম। পড়তে তুই জানিস না, আমি জানি না। দরকার নাই। এটাতে আঙুল বুলালে তোর হাতেও মন্তর এসে যাবে।

যাবে?

নিশ্চয়।

তখন?

তখন তুই চোট্টি মেলায় জিতবি? তোদের কালে ভগবান নাই, উলগুলান নাই, মুণ্ডাদের জীবন পালটে যাবে বলে বুকে আগুন নাই, সে আগুনের তাপে মহাজন-পুলিস-সিপাইয়ে তীরে বিঁধা নাই, চোট্টি মেলা আছে। মুণ্ডাদের জাতরে ওই রকমে ভুলায়ে রেখেছে গোরমেন।

হরিণটা কে মেরেছে তা সবাই বুঝেছিল, কিন্তু কোন কথা বলে নি। ধান কাটা হয়ে গেলে ধানী বলেছিল, কাগজী ধানে তোরাদের কদিনের খোরাক হয়? মরিচ আবাদ কর, পয়সা বেশি।

পর্‌মির শ্বশুর বলেছিল, জমি লালাদের। জমা দিয়াছে, ভাল ফসল উঠে না বলে। যেমন জানবে মরিচ হয়, নিয়া নিবে। মরিচ হয় তা আমরাও জানি। জেনেও কিছু করার উপায় নাই। ওই ধান যা হয়, তাই ভাল।

সকল জমি মুণ্ডাদের ওঁরাওদের আবাদী জমি।

সে তোমাদের আমলে। আমরা কোনদিন দেখি নাই মুণ্ডা-ওঁরাও জমির মালিক। সেই কবে হতে দিকুদের সকল জমি।

আমরাও বা কি দেখলাম।

এখন আরো জুলুম। হরিণটার মাংস সবাই খাব, আনন্দ করব, তা মুণ্ডাদের নাচগান করতে দেখলেও ওরা ডরায়। অমনি পুলিস আসে কি হল তা দেখতে। পুলিস এলে খাবে-থাকবে-যাওয়া-আসার খরচ নিবে।

লড়াই ফুরায় না।

তুমি জান, তোমার নাতির ছেলেরা জুজুভাতু থাকে?

জেনে আমার লাভ?

ধানী যেন কোথায় কি তাগিদ অনুভব করেছিল। চোট্টিকে ও জঙ্গলে নিয়ে যায়। বলেছিল, জঙ্গলটাকে সে বলত আমাদের মা। তোরে জঙ্গল চিনাই। জঙ্গল চিনলে উপাসে মরবি না। কি নাই জঙ্গলে?

ধানীর সঙ্গে বসবাস, সে এক দুর্মূল্য অভিজ্ঞতা। তখনি চোট্টি শেখে কোন্ লতার মূলে থাকে সুমিষ্ট কন্দ, কোন কুণ্ডীতে আছে মাছ, কিভাবে ফাঁদ পেতে ধরা যায় হরিণ। ময়ূরদের নাচার বিশেষ জায়গা থেকে কখন আনতে হয় ঝরা পালক, বেচতে হয় হাটে।

তীর ছুঁড়তে শেখাবে না?

বনে আছে লাল ও কালো কুঁচফল। কুঁচফল থেকে তৈরি করা যায় কুচিলা বিষ। ভীষণ তাড়া ছিল ধানীর মধ্যে কোথাও। নইলে কেন চোট্টিকে সে এত কথা শেখাতে যাবে? চোট্টি তো গরিব এক মুণ্ডা কিশোর। দুটি খেয়ে বাঁচবে বলে বোনের বাড়ি এসেছিল

আকালের বছরে। যার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন ছিল চোট্টি মেলায় তীর ছুঁড়ে জেতা।

তাকেই ধানী পাখিপড়া করে শেখাত কবেকার সব বিদ্রোহের কথা। চাইবাসায় স্কুলে যখন বীরসা ছাত্র, তখন ধানীই তাকে বলেছিল, ধরতি-আবা হবি বলে জন্মেছিস তুই।

চিরকালের পাগল ধানী, সাঁওতালদের হুল্-এ ধানী বিশ বছরের ছেলে। খেরোয়ার বিদ্রোহ, সর্দারদের মুল্‌কই লড়াই, শেষে বীরসার বিদ্রোহ। যুদ্ধবিগ্রহও একটা নেশা। মুণ্ডারা শান্তিতে স্বাধিকারে জঙ্গল আবাদী জমিতে গ্রাম পত্তন করে চাষ করবে, এবং অন্যান্য আদিবাসীরাও তাই করবে, সেজন্যেই সব বিদ্রোহে ও গিয়েছিল। কিন্তু চাষীবাসী শান্ত মুণ্ডাদের দেখে ও বুঝত, এই শান্তি ও চায়নি। মহাজন গোরমেন ও দিকু-মুক্ত কোনো অঞ্চলে গেলেও শান্তি পেত কি না জানা যায় না, কেন না তেমন জীবন ভারতে কোথাও যাপন করে না আদিবাসীরা। নিজেকে ভীষণ একলা মনে হত ওর। অথচ একাশি বছরের বুড়ো ধানী মুণ্ডার হাতে ধনুক দেখলেই পুলিস সতর্ক হবে। মুণ্ডারা যেন আবার কোন হাঙ্গামা না বাধায়। বড়ই গোলমেলে কারবার সব।

তীরের ব্যাপারে সবচেয়ে দরকার মনোযোগ। এক লক্ষ্যে স্থির হবি, তীর ছুঁড়বি। ওই দেখ্, পাকা মাকাল ফলটা ঝুলছে। ফেল্ ওটাকে। ওই দেখ্, হরিণের পাল। মার দেখি মদ্দাটাকে? শোন্ শিকারের কথা। মারবি যখন, এক তীরে ঘায়েল করবি। মিছে কষ্ট দিবি না। ছিলা টানতে হাত কাঁপে কেন?

কোথায় কিসের তাগিদ ধানীর ভেতরে। চোট্টিকে একেক দিন নির্মম মারত। বলত, এত যত্ন করে শিখাই, সব ভুলে যাস? গাছ থেকে ফলটাকে ফেলে দে, ডালে তীর লাগল কেন?

যেদিন চোট্টি বিকেল-সাঁঝের বিয়ের আলোয় নিমগিমা বেলায় সবুজ পাতার আড়াল থেকে সবুজ হরিয়ালটা মারল, সেদিন ধানী বলল তোর হবে।—সেদিন মাচাঙে বসে ধানী বলল, চোট্টি-ঘুমালি?

না, তারা দেখি।

উত্তরে ওই তারাটা দেখ। ওটার নড়চড় নাই। জঙ্গলে-পাহাড়ে মোরা ওই তারাটা দেখে পথ চিনতাম।

দেখেছি।

টিশনে সদানন্দা মহাভারত গায়, শুনছিস ?

হাঁ।

তীরের যুদ্ধ।

হাঁ।

সে তীর হিন্দুদের দেবদেবতা কোথা হতে ছুঁড়তে শিখল ?

কোথা হতে ?

আমারদের কাছ হতে।

আমারদের।

হাঁ।

মনে থাকবে।

চোট্টি মেলায় জিতবার মত তীর ছোঁড়া তোর শিখতে বেশিদিন নাই। কিন্তুক, খাস না খাস, রোজ তীর ছুঁড়বি। অভ্যাস না রাখলে বিদ্যা পলায়।

ছুঁড়ব।

সেই শিখা হয়ে গেলে আসল বিদ্যা শিখাব।

শিখাবে ?

হাঁ শিক্ষার শেষ নাই। এখন আন্ধারে চোখ চালাতে শেখ্। দেখ্ খেতের কিনারে কয়টা সিধা গাছ।

তিনটা।

না, পাঁচটা। সকালে দেখিস। আন্ধারে চোখ চালাতে শিখতে হবে, আন্ধারে জঙ্গলে চলতে শিখতে হবে।

কেন ?

জানি না। তোরে শিখায়ে যাই। আমি আর কত দিন ? আর কোন্ মুণ্ডা ছেলা আমার কাছে তীর-ছুঁড়া শিখতে আসবে ?

তুমি কি মরে যাবে?

হুল্ নাই, মুলুকই লড়াই নাই। উল্গুলান্ নাই। ভগবান বলেছিল আবার আমি মুণ্ডা মায়ের পেটে জনম নিব ধানী! তারও চিহ্ন নাই। মুণ্ডারা এখন মাথা নুমায়ে বেঠবেগারী খাটে, মহাজনের হাতে মরে। সব হয়া গেল রেলের পথ, পুলিস চৌকি, রাজা-মহাজন দারোগার জুলুম—এর শেষ নাই—এমন দুনিয়ায় আমার মন নাই চোট্টি।

তুমি মরে যেও না।

তোরে আসল বিদ্যা শিখায়ে মরব।

সত্যি বলতে কি, ধানীর সঙ্গে থাকা ব্যাপারটাই এমন উত্তেজক ও আনন্দের, যে চোট্টি মেলায় তীর ছোঁড়ার ব্যাপারটা ক্রমেই গৌণ হয়ে যাচ্ছিল। তীর ছোঁড়া শেখা ও শেখানোর কাজটি সারার জন্য ধানীকে অনেক পরিশ্রম করতে হত। সকালে পর্মিদের ডাঙা-সাঁজাল জমিতে চাষের কাজ করত। দুপুর থেকে জঙ্গলে চোট্টিকে শিক্ষাদান। বিকেল না হতে কামারশালার সামনে বসতে হত। নইলে পুলিস ঘরে আসবে খোঁজ নিতে।

তখনো এ রেলপথে বেশি ট্রেন চলে না। আশেপাশে তখনো অনেক জঙ্গল। মারোয়াড়ীরা ঠিকাদার লাগিয়ে পাথর ভাঙিয়ে মোরেইন চালান দেওয়া শুরু করেনি। জঙ্গল মহাল শুরু করেনি প্রাচীন শাল অরণ্য কাটতে। ফলে জানোয়ার ছিল বিস্তর। রাজা-জমিদারও অনেক। খাস জঙ্গলও অনেক। চোট্টির তীর শেখার দৌলতে হরিণ-শজারুর মাংস খাওয়া হত অনেক। পর্মির শ্বশুরও খুশি ছিল। ধানী এখন এদের সঙ্গেই খেত।

কিন্তু ভাত খেত। বলত, ঘাটো খাব নাই রে। ভগবান, মুণ্ডারা দিকুদের মত ভাত খাবে বলে লড়েছিল। যত কারণে লড়েছিল, তাতে ওটাও একটা কারণ।

জঙ্গলের মধ্যে ছোট একটি উপত্যকা। ঘাসে ঢাকা। গাছের গায়ে চুন দিয়ে চোখ এঁকে দিত ধানী। চোট্টি তীর ছুঁড়ত। পাল্লাটা বাড়িয়ে যেত ধানী। বলত, তাড়াতাড়ি শিখে নে চোট্টি।

যেদিন দু সার ফাঁক দিয়ে একটা গাছের গায়ে আঁকা চোখটা বিঁধল চোট্টি, সেদিন ধানী বলল, বাস! এবার তুই রোজ অভ্যাস করলে চোট্টি মেলায় নির্ঘাত জিতে আসবি।

এবার আসল বিদ্যা শিখাও।

শিখাব।

"শিখাব" বলার সঙ্গে সঙ্গে ধানী যেন নিমেষের জন্যে বদলে গেল। অসম্ভব বয়স বেড়ে গিয়ে ও হাজার-লক্ষ বছরের বুড়ো হয়ে গেল। এত বয়স হয়ে গেলে জরা ঝরে পড়ে চামড়া থেকে। যেমন বিষাণ-গড়ের হিন্দুদের দেবতা মন্দিরে। সাতশো বছর বয়স হলেও মন্দিরের গায়ে খোদাই মানুষ-বানর-হাতি-পাখির বয়স বাড়ে না। তেমনি হয়ে গেল ধানী। নিচু গলায় কাকে বলল, আমি আর একা থাকতে পারি না। আমার সময় হয়ে গেছে।

তারপর ও চেনা ধানী হয়ে গেল। চোট্টিকে বলল, দুদিন থাক। একটু ভাবগতিক বুঝে নিই।

তাড়াতাড়ি করতে হবে।

কেন?

সামনে হোলি। জঙ্গলে শিকার খেলবে সবাই।

দুদিন যাক। তুই যা। আমি একটু একলা থাকি।

একা একা তুমি কি শোন কান পেতে?

নিশ্বাস ফেলে ধানী বলল, কারো কান্না শুনিস?

না তো?

সে শুনতে পেত।

কে?

ধানী সেকথার জবাব দিল না। আগের কথার জের টেনে বলল, জঙ্গলটা কাঁদত। তারে বলত, দিকুতে-মালিকে-সাহেবে—সবে মিলে মোরে অশুচ, লেংটা, বেবস্তর করে দিয়াছে বীরসা, তুই মোরে শুচি করে নে। চোট্টি কিরা কাড়্, তোরে যত কথা বলেছি, কারেও বলবি না?

বলব না। তীর ছুঁয়ে কিরা কাড়লাম।

কিরা কাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই, চোট্টি বুঝেছিল, তার বয়সও বেড়ে গেল। ধানীর কথার গোপনতা রেখে চলা—দুর্জয় সে ভার তাকেই বইতে হবে।

দুদিন বাদে ধানী বলল, চল্ আজ।—বনের গহীনে নিয়ে গেল চোট্টিকে। বলল, সামনে দেখ।

দুদিনে ধানী খড় দিয়ে মানুষের আদরা গড়েছে একটা। গাছের সামনে খড়ের মানুষটি দাঁড়িয়ে।

চোট্টি! ওটারে ভাল করে দেখ।

দেখছি তো।

আসল শিক্ষা এটা চোট্টি।

মানুষ মারব কেন?

মাঝে মাঝে মারতে হয়।

ধানীর গলায় কিসের জরুরী তাগিদ। সময় নেই, সময় নেই ওর। ১৮৩৬ সালে জন্ম ওর। সিদু-কানুর হুল্-এর সময়ে ও যুবক। হুল্ থেকে খেরোয়ার, খেরোয়ার থেকে মুল্কই লড়াই, মুল্কই লড়াই থেকে উল্গুলান, বিদ্রোহ থেকে বিদ্রোহে হাঁটতে হাঁটতে, কুচিলা বিষ জারাতে জারাতে, ১৯১৫ সালে ওর বয়স একাশি হয়ে গেছে। এখন ও খুব বিপন্ন। চাইবাসা থেকে বহিষ্কৃত। "ধানী মুণ্ডা ইজ নট টু এন্টার চাইবাসা পোলিস স্টেশান এরিয়া অন দি পেরিল অফ হিজ ডেথ।" আর ধানী মুণ্ডা শুধু সেখানেই থাকতে চায়। এখনো সেখানে আছে সেই সব গ্রাম, যারা বীরসার লড়াইয়ে শামিল হয়েছিল। ধানী শুনতে চায়, "বোলপে বোলপে" উলগুলানের গান। বীরসার দত্তক ছেলে পরিবা, মন্ত্রশিষ্যা সালীকে দেখতে চায়। মরতে চায় বীরসার শেষ যুদ্ধক্ষেত্র ডোম্বারি পর্বতে সৈল্রাকাবে।

এখানে বড় নিঃসঙ্গ ও একলা ধানী মুণ্ডা। কিন্তু চোট্টি ওর কাছে তীর ছোঁড়া শিখতে চেয়েছে। আসল শিক্ষাটা ওকেই শিখিয়ে যাওয়া যাক। কোথায় কিসের তাগিদ যেন, সময় নেই। ধানী

আজকাল বুঝতে পারছে যে সময়ে ও বাঁচার মত বেঁচেছিল, সে সময়গুলো অতীত হয়ে গেছে। মুণ্ডারা রক্তে চাষীবাসী। ধানী কোনদিনও তা ছিল না। শান্তিপূর্ণ একটা জীবন ছিনিয়ে নেবে স্বজাতের জন্যে, সেজন্যেই লড়াই, কিন্তু যে জন্যে লড়াই তা পাওয়া হল না। চোট্টিকে শেখানো যাক। চোট্টি, খড়ের মানুষ বিঁধতে শিখায়ে আমি তোরে কিসসা-কহানীর মুণ্ডা জীবনের সঙ্গে গেঁথে দিয়ে যাই। কিন্তু চোট্টি কি বলছে?

কেন মাঝে মাঝে মানুষ মারতে হয়?

আমরা মেরেছিলাম।

কেন?

ঘাটো খাব না, মহাজন-দিকু-পুলিসের জুলুম মানব না, আবাদী জমি আর পত্তনি গ্রামে দখল নিব, জঙ্গলের হক নিব বলে।

নিয়েছিলে?

না। কিছু পাই নাই। আমাদের একজন পথ দেখায়েছিল। আমরা লড়েছিলাম। তোরাদের কেউ পথ দেখাতে পারে। সকল কারণগুলা ত রয়ে গেল চোট্টি। যদি তেমন দিন আসে তুইও মারবি। আর হাঁ, ধানী মুণ্ডার নাম উঠায়ে মারিস। তাতে আমার শান্তি হবে।

মানুষ মারব!

যদি দরকার হয়।

তোমার, তোমার হাতে কি?

আমার ধনুক। দেখ্। মারবি বুকে, এই এমনি করে। যা তীরটা লয়ে আয়। বড় দামী তীর। দেখ তোরে দেখায়ে যাই। হোই খড়ের মানুষের পিছনে গাছে একটা পাখি। হরিয়াল। এই মারলাম পাখি। ওই পাখির ঝাঁক আকাশে। দশটা মারি? দে তোর তীরগুলান। দেখ তুই! দশটা পাখি, বাড়িতে দশজনা খেতে। এবার দেখ মানুষটার বুকে মারি আবার। ধর্ ধনুক উঠা।

একদিন নয়, দিনের পর দিন। শেষে ধানী বলেছিল, আর

যা হবার, অভ্যাসে হবে। জীবনভোর যা শিক্ষার জিনিস, এত তাড়াতাড়ি হয় না।

তুমি কোথাও যাবে?

কেন? এ কথা শুধাস কেন?

ধানী সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। চোট্টি কি জানবে, ও ফিরে যেতে চাইছে সালীর কাছে, পরিবার কাছে। যেখানে অনেক শান্তি।

হোলিতে শিকার খেলব যে? সবারে অবাক করে দিব?

হোলিতে? দেখি।

মহাজন মদ দিবে, রং দিবে।

আর কি করবে?

মহাজনের বাড়ির ছামুতে নাচ হবে।

সবাই যাবে?

সবাই।

ধানীর চোখ ধূসর হয়ে এল। সামান্য হেসে ও বলল, তাহলে তো দেখে যেতে হয় হোলির মজা।

হাঁ।

হোলির দিন এসে পড়েছিল। ধানী বলেছিল, যা শিকার খেলতে যা। আজকের কথা মনে করে তোরে আমার এই তীরটা দিলাম।

তোমার তীর? আমাকে?

হাঁ। খুব তেজী তীর রে, সৈল্‌রাকাবে এই তীর লয়ে!—এ তীর কাছে রাখার চোট্টি, খুব দরকার না হলে ছুঁড়িস না। এটা কাছে রাখলে তোরে কেউ কোনদিন হারাতে পারবে না। তবে অভ্যাস রাখবি।

নিশ্চয়।

মুরুডিতে সেদিন দোলের মাতন। হিন্দুদের দোল। আদিবাসীদের শিকারউৎসব। শিকারের পর মদ খেয়ে গান ও নাচ। মহাজন আদিবাসীদের মদ দিল, অন্ত্যজ গ্রামবাসীদের দিল রং। চোট্টি

মেরেছিল একটা দাঁতাল বরা। তাতে ধন্য ধন্য পড়ে যায়। সকলের শিকার বয়ে গ্রামে ফিরতে সন্ধে হয়ে যায়। ধানী ঘরে ছিল না।

সেই যে ঘর ছেড়ে বেরোয়, আর ফেরেনি ধানী। পুলিস আসে, খোঁজতল্লাসী হয়, চোট্টি জানত ধানী আর ফিরবে না।

বীরসা ভগবানের সহকর্মী ধানী মুণ্ডার সঙ্গে দোস্তালি চোট্টি মুণ্ডার জীবনে আরেকটা গল্প। গল্পের উপসংহার চোট্টি পরে শুনেছিল। মুরুডি থেকে ফিরে যাবার পর।

কাহিনীটি কিংবদন্তীর মত, যে কিংবদন্তী সর্বদা কোনো না কোনো জায়গায়, কোনো উপায়ে ঘটে চলে সকল সময়ে। ঘটে বলেই ইতিহাস এগোয়। কিংবদন্তীটি এমনই, যে ধানী মুণ্ডা এরদ্বারাই চিরকালীন হয়ে যায়। তার নিরন্ন, লড়াকু সত্তাটি হয়ে ওঠে মহাকাব্যিক বিশালায়তন বিশিষ্ট।

কিংবদন্তীটি এই রকম।

বীরসা মুণ্ডা নেতৃক মুণ্ডা রায়ট কেসে অভিযুক্ত ও জেলখাটা আসামী ধানী মুণ্ডা রাঁচি জেলে জেল খাটে। বেরুবার পর, তাকে রাঁচি ও চাইবাসা থেকে বাইরে থাকার নির্দেশ দিয়ে পালামৌ পাঠানো হয় টাহাড় থানার অধীনস্থ মুরুডি গ্রামে। মুরুডিতে পুলিসচৌকি আছে। ধানী বিপজ্জনক আসামী। তার বিষয়ে চৌকিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। তার, অন্তরীণ অবস্থায় থাকাই বাঞ্ছনীয়। কেননা সে বিশ্বাস করে বীরসার জেলে বসে বলা প্রলাপ, "আমি আবার ফিরে আসব।" মৃতের প্রলাপ বিশ্বাস করা বিপজ্জনক। ধানীর হাতে কোনো অস্ত্র থাকাও ঠিক নয়। বিশেষ তীর-ধনুক। কিছুদিন এভাবে রাখতে পারলে সময়ের নিয়মে ধানী মারা যাবে।

ধানী নিরুদ্দেশ হবার ফলে মুরুডি পুলিসচৌকি ও টাহাড় থানা অত্যন্ত বিপদে পড়ে। কিছুতে তার হদিস মেলে না এবং রাঁচি ও চাইবাসাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। স্বগৃহে মরতে ভালবাসে মুণ্ডারা। ধানী মানুষটা হিসেবছাড়া। চাইবাসা ওর ঘর নয়, এবং যাদের ও ফেলে রেখে যায়, তারাই ওর আপনজন। তবে চাইবাসা

ওর একদিন কর্মক্ষেত্র ছিল। ধানী কোথায় যেতে পারে? পনের বছরের পুরনো খাতাপত্তর ঘেঁটে বহু গ্রামের নাম মেলে। এই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে হঠাৎ ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে আলোকপ্রাপ্ত করেন, চাইবাসা মিশনের জনৈক মুণ্ডায়-আগ্রহী মুণ্ডারী-জানা ফাদার। তিনি বলেন, বীরসার মৃত্যুদিনে বীরসার প্রাক্তন সহযোদ্ধারা সৈলরাকাবে যায় ও তাকে স্মরণ করে। গোপনে। অতএব ধানী কোথায় যেতে পারে, সেটি আর বিস্তীর্ণ এলাকা থাকে না। বোঝা যায়, জেজুড় থানাই তার গন্তব্যস্থলের নিকটতম থানা। জুন মাসে, বীরসার মৃত্যুদিন যেমন এগোতে থাকে, বহু ধানী মুণ্ডা ধরা পড়তে থাকে। "ধানী" নামটি অনেকেরই আছে। দুঃখের বিষয়, যারা ধরা পড়ে তারা কেউই সন্ধিত ধানী মুণ্ডা নয়। অত্যুৎসাহী পুলিস, এমনকি হাট ঠেঙিয়ে দশটা-বিশটা ধানী মুণ্ডা ধরে এনে থানাবাবুকে হয়রানি করে ফেলে। ক্রমে মনে হতে থাকে, সমগ্র ঘটনাটি বানানো গল্প হয়তো বা।

সবাই আবার ঝিমিয়ে পড়ে এবং একদিন বিকেলে, জেজুড়ের হাটে জাগে বিশাল চাঞ্চল্য।

ধানী মুণ্ডা আসছে!—বলে সিপাই জানায়। হেড কনেস্টবলকে নিয়ে দারোগা মুনেশ্বর সিং তুরন্ত ছুটে যান এবং এক অনন্যসাধারণ দৃশ্য দেখেন। দেখে ভীষণ ভয়ে বন্দুক বাগিয়ে ধরেন।

এক হাতে বলোয়া ও অন্য হাতে ধনুক মাথার ওপর তুলে ধরে এক ক্ষীণ অথচ পাকানো দেহ বৃদ্ধ মুণ্ডা এগোচ্ছে। তার দু পাশে আদিবাসী জনতা। সে হেঁকে বলছে, আমি ধানী মুণ্ডা! আমারে খেদায়ে দিয়াছিল, আমি আবার এসেছি। কুথায় থানা? আমি কোনো থানা দেখে যাই নাই। আমি কোনো নিষেধ জানি না হে, আমি এসেছি।

থামো, দাঁড়াও!—মুনেশ্বর সিং চেঁচান।

ধানী নিদন্ত মুখের জরাবলিগুলি কাঁপিয়ে শিশুর আনন্দে হাসে ও বলে, কুন্-অ পুলিস মোরে রুখতে পারে না। আমি এসেছি হে, আমি সেই ধানী মুণ্ডা।

ধানী মুণ্ডা! ধানী!

তুই ডোন্‌কা!

ধানী!

তুই সেই হারা মুণ্ডা!

ধানী!

আরে কন্নু! সালী কুথা? পরিবা কুথা?

বুড়োরা বুড়োদের সানন্দে সম্ভাষণ করে এবং মুনেশ্বর সিং এর মধ্যে আরেক মুণ্ডা অভ্যুত্থানের ভীষণ সম্ভাবনা দেখেন। ধানী দুরন্ত উল্লাসে বলোয়া ও ধনুক শূন্যে ঘুরিয়ে নেচে বলে, আমি ঘরে ফিরেছি হে!—সে নিচু হয়ে বসে পড়ে, ধুলা খাই, ঘরের ধুলা খাই! ঘরের মাটিতে ভাতের সুবাস হে! মাটি খাই!—সত্যি সত্যিই মাটিতে মুখ ঘষে ও, ডোন্‌কা কেঁদে ফেলে, ধানী হাসে ও কাঁদে, মুনেশ্বর সিং ধানীর মাথায় গুলি ছোঁড়েন।

এইভাবেই, বহিষ্করণ আদেশ উপেক্ষার ফলে বিপজ্জনক ধানী মুণ্ডার মৃত্যু ঘটে এবং যাদের লিখিত ভাষা নেই, সেইসব মুণ্ডারা ধানী-কাহিনীকে বীরসার কাহিনীর সঙ্গে মিশিয়ে গান বেঁধে ফেলে ধানীকে চিরকালীন করে দেয়।

কাহিনীটি পুলিসের চেইনে মুরুড়ি পৌঁছয় ও ক্রমে চোট্টি জানে। চোট্টির জীবনের সঙ্গে এইভাবে আরেকটি গল্প যুক্ত হয়। চোট্টি মুণ্ডার জীবনে সবই একেকটি গল্প।

তিন

সবই গল্প হে চোট্টি মুণ্ডার জীবনে। মুণ্ডাদের ভাষার লিপি নেই। তাই দ্যোতক ঘটনাগুলিকে ওরা গল্প করে কিংবদন্তী করে, গান করে ধরে রাখে। সেটাই ওদের ইতিহাসও বটে। ধানী মুণ্ডার খবরটি পুলিসী-বিবরণীতে যথাযথই পৌঁছয় মুরুড়ি পুলিসচৌকিতে

চোট্টি গ্রামে এইভাবে খবরটি ক্রমে পৌঁছয়:—বীরসা ভগবান

যখন জেহেলে ছিল, একা ধানী মুণ্ডা জানত, ভগবান আবার ফিরে আসবে। তার দেহের মরণ আছে, কিন্তু তার রোয়াঁ, তার আত্মার বিনাশ নেই। সে ধরতি-আবা, পৃথিবীর জনক। ধানী তা জানত। ভগবানের দেহটা মরে যায়। ধানী জেহেল খাটে।

ধানী, তুমি জেহেল হতে বেরালে
বড় পুলিস সাহেব চোখ লাল করে বলল,
রাঁচি আর চাইবাসা তোমার কাছে নিষিদ্ধ
ধনুক আর তীর তুমি উঠাবে না
রাঁচি আর চাইবাসাতে আসবে না
যখন তুমি জেহেল থেকে বেরালে
বড় পুলিস সাহেব এই কথা বলল—॥
ধানী, তুমি জেহেল থেকে বেরালে
একটা আগুনের তীর তোমায় পথ দেখাল,
মুরুডিতে এলে তুমি
যখন জেহেল থেকে বেরালে॥
মুরুডিতে তুমি যাদের কাছে থাকলে তারা পুণ্যবান
মুরুডির জল-আকাশ-মাটি পবিত্র হয়ে গেল
ধানী, তুমি মুরুডিতে থাকলে॥
ধানী, তোমাকে ধরতি-আবা ডাকল
তার দেহের মরণের দিনে সৈলরাকাবে
সে তার শিষ্যদের খুঁজতে আসে।
সে পাহাড় কাঁপিয়ে হেঁকে বলে,
কে মোরে মনে রেখেছে হে, কে গিয়েছে ভুলে
কে আছ উলগুলান্ পাগলা মানুষ!
তোমাকে ধরতি-আবা ডাকল॥
তুমি বললে, এই এলাম হে—
কালো মেঘে চেপে বসলে তুমি
মেঘে চেপে চলে এলে জেজুড়—
জেজুড়ের হাটে কত মানুষ!
তারা বলল, ভুরা গুড়, যবের ছাতু খাও—
তুমি যখন জেজুড়ে এলে॥

তুমি বললে ঘরের মাটি আমার গুড়,
তুমি সেই মাটি হাতে নিলে
মাটি হয়ে গেল ভুরা গুড়—
সেই মাটি খেয়ে কালো মেঘে সওয়ার হয়ে
তুমি সোঁ সোঁ করে চলে গেলে ডোম্‌বারি
সৈল্‌রাকাবের পাথরে মিলিয়ে গেলে ॥
দারোগা কেঁদে কপাল চাপড়ে ফিরে গেল
তুমি সৈল্‌রাকাবে মিলিয়ে গেলে ॥
হেঁকে বললে, ধরতি-আবার দেহের মরণ দিনে
তার গলায় গলা মিলিয়ে আমি তোরাদের ডাকব ॥
আঃ! সৈল্‌রাকাবের পাথরে এখন ফুল ফুটেছে
ওই ফুলগুলো তুমি ॥

এই ভাবে, গল্প ও গান হয়ে ধানী চোট্টি মুণ্ডার কাছে ফিরে আসে। যতদিন আসে নি, চোট্টি নদীর দিকে চেয়ে পাথর হয়ে বসে থাকত। যখন ধানীকে গানে ও গল্পে ফিরে পেল, তখন সে পাথর থেকে মানুষ হল আবার।

চোট্টি মেলার দিনে চোট্টি মুণ্ডাও গেল। বুড়ো সুগানা মুণ্ডা আদিবাসীদের তরফে বিচারক। সে স্বগ্রামে পহানও বটে।

হাটুরেদের বেসাত রাখবার মাচায় চাটাই পেতে বিচারকদের আসন। সুগানা, দারোগা, লালা বৈজনাথ, এরা বিচারক, পুরস্কার-দাতা। প্রতিযোগিতা শুরু হল। চোট্টিকে দেখে সুগানা বলল, বিস্‌রা মুণ্ডার ছেলা তুই?

হাঁ পহান্।

তুই তো গেঁদাটা রে।

একবার চেষ্টা করতে দাও।

চোট্টি গ্রামে জোয়ান মুণ্ডা নাই?

তারাও আছে।

একটা তীর কেন?

পারলে একটা তীরে নিশানী বিঁধব।

প্রথম খেলায় নামবি ?

শেষ খেলায়।

যা, নাম্ গা। গ্রামের নাম ডুবাবি।

চোট্টি গ্রামের নাম ডোবায় নি। ওর পরনে ছিল হলুদ ধুতি। কুসুম ফুলের হলুদ রঙে রাঙিয়ে নিয়েছিল। চুলে ছিল কাঠের কাঁকই। ধানীর তীরটা ধনুকে জুড়ে ও মনে মনে ধানীকে স্মরণ করেছিল। ধানীর কথা, সব ভুলে যেতে হবে। তুই আছিস, আর নিশানী চক্ষুটা আছে।

শুধু ও, শুধু ওই চোখটা।

তীর ছুঁড়েছিল চোট্টি।

চোখের মণিতে তীর বিঁধেছিল।

আনন্দ। বিস্ময়। উল্লাস। চোট্টিকে নিয়ে চোট্টিগ্রামের মুণ্ডাদের নাচ। রাত। শুওরের মাংস রান্না হচ্ছে। ভাত ফুটছে। চোট্টির বুকে কান্নার সমুদ্র ভাঙছিল। ওর বাপ, বিস্‌রা ওর হাতে মদের পাত্র দিল। বলল, আজ হতে তুই জোয়ানটা হলি। মরদ। এবার তোরে বিয়া দিব।

সেই পহান্, সুগানা মুণ্ডা বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল। তার একটি নাতনী আছে। চোট্টিকে খুব পছন্দ হয়েছে ওর। বোনের বাড়ি খেয়ে-মেখে ওর চেহারা খুব ফিরেছে। সাহস যেমন, মাথা তেমন ঠাণ্ডা।

আমার ঘরে কিছু নাই।

ঘরে কি থাকে কার ?

জমিতে ছ মাসের খোরাকি উঠে না।

সে ওদের ভাগ্য।

তুমি ভাল বর পেতে পার।

ওই ভাল বর। আমি চাই, ঘরের কাছে দিব। নাতনীরে মাদী শুওর, মাদী ছাগল দিব। তা হতে হাল ফিরবে।

বিস্‌রা নিশ্বাস ফেলল। বলল, উয়ার মায়ে বলি।

তোমার ছেলেরে কেন চাই ?

তুমি জান।

ছেলা সামান্য নয়। নদীর নামে নাম।

সে বংশের নিয়ম একটা।

তা বাদে···মুরুডিতে···সবাই বলে, বুঝি বা ধানী মুণ্ডার কাছে কোনো মন্তর বা শিখে থাকবে।

একথা থাক। ধানী মুণ্ডা! আমার ছেলাটার কথায় তার নাম বল কেন? বিপদ ডাকাবে কোনো? পুলিস ডাকা করাবে?

না না।

তোমার বা তাতে মন টলে কেন? ধানী ছিল বীরসাইত, আর বীরসা ভগবান তো পহানদের মানত না?

তবু·········!

চোট্টিদের সমাজে মায়ের সম্মান বাপের সমান। চোট্টির মা সব শুনে স্বামীকে বলল, কথা খারাপ নয়। পহানের সাথে দারোগা, লালা, ঠিকাদার, জঙ্গলবাবু, সবার ভাল সম্পর্ক। আমাদের ত কিছু বলতে কিছু নাই, পূর্তি মুণ্ডার সোনা পাওয়ার গল্প এক সম্পত্তি। চোট্টির মন্তর পড়া তীরের গল্প এখন নতুন আরেক সম্পত্তি হতে চলেছে।

সে কি!

সবাই বলছে তীরে মন্তর ছিল। মন্তর! আসলে ওর হাত খুব পাকা। এই হরিণ মারে, এই পাখি মারে, আমরা মাংস খাই, তাতে সবাই রিষ করে। নইলে তীরে কিসের মন্তর?

তা, বিয়ের কথাটা?

হোক।

সমাজে ভোজ দিতে হবে।

ধার করব।

ধার করব! কেউ করে নাই বংশে?

সবাই করে।

ধার নিলে শোধ হয় না।

জানি।

ঘর-জমি ছেড়ে বেরাতে হয়।

ওদের পহান্ ভরত মুণ্ডা বলল, সরেস জমি হলে মহাজন ধার দেয়। তোদের ও জমি নীরেস, মহাজন ধার দিবে না। ও জমি দখলে ওর লাভ ?

তাহলে আসান্ বল একটা ?

বিয়ে হোক। ভোজ পরে দিস।

তুমি বললে তাই হবে।

ছেলে কোথায় ?

যে টুক কাজ করার, তা করে, নয়তো কাঁড় মারতেছে বনে।

এবার তো অনেক পেলি তোরা।

তা পেলাম। দশ টাকা।

কি করলি ?

চোট্টির মা গাই কিনল, আর…

চোট্টির মা বলল, কমু মুণ্ডা চলে যাবে শ্বশুরবাড়ি। সেখানে থাকবে। ওর বউ দাসকির বাপের এক সন্তান এখন। ভাইটা মরে গেল। ওর জমিটা নিতে পারলে হত।

ওর মধ্যে যাস না। মহাজনের কাছে বান্ধা জমি।

তবে যাব না।

শোন্, এখন কার্তিক মাস। ষোল মাইল যেতে হবে। কিন্তু নরসিংগড়ের রাজারা অঘ্রানে কালীপুজার মেলা বসায়। তীর খেলা হয়। আমার মনে দুঃখ খুব, চোট্টি গ্রাম থেকে কখনো সে খেলায় কেউ জিতে না। টাকা মিলে, শুওর মিলে, কাপড় ভি মিলে।

ছোট ছেলে, অত দূরে পাঠাব না।

মুরুভি পাঠাসনি ?

উপাসে মরবে বলে।

কিন্তু চোট্টি নেচে উঠল। সবই গল্প কথা ওর জীবনে। ওর বয়েস ষোল। কোয়েলের বয়েস চোদ্দ। বাপও সঙ্গে চলল, পহানও।

কি নিশানী বিঁধতে হবে?

জানি না।

নরসিংগড়ের মেলাও খুব বড়। প্রতিযোগিতাও অনেক। নিশানা, ছিল, উঁচু মাচার ওপর কলসি, কলসির মাথায় কুমড়ো একটা। চুনের দাগ আঁকা। কলসিতে জল থাকবে, কলসিতে তীর লাগবে না, কলসি হেলবে না, কুমড়োটা ফেলে দিতে হবে। চোট্টিকে দেখে অন্য তীরন্দাজরা প্রথমে হাসাহাসি করে। তারপর ওর পরিচয় জেনে শুরু হয় কানাকানি। হ্যাঁ, এ সেই চোট্টি মুণ্ডা বটে, ধানী মুণ্ডার কাছে ছিল। ধানী শব্দ শুনে আঁধারে তীর ছুঁড়ে বরা মারত, সন্ধ্যার চন্দ্রালোকে উড়াল হাঁস মারত। ওর তীরে মন্ত্র আছে। ওকে হারানো কারো সাধ্যি নয়। চোট্টি সব কথাই শুনছিল। মনে মনে ও ধানীকে স্মরণ করছিল।

কুমড়োটা তীরের আঘাতে পড়ে গেল, কলসি রয়ে গেল। বিস্রা ও পহান সবিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর পহান নাচতে শুরু করল। জিতেছে, চোট্টি গ্রাম জিতেছে। দশ বছর আগে পহানের ছেলে দ্বিতীয় পুরস্কার নিয়ে যায়, তারপর কেউ পারেনি।

একটা শুওর, একটা কাপড়, পাঁচটা টাকা।

শুওরটা মেরে স্থানীয় আদিবাসীদের সঙ্গে উৎসব। যে ছেলেটা দ্বিতীয় হয়, সে চোট্টিকে বলল, মাঘ মাসে জুজুভাতুর মেলায় যাই চল। সেখানে শুওর দেয়, চাল দেয় দশ সের।

দশ সের চাল!

হাঁ হে। তুমি থাকলে ভরসা পাব।

বাপরে শুধাই। পহানরে শুধাই।

পহান মদ খেতে খেতে বলল, নিশ্চয় যাবে।

চোট্টি কি ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরল। ফিরে বাপকে বলল, আবা! এক বছরে আশেপাশে যত মেলা হয়, তত মেলায় বেতে দিবে?

গিয়ে কি তীর খেলবি ? তাতে জীবন যাবে ?

তোমার মত মহাজনের খেত চষে জীবন যাবে না বাবা। তীর ছুঁড়ে সবাই। কিন্তু এ একটা অভ্যাসের জিনিস।

কি বলতে চাস তুই ?

তীর খেলে যদি টাকা পাই। সে টাকা হতে ভোজ দিবে।

শুধা চাল কিনলে হবে ?

চাল কিনবে, মদ বানাবে, মাংস আমি এনে দিব।

বিসরা চুপ করে রইল।

মা বলল, ধার করব না ?

না। ধার করলে বেঠবেগারী দিতে হবে, আর বেঠবেগারী দিয়ে চলবে তোর বংশে সবাই। মুরুডিতে দেখলাম। এখানেও দেখি।

চোট্টির জীবনে সবই গল্প। কোনো মুণ্ডা ছেলে ওর মত আচরণ করে নি। লালা বৈজনাথ বিস্‌রাকে বলেছিল, টাকার জন্যে ভাবনা কি ? ধার নে, বেগারীতে শোধ দিবি।

না, ধার নিব না।

নিবি না ?

না।

না নিলি, জংলী বুদ্ধি তোদের।

দোষ নিও না মহারাজ !

দোষ ? দোষ নেব কেন ? ছেলে তীর খেল্‌ছে, টাকা আনছে কত। কিন্তু ও মন্তরপড়া তীরের কথা কি শুনছি ?

ও গল্পকথা মহারাজ।

লালা বৈজনাথ পুলিসের দারোগাকে বলেছিল, বিস্‌রা মুণ্ডার মতলব বুঝি না।

কেন ? সে তো খুব ভাল মানুষ।

ধার নেয় না কেন ?

না নিল। দেখিয়ে লালাবাবু, ওকে খোঁচাখুঁচি করবেন না। আমার থানায় আদিবাসী লোকদের নিয়ে কোনো হাঙ্গামা নেই।

কোনো হাঙ্গামা চাই না আমি। আর সাত বছর চাকরি আছে, শান্তিতে চাকরি করে যেতে চাই। আদিবাসী লোকদের নিয়ে গোল বাধলে মুশকিল।

না না, হাঙ্গামা হবে কেন?

বিস্‌রার ছেলেটা সবগুলো তীর খেলায় জেতে কেমন করে?

মন্তর পড়া তীর ওর।

তা কি হয়?

জরুর হয়। তবে শুনুন এক কহানী।

বলুন।

নরসিংগড়ের রাজাকে জানেন?

আমি কি জানব অমন রহীস লোককে? নাম জানি।

ওঁর বৈমাত্র্য দাদা ছিলেন। তাঁরই রাজা হবার কথা। গদীতে বসবেন। উনি গিয়েছিলেন শিকার খেলতে, ঔর জঙ্গলে এক কোঠিতে ছিলেন, খড়ের চালার বাংলা। ওঁদেরই মহালে। বর্তমান রাজার মা দেওয়ানকে ধরলেন। ওঁর ছেলেকে রাজা করতে হবে। কিন্তু কমিশনার সাহেব তা শুনবেন না। দেওয়ানজী কথা দিলেন।

এতে মন্তরের কি আছে?

ওর এলাকায় ছিল ভরত মাহাতো। খুব বড় গুণীন্। দেওয়ানজীর কথায় ও বলল, কাজ হাসিল করব, কিন্তু আমাকে নিষ্কর জমি দিতে হবে দশ বিঘা। দেওয়ানজী মান লি য়ো বাত্। ভরত তখনি রাতে, মন্তর পড়ে জ্বলন্ত পিদিম বাতাসে ভাসিয়ে দিল। পিদিম ভাসতে ভাসতে গিয়ে জঙ্গলের বাংলো জ্বালিয়ে দিল। বড় কুমার মরে গেলেন।

ছোট কুমার রাজা হলেন?

হলেন কিন্তু আরো কথা আছে।

কি?

দেওয়ানজীর কুবুদ্ধি হল। ভরতকে ডেকে উনি বললেন, নিয়ে যা দশ টাকা। জমি তোর হোল না। তো ভরত বলল, জী

মেহেরবান। এ টাকা আপনি রাখুন। কিন্তু কাজটা ভাল করলে তারপর, কাছারিতে বসে আছেন দেওয়ানজী, হঠাৎ সবার সামনে ওঁর সারা দেহে আগুন জ্বলে উঠল। জ্বলতে জ্বলতে মরে গেলেন।

এরকম তো হতেই পারে।

তবে বিসরার ছেলের মন্তর পড়া তীর থাকতে পারে না কেন?

লালাজী, যার মন্তর পড়া তীর থাকবে, তার কি দিন গুজার হবে ভুখা থেকে, নেংটি পরে?

যা বলেন।

সে তীর যে হাতে পাবে সেই নিশানী বিঁধবে?

আরে বাবা! ও তীর হল ওর বশ। অন্য লোক সে তীর ধরতে গেলে তীরটা গোহুমন্ সাঁপ হয়ে তাকে কাটবে।

যাক গে ওর কথা। মুণ্ডা লোক, জংলী লোক, তীর তো ওরা সর্বদাই ছোঁড়ে। তীর ওদের সঙ্গীসাথী।

হাঁ।

চোট্টি জানেও নি, মুণ্ডাসমাজের বাইরেও ওকে নিয়ে গল্প তৈরি হচ্ছে। ও তখন রোজ তীর অভ্যাস করে। আর শিকার করে। হাটবারের আগে। শিকারের পাখি, হরিণের মাংস, চৌকির পুলিসরা কিনে নেয়। স্টেশনের বাবুও কেনেন। হরিণ মারলে ছালটা নুন ও ছাই ঘষে সাফ করে বেচে দেয় বড় হাটে। তাছাড়া মেলা থেকে মেলায় তীর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতায় যায়। কোয়েল বলল, চোট্টি? তুই তো মন্তর পড়া তীর পেয়েছিস। তাহলে পাগলটার মত রোজ তীর অভ্যাস করিস কেন?

ওই অভ্যাসটাই মন্তর।

চোট্টি তীর খেলে খেলেই এক বছরে পঁচিশ টাকা আনে। ১৯১৫/১৬ সালে পঁচিশ টাকা অনেক টাকা। ওর মা গাই কেনে আরেকটা, ভোজের ভাত, মদ সব হয়, চোট্টির বউয়ের নাকে রুপোর নথ্নি অবধি। সেটা খুবই আনন্দের কথা। আর চোট্টির বাবা-মা দুজনের গ্রাম-মর্যাদাও বেড়ে যায়। বউ আনে একটি শুওর, একটি

ছাগলী। মায়ের দুটো গাই। এই সময়ে রেল-লাইন তোহ্রি অবধি খোলা হয় ও রেলের লোকদের ছাউনি পড়ে। এরা বহিরাগত। এদের কাছে দুধ যোগান দেয় চোট্টির মা।

চোট্টিদের জীবনে এই সময়টা সব চেয়ে সুখ ও শান্তির সময়। সময়টি তছনছ হয়ে যায় খুব সামান্য কারণে।

বিসরা মুণ্ডার সংসারের সুসারটুকু লালা বৈজনাথ খুব সুচোখে দেখে নি। তার অন্যতম কারণ এই :—বৈজনাথের খেতখামারের কাজ স্থানীয় মুণ্ডা, ওঁরাও, এরাই করে থাকে। এবং কিছু অন্ত্যজ বর্ণের মানুষ। আদিবাসীদের দিয়ে কাজ করানো বৈজনাথের বেশি পছন্দ। আদিবাসীরা অবিশ্বাস্য রকম কম মজুরীতে কাজ করে। খ্যাঁচাখেঁচি পছন্দ করে না। যেমন কথা দেয়, তেমন কাজ করে দেয়।

আদিবাসীদের ঋণে জড়ানো খুব সোজা। কাগজে একবার টিপ দিলে ওরা জন্ম জন্ম ধরে বেঠবেগারী দিয়ে চলে। অবশ্য এ কথা অন্ত্যজদের পক্ষেও সমানভাবেই প্রযোজ্য।

অন্ত্যজদের ও মুণ্ডাদের, যাদের সঙ্গে বৈজনাথের খাতক-মহাজনের সম্পর্ক, তাদের সঙ্গে কাজ করেই শান্তি বেশি। যে ভাবেই হোক, অন্ত্যজ ও আদিবাসীদের গরিব থাকাই ঠিক। বিসরা আর তেমন গরিব নেই। রেগে বৈজনাথ একদিন বিসরাকে ডেকে পাঠাল।

ধার না নিবি, না নিলি। খেতজমিনের কাজে আসবি তো? তোর যে দেখছি দেখাই নেই। তুই না কি মুণ্ডাদের মহাজন হয়েছিস?

বৈজনাথ "মহাজন" শব্দটি গৌরবার্থে বলল। ও ভুলে গিয়েছিল, মহাজনী কারবার মুণ্ডারা বোঝে না। বিসরা কথাটিতে অপমান বোধ করল ও বলল, চোট্টি, কোয়েল, আমি—গাইচরী, ছাগলচরাই, শুওর তাড়ানো, সব কাজ পেরে উঠি না তাই আসি নি। মহাজন বললে মহারাজ? মুণ্ডা ধারকর্জ নেয় কিন্তু মহাজনী করে না। মহাজনী করে ভাইয়ের রক্ত চোষে না। তুমি আমাকে গাল দিয়েছ।

দুজনে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি না-বোঝার ফলে ছেঁড়া কথা নিয়ে জোট বাঁধল।

বৈজনাথ বলল, মহাজন বললে গাল দেওয়া হয় ?

মুণ্ডা তো মহাজন হয় না।

গাল দিলাম আমি ?

তোমাকে যদি বলি মুণ্ডা হয়েছ ?

গাল দিলি আমাকে ?

গাল দিলাম আমি ?

এর বাড়া গাল হয় ?

মুণ্ডা কি ? ঘেন্নার জিনিস ?

রাগের চোটে বিসরা চলে এল গ্রামে। পহানের বাড়িতে গেল ও বলল, লালা বৈজনাথ মুণ্ডাদের "মহাজন" বলেছে।

ক্রমে চোট্টি গ্রামের সব মুণ্ডারাই বেঁকে বসল। "মহাজন", "সুদ"—ইত্যাদি শব্দ মুণ্ডাদের কাছে খুবই ঘৃণ্য। বড়ই দুঃখের কথা। মহাজনের কথা মত কাগজে টিপছাপ দিয়ে ওরা সুদের জালেই জড়ায়। ফসল বোনার সময়ে মুণ্ডারা এল না।

সবাই বলল, লালা পুলিসের কাছে যাবে।

পহান বলল, যাক না। দোষ করি নাই কিছু। আর দারোগা মুকুন্দ পাঁড়ে। সে আমাদের চিনে।

বৈজনাথ পুলিসের কাছে গেল। জয় বাবা বিশ্বনাথ! মুকুন্দ পাঁড়ে থাকলে বলত, আদিবাসীদের সঙ্গে হাংগামা উঠাবেন না লালাজী। আমার এলাকায় কোই হাংগামা না হ্যায়। সাত বছর চাকরি আছে আমার, শান্তিতে কাজ করতে চাই।

মুকুন্দ পাঁড়ে নেই। ছাপরায় তার জমিজেরাত নিয়ে মামলা বেধেছে। ছুটিতে আছে ও। বদলী দারোগার নাম মহাবীর সহায়। তাঁর সামনে পনেরো বছর চাকরি। এবং তাঁর রক্ত গরম, চাকরির শুরুতেই "শান্তি চাই" বলে চেঁচাতে তিনি নারাজ। চোট্টি অঞ্চলটি এমনই সুদূর, যে এখানে কিছু ঘটলে রাঁচি অবধি খবর যাবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন না।

কি হয়েছিল, না হয়েছিল, সব জেনে নিলেন তিনি। তারপর বললেন, আপনি চলে যান, আমি দেখছি।

লালা বৈজনাথ ওই চোট্টি গ্রামেরই বাসিন্দা। প্রত্যেকটি মানুষ তার চেনা। ও ধার দেয়, সুদ নেয়, বেঠবেগারী নেয়। কিন্তু যেহেতু ওর জগৎও ওই গ্রামখানি, সেহেতু এমন কোনো হট্টাকট্টা আচরণ করতে চায় না, যা পরিণামে শোচনীয় হয়। আদিবাসী মজুর চটানো তো ওর মোটে ইচ্ছে নয়। তা ছাড়া ও ভয়ও পায়। ও বলল, বেশি কিছু বলতে যাবেন না যেন।

মহাবীর সহায় বলল, তাই বলি? বেশি বলতে যাবই বা কেন? অল্প বললে কাজ হয় যদি?

বিসরাকে বলবেন না। পহানকে বলবেন।

বৈজনাথ একথা বলার মানে হল, আদিবাসী সমাজব্যবস্থায় ওদের পহান বা পুরোহিত হল গ্রামসমাজের মাথা। ওরা কোনো সমস্যা হলে পহানের কাছে বসে আলোচনা করে মিটিয়ে নেয়। এমনও হতে পারে, যে পহান ও গ্রামপ্রধান আলাদা মানুষ। তবে এ ক্ষেত্রে তা নয়। বৈজনাথ জানে, আদিবাসী সমাজের নিয়ম।

মহাবীর সহায় ভাবল, বৈজনাথ ভাবছে, সরাসরি বিসরাকে কিছু বললে গোল বাধবে। নিশ্চয় বিসরা মানুষটি শয়তান। ও দুজন কনস্টেবল পাঠাল বিসরাকে ধরে আনতে।

চোট্টি গ্রামের মুণ্ডা-ওঁরাও কোনদিন দেখেনি, তাদেরকে ধরতে গ্রামে পুলিস ঢোকে। ওরা বোঝেই নি ব্যাপারটা কি। এ কথাও সত্যি, যে চোট্টি নদীর উজানে, সেখানে আছে এক ছোট্ট জলপ্রপাত, কেন না নদীর পর্যন্ত সেখানে দুশো ফুট নেমে আবার সমতল, সেখানে যাযাবর হাঁস মারতে সায়েবের ক্যাম্প পড়ছে। রাঁচির সায়েব। গ্রামবাসীরা ভাবল, সেই ক্যাম্পের কোনো কাজেই পুলিস এসেছে। তখনো মাঝে মাঝে ঘুরে ঘুরে তাঁবু ফেলে জেলা অফিসাররা আঞ্চলিক সমস্যার সমাধান ও বিচার করতেন। ফলে আদিবাসী ও গ্রামবাসী-দের বহু নালিশের বিচার অকুস্থলেই হয়ে যেত। গরিব বেঁচে যেত

অনেক ঝামেলা থেকে। এই নিয়মে জমিদার-জোতদার-মহাজনের সবিশেষ অসুবিধে হত বলে ক্রমে নিয়মটি অন্য অজুহাত দেখিয়ে প্রত্যাহৃত হয়। অফিসার ও প্রজাবর্গের মধ্যে বাস্তব সম্পর্ক গড়ে ওঠা সরকারের, বিদেশী বা স্বদেশী সরকারের ইচ্ছে নয়। সম্পর্কটি সম্পূর্ণ অবাস্তবতার স্তরে থাকাই সরকারের পক্ষে শুভ। তাহলে অফিসারের চোখে মানুষগুলি থেকে যায় সাপ্লাই করা পরিসংখ্যান রূপ অঙ্কের হিসাব। মানুষের চোখে প্রশাসন থেকে যায় রাজার হাতি হিসেবে। যে হাতি তাদের কাজে লাগে না, অথচ যাকে তাদের পুষতে হয়।

গ্রামের মানুষের চোখে কনস্টেবলদ্বয় প্রথমে থাকে কৌতূহলের ব্যাপার। নিস্তরঙ্গ জীবনে বেটন হাতে লালপাগড়ি ও পট্টি-জুতোর মচমচিয়ে হাঁটা দেখতে বেশ। ছেলেপুলে ওদের পেছন নেয়।

কনস্টেবলদ্বয় যখন গাই-চরানোতে ব্যস্ত বিসরাকে ধরে নিয়ে যায় কোমরে দড়ি বেঁধে, তখন তারা হয়ে ওঠে প্রথমে বিস্ময়ের, তারপর ভয়ের বিষয়। খবর যায় পহানের কাছে। পহান তখনি বলে, চল্, যেয়ে দেখি কি হল।—সহসা তার মনে হয়, সে খুবই বুড়ো হয়েছে। থানা-পুলিস-প্রশাসন—তার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে। বিসরার মত নিম্ন ও ভিতু মানুষকে দারোগার কিসে দরকার হতে পারে, সে ভেবে পায় না। মুণ্ডারা কোনদিনই বুঝে পায় না, প্রশাসনের চোখে কোনটা তাদের দণ্ডনযোগ্য অপরাধ।

দু-চারজন পহানের সঙ্গে চলে। সনা মুণ্ডা ডাকবাংলায় পাঙ্খা-কুলির কাজ করেছে, সে কারণে আশেপাশের মুণ্ডা সমাজে, দিকু ও পুলিসের ভাবগতিক বুঝতে সক্ষম বলে তার খ্যাতি আছে। সে বলে, চল্ আমিও যাই।—যেতে যেতে পহান বলে, তুই এলি, ভাল হল। কে জানে ও দারোগা মুণ্ডারী কথা বুঝে কি না।—সনা ঘটি নেয় একটা। বলে, পুলিস ধরলে পিপাসা লাগে বেশি। জিহ্বা নড়ে না, জানি বটের আঠা হয়ে যায় মুখের লালা।

তারা যখন যায়, তার মধ্যেই বিসরাকে মহাবীর সহায় লাথি-ঘুষি-

কিল-চড় মেরে রক্তাক্ত করেছে। পহানদের কাতর প্রশ্নের উত্তরে সহায় বলে, একে ছাড়া হবে না। এ নিজে লালা বৈজনাথের বাড়ি কাজে যায় না, তোদেরও উসকানি দিয়েছে।

এর কি হবে?

জেহেল হবে।

জেহেল?

পহানের গলা চিনে বিসরা কেঁদে ওঠে, জেহেলে যাব না আমি।

যাবি কি না, লালা বুঝবে।

সনা বলে, উয়ারে হাজতে রাখবেন?

নয় তো কি?

উয়ারে ছেড়ে দেন একটু, জল খাওয়াই।

জল আমার নাই?

মাথা নেড়ে পহান বলে, চল্, লালার কাছে যাই।

লালা বৈজনাথ পহানের সব কথা জেনে খুশিও হয়, ঘাবড়েও যায়। এখনো চোট্টি এমন দুরন্ত জায়গা হয়নি, যে মামলা করে আদিবাসী-হরিজনকে শায়েস্তা করতে হবে। লালার কথাই যথেষ্ট। মামলা করতে হলে লালাকে ছুটতে হয় থালারি। এখন তা সম্ভব নয়। আর এই কারণে যদি আদিবাসীরা বিগড়ে যায়? আর আর গ্রামের পাঁচটা জোতদার-মহাজন লালাকেই দোষ দেবে। আদিবাসীরা বিগড়াতে পারে। এককাট্টা জাত। সব কিছুর পর, দারোগাও ওপরহাত নেবে। এটা বরদাস্ত করা কঠিন।

বৈজনাথ বলে, আমি যাব, দেখব।

এখনি চল।

এখন কেন? আমাকে গাল দিয়ে গেল, তার শাস্তি ভোগ করুক একটু? ভাল কথা বলতে গেলাম, গাল পাড়ল।

পহান বলল, মহারাজ! তোমাদের কথা আমরা কথনো বুঝি নাই, আজও বুঝলাম না। তুমি ওরে বললে, মহাজনটা হছিস। মুণ্ডারীতে ও কথাটা গাল বটে। তোমার দোষ হল না। ও বলল,

মুণ্ডা তুমি। সেটা গাল হল, দোষ ভি হল বিসরার। আমারদের মাঝে আমরা ছাড়া আমারদের আপন কেউ নাই। একজনার গায়ে লাগলে সবে ব্যথা পাই। আজও পাই, ছেলেরা পাবে কি না জানি না। তা বিসরা কামে আসে না, গাই-ছাগল তাংড়ায়। আমরা সবে আসছিলাম। উয়ার অপমান হতে আমরা আসি নাই। তুমি বললে দারোগারে, বিসরা সকল মুণ্ডাদের খেপাতেছে ?

এ কথা আমি বলি নি।

তুমি সাচ্চা বল, না দারোগা বলে ? দেখ মহারাজ, মুণ্ডারা কিছু করে নাই এখনো। বিসরা যদি মরে যায় থানায়, তবে তোমার দোষে মরবে। তোমার পাপ হবে। তখন সবাই যদি খেপে যায় ? ওর ছেলা আছে, সে তীর খেলায় কত মান পায়, সে মানবে ?

এ কথা শুনেই লালার মনে হল, মন্তরপড়া তীরের কথা। বাপ রে ! তিল থেকে তাল হল, যদি জানটা চলে যায় ?

চল্, যাই আমি।

বৈজনাথের সঙ্গে পহানরা আবার থানায় এল। চোট্টি এসে বসেছিল। ঘটনা ঘটার সময়ে সে বাড়ি ছিল না।

বৈজনাথ আর দারোগার মধ্যে কি কথা হল জানা গেল না। তবে দারোগা বিসরাকে ছেড়ে দিল। বলল, ওকে যে জেহেলে নিলাম না, ছেড়ে দিলাম, সে জন্যে গ্রাম-জরিমানা হল। মুণ্ডা লোকরা আমাকে থানায় পাঁচ টাকা দিয়ে যাবি। তিন দিনের মধ্যে।

চোট্টি এগিয়ে এল। বলল, এখন দিব না। মেলায় খেলা জিতে তোমারে টাকা দিব। এখন গ্রামে পাঁচ টাকা নাই।

তুই কে ?

আমার বাপরে ধরেছ।

টাকা দিবি ! তুই দিবি ?

আমি দিব। মুণ্ডা মিছা বলে না।

ওরা চলে গেল। কনস্টেবল দুজন ভীষণ ভয় পেয়ে থাকবে। তারাও এখানেই থাকে ও আঞ্চলিক সংবাদ রাখে। আগেকার

দারোগা ছিল অন্য রকম। এই দারোগার কথায় বিসরাকে তারা ধরে এনেছে বটে, কিন্তু তারা মারেনি। এখন তারা বলাবলি করল, চোট্টি গ্রামে বসে মন্ত্রপূত তীর ছুঁড়ে ওদের মারতে পারে। চোট্টির তীর যে মন্তর পড়া, তাতে ওদের কোনো সন্দেহ নেই। মন্ত্রপূত তীর না হলে প্রতি মেলায় চোট্টি জিতত না। থানা আর দারোগা চোট্টির বাবাকে বিনা দোষে নির্যাতন করে মরতে চায়, মরুক। ওরা মরতে চায় না।

দুজনে পরামর্শ করে রাতের আঁধারে বিসরার বাড়ি গেল। চোট্টিকে ডেকে বাইরে এনে দুজনেই হাত জোড় করল। বলল, চোট্টি! বাবারে শুধা, ওরে নিয়ে গিয়াছি, গায়ে হাত দিই নাই। তবু আমরাই নিয়াছি, দোষ করেছি। তুই এই রাখ জরিমানার পাঁচ টাকা! আমরা দিলাম। বনজঙ্গলে চাকরি করি, তাতেই ডরাই। তোর তীর পাঠায়ে আমাদের মারা করিস না। আমাদের ঘর আছে, ছেলে আছে।

চোট্টি বলল, তোমাদের মারব বলেছি?

সবে জানে, তুই মন্তর জানিস। তোর তীর ভেজে দিলে তা দশটা থানা পারায়ে মানুষ মেরে তোর কাছকে ফিরে আসবে।

ওরা টাকা রেখে পালাল। তারার আলোয় দাঁড়িয়ে চোট্টি বুঝতে চেষ্টা করল, ব্যাপারটা কি হল। ওকে ঘিরে গল্প তৈরি হচ্ছে। ও হয়ে যাচ্ছে কিংবদন্তী? টাকাগুলো তুলে নিয়ে ও ঘরে রাখল। পরদিন পহানকে বলল, থানা-সিপাই জরিমানার টাকা দিয়া গেল। কি করব?

পহান বলল, তোর উপর হরমদেওয়ের কৃপা।

কেন?

আরে লালা যে ডরে গিছে, মন্তর পড়া তীর ভেজে তুই তারে মারবি। সে ভি কাল রাতে মোরে ডাকায়ে বলেছে, তোর কাছে বলতে, যে তুই তারে মাপ করে দে। সে ভি জরিমানার টাকা দিল।

সে কি কথা!

তুই তো মন্তর জানিস বাপ। নইলে মুণ্ডা গ্রামে জরিমানা বসালে লালা সে জরিমানা দেয় কেউ শোনে নাই। যা বাপের কালে হয় নাই, তুই ছেলা হয়ে তা দেখালি।

কিন্তু শোন্।

বল।

চোট্টির বলতে ইচ্ছে হল, মন্ত্র সে জানে না। আর এও বুঝল, যে সে কথা বললে পহানও তা বিশ্বাস করবে না।

বল হে—সে আবার বলল।

পহান বিষণ্ণ ও গম্ভীর কণ্ঠে বলল, টাকাটা তোর কারণে, তোরে জানালাম। এখন যার যার টাকা, তারে ফেরত দিতে হবে।

আমিও তাই বলতে এসেছি।

চোট্টি রে! দশ টাকা অনেক টাকা। টাকা টাকা চালের মণ! কিন্তুক মুণ্ডা জাতে এমন টাকা কেও নেয় নাই।

তীর খেলে টাকা দিব বলেছি, তাই দিব। নয়তো আমার ধর্ম থাকে না। আমার বাবা শুওর কাটলে কাঁদে। সেই বাবারে ধরা করাল যে, হাতে ধরল যারা, তাদের টাকা নিয়ে বাবার কারণে জরিমানার টাকা দিব না।

ভাল। আমি টাকা ফিরায়ে দিয়ে আসি। এক কাম ভাল হল। আমরা বিনাদোষে উয়াদের কাছে পনেরোআনা ডরে থাকি। উহারা তোর কারণে মোদের কাছে এক আনা ডরে থাকল। লালাও ডরে গেল।

চোট্টি বাড়ি ফিরল। বাপকে বলল, সব কথাই বলল। বিসরা শুনতে শুনতে হঠাৎ বলল, তীর খেলার টাকা হতে আর টু'খানি জমি কিনতে হবে।

কেন?

বিসরা তাড়িত, ত্রস্ত চোখে বলল, দাস্‌কির, তোর বোনটার বিয়া হয়াছে। কোয়েলের বিয়া হবে। তোরাদের সংসার বাড়বে। তখন এ জমিতে চলবে?

কিনতে হলে কিনো।

তাও নীরেস জমি। সরেস জমি কিনলে লালা নিয়ে নিবে।

না বাবা, নিবে না।

প্রায়শ্চিত্তও করন্তে হবে।

কিসের ?

আমারে জেহেলে নিল যে।

জেহেল কোথা বাবা ? থানা যে।

তুই জানিস ? তা জানবি। মন্তর পড়া তীর তোর !

না বাবা, না।

কয়েকদিন বাদে বিসরা বলল, সেদিন হতে মনটা খুব দুখাইছে চোট্টি। আচ্ছা, তুই যদি মন্তর বলে তীর ভেজে দিস, সে তীর দারোগার হাতটা জখম করে দিতে পারে না ?

দেখি।

চোট্টি মায়ের কাছে গেল। মা বলল, ওই বিনা কথা নাই। হাঁ চোট্টি, চোক্ষু ঘুরায়, কি বলে, পাগল হল কি ?

পহান বলল সব শুনেমেলে, এ বড় চিন্তার কথা। তুই আয়, তোরে বলব সব। বিসরার মা আমার দুধ মা। আমি মাওড়া ছেলা।

এখন ধান কাটার সময়।

তুই তো যাস না।

না। মন উঠে না।

তাতে লালা ধরে নিছে, তু ওরে জরুর মারবি। আমি বলি, না মারবে না। তাতে কি বুঝল কে জানে। জলখাই দিতেছে, আর দু পয়সা।

জলখাই আর দু পয়সা ?

তুই না যাস, কোয়েলরে পাঠা।

চোট্টির মা পোড়খাওয়া মানুষ। সে বলল, তোর বাপে না জানলে হল। দু পয়সা ! লবণ-লঙ্কা-তেল—বেসাত হয় যে।

পহানও বলল, বলে দিব চোট্টি সময় পায় না। কোয়েলরে দেখলে জানবে তুই উয়ার উপরে রাগ রাখিস নাই।

চোট্টি নিশ্বাস ফেলে বলল, সত্যিই সময় পাই না। গাইটা বজ্জাত। খালি জঙ্গলে ঢুকে। বাঘ মেরে দিবে কবে।

বাঘের কথা উঠতে পহান বলল, নেউল্লাতে বাঘ একটা খুব জ্বালাইছে। গাই-বাছুর মেরে ফেলাছে কতগুলা। পহান বলে সেথাকার, তুই মারলে তোরে চাল দিবে অনেক। তোরে বলতে বলল।

সেথা কেউ নাই ?

ফাঁদে পড়ে না, মারা গরুর লাহাশে বিষ দিলে খায় না। বলে, বাঘ না শয়তান। কোনো দুষ্ট রোয়াঁ হবে। তোর তীরে ঘায়েল হবে।

দেখি।

নিশ্বাস ফেলে উঠে এল চোট্টি। বাবার জন্যে ওর মনে খুবই দুশ্চিন্তা। অমন কেজোকর্মা লোকটা কি রকম অবসাদে সদাই বিষণ্ণ। কথা বলে না পারতপক্ষে। মাঝে মধ্যে আপন মনে দু একটা কথা বলে। সে সব কথারই কি মানে হয় ? সেদিন হঠাৎ বলল, চিরকাল ঘাটো খেতাম, ছেলের কপালে অনেক দিন ভাত খাই, আস্ত কাপড় পরি, তাই জেনে মোরে জেহেলে নিল। মুণ্ডা ভাত খেলে, গোটা কাপড় পরলে দোষ হয়। তা জানত বলে জলে সোনা দেখে আমার পিত্তিপুরুষ পলায়েছিল।

আজ উঠোনে দাঁড়িয়ে বলছিল, উ সিধা গাছটা হেথা কোথা হতে এল ? আগে তো ছিল না। গাছটা কাটতে হবে।

গাছটা চিরকাল আছে। ওই গাছের ডালে দোলনা বেঁধে ছেলেদের শুইয়ে রেখে মা কাজ করত। বাবা কি পাগল হয়ে যাচ্ছে ?

সে এক দুশ্চিন্তা। সংসারের কর্তৃত্ব মায়ের নেবার কথা। মা অবধি কথায় কথায় চোট্টির মুখের দিকে চায়। এই যে সকলের

বিশ্বাস, চোট্টি মন্ত্র জানে, চোট্টি অসাধারণ, এ বিশ্বাসের পাষাণভারে চোট্টি ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, একলা হয়ে যাচ্ছে। নেউন্দ্রা গ্রামে গিয়ে সে বাঘ মারবে। এ কি প্রত্যাশা ?

চোট্টির মা বলল, আমি তোরে যেতে দিব না।

পহান বলল।

পহানের ছেলা যাক। বাঘ নয় উ, ডাং-পিশাচ। তুই মারলে তোরে মারবে। কোয়েলটা রুগাভুগা, বাপ বুদ্ধি হারাতেছে, তোরেও খোয়াব ?

তারা কি এসে বলাছে মোরে ?

যাবি না তুই।

বাঘ মারতে হল না চোট্টিকে। রেল-ইঞ্জিনিয়ার সাহেব গুলি করে বাঘটা মারলেন। চোট্টি বুঝল, নিরন্তর অভ্যাস করে তীরের বাজি তাকে জিততে হবে। জেতার মধ্যে আনন্দ আছে, জেতার ফলে সম্মান আছে, পুরস্কার আছে। এই বাজির পর বাজি জেতা নিয়ে তাকে নিয়ে সে কিংবদন্তী গড়ে উঠছে, সে কিংবদন্তীকে বাঁচিয়ে চলার দায়িত্ব আছে। কিন্তু কিংবদন্তীর নায়ক হতে চায়নি সে। চোট্টি মেলার তীরখেলায় জেতার যে সম্মান, তাই সে পেতে চেয়েছিল। ধানী মুণ্ডা তার জীবনটা ওলটপালট করে দিয়েছে। কিন্তু কি ভাবে তা করল, তা চোট্টি ব্যাখ্যা করতে পারে না।

দূরে, পাহাড়ের নিচের একটি পাথরে চাঁদমারি করে তীর অভ্যাস করতে গিয়ে তার জীবনে আরেক গল্পকথা জড়িয়ে গেল।

চোট্টি নদীর উজানে এক সাহেব তাঁবু ফেলেছিল। রাঁচির সাহেব। চোট্টির গ্রামের লোকরা ভেবেছিল, সাহেব নিশ্চয় হাকিম হুকুম হবে। কিন্তু কিছুদিনেই জানা গেল সাহেব বদ্ধ পাগল। দুধ-ঘি-মাংস যা কিনছে, দাম দিচ্ছে। মাত্র দুজন কুলি ও দুটি ঘোড়া নিয়ে এসেছে। পহান বলল, ঘোড়ার ঘাস কিনলেও দাম দেয়। সারাদিন ঘুরে ঘুরে ছবি আঁকে, সন্ধ্যায় তাঁবুতে বসে কি লেখে, মাঝে মধ্যে পাখি মারে।

চোট্টির মনে এতেও কোনো কৌতূহল হয়নি। একুশ বছর বয়সে সমর্থ বাপ থাকতে সংসারের ভার তার ওপরে। মন খুব বিষণ্ণ। এখন সে নিজেদের জমিটুকু তাংড়ায়, ভাই গরু চরায়। ছুট্টু গরু, তাই তাকেও মাঝে মধ্যে যেতে হয়। কোয়েলের বয়স উনিশ হল। তাকে বিয়ে, আরান্দি না করালে অন্যায় হয়। নিজের বউ পোয়াতি। মার হাত জুড়কত একটা বউ দরকার। সময় করে নিয়ে তীর অভ্যাস করে ও। ধানীর দেওয়া তীরটা ও তুলে রেখেছে। তীর খেলার দিনে ও তীরটা সঙ্গে নিয়ে যায় শুধু। ধানী এখন গান। কালো মেঘে সওয়ার হয়ে ও সৈল্‌রাকাবে মিলে গেছে। একেক সময়ে চোট্টির সন্দেহ হয়, ধানী কি ছিল কোনোদিন? না স্বপ্ন সে, কল্পনা মাত্র? তখন ও তীরটা দেখে। পুলিস! পুলিস ধানীকে মেরেছে। পুলিস ওর বাপকে ধরে নিয়ে নির্দোষে মারল। আবার দারোগাও নাকি এখন ভয় খায়, চোট্টি তীর পাঠিয়ে তাকে মারতে পারে। তা যদি পারত, তাহলে তো চোট্টি ধানীর তীরকে বলে দিত, যে লোকটা ধানীকে মেরেছে, তারে যেয়ে মেরে আয়। কোন অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পারে না যে চোট্টি, তাকে নিয়েই কত গল্প।

ধানী নেই বলে কত কথা যে চোট্টির জানা হয়নি, জানা হল না। মুণ্ডারা যবে স্বাধীন ছিল, যখন তাদের জীবনে দিকু আর গোরমেন আর ঠিকাদার আর আড়কাঠি আর মিশনারী ঢোকেনি, তখনকার কথাই শোনা হল না।

ভাবতে ভাবতে ও তীর ছোঁড়ে, ছুঁড়ে চলে। হাত তৈরি আছে নাকি দেখার জন্যে সেদিন ও সন্ধ্যার মুখে ফিনফিনে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় একটা উড়াল হাঁস মারল। মরা হাঁসটা কুড়োতে নদীর বুকে নেমে ও দাঁড়িয়ে গেল। সাহেব। হাতে হাঁসটা। সাহেব পরিষ্কার মুণ্ডারী ভাষায় বলল, তুমি মেরেছ?

হ্যাঁ।

তোমার নাম কি?

চোট্টি মুণ্ডা।

নদীর নামে নাম ?

নদীর নামে।

কেন ? কোন বারে জন্মেছ ?

সোমবারে।

তাহলে সোমরা, সোমাই, সোম্‌না নাম নয় কেন ?

নদীর নামে নাম আমাদের বংশে রাখে।

তুমি তীর ছুঁড়তে শিখলে কোথায় ?

কেন ? নিজে নিজে ?

বাঃ! চমৎকার। সন্ধ্যার জ্যোৎস্নায় একটা উড়াল হাঁস আমি কখনো মারতে পারলাম না বন্দুক দিয়েও।

হাঁসটা তুমি নেবে ?

না না।

নাও, আমি আবার মারব।

তার চেয়ে কাল এস, তোমার সঙ্গে আমিও মারব।

সাহেব, তীরে শব্দ হয় না। বন্দুক ফুটালে শব্দ হয় আর হাঁসগুলো ভয় খেয়ে যায়। তুমি তো তীর ছুঁড়তে পারবে না।

এখানে কি করছিলে ?

অভ্যাস।

কেন ?

মেলায় তীর খেলব।

কোথায় মেলা ?

সামনে নেউদ্রা মেলা।

কাল এস।

কেন ?

তোমার ছবি আঁকব।

আমার! ছবি!

হ্যাঁ।

বাড়ি ফিরে চোট্টি বলল, মা ! সাহেবটা পাগলা বটে। বলে কি, কাল এস, তোমার ছবি আঁকব।

তোর নামযশ জেনাছে বোধহয়।

দূর ! পাগলা বটে।

পরদিন সাহেব ওকে ঠিক ধরে ফেলল। বলল, আমি ছবি আঁকতেই এসেছি। চল, তোমাদের গ্রামে যাব। আগে আমার তাঁবুতে চল।

সত্যিই চোট্টির সঙ্গে গ্রামে এল সাহেব। পেনসিলের কয়েকটা টানে পহানের ছবি আঁকল, হরমদেওয়ের থানের। বলল, আমি এখানে বেড়াতেই এসেছি। আর ছবি আঁকতে। তাই তোমাদের ছবি আঁকছি।

মুণ্ডারী বলছ কেন ? তুমি কি মিশনারী ?

না। তবে মুণ্ডারী শিখেছি।

কোথায় ?

রাঁচিতে।

সকলে চুপ করে রইল। সাহেব আপন মনে বলল, আশ্চর্য ! এরা নিজেদের মধ্যে গল্প করে, আমার বেলা প্রশ্ন করলে জবাব দেয়, বাস্।

পহান চোট্টির দিকে চাইল। সাহেব মানে গোরমেন্। গোরমেন্‌কে সঙ্গে করে এনেছে চোট্টি। এরকম কাণ্ড আগে কখনো ঘটেনি। তাই এরকম ঘটলে লোকে কি করে, কি বলে, কেউ জানে না।

সকলকে বাঁচাল পহানের বউ। সহজ মেয়ে-বুদ্ধিতে। মুণ্ডারী মেয়েরা সাধারণত হাসিমুখে থাকে। বউ হাসতে হাসতে একটা দড়ি বাঁধা ছোট টুল এনে সাহেবকে বসতে দিল। তারপর বলল, তোরা আয়।

গ্রামের মেয়েরা এগিয়ে এল। একজনের হাতে পেতলের ঝকঝকে থালায় ভুট্টার খই, গুড়ের ডেলা। আরেকজন আনল জল। বউ বলল, ঠাকুরথানে এসে'ছিস। একটু জল খা। তা বাদে আমারদের ছবি বানিয়ে দে।

আসলে মেয়েরা পুরুষদের ইতস্তত ভাব দেখে মজা পেয়েছে। সাহেব যখন খেতে লাগল, মেয়েরা মুখে মুখে গান বানিয়ে গাইল :—

ঘরে গোরমেন এসেছে
গোরমেন ছবি বানিয়েছে
গোরমেন বন্দুক লয়ে আসেনি
মোরাদেরকে মারেনি
গোরমেন পরসাদ খেয়েছে।

তৎক্ষণাৎ সাহেব বলল, আবার গাও।—সে গানটা লিখে নিল। মেয়েরা গাইল আবার। তারপর সবাই হাসিতে ভেঙে পড়ল। সনার মা জ্ঞানী বুড়ি। সে বলল, পাগলটা নয় রে। ভাল গোরমেন্।

সাহেব তারপর চোট্টিকে নিয়ে ওদের বাড়ি দেখতে গেল। মুণ্ডার বাড়ি দেখবে, দেওয়ালে আঁকা ছবি দেখবে, ওর অনেক ইচ্ছে।

সাহেবের নাম রোনাল্ডসন। বিহারের ছোটলাটের দপ্তরের সেক্রেটারির ভাই। রাঁচিতে বেড়াতে এসে হফম্যানের ডিকশনারি পড়ে প্রথম মুণ্ডারী ভাষা ও মুণ্ডাদের বিষয়ে আগ্রহ হয়। আবিষ্কার করে, বিলেতে তাকে দিয়ে কার্যকরী কিছু করানো না গেলেও, মুণ্ডা ভাষা শেখায় তার ব্যুৎপত্তি জন্মেছে। মুণ্ডা গ্রাম ও মানুষ পরিচিতি বিষয়ে বই লিখতে ইচ্ছা জাগে। ছবি আঁকায় দক্ষতা তার ছিলই। ইত্যাকার কারণে তার এখানে আসা।

চোট্টির বিষয়ে প্রবাদগুলি সে জেনে যায় এবং চোট্টির সঙ্গে সে নেউন্দ্রা মেলায় যায়। যথারীতি চোট্টি লক্ষ্যভেদ করে। শুওরটি মারা হয় এবং চোট্টির অনুরোধে মুণ্ডারা এই পাগলা গোরমেনকে তাদের ভোজসভায় থাকতে দেয়। সাহেব তাদের বিস্মিত করে মদ না খেয়ে, বরং সকলকে খুশি করে পেনসিলে ঝপাঝপ সকলের অবয়ব এঁকে দিয়ে। নেউন্দ্রার পহান বলে, তুই যদি ভাল গোরমেন্ তবে আমাদের এত কষ্ট কেন?

সাহেব বলে, একথার উত্তর তার জানা নেই, তবে তাদের উচিত,

যখন যেখানে অফিসারদের তাঁবু পড়ে, সেখানে গিয়ে সরাসরি তাদের আর্জি পেশ করা।

পহান বলে, শুনবে কেন?

দিয়ে দেখেছ?

না।

দিয়ে দেখো।

অতঃপর চোট্টি ও সাহেব সাহেবের তাঁবুতে ফেরে। সাহেব, সেই আধরাতে, চোট্টিকে দেখায় তার আঁকা ছবি। হঠাৎ চোট্টি দেখে, ধনুক ও বলোয়া উঁচু করে ধরে ধানী মুণ্ডার ছবি।

এ ছবি তুমি আঁকলে কোথায়?

জেজুড়ে।

তুমি জেজুড়ে গিয়েছিলে?

সাহেব বলে, এ একটা আশ্চর্য মানুষ। যেই দেখলাম ও আসছে, আমি ছবিই আঁকছিলাম, এর ছবি আঁকলাম। কিন্তু দারোগা ওকে মেরে ফেলল। ও নাকি গ্রেট রেবেল একজন। ওর নাম ধানী মুণ্ডা।

ছবিটা আমাকে দেবে?

নাও। দাঁড়াও, কাল নিও। আমি একটা কপি করে নিই।

মদের নেশাতেও চোট্টি বলে না যে ধানীকে ও জানত। পরদিন ওর ছবি ও ধানীর ছবি চোট্টিকে উপহার দিয়ে সাহেব তাঁবু তোলে। চোট্টি ধানীর ছবিটি লুকিয়ে রাখে। তারপর যায় বাজারে। স্টেশনের ধারে। লবণ ও তেল কিনতে। সেখানে দেখে লালা বৈজনাথকে। লালা সসম্ভ্রমে বলে, চোট্টি! তোর বাবার কথা দারোগাকে বললাম, রাগ উঠে গিয়েছিল। তা বাদে যা যা হল, তাতে বড় লজ্জায় আছি। গোরমেনের সাহেব ভি তোর বন্ধু। তুই যেন আমার নামে কিছু বলিস না রে।

কাকে বলব?

গোরমেনের লোক তো আসে, তাঁবু ফেলে।

না, বলব না।

পহান ওকে ডেকে বসায় ফিরতি পথে। বলে, তুই হতে মোরাদের মান বেড়ে গেল। তা তোরে ডেকেছি বাপের কথা বলতে।

কি বলবে?

পহান নিশ্বাস ফেলে বলল, বাপ-দাদার কাছে শুনেছি, চক্ষে দেখি নাই। আমাদের মুণ্ডাদের মাঝে কারো কারো মনে দুঃখ লেগে যায়। সে দুঃখ আর যায় না। দুঃখ মানুষটারে মেরে ফেলায়। বুঝি বা বিসরা সে পথ নেয়।

চোট্টি নিশ্বাস ফেলে বলল, কি করি?

আমি পূজা দিয়ে দেখব।

দেখ।

এই ১৯২১ সালটি চোট্টির জীবনে খুব মনে রাখার। এই বছর সে পিতা হয়, এবং ছেলের নাম রাখে ওর না-দেখা এক নদীর নামে। হরমু। এ নদী সে চোখে দেখেনি। ধানীর কাছে শুনেছিল, হরমু নদীর কিনারে না কি ওরা ভগবানকে দাহ করেছিল। মুণ্ডারা করে না। গোরমেন্। মুণ্ডারা সমাধি দেয়। গোরমেন্ গোবরের ডেলায় ভগবানের লাশ জ্বালিয়েছিল. ভগবানের লাশকে অপমান করার জন্যে। ধানী বলেছিল, জেহেল হতে বারায়ে আমরা হরমুর কিনার হতে এক মুঠা করে মাটি লয়ে চলে যাই।—মা বলল, সোমবারের ছেলা, সোমরা হবে না কেন? কুথাকার হরমু নদী?

চোট্টি বলল, পরে ছেলা হলে তোর ইচ্ছামত নাম রাখিস।

ছেলে হল। এ বছরই চোট্টি আশপাশের আরো আরো তীর খেলায় জিতল। এ বছর পহান, বিসরার কল্যাণের জন্যে পূজার আয়োজন করল। পূজার পর সবাই যখন প্রসাদ খেতে ব্যস্ত, তখন বিসরা উঠে গেল। সকলের অলক্ষে। সেখান থেকে আধ মাইল হেঁটে লালা বৈজনাথের বাড়ির সামনের আমগাছে গলায় বাঁধল পরনের ধুতি, ঝুলে পড়ল।

আত্মহত্যার কেস। লাশ নামাবার পর দারোগা এসেছিল।

চোট্টি বলেছিল, কি কারণে এসাছ তুমি? আবা মরল কেন? আমার আবা কখনো শুওর কাটলে চেয়ে দেখে নাই। তারে নিদোষে মারলে তুমি, তা হতেই আবার মাথা কেমন হয়া গেল।

মহাবীর সহায়ের মুখ কালো হয়ে যায়। অন্য ক্ষেত্রে সে এমন কথা সে সইত না। কিন্তু চোট্টির রাগ এবং আত্মঘাতী বিসরার প্রতিহিংস্র আত্মার ভয়ে সে চুপ করে থাকল। বিসরার দেহের সদ্‌গতি হল। লালা বৈজনাথের মনে সমগ্র ঘটনাটি অনেক বেশি আঘাত করে থাকবে। কেন না তারপরেই সাধের জোতজমা ছেলে তীরথনাথ লালার হাতে তুলে দিয়ে সে চলে যায় তীরথনাথ কাশীধামে এবং শিবচতুর্দশীর দিন অত্যধিক ভাঙের ঝোঁকে নৌকোর উপর নাচতে গিয়ে গঙ্গাজীতে পড়ে গিয়ে মরে যায়।

এর পরেই ঘনঘন জ্বর হবার ফলে মহাবীর সহায় ছুটি নেয়। পহান বলে, চোট্টি! এ তুই খুব ভাল করলি। বিসরার মরণের দোষ যাদের, তাদের একজন মরল, একজন ছুটি নিল। তোর ক্ষমতা খুব।

খুব ক্ষমতা তাতেই পাঁচটা পেট ভরাতে পারি না।

লালার খেতে যাবি না?

যাব। পেটের উপর জোর খাটে না।

পহান বলে, সে ভাল হবে। তুই রইলে তীরথ আমাদের উপর চোট উঠাবে না।

এ ভাবেই চোট্টির জীবনে আরো আরো কিংবদন্তী যুক্ত হয় এবং কিংবদন্তীর সঙ্গে ছায়াবাজি সম্ভব নয় বলে চোট্টি হার মেনে নেয় ও কাজের ফাঁকে ফাঁকে চালাতে থাকে তীরাভ্যাস। বছর তিনেকে সে সে আবার পিতা হয়। কোয়েলের আরান্দি হয় সনা মুণ্ডার বোনের মেয়ে মুংরীর সঙ্গে। চোট্টির মা হাট থেকে ফেরার সময়ে সাপের কামড়ে মরে যায়। চোট্টিতে নামে খরা।

চার

খরা, দুরন্ত খরা। এমনি এক খরায় কবে কোন সুদূর অতীতে চোট্টিকে মা পাঠিয়েছিল দিদির ঘরে। এখন দিদির সংসার বড়, সেখানেও খরা। তা ছাড়া সংসারে পালাবার জায়গা বড় কম।

মুণ্ডারা বলল, তীরথনাথের কাছ যাব।

কেন?—চোট্টি জিগ্যেস করল।

ধার করব।

ধার দিবে?

টিপ দিলে ধার দিবে।

টিপ দিলে বেঠবেগারী দিতে হবে কামিয়া বনে গিয়ে।

দিব। এখন তো বাঁচি।

পহান কি বলে শুন্।

পহান বলল, টিপছাপ দিয়া করে বেঠবেগারী দিবি, টুকা খোরাকী চাল-গমের লেগে, তাথে আমি "হাঁ" বলব না। এই বেঠবেগারী দশ পুরুষেও শোধ হয় না। ইয়ার ফাঁদে সবে পড়ে। ও গঞ্জু, দুসাদ, চামার, ধোপা, সবে দেখ্ গা বেঠবেগারীতে বাঁধা আছে। আমি কারে "হাঁ" বলব না। তবে এই কথা, "না" ভি কারে বলত না। কেন বলব না? তখন তোরা বলবি, খতে টিপ দিলে খেবে পেতাম।

চোট্টি বলল, আসানী কি?

আসানী নাই।

একসঙ্গে কামকাজ করি, তা ও গঞ্জু-দুসাদদের শুধাও কেন?

ওদের প্রধান বলল, যার ইচ্ছা টিপখত দিয়ে কর্জ নিবে। আমি কি বলব? চোট্টি মুণ্ডা শুনি সকল কাম পারে।

কি করতে বল?—চোট্টি রেগে উঠল।

রাগ করিস কেন? তোরা যে গরীব, মোরাও তাই। আমি

বলি, তোহ্নিতে সাহেব আসবে, দেখবে আকাল কি না, তখন খয়রাতি দিবে, আর গোরমেন "আকাল" স্বীকার গেলে মিশনের সাহেব মেমও আসবে। সেথা যেয়ে আর্জি দে না।

থানা হতে আর্জি দিবে না?

এই দারোগা? এই তশীলদার?

যেয়ে বলি।

দারোগা বলল, তোদের বুঝাব বা কি? জংলী ছোটলোকগুলো। হাঁ, খরা হয়েছে। কিন্তু আকাল কোথা? আকালে মানুষ মরবে, গ্রাম ছেড়ে পালবে, তবে না আকাল? সরকারের পয়সা অতই শস্তা?

তীরথনাথ বিনা কারো ঘরে চাল-গম নাই।

সে তো দিতে চায়।

টিপ দিতে বলে?

বিনা টিপে দিবে কেন?

তুমি আর্জি দিবে না?

যখন দিবার, তখন দিব।

ধরম তুসাদ থানা থেকে বেরিয়ে বলল, চোট্টি? বুঝলি কিছু?

কি বুঝব?

তীরথনাথে দারোগাতে এককাট্টা। দারোগা এখনি যদি আর্জি দেয়, তবে কিছু খয়রাতি মিলে। তাহলে তীরথনাথ বেঠবেগারীর খতে ই গ্রামটা বাঁধতে পারে না। ওর এখন মৌসুমে তুশো। কিষাণ দরকার। বেঠবেগারীতে কিষাণ মিললে কাজটা নিখরচায় উঠবে। আমি জানি আমার পরদাদা ওর পরদাদার কাছে সাত পাই ভুট্টা নেয় টিপ দিয়ে। আজও সে কারণে বেঠবেগারী দেই।

এই জন্য আর্জি দিবে না!

এখন আষাঢ়। জল নাই। কিন্তুক পলাস, ডাহার, কোমাণ্ডিতে জল হয়েছে। হেথাও হতে পারে। তখন কে টিপ দিবে?

চল, যাই।

যা।

"যা" কেন, চল। সবাই যেতে হবে।

তীরথনাথের কানেও খবর গেল। সে মনে মনে গুমরে রইল। স্টেশন এখানে একটা বেড়াবার জায়গা, তা ছাড়া এই নির্বাসিত অঞ্চলে, স্টেশনে গেলে বাইরের দুনিয়ার খবর মেলে। স্টেশনে বসে ও স্টেশনমাস্টারকে বলল, এই চোট্টি মুণ্ডা খুব শয়তানী জুড়েছে। ওর বাবা আর আমার বাবার মধ্যে কি যে হল, ওর রাগ পড়ে নাই।

কেন? চোট্টি তো খুব শান্ত ছেলে।

এই খরা, মানুষকে ধান-গম দেব বলে বসে আছি। না নিজে নেবে, না কারুকে নিতে দিবে। আর ওর সঙ্গে জুটেছে যত ছোট-জাতগুলো। কি? না আমি খত লেখাব, বেঠবেগারী নেব। আদিবাসী ঔর অছুত সে বেঠবেগারী লেনা তো মেরা ধরম হ্যায়।

তীরথনাথের, এক ধোবি প্রণয়িনী আছে। প্রণয়কাণ্ডটির কুটনিগিরি করেছে মোতিয়া ধোবিন। মোতিয়া স্টেশনে এসেছিল ওর বোনপোর খোঁজে। মোতিয়া ঘরমুখো তীরথনাথকে বলল, তোমার বাপ চোট্টির বাপকে "মহাজন" বলেছিল, তা থেকে এত কাণ্ড ঘটল। তারপর তুমি চোট্টির নামে বললে "শয়তানী জুড়েছে?"

কখন বললাম।

আরে বাপ! এই বলে এলে, "না" বলছ মহারাজ! না কি এও তোমার ধরম? কাকে খেপাচ্ছে চোট্টি?

গমগম করতে করতে মোতিয়া চলে গেল চোট্টির কাছে। সব কথা খুলে বলে বলল, দে বাবা ওকে একটা তীর মেরে। ল্যাঠা চুকে যাক।

চোট্টি বলল, সবে যাব তোহ্‌রি। সাহেবরে বলব। তোদেরও যেতে হবে।

গোরমেন মেরে দিবে না ত?

না না। গোরমেনের কাছে গেছি আমি? আমি জানি?

তোর কাছে গোরমেন এসেছিল না?

পহানও বলল, তাই চল্।—চোট্টি বুঝল, পহান থাকা সত্ত্বেও তার ওপর চলে আসছে চোট্টির মুণ্ডা সমাজের নেতৃত্বের ভার। আর তীরের ব্যাপারে ওর মন্ত্রসিদ্ধতার কথা সবাই বিশ্বাস করছে বলে আপদে-বিপদে দুসাদ-গঞ্জু-চামার-ধোবিরাও ওকে প্রয়োজনে মেনে চলবে। খুবই গণ্ডগোলের ব্যাপার।

১৯২৪ সালের জুন মাসে চোট্টি থেকে যে দলটি তোহ্রিতে যায় পাঁচ মাইল বন ঠেঙিয়ে, তেমন দল কখনো এমন উদ্দেশ্যে যায়নি এর আগে। ক্যাম্প ফেলেছিলেন জমি-জরিপ অফিসার। সেই সঙ্গে ও অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ আছে কি না, তা দেখার দায়িত্বও তাঁর ছিল। সে খবর চোট্টির দারোগার কাছ থেকে আসাই স্বাভাবিক ছিল। দারোগাই গ্রামাঞ্চলে, সরকারের প্রতিনিধি। সরকারের জঙ্গালমহালী অঞ্চল চোট্টি। নইলে তো রাজা ও জমিদারদের এলাকা সব। দারোগা নয়, এরা কারা? অফিসারটি বাঙালী। এ অঞ্চলে কর্মক্ষেত্র বলে মুণ্ডারী, ওঁরাও, আঞ্চলিক হিন্দী জানেন। তিন পুরুষে রাঁচির বাসিন্দা।

দারোগা বলল, এ কি? মুণ্ডা, গঞ্জু, দুসাদ সব এক সাথ?

আর্জি আছে।

কি আর্জি?

দুরান্ত খরা, কাক মরে ঘুরে পড়ে। কারো ঘরে গম নাই, ভুট্টা নাই, চাল নাই, ধান নাই। উপাসে মরি।

আর্জিটা কি?

ওখানে দারোগারে বললাম, জানায়ে দাও আকাল হয়েছে। সে জানাবে না।

তুমি কে?—অফিসার বললেন।

চোট্টি মুণ্ডা।

চোট্টিই তো! তোরে চিনি নাই।—দারোগা বলল।

দারোগা জানাবে না কেন?—অফিসার উত্তরটি জানতেন। এই অভিজ্ঞতাই তাঁর জানা। আঞ্চলিক জমিদার বা জোতদার ও দারোগা পরস্পরের স্বার্থ দেখে।

চোট্টি সকলের দিকে চাইল। তারপর বলল, আমিই বলি।

সব কথা খুলে বলল ও। তারপর বলল, তীরথনাথ বলেছে, আমি সবারে লয়ে জোট বাঁধি। হাঁ, জোট বেঁধে গিছে। খিদার জ্বালায়। খেপাই নাই কারুকে।

অফিসার বললেন, সরকার তো এখানে কোনো সেণ্টার খুলবে বলে মনে হয় না।

কেন?

ছগন তুসাদ কিছুদিন কয়লাখনিতে কাজ করেছে। হিন্দী লিখতে পড়তে জানে। সে বলল, আমরা তো হুজুর মরে যাব না খেয়ে।

ধর যদি খয়রাতি আসে, তাতেও তো সময় লাগবে।

এই দারোগার সঙ্গে তীরথনাথের কোনো স্বার্থের সম্পর্ক নেই। সে বলল, তোরা সবাই যদি তীরথ লালার ক্ষেত্রে খাটিস তো সে দিক?

বেঠবেগারীর খতে ছাপ নিবে।

মানুষগুলির শীর্ণ ও দীন চেহারা দেখে অফিসার বললেন, দেখি।

প্রশাসনকে আগ্রহী করতে পারেন নি তিনি। তবে জৈন মিশন ও সরতোলির ব্যাপটিস্ট মিশনকে খবর দেন। উক্ত মিশন দুটি চোট্টিতে এসে লঙ্গরখানা খোলে ও মাসখানেক চালায় খাদ্যবিতরণের কাজ। তারপর হঠাৎ বৃষ্টি নামে। এই মিশন দুটির সহায়তার কৃতিত্বও চোট্টির ওপর বর্তায়। পহান সগর্বে বলে বেড়ায়, চোট্টির সঙ্গে গোরমেনের পরিচয়। সেই কারণেই এই সাহায্য মিলল।

খুবই দ্যোতক ঘটনা ঘটে অফিসার চলে যাওয়া ও মিশন দুটি আসার মধ্যবর্তী দশ দিনে। বনেও কন্দ মূল ছিল না। গাছের বাকল খেয়ে সনার পিসি পেট কামড়ে বমি করে মরে যায়। তখন চোট্টিরা তীরথনাথকে চেপে ধরেছিল।

বেঠবেগারীর খতে ছাপ দিব না।

খোরাকী কর্জ দাও।

যারে যা দিবে মজুরী হতে কাটবে।

তারথ বলেছিল, মারবি না কি? তা আমার উপর চোট কেন? খয়রাতি দিবে তো গোরমেন। আমি গোরমেন? টিশনের বাবু গোরমেনের লোক। তার কাছে যা। আমি খরা আনছি?

মারতে যদি পারতাম মহারাজ! মারতে ইচ্ছা যায়। ই ধনুকটো আমার হাতে লড়েচড়ে। তীরটো বলে লৌ চাই।

মারলে তু ফাঁস যাবি চোট্টি।

তুমি তো ফিরবে না।

এ সময়ে চিলের মত চেঁচিয়ে তীরথের মা ছেলেকে ডাকেন। বলেন, তোর বাপ এ জংলা দেশে জোত করে চোট্টির বাপের পরে চোট উঠায়ে নিজেও মরল। তুইও মরতে চাস? আমার ভাইরা এমন সময়ে ধরমছত্তর খুলে দেয়। আমরা জৈন্। দিলে তোর কম পড়বে? দে ওদের খোরাকি। মন্তর পড়ে তীর ভেজে দিলে তুই বাঁচবি? ডর লাগে না তোর?

বউ বলে, জংলা জাতের রাগ! জেহেলে-ফাঁসে ওদের ডর আছে? কারোকে রাগের বশে কাটলে ও জাত থানায় চলে যায় লাশ কাঁধে লয়ে। বলে, মেরেছি রাগের বশে। তা বাদে জেহেল—ফাঁস যায়। যখন ধোবিন্ ঘর হতে আসে, দিবে তীর মেরে।

হ্যাঁ, তীর মারলে হল।

কে বাঁচাবে? দারোগা?

মা বলে, আরে গাধা, তুই মরলে তুই তো গেলি। তা বাদে যার জেহেল, যার ফাঁস হোক, তাতে তোর জাহান্টা ফিরবে?

এ সকল কথার সত্যতা বিষয়ে গোমস্তাও দোহার দেয় ও বলে, নয় আমাকে ছুটি দিন। সেই লাতেহারে জমিদার খাজনা বাড়াতে গোমস্তারে তীর মেরে দিয়াছে। আমি ও জংলী জাতরে ডরাই।

তীরথনাথের মনে হয়, এ তার পরাজয়। যত জমিদার-মহাজন-জোতদার এ সময়ে টিপছাপ নিয়ে বেঠবেগারী কায়েম করে নিচ্ছে। বিরস বদনে সে বলে, গত সনের ভুট্টা দাও গে ওদের। তাতে পোককাটা, বেচতে পারি নাই।

গোমস্তা বলে, আড়াই সের দিলে দশ সের লিখব। ভাবেন কেন?

এ সময়ে ছগন দুসাদের লিখাই-পড়াই কাজে লাগে। সে মহোৎসাহে বলে, বেঠবেগারী দিলাম না, খোরাক নিব, এ যে গল্পকথা হয়ে গেল? আমি লিখে লই। নয়তো গোমস্তা হারামি করবে। ও শালা বাঘের ঘাড়ে এঁটুলি।

তীরথনাথ সমগ্র ঘটনাটি দারোগাকে বলে। দারোগা তিন মাস বাদে ছুটিতে রামগড় গিয়ে থানায় গল্প করে আসে। রামগড় থেকে রাঁচি চলে যায় খবরটি। সে ভার্সান রাঁচিতে পৌঁছায়, তা এই রকম :—চোট্টি মুণ্ডা অন্যান্য স-ধনুক মুণ্ডা ও স-বলোয়া অন্ত্যজদের এক বিশাল দল বেঁধে স্থানীয় জোতদার তীরথনাথকে ভয় দেখিয়ে চাবি কেড়ে নিয়ে তার গোলা লুঠ করেছে।

যেহেতু কোনো খবর পুলিসী চেইনে আসেনি, সে হেতু সংবাদের প্রথম প্রাপক খবরটিকে আমল দেন না মোটে। সন্ধ্যায় যায় ক্লাবে। সেখানে কথায় বার্তায় ক্রমে নিমেষের জন্যে খরার কথা ওঠে এবং একজন সহাস্যে বলেন, রাঁচি-পালামৌ-চাইবাসা বেল্টটা খুব ভাল। ক্ষুধার্ত জনতাও শস্য লুট করে না। নট সো ইন্······

তাঁর কথা শেষ হতে পায় না। জনৈক প্রাক্-রিটায়ার সেনাবিভাগীয় ডাক্তার বলেন, শান্তিপূর্ণ? তুমি কি জানো, বাইশ বছর আগে এই ক্লাবঘরে বসে আমরা, ইংরেজরা, বীরসা মুণ্ডার ভয়ে কেঁপেছি। পরে অবশ্য তাকে হারানো গেছে। কিন্তু ওদের পীস্‌ফুল বোল না। টুইলা বাজাচ্ছে, আখারায় নাচছে, তারপরই গিয়ে তীর ছুঁড়ছে। অত্যন্ত গোলমেলে জাত।

ছোটলাটের সেক্রেটারি শুকনো হেসে কর্তৃত্বের গলায় বললেন, ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না, সেদিনই সাউথ ইণ্ডিয়ায় ট্রাইবাল আপরাইজিং-এর নেতা আল্লুরি রাজুকে মারা হয়েছে। আদিবাসী বেল্টে কোনো অশান্তি ঘটলে সেটা খুব সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত।

কে এই রাজু?

বিশাখাপত্তনম্ এজেন্সির পার্বত্য আদিবাসীদের নেতা।

মারা হয়েছে মানে?

শট ডেড। ফাঁসি হয়নি।

অহিংস সংগ্রাম, সহিংস সংগ্রাম……

চোট্টির সংবাদের প্রথম প্রাপক মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেন। পরদিন অনুমতি নিয়ে দেখা করেন ছোটলাটের সেক্রেটারির সঙ্গে বাড়িতে। দেখা করে কপালের ঘাম মুছে ঘটনাটি বিষয়ে যা জেনেছেন, বলে যান। শুনে সেক্রেটারির ভাই বলেন, এ রকম একটা খবর, তার কোনো রিপোর্ট নেই?

না সার।

তুমি কোত্থেকে জানলে?

ভায়া রামগড়।

আবার মুণ্ডা ইন্‌সারেকশান না কি? না না, বলছ যে অন্য গ্রামবাসীরাও সঙ্গে ছিল। খুব গোলমেলে লাগছে। খুবই গোলমেলে।

আমি কিছু করতে পারি সার?

যে বলে, সে ছোকরা সাহেব। "আমি কিছু করতে পারি" বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মনশ্চক্ষে ভেসে যায় চলন্ত ছবির মিছিল। মুণ্ডা অভ্যুত্থান ঘটছে। সে গিয়ে থামাচ্ছে। প্রোমোশন। প্রশংসা। তার উৎসাহে জল ঢেলে সেক্রেটারি তেতো ও রুক্ষ গলায় বলেন, কি করবে, শুনি? থানার গল্প শুনে ফোর্স যাবে? না না। মুণ্ডাদের বিষয়ে সব কথাই হল অত্যন্ত বিপজ্জনক। সাবধানে ম্যানেজ করতে হবে। মহাজন-জোতদারের ব্যাপার তো জানি। অত্যন্ত বজ্জাত। ওরা অবিরত শোষণ না চালালে পীসফুল ট্রাইবাল ভিলেজেস্ দেখা যেত। অত্যন্ত সতর্কতায় এবং সাবধানে দেখতে হবে কি ব্যাপার। যদি দেখি তেমন কিছু নয়, তাহলে ঘাঁটাতে গেলে হয়তো সত্যিই ঝামেলা বাধবে। তখন কে ঠেলা সামলাবে? তুমি যাও। আমি দেখছি। কি নাম বললে?

কার?

মুণ্ডাটার?

চোট্টি গ্রামের চোট্টি মুণ্ডা। চোট্টি নদীর ওপরে গ্রাম। নদীর চরে চমৎকার পাখি শিকার চলে, জঙ্গলে বাঘ আর হাতিও আছে।

বুঝেছি। যাও।

অফিসারটি চলে যায়। এখন আরেকটি চেয়ার থেকে মেলে রাখা কাগজ সরে যায়। অলস কণ্ঠে চোট্টির পূর্বপরিচিত পাগলা সাহেব বলে, কি নাম বললে ?

চোট্টি গ্রামের চোট্টি মুণ্ডা।

কি করেছে সে ?

শুনলে না ?

শুনলাম। রাবিশ।

তুমি কি জান যে বলছ ?

গ্রামটা জানি, লোকটাকে চিনি। চমৎকার ইয়ং ম্যান। তীর ছুঁড়তে ওস্তাদ। আশপাশের যত মেলায় তীরখেলা হয়, সব তাতে জেতে।

মোটেই ভাল খবর নয়।

কেন ?

তীরে অত দক্ষ হলে মুণ্ডারা ওকে লীডার বানাবে।

আমার ইন্টারেস্ট আছে চোট্টির ব্যাপারে। কি হয়েছে আগে জানো।

জানছি।

আমাকে বোল।

সত্যি হিউ, তোমার যা সব কাণ্ড !

কেন ?

তোমার পেছন পেছন নাস্টি সব ঘটনা ঘোরে।

কি করলাম ?

জেজুড়ের হাটে ছবি আঁকতে গেলে, ধানী মুণ্ডার ইনসিডেন্ট। চোট্টিতে গিয়ে যার সঙ্গে দোস্তি করলে, সে ব্যাটা রেবেল।

আগে জেনে নাও। তবে দ্যাট ক্যাট লালা, তাকে আমি দেখেছি।

ব্যাটা শয়তানের হাড়। ওর শিক্ষা হওয়াই উচিত। জানো? চোট্টি গ্রামের অর্ধেক লোক ওর বন্‌ডেড লেবার?

তুমি-আমি কি করব?

বন্‌ডেড লেবার!

দিস্ ইজ ইওর ব্লাডি গ্লোরিয়াস ইনডিয়া।

চোট্টির ছবি দেখবে?

দেখি? বাঃ! দেখতে ভাল তো?

শান্ত, ভালমানুষ লোক।

ও কথা বোল না। দ্যাট এক্‌স্‌প্লেইনস নাথিং। আমার টাইমের অনেক আগেকার ঘটনা, কিন্তু যারা দেখেছে তারা বলে, বীরসা হ্যাড দ্য সুইটেস্ট স্মাইল।

তোমরা ভূতের ভয় পাচ্ছ। বীরসা! আমি তো ঘুরে ঘুরে দেখলাম। মুণ্ডারা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়, হাসিখুশি মানুষ।

আমার কাজ আমাকে করতে দাও।

ভাগ্যক্রমে রামগড়ে তোহ্‌রির দারোগাকে পাওয়া যায়। সরকারী তলব পেয়ে বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে সে আসে। চোখ মুছে বলে যায় সমগ্র ঘটনাটি। সেক্রেটারি জানতে পারেন, দুর্ভিক্ষের কথা ঘোষণা করা হল, এ কথা বলতেও চোট্টি গিয়েছিল।

কেন? তুমি কেন রিপোর্ট করনি?

গলত্ হয়ে গেল হুজুর।

বাট চোট্টি ওয়াজ ফেমিন এরিয়া। কার রিপোর্ট?

অতঃপর জমি-জরিপ অফিসারও আসেন। তিনি তাঁর বিবরণী বলেন। দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, এবং তীরথনাথ বেঠবেগারীর পাট্টায় টিপ নেবে, সেই সময় দেওয়ার জন্যে দারোগা রিপোর্ট করেনি শুনে সেক্রেটারি খেপে যান। দারোগার আর তোহ্‌রি ফেরা হয় না। স্ব-আচরণের কৈফিয়ত দেবার জন্যে তাকে হুকুম দেওয়া হয়। তাকে বদলী করা হয় ডিমোশান করে। সেক্রেটারি পুলিস কমিশনারকে বলেন, ও তোমার দপ্তরের লোক। ওকে বুঝিয়ে দাও, জোতদারের

স্বার্থ দেখতে গিয়ে ট্রাইবাল ও নিম্নবর্ণের লোকদের বিক্ষোভ ঘটালে ওকে বাকি জীবন জেলে কাটাতে হবে। বোকা বজ্জাৎ একটা।

নতুন দারোগা তোহ্‌রি গিয়ে রিপোর্ট দেয়। সব শান্তিপূর্ণ। কোন হাঙ্গামা নেই। তীরথনাথের তরফ থেকেও কোনো অভিযোগ নেই।

এখন হিউ তার দাদাকে বলে, আরে আমিই তো বলেছিলাম ক্যাম্পিং অফিসারকে তোমাদের অভিযোগ সরাসরি জানাও।

সেক্রেটারি এখন ভাইকে বিলেতে ফেরত পাঠান। তাঁরই ভাই মুণ্ডাদের এ কথা বলেছে, এ কথা খোঁচাখুঁচিতে বেরিয়ে পড়বেই। মুণ্ডারা খুন করলেও সদর্পে স্বীকার করে। একসাহেব এ কথা বলেছে। সাহেব মানেই গভরমেণ্ট, সে কথা তারা হেঁকে বলবে। হিউকে তিনি ছোটলাটের কাছে ব্যাখ্যা করবেন কি করে? ধানী মুণ্ডা, চোট্টি মুণ্ডা, প্রত্যেকটা গোলমেলে লোকের ছবি এঁকে বসে আছে তাঁর ভাই! ভাইকে বলেন, বিলেতে গিয়ে তোমার হতভাগা বই ছাপাও গে। তাতে আর ও ছবি ছুটো দিও না।

উত্তরে হিউ হাসে এবং যথারীতি, "দি ফ্লুট অ্যান্ড্‌ দি অ্যারো" বেরোবার পর তাতে ছুটি ছবিই দেখা যায়। এ নিয়ে আর কোনো হইচই করার অবকাশ মেলে না, কেননা য়ুগাণ্ডার আদিবাসীদের ছবি আঁকতে গিয়ে ক্রুদ্ধ গ্রামবাসীর বর্শায় বিঁধে মরে গিয়ে হিউ ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করে, ভাইকে স্বস্তি দেয়।

সব প্রশ্নের ফয়সালা হবার পরও সেক্রেটারির মাথায় ঘুরতে থাকে, চোট্টি ভাল শিকারের জায়গা। চোট্টি মুণ্ডা তীরন্দাজ জাতের মধ্যেও অত্যন্ত খ্যাত এক তীরন্দাজ। মেলায় মেলায় সে তীরের প্রতিযোগিতায় জেতে। ফলে তার নামে বহু গল্পগাছা। এহেন লোক যে কোনো কারণে উসকানি পেলে রেবেল হতে পারে। নন্‌-মুণ্ডাদের ওপরেও তার প্রভাব আছে। কার্যকারণ যাই হোক, এ হেন লোক জেলে থাকাই প্রশস্ত। কিন্তু মুণ্ডারা খুবই বেয়াড়ধরনের জাত। হিঁচকে চুরিও করে না।

মেলাতে মেলাতে তীর ছোঁড়ার এ প্রতিযোগিতাই বা কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি গেজেটিয়ার খুলে দেখতে পান, এই প্রতিযোগিতার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। আদিবাসী উৎসবের অঙ্গ। রাজা-জমিদারদের মদতধন্য। তিনি মানঅফিসিয়ালি সরকারী ইচ্ছা জানিয়ে দেন, এখন থেকে দুর্ভিক্ষের খবর প্রপার চ্যানেলে এলে তবেই গ্রাহ্য হবে। তাতে জোতদার-মহাজনরা ক্ষুণ্ণ হবে না। প্রপার চ্যানেলকে এ কথাও জানিয়ে দেন। আকাল হলে পরে জোতদার-মহাজনকে মানুষের প্রতি সদয় হতে হবে। হাজার হলেও তারা এখন হাজার রকম প্রোটেকশান পাচ্ছে। পরিবর্তে দু-তিন বছর বাদে বাদে একটু মানবিক আচরণ প্রত্যাশা করা কি খুব অনুচিত? একটু হৃদ্-পরিবর্তন কামনা কি বড় বেশি চাওয়া? হৃদ্-পরিবর্তন ঘটে দানধ্যান করলে তা নজর এড়িয়ে যায় না সরকারের। দানধ্যানে খেতাব মেলে।

ফিল্টার-সিস্টেমে এ সংবাদ চুঁয়ে চুঁয়ে অকুস্থলে পৌঁছয় একদা। তখন সহসা এক অত্যদ্ভুত আর্জি এসে পৌঁছয় সদরে।

"গরিবের মা বাপ সদাশয় জগজ্জননী গোরমেন্ লাটসাহেব সমীপে নিবেদন করা হইতেছে। এই অধম তীরথনাথ লালা—মৌজার—তহশীলের চোট্টি গ্রামের আদি বাসিন্দা। গত ১৯২৪ সালে জুন মাসে যখন আকাল হয়, ১১৭ জন গ্রামবাসীকে তীরথনাথ প্রত্যহ খাদ্য দানে বাঁচায়, অতঃপর মিশন মেমরা আসেন। তীরথনাথ না থাকিলে গ্রামবাসিরা মরিয়া যাইত। অধমের কথা কেহ বলিবার নাই বলিয়া এই সেবাকার্য অলক্ষিত ও উপেক্ষিত থাকিয়া গিয়াছে। এখন উপযুক্ত খেতাব দানে অধমকে ধন্য করিলে তাহা যথেষ্ট পুরস্কার হইবে। ইহাও নিবেদন, ছোট লাটবাহাদুরের দুর্ভিক্ষ ত্রাণ ভাণ্ডারে অধম একশত এক টাকা দিয়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি……।"

আর্জিটি সরকার সস্নেহে দেখেন। হৃদ্-পরিবর্তনের জাজ্বল্যমান কেস। "রায়সাহেব" খেতাব দেওয়া হয়।

অতঃপর, এক শুক্লপক্ষে, আর কোন কারণে নয়, শিকার বাসনায়

সেক্রেটারি চোট্টি পানে রওনা হল। পথে তোহ্রিতে ক্যাম্প কেলা কালে, স্থানীয় জমিদারের অনুরোধে যান মেলায়। আদিবাসীদের তীরখেলা দেখতে। শীর্ণ অথচ ঋজু ও সতেজ এক মুণ্ডা তীরন্দাজকে দেখে তাঁর চেনা চেনা লাগে। সকলে তার প্রতি কি রকম সসম্ভ্রমে চাইছে, তাও তিনি দেখেন। যুবকটি অবিশ্বাস্য দক্ষতায় সে লক্ষ্য বেঁধে তা দেখে তিনি চমকে যান। সুউচ্চ কাঠের খোঁটা মাটিতে পোঁতা। খোঁটার গায়ে চোখ আঁকা। খোঁটার মাথায় একটি কাঠের থালা বসানো। থালার কিনারায় ফুটো। ফুটো থেকে নেমেছে রঙিন দড়ির ঝালর। দড়ির ডগায় কাগজের পাখি। নিচ থেকে পুলি টেনে থালাটি ঘোরানো হল। বোঁ বোঁ করে ঘুরছে দড়িতে বাঁধা পাখিগুলি। তার ফাঁক দিয়ে কাঠের গায়ে আঁকা চোখটি বিদ্ধ করা হল।

ও কে?

জমিদার হাত কচলে জানালেন, চোট্টি গ্রামের চোট্টি মুণ্ডা হুজুর। ও তীরের মন্ত্র জানে। আজ কতবছর হল, প্রথম হচ্ছে। দেখলেন তো, অন্যরা পারল না।

পুরস্কারটা চোট্টি সেক্রেটারির হাত থেকেই নিল।

ওরা কে? আনন্দে চেঁচাচ্ছে, বাজনা বাজাচ্ছে?

গ্রামের লোক ওর।

সবাই মুণ্ডা?

না না, আর আর ছোট জাতও আছে।

অতঃপর সেক্রেটারি চোট্টি নদীর পাশে এক দিনের ক্যাম্প করেছিল। সাহেবের দেখভালের সব ব্যবস্থাই তীরথনাথ করেছিল। সেক্রেটারির তলবে চোট্টি সভয়ে এল। সেক্রেটারি বললেন, দেখি, জ্যোৎস্না রাতে উড়াল হাঁস মারতে পার কি না?

পারি মালিক।

জ্যোৎস্না যখন ঝরে হেমন্তের চাঁদ থেকে, তার আলোর মিলে যায় হাঁসের ডানা। যাযাবর হাঁস এরা, নদীর চরে এসে পড়ে এ সময়ে।

শীত ফুরালে চলে যায় কোথায় কে জানে। চোট্টি ধনুক তুলে স্থির লক্ষ্যে হাঁস মারল। সেক্রেটারি বন্দুকে মারলেন হাঁস। পরদিন যাবার সময়ে বলে গেলেন পহানকে, তীর খেল, পাখি মার, কিন্তু তোমার লোকজন যেন কোন গোলমাল না বাধায়।

পহান ও চোট্টির মাথা নিচু করে রইল।

সত্যিই তোমার তীরের হাত ভাল।

চোট্টির দিকে কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে সেক্রেটারি উঠে বসলেন স্পেশাল সেলুন কারে। তাঁর জন্যে বিশেষ ট্রেন এসেছিল।

এরপর তীরথনাথের খেতাব আসে। তীরথনাথ চোট্টির বিষয়ে সপ্রশ্রয়ে বলল, মা! তখন যদি চোট্টি না আসে, আমি খয়রাতি করি না। করলাম বলে খেতাবটা এল।

বলেছিলাম, ও মন্তর জানে।

চোট্টির জীবনে আরেক কিংবদন্তী এটি। এরপর ওর কাছে এসেছিল কুরমি গ্রামের তিন মুণ্ডা যুবক। বছর ছয়েক বাদে।

পাঁচ

এই ছয় বছরে চোট্টির জীবনে উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটেনি। মুণ্ডাদের জীবনে ঘটে না। একেবারে মুণ্ডারী গ্রামে, দুঃখ-দারিদ্র্যের মাঝে-মাঝে "করম" বা "সোহ্‌রাই" বা "হোলি" জাতীয় আধা হিন্দু উৎসব বা হরমদেওয়ের পূজা উপলক্ষে কিছু বৈচিত্র্য আসে। পাঁচমিশেলী গ্রামের মুণ্ডা টোলিতে সে উৎসবগুলিও যেন তেমন করে মনে জলুস জাগায় না। বরঞ্চ শিকার উৎসবের দিনে ওদের উৎসাহ দেখা যায়। আগে শিকার-উৎসব ছিল শুধুই আদিবাসীদের। এখন অন্যান্য জাতিরাও এতে অংশ নেয়। শিকার উৎসব, আঞ্চলিক মেলা, এই যা আনন্দ।

আর কিছু না ঘটে মুণ্ডারী জীবনে। চোট্টির মত মুণ্ডার জীবনে। তীরথনাথের খেত চষা, নিজেদের জমিটুকু চষা, ভাইকে নিয়ে এই সব

কাজ। সকল মুণ্ডা মেয়েদের মত ওর এবং কোয়েলের বউও খুব খাটিয়ে পিটিয়ে। চোট্টির বউ খুব প্রভুত্বপরায়ণও বটে। কোয়েলের বউ শান্ত মেয়ে না হলে মুশকিল হত। এ বাড়ির বড় বউ গাই ও ছাগল চরায়। ছাগলছানা টিশনে বা জঙ্গল ঠিকাদারকে বেচে দিয়ে যা পায়, তা টিনের কৌটোয় ভরে উনুন পাড়ে পুঁতে রাখে। উনুনের কাছাকাছি টাকা পুঁতলে তা চুরি যাবে না কিছুতে। ফসল উঠলে হাট থেকে ও চাল বা গম বা ভুট্টা কিনে আনে। ছোট বউ রাঁধে, ঘরের অন্যান্য কাজ করে।

সবই প্রাচীন ছন্দে চলেছে, যেমন চলে থাকে। বাইরে থেকে দেখলে মনেও হবে না কোথাও কোনো অশান্তি আছে। কিন্তু স্টেশনের গায়ে বাস করলে কথনো কথনো বাইরে থেকে খবরাখবর এসে পড়ে। সব সময়ে হয়তো ট্রেন দাঁড়ায় না। কিন্তু যে ট্রেন চলে যায়, তাও বা দেখতে কত ভাল লাগে। ট্রেন মানে আধুনিকতা শক্তি, যন্ত্র। এর সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো গরিব মানুষগুলির কোনো যোগ নেই। তবুও দাঁড়িয়ে দেখতে ভাল লাগে। দেখে দেখে আঁধার ঘরে ফেরা।

১৯৩০ সালে দেখা গেল এ নতুন দৃশ্য। গাড়ির কোনো কোনো কামরায় পুলিস। যাত্রীদের মাথায় সাদা টুপি। তারা চেঁচিয়ে কি বলে বোঝা যায় না।

সনা মুণ্ডা খবর জেনে এসে বলল, দিকুগুলা গান্ধী রাজার চেলা বটে।

চোট্টি বলল, গান্ধী রাজা? সে কে?

আমি জানি? সবে বলে খুব বড় রাজা।

চেলা এরা?

হ্যাঁ রে। সাহেবদের তাড়াবে বলে বলোয়া উঠাতেছে। তাতেই দিকে দিকে জেহেলে লয়ে যায় এরাদের।

তাই। তা এত দিকু? দিকুর শেষ নাই?

চোট্টির অজ্ঞতায় সনা হাসল। বলল, দিকু অগণন।

আমি তো দিকে দিকে যাই। এত দিকু তো দেখি না?

দিকুরা রয় শহরে। সেথা কত বাড়ি, কত রাস্তা, কত না কি গাড়ি। তারা আসবে ই জংলা দেশে, যে তুই দেখবি?

নিশ্বাস ফেলে চোট্টি চলে এল। সনা বলল, তিনটা মেলায় গেলি না এবার। কেন রে চোট্টি? কি হল?

সময় কোথা?

এর পরেই ওর কাছে আসে তিনটি মুণ্ডা যুবক। ডুখাই, বিথ্‌না ও সুখা। চোট্টির পায়ের নিচে কালো মুরগি একজোড়া নামিয়ে দিয়ে তারা প্রণাম করে মাটিতে।

এ কি? তোমরা কে?

আমরা কুরমি গ্রামের মুণ্ডা।

এগুলো এনেছ কেন?

কথা আছে।

কি কথা?

আড়ালে বলব।

ওরা চলে যায় নদীর ধারে। সুখা বলে, তুমি এবার সকল মেলায় যাও নাই। তাতেও সংবাদ নিতে এলাম। আর এক কথা।

কি কথা?

এ-ওর দিকে চায়। সুখা বলে, তুমি মোরাদের শিখাও। মোরা জনম হতে হাতে ধনুক লই। কিন্তু তোমার মত নিশানা ধিঁখি না। মন্তর দাও।

তোমরা আমার মন্তর চাও?

হাঁ।

মন্তর, মন্তর, সবে মন্তর দেখে আমার। এ হাত দেখ হে, কড়া পড়ে গিয়াছে গুণ টেনে টেনে। আজও অভ্যাস করি। তোমরা করবে?

করব।

ভুগহর বিনা সময় নাই।

আমাদেরও।

তাত বাড়লে বিহানে। সূর্য উঠার আগে।

তাই আসব।

কেন শিখতে চাও?

সুখা নিষ্পাপ শুভ্র হাসল। বলল, তুমি মোদের চক্ষে রাজা। কিন্তুক মোরাদের ত সাধ যায় মেলায় নিশানা বিঁধি?

তা যায়।—সুখা এমন তরুণ কেন? চোট্টির বয়স যে তিরিশ হয়ে গেল। তবু মনে আছে প্রথম নিশানা বিঁধবার পর দর্শকদের জয়োল্লাসে বুকের নিচে কি আনন্দ। রক্তে গর্জন, আনন্দে হৃৎপিণ্ড ফেটে গিয়েছিল যেন, একসঙ্গে চোট্টি থেকে তোহ্‌রির আদিগন্ত প্রান্তরে ফুটে উঠেছিল যেন লাল পলাশ, বুকের মধ্যে। হ্যাঁ, এদেরও সে আনন্দে অধিকার আছে। নিশানা বেঁধার পর মেলার রাজাকে ফিরতে হয় আঁধার ঘরেই, তবু।

আর, তুমি যখন রবে না, বলতে পারব তোমার কাছে শিক্ষা।

তোরা রুখাচড়া। নাকাটার রাজার গোমস্তা হাটে তোলা তুলে, তা লয়ে তার সাথে বিবাদ। আমি তো ছুটায়ে দম নিকুশে দিব। তখন?

তুমি লাথ মার কেন? মোরা তোমার পা যেথানে, সেথান হতে ধুলা খাব। দেখ তুমি, ধুলা খাব মোরা।

চোট্টির বুকের নিচে কি যেন ছিঁড়ে গেল। জেজুড় হাট। ধানী মুণ্ডা বলছে, ধুলা খাই, দেশের ঘরের মাটি খাই! বুলেট ছুটে এসেছিল।

চোখে গভীর বেদনা, অসীম ভালবাসা নিয়ে চোট্টি বলেছিল, এস তোমরা। আমি শিখাব। আমার শিক্ষায় তোমরা নিশানা বিঁধ।

সুখারা আবার প্রণাম করে চলে গেল।

প্রথম দিনই চোট্টি মনে মনে ক্ষমা চেয়ে নেয় ধানীর কাছে। আজ পনের-ষোল বৎসর তুমি নাই। তবু তোমার তরে মনটা মোর ভুখার হে। বাবা মরতে এমন বিশ্বভুবন শূন্য দেখি নাই। যখন গান গাই

তখন মনে জাগে, তুমি মেঘে চেপে সৈলরাকাবে মিলে গিছ। আকাশে তো কত মেঘ। কোন মেঘটা তুমি, তা বুঝি না। তোমার কাছে আমার শিক্ষা, তা এখন আমি জোয়ান নাই। আজ আমার কাছে ভি শিখতে ছেলেরা আসে। তাদেরকে শিখাব, তুমি শিখায়েছিলে, তুমি আশীর্বাদ কর।

তারপর ও ছেলে তিনটিকে নিয়ে হাঁটতে থাকে নদীর পশ্চিম পানে, পাহাড়গুলো যেখানে বড্ড কাছে দেখায়, অথচ কাছে আসে না। বনের আঁচলে আমলকী গাছ। ফলের ভারে গাছগুলি যেন ঝুঁকে পড়েছে।

দাঁড়াও।—ওদের ফিসফিস করে বলে চোট্টি। ওরা দাঁড়ায়। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে ওরা চারজন। একটু দূরে ঘাস নড়ে ওঠে। কিছুক্ষণ বাদে দম ফেলে চোট্টি কপালের ঘাম মোছে।

বাঘ। শুয়েছিল। উঠে গেল।

আমরা তো দেখি নাই।

তবে এখান হতেই শিক্ষা শুরু। জঙ্গলে চলতে জানতে হবে। তুমি বাঘরে দেখ না। ও তোমারে ঠিক দেখে। ওর লোমে লোমে চোখ, লোমে লোমে কান। ও হতে সাবধানী কেও নাই।

জঙ্গল ও পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় কয়েকটি পলাশ গাছ। নিচে পাথর। সেখানে ওদের দাঁড়াতে বলে চোট্টি। নিজে চলে যায় দূরে। পাথরের গায়ে নিশানা আঁকে শক্ত চুনের ডেলা দিয়ে। ফিরে আসে ও বলে, উঠাও ধনুক। আর কিছু নাই। শুধু ওই নিশানা আছে। নিশানা বিঁধার মন্তর এই। চোখ তৈরি কর।

চলতে থাকে শেখানো। সুখা ও বিথ্না হাসিখুশি। স্বগ্রামে আখারায় নাচ-গানে খুব উৎসাহী সভ্য। হুখিয়াকে দেখে যেন কেমন দুর্বোধ্য লাগে চোট্টির। একাগ্রতা ও দক্ষতা ওরই বেশি। কিন্তু একেবারে কথা বলে না। সর্বদা যেন গুমরে থাকে।

তুই এমন গিমাগিজা কেন, হুখিয়া?

ওর কাছ হতে হলুদ নিল, চুড়ি নিল করমি। কিন্তুক আরান্দি করল কমুরে।

ছুখিয়া বলল, থুঃ! করমির নামে থুঃ!

কেন?

ছুখিয়া নাকাটার রাজার গোমস্তার বেঠবেগার। আমরাও। কিন্তু ওর কিছু নাই। জমি-জেরাত, সব টিপছাপে বান্ধা।

শোধ হবে কবে?

ছুখিয়া শুকনো গলায় বলল, বেঠবেগারী উয়ার খাতায় শোধ হয় না। আমার বাপের বাপ কর্জ করে বংশটারে বেঁধে রেখে গিছে।

কি নিয়াছিল?

দশ পাই ধান।

দশ পাই ধান!

হাঁ।

কয়েকদিন বাদে ছুখিয়া নিজে থেকেই চোট্টিকে বলল, ঘরের সাথে এত টুকা জমি। তাতে মরিচ, রসুন, পিঁয়াজ করি। উ গোমস্তাটা!

কি করে?

ছুখিয়া শুকনো ও আর্ত কণ্ঠে বলল, বেঠবেগারী বাপ দাদা দিয়াছে, আমিও দিব। দিই না কি বেগারী? দিই। কিন্তুক ও মোরে বলে কামচোর! হারামি! গু খুয়াটা! কেন বলে? বেঠবেগারী একোরকমে দিই? সে রাজার কাছারি যায়। আমরা পালকি বহে দিব। সেথা দিন যাবে। সাঁঝে লয়ে কিরব। ত্যাতখন আমরা ভুখা শুকা বসে রব। কোনো দিন এক্‌টু গুড়-জলও দেয় না। বলে, তোরা তো উপাসেই থাকিস। না খেয়ে রলে মুণ্ডার কষ্ট হয়?

না, মুণ্ডা তো মানুষ নয়।

হাটে ওই আবাদী ফল কেচব, বেচে ধান নিব। তা হতেও তোলা নিবে। কুরমির হাটের তোলা-তুলার মামলা পুরানা। এ কারণে উঁরাওরা একে একে গ্রামছাড়া সবে। আমার কেমন মনে লয়, পলায়ে যাই।

কোথা যাবি ?

সেই তো কথা !—ছুখিয়া শুষ্ক হাহাকারে বলল, যাব কোথা ? কোথাও যাবার ঠাঁই নাই। কিন্তুক মনে এমন লয় যে কোনদিন কি করে বসি ! গোমস্তা যখন গাল পাড়ে, মনে মনে দোহাই করি, যে গাল দিও না। গাল দিলে মুণ্ডার রক্ত খেপে যায়, মন চেতে উঠে।

ছুখিয়াকে দেখে বিস্‌রা, তার বাবার কথাই মনে পড়ল চোট্টির। সে ধমক দিয়ে বলল, কি করে বসবি ? উ কথা ভাবিস না।

ভাবতে চাই না, মনে উঠে।

আবার কিছুদিন গেল। সুখা ও বিথ্‌না বয়সে তরুণ হলেও সাংসারিক জ্ঞানে জ্ঞানী। ওরা ছুখিয়াকে বলল, গোমস্তাটা জবর হারামি তা মানলাম। কিন্তুক হাটে তোলা-তুলা লয়ে মোরাও বলে এসেছি কাছারিতে, মোদেরও রাগ আছে।

ছুখিয়া মাথা ঝেঁকে বলল, ভাল জিনিসটায় থাবল মারে।

হেই মেলায় যাবি, তীর খেলবি, নিশানা বিঁধবি, হোক ছোট মেলা, কোন্ না দু-চার টাকা পাবি ?

টাকা নিব না, ধান নিব, ও কেড়ে নিবে টাকা।

এ কথা সত্য যে তোরে বেশি গাল দেয়।

হাঁ। দেয়। কেন দেয় ? কেন দেয় গাল ? তোমাদের পিছে দাঁড়াতে বাপ-ভাই আছে। মোর কেউ নাই। তাতে গাল দেয়।

এখন তু মোরাদের গাল দিলি !

কিসে ?

তোর কেউ নাই ? মোরা নাই ? মুণ্ডা-ওঁরাও, মোদের ঘরে একোজনার পিছে সকলা থাকে। দেখিস না ?

কুসুর হয়ে গেল।

তীরখেলায় নিশানা বিঁধলে—চোট্টি বলল, তীর খেলায় নিশানা বিঁধলে মন ভাল হবে। দু-চার টাকা পেলি, আয়ান্দি করলি। উলটা কথা ভাবিস না ছুখিয়া। সবে যা করে তাই করলেই সুখ।

চোট্টি ভেবেছিল ছুখিয়া আত্মহত্যার কথা ভাবছে। "কোন্‌দিন কি করে বসি!" এটি যেন আত্মহত্যার কথাই বটে। ছুখিয়ার কথা ভাবতে গেলেই আজকাল ওর ধানী মুণ্ডার কথা মনে হয়। কেন মনে হয়? মনে হয়, জেজুড়ে গেলে পুলিসের গুলিতে মরতেই হবে, তা জানত ধানী। তবু সে গেল। কেন গেল? ছুখিয়ার কথা ভাবলেই ধানীর বিষয়ে এই একটা কথা মনে হয় কেন?

ছুখিয়াকে ও বলল, একোটা তীরখেলায় যদি জিততে পারিস, তাহলে মনে যা আনন্দ হবে, তার ধাক্কাতে তোর ঘাড় থেকে ভূত নামবে।

তখন গোমস্তা মোরে গাল দিবে না?

গাল হয়তো অত দিবে না।

দেখি। তুমি তো মিছা বলবে না।

"কিছু করে বসব" বলতে ছুখিয়া কি করতে পারে তা চোট্টি বোঝে নি। হল দেও গ্রামের মেলা। তীর খেলায় ছুখিয়া প্রথমও হল আর দু' টাকা নগদও পেল। সত্যিই তাতে ওর খুব আনন্দ হয় এবং চোট্টিকে সে কথা ও বলেও যায়। বলে, বাপরে! ত্যাত আনন্দ? চোট্টিতে বান ডাকলে যেমন পাথর ভেসে যায়। এ আনন্দ আমার সব দুখ ভাসায়ে নিল। কলিজাটা যেমন খালি খালি লাগে। কতকাল বুকে রাগ আর দুখ লয়ে বাস করি। তাই! তবু খুব ভাল আছি এখন।—এ কথা বলে ছুখিয়া পায়ের বুড়ো আঙুলে মাটি খুঁড়ে বলল, গোমস্তারে দেখেও মন চেতে নাই।

চোট্টি খুবই খুশি হল।

তারপর সব শান্ত, শান্ত। অহিংস সংগ্রামীদের নিয়ে যায় ট্রেনে করে। সে তো বাইরের জগতের ঘটনা। অঘ্রানে ধান পাকছে। পাখির ঝাঁক এসে পড়ে শুধু, হরিণ তাড়াতে হয় খেত থেকে। আবার যাযাবর পাখিরা চোট্টির চরে আসবার, জ্যোৎস্নায় উড়াল হাঁস মিলে যাবার সময় আসছে। চোট্টি একটা বোরা কিনল হাট থেকে। বোরায় তুষ ভরে তাতে ঢুকে ঘুমোবে ওর ছেলেরা নতুন হিমের

দিনে। এরই মধ্যে সহসা বহুলোকের এক ভয়ংকর শোভাযাত্রা চোট্টির জীবনকে, জীবনবিশ্বাসকে কাঁপিয়ে দিয়ে বদলে দিয়ে গেল। শোভাযাত্রার আগে ছিল ছুখিয়া মুণ্ডা।

বেলা তখন তিনটে হবে। চোট্টি গ্রামের সকলে দেখেছিল কুরমি পাহাড়ের গা দিয়ে আকাশের পটভূমিতে আসছে এক মিছিল। সার বাঁধা মানুষ। মিছিলটির সামনে কে যেন কি নিয়ে আসছে বল্লমের ডগায়। মিছিলটি যেন একাগ্র লক্ষ্যে ঢুকে পড়ে চোট্টিতে এবং সামনের লোকটি হেঁকে বলে, চোট্টি! চোট্টি মুণ্ডা হে, আমি ছুখিয়া।

এখন সবাই দেখে, চোট্টিও দেখে, ছুখিয়ার হাতে বল্লম ও বল্লমের মাথায় কার যেন কাটা মাথা। ওর মন বলে এ গোমস্তার মাথা ও বুকে তীর বিঁধে যায় যেন। ও আর্ত চেঁচিয়ে বলে, এ কি করলি ছুখিয়া?

ছুখিয়া যেন মাতাল, মাতাল, যেন মুক্তি পেয়েছে নিজের অন্তরের সহস্র যন্ত্রণার বেঠবেগারী থেকে। ঈষৎ পা টলে ওর, জগজ্জোড়া বিস্ময়ে নিষ্পাপ চোখে ও বলে, তুমি বলেছিলে গাল দিবে না ও। তবে হাটে তোলা উঠাতে এসে, আমি এই বসেছিলাম মরিচ লয়ে—তোলা উঠাতে এসে ও কেন জুতার ঠোকায় আমার হাত সরাল? কবুতর যেমন ছানা আগুলায় তেমন আগুলছিলাম হে মরিচের ঝুড়ি। আমার হাতে জুতার ঠোকা দিয়ে ও পাইকরে—পাইকের হাতে বল্লম ছিল। পাইকরে বলল, উঠা ওর ঝুড়ি। তীর খেলে মাথায় রক্ত চড়ে গিছে, শালা কামচোর, নিমকহারাম, মোরে বেগারী দেয় বেগার ঠেলা আর নিজের খেতে মরিচ ফলায় বুক দয়া। টুকচে জল দাও।

ঢক ঢক করে জল খেল ছুখিয়া। বলল, তুমি বললে, উ কথা ভাবিস না, ভাবতে আমি চাই নাই। কিন্তু ও মোরে দিয়া এ কাজ করাল। তা বাদে মা তুলে গাল দিতেছিল, শেষ করতে দিই নাই। বলোয়ায় মাথা নামায়ে ওর পাইকের বল্লমে বিঁধায়ে লয়ে চলেছি।

কোথা ছুখিয়া কোথা?

বিস্মিত কণ্ঠে ছুখিয়া বলল, কেন? তোহ্‌রিতে?

জেহেল হবে, ফাঁস হবে ছুখিয়া!

তবে?

তু পলায়ে যা।

ছুখিয়া যেন প্রগাঢ় জ্ঞানে, গভীর মমতায় বলল, কোথা? মোর পলাবার জায়গা নাই, তোমারে বলি নাই? জায়গা রলে বেঠবেগারী দিই? মুণ্ডা ভি বাঁচতে চায়, চায় না? বল তুমি?

ছুখিয়া, মোর বুক ভেঙে যায়।

আমি চাই নাই।

ছুখিয়া যেন বড় আগ্রহে দেখে নিল চোট্টিকে, এই নদী, গ্রাম, প্রান্তর। তারপর বলল, চল্ হে। পুলুস বুঝে না কিছু। আমি নিজে না গেলে তোরাদের উপর জুলুম উঠাবে।

ছুখিয়ার বিচার ও ফাঁসি হয়। পরিণামে ফাঁসি হবে জেনেও ছুখিয়া গোমস্তাকে কেটেছিল। তখন চোট্টি বুঝেছিল, ধানী কেন জেজুড়ে গিয়েছিল। পরিণামে মৃত্যু জানলেও, নিজের কাছে সাচ্চা থাকার জন্যে, হরম দেওয়ের সৃষ্ট মানুষগুলিকে বিংশশতকে পৌঁছে কখনো কখনো কোন কোন কাজ করতে হয়। ধানী ও ছুখিয়া করেছিল।

প্রথমে জেলে তারপর ফাঁসি। তোহ্‌রির দারোগা সদরে সব খবর নিয়ে বলেছিল, মুণ্ডা একটা জাত বটে। সরকার উকিল দিল, উকিল এত করে বুঝাল এই কথা বল্। বোকাটা সাচাই কথা বলল। আরে উকিলরে ওর কথা বুঝায় দুভাষী। উকিলের কথা ওরে বলে দুভাষী। তিনো জনে কেও কারো কথা ঠিক বুঝে না। শেষ অবধি বলে গেল, কেন? "মারি নাই" বলব কেন? মেরেছি, শত জনের সামনে মেরেছি। আমি মরিচ লয়ে গিছিলাম, উ জুতার ঠেলায় মরিচের ঝুড়ি ফেলে দিল কেন? শহরে-সদরে আন জাতে খুন করে পলায়। একো মুণ্ডা-ওঁরাও-হো-রে দেখলাম না পলাল।

মুখ-ফেরত এ কথা শুনে চোট্টি বেদনার্ত ক্ষীণ হেসেছিল। "পালাতে হয়" বলে যে জাতটা জানে না, সে জাতের ছেলে পালাবে কেন?

অন্যায় করেছে, যে পালাবে ? পালায় যদি, গোরমেন্ হাঁকড়ে তাকে বের করবে না। রাজা-জমিদাররা তো পলাতক ধরতে জঙ্গলে কুকুর ভুঁখায়। জঙ্গলটা কামড়ে ছিঁড়ে কুকুরগুলি পলাতককে ধরে ফেলে।

কেউই পারে না পালাতে, দুখিয়ার পক্ষে পালানো আরো কঠিন ছিল। জন্ম থেকেই সে জানত, সে বেঠবেগারীতে বাঁধা। সে মেনে নিতে পারত, কিন্তু গোমস্তা ছিল দুষ্টগ্রহ। মেয়েটিও ওকে বঞ্চনা করল। নানা রকম বঞ্চনা-বোধে দুখিয়া যেন পাগল হয়ে যাচ্ছিল। "কোনদিন কি করে বসি" এ কথা মনে গুমরালে বিস্রা করে আত্মহত্যা, দুখিয়া কাটে গোমস্তাকে, দুটোই সত্যি। চোট্টি বুঝল বিচারকের সামনে গোরমেনের সামনে, একসিকে দামের মরিচের কথা কত গভীর আকুতিতে বোঝাতে চেয়েছিল দুখিয়া। দুখিয়ার হয়তো মনে হয়েছিল, জেহেল হয়েছে, ফাঁসি হবে, সবই তো সে জানে এবং মেনে নিচ্ছে। তবু, মরিচের ব্যাপারটি যে কতখানি প্ররোচক, তা বিচারক বুঝবে তো ? বিচারকের নিশ্চয় মনে হয়েছিল, এই বিদঘুটে জাতটা, এক ঝুড়ি মরিচের জন্যে ফাঁসি অবধি যায়। চোট্টি মনে মনে জেনেছিল, ফাঁসিতে ঝোলা অবধি দুখিয়ার চোখে ছিল সেই জগজ্জোড়া বিস্ময়। কেন এমন হল ? কেন এক প্রয়োজনীয় হত্যার পর সে ফাঁসি যাচ্ছে ?

সকলই দুর্বোধ্য হে, দুর্বোধ্য রয়ে গেল দুখিয়া মুণ্ডার জীবনে।

সুখা ও বিখ্না একটি পাথর বসিয়ে দেয় মুণ্ডাদের শ্মশানে, একটি শোঁসান-বুরু। ওরা গ্রাম-পহানকে জিগ্যেস করে, সেথা তো ফাঁসের পর জ্বালাই দিছে লাহাশটো ? তা বুরু একটা দিব ?

দে।—পহান্ যেন স্বস্তি পায়। দুখিয়ার ব্যাপারে কুরমি গ্রামের বুকে পাষাণ চেপে আছে আজও। কোথা থেকে কি হয়ে গেল। একটি শোঁসান-বুরু স্থাপন করলে যেন তবু সে হতভাগার জন্যে কিছু করা হল। পহান প্রয়োজনীয় মন্ত্র বলে এবং দুখিয়ার পরলোকবাসী আত্মার জন্য দেয় চাল ও এক সিকা পয়সা। সুখা আস্তে বলে, ওই এক সিকা দামের মরিচই ছিল ঝুড়িতে।

পরবর্তী গোমস্তা অনেক ধুরন্ধর। মোটে গ্রামে আসে না সে এবং তার পেয়াদা ঢেঁড়া দিয়ে জানায়, বেঠবেগার হও বা না হও, প্রতি হাটের আগে বেসাতের এক-চতুর্থাংশ কাছারিতে দিয়ে যাবে, তারপর বেসাত বেচবে।

গোমস্তা হলে থানার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই হবে। দারোগা সরকারের ইচ্ছা নতুন গোমস্তাকে জানায়, শহরে এবং অ-আদিবাসী বড় গ্রামে অহিংস সংগ্রামের যে হিড়িক, তাতেই সরকার ব্যস্ত, জেল উপচে পড়ছে। এখন, কোনো কারণেই, প্রজাদের শায়েস্তা করার উৎসাহে সহিংস কাণ্ড ঘটানো চলবে না। শেষ অব্দি ম্যাও ধরতে হবে তো থানাকেই? ওই জঙ্গুলে গ্রামে যাবে কে? অবিমৃষ্যকারী আচরণের ফলেই তো সিয়ারাম গোমস্তা প্রাণটা দিল? ছোটলোককে শায়েস্তা করার কাজে থানাও পটু এবং সে কথা গোমস্তাজী যেন মনে রাখেন। এমন কোনো কাজ করা চলবে না যাতে জংলীরা খেপে ওঠে। এরা বোঝে না পরোক্ষ শোষণ। সে নীতিতে কাজ করাই তো ভাল?

এই গোমস্তা পরম বৈষ্ণব। পালকি বইলে ইনি মুণ্ডাদের জলখাই দেন। "বাছা" বিনে কথা বলেন না। সময়ে সেধে সেধে খাদ্যশস্য কর্জ দেন এবং এঁর সুকৌশলী নীতির ফলে একদা প্রভাতকালে কুরমির পহান মাথায় দু হাত রেখে বলে, এরেই বলে দিকু বুদ্ধি। আঁ? কাল কাছারি হতে জেনে এলাম, গ্রামের সবাই, এমন কি আমি পর্যন্ত উয়ার বেঠবেগার।

কি বুদ্ধি করল উ?

এই বেঠবেগারীর ব্যাপ রটি গোরমেনের লোকগণনাকে পরোক্ষে নয়, প্রত্যক্ষে কেঁচিয়ে দেয়, কিন্তু সে পরে। এই কাঁচাবার ব্যাপারে ছোট গ্রাম কুরমি হয় বড় গ্রাম চোট্টির পথপ্রদর্শক। কয়েক বছর বাদে। দুখিয়ার ফাঁসি, শোঁসান-বুরু, ইত্যাদি হয়ে যাবার পর একদিন হরমু চোট্টিকে বলে, আবা! আমারে একটা ধনুক বানায়ে দিবে?

কি করবি?

আমি তো গাই-চরী করি ?

তো বাঘ গাই ধরলে মারবি ?

পিতার অজ্ঞতায় হরমু ক্ষমাসুন্দর হাসল। বলল, আবা, তুমি কিছু বুঝ না। আমি কি দূরে যাই ? যে বাঘের মুখে পড়ব ?

করবিটা কি ?

হরমু চোখ নিচু করে বলল, সোমাই, রুপা, ওরাদের হাতে ধনুক উঠল, পহানের কাছে গিয়ে ওরা ধনুক নিল। তা বাদে ওরা তীর দিয়া পটাপট কাঁচা আম পাড়ে।

এই কথা !

তোমার মত তো কেউ নাই। খু—ব সুন্দর ধনুক বানায়ে দাও।

তোর মারে ডাক।

হরমুর মা এল। বলল কি কথা ?

ছেলার ধনুক চাই। ধনুকের গায়ে আমি খাঁজ কেটে যাব। তুই সে খাঁজে লাল সুতা দিয়ে জড়ায়ে দিস।

আমার সময় কোথা ?

দিস। ছেলা বলে কথা।

তোমার ছেলা তো। আমার ডর উঠে. ধনুক দিলে না জানি দিনে-রাতে তাই লয়েই মেতে থাকবে।

দিব।

ধনুক নিবে না তো কি নিবে ?

বললাম তো দিব। তুমি যা বল, কখনো "না" বলেছি ?

বউ হেসে চলে গেল। চোট্টি বলল, "না" বলে না কখুনো।

আমারে মারে কেন ?

আমার মাও মারত।

হরমুর জন্যে ধনুক বানাচ্ছিল চোট্টি, সনা এসে বলল, চোট্টি! তোরে একবার থানায় যেতে বলল দারোগা। বলল তাড়া নাই সময় করে আসে জানি।

চোট্টি বিকেলেই গেল। তোহরিতে হাট ছিল। লাইনের পাশে

পাশে হাঁটা পথে চার মাইল। হাটে আজ বউ গেল না। চোট্টিই বেচল চারটি ভুট্টা, শুকনা লঙ্কা। লঙ্কা গাছগুলো ওর বউয়ের প্রাণ। আর জমিটুকু কোয়েলের প্রাণ। ওই জমিতে ভুট্টা ফলানো সোজা কথা নয়। কোয়েল ওর কাছে পাঁচটা টাকা চেয়েছে। কাছেই রাই-তে বড় হাট বসে। সেখানে আসে ওষুধ কারখানার জন্যে আমলকী ও হরতুকি কেনার পাইকার। টাকা দিয়ে কোয়েল হাটতলায় পাকা জায়গা নেবে। জমিদারির নায়েব টাকা পেলে রসিদ লিখে দেবে যে জায়গাটি হাটবারে কোয়েল মুণ্ডার। জঙ্গলে আমলকী গাছ অসংখ্য, হরতুকি গাছও আছে। অতদূরে গিয়ে জিনিস বেচার কথা চোট্টি গ্রামের মুণ্ডারা ভাবতে পারে না। কোয়েল ভাবছে। ওরও ছেলে হয়েছে। সংসারে খাওয়ার মুখ বাড়ছে। কোয়েলের এক চিন্তা, সংসারটাকে বেঁধে তোলা যায় কি করে। কোয়েল এবং চোট্টির বউ, দুজনেরই এক চিন্তা। চোট্টি বলেছে, তীর খেলার সময় আসুক। তোরে দিব টাকা। হরমুর মা মুরগি পালবে, দিব মুরগি কিনার টাকা। তীর খেলার সময় আসুক।—এই সব ভাবতে ভাবতে চোট্টি রাঙা আলু কিনল, শুওরের রাং একটা, তেল, সোডা। কোয়লের বউ নোংরা কাপড় দেখতে পারে না। তারপর ও থানায় গেল। দারোগার নাম নন্দলাল সিং। বেশ জবরদস্ত লোক। প্রৌঢ়।

বোসো চোট্টি।

চোট্টি মাটিতে বসল।

খবর কি?

দিন চলে যাচ্ছে হুজুর।

ছেলে কত বড় হল?

গাই চরায়।

একটা কথা।

বলুন হুজুর।

চোট্টি! দুখিয়া মুণ্ডার পয়লা ইজাহার আমি নিই। ও বলেছিল,

তোমার কাছে তীর খেলা শিখত ও। তুমি ওকে বলোয়া উঠাতে "না" করেছিলে। থানায় আসার পথে ও তোমাকেই সব বলে আসে। তা এত কথা আমি ইজাহারে রাখি নাই। তোমার নাম বাদ দিয়ে ইজাহার পাঠাই। তাতেই তোমার কোনো হাংগামা হয় নাই।

হুজুর! ছুখিয়া বলত, "কি বুঝি করে ব'স"। তা আমি বুঝি নাই কখুনো উ এই কাজ করে বসবে। খুব দুখে থাকত, হাসত না। আমি ডরাতাম, আমার বাবার মত ও বুঝি 'নজের গলায় ফাঁস নেয়।

নিজের দোষ কবুল করে, সরকারী উকিলের ওকে বাঁচাবার চেষ্টায় জল ঢেলে, ছুখিয়া নিজের গলায় নিজেই ফাঁস নিয়েছে। সে কথা দারোগা চোট্টিকে বললেন না। অ-মুণ্ডা চিন্তাধারা মুণ্ডাকে বোঝানো যায় না।

চোট্টি! আমি এই থানায় তিন বছর থাকব। এ তিন বছর তুমি কোনো মেলায় কোনো তীর খেলায় নামবে না।

এ কথা বলবেন না হুজুর। তীর খেলার টাকা হতে ভাই হাটে ঠাঁই নিবে, বউ মুরগি কিনবে, এ কথা বলবেন না।

না চোট্টি। এতে আমার বিপদ। তীরথনাথ বলে, চোট্টিও ছুখিয়ার পিছনে ছিল। দারোগা তারে বাঁচাল। কোনো কিছু হলেই তোমার নাম উঠে যায়। তিন বছর যদি তীর না খেল, তবে তোমার উপর মানুষের নজর সরে।

আমি যাই।

আশাভঙ্গে কালো মুখে চোট্টি ঘরে ফিরল। সব শুনেমেলে বউ বলল, তাতে কি? কোয়েল পাকা ঠাঁই বিনাই আমলকী বেচবে? মুরগি পরে হবে।

চোট্টি কোয়েলকে বলল, দাদার আড়াল দিয়া জনম কাটাল। কেন? আমার ভাই তুই, তুই পারিস না তীর খেলতে?

তুমি আর আমি!

কেন? নাগারা বাজাতে পারিস শুধা আমার তীর খেলার কালে।

চোট্টির উচ্চারিত প্রতিটি শব্দে যন্ত্রণা। কোয়েল বলল, বেশ। দেখা যাবে। কিন্তুক কথা দাও, না জিতলে মোরে মারবে না।

মারি নাকি তোরে? তু ছেলার বাপ।

কোয়েল বলল, এখুনো পারলে মার।

কাল হতে অভ্যাস করবি। সুখা পারে, দুখিয়া পারে, তু পারবি না?

বললাম তো দেখা যাবে।

চোট্টির বউ ভুরা গুড় জলে গুলে স্বামীকে দিল। বলল, খাও টুকচে, ঠাণ্ডা হও। অমুন আন্ধার মুখ কর না। তুমি বলে কথা কয়ে ছেড়ে দিল। অন্য মুণ্ডা হলে মেরে শেষ করত।

হাঁ, মস্ত মান দিয়াছে।

মনের যন্ত্রণায়, অবোধ্য বেদনায় রাতে চোট্টি হয়ে গেল বর্ষার রাঙা জল, বউ নদীটা হয়ে বুক পেতে তাকে নিজের মধ্যে নিল, মিলিয়ে ফেলল। ভোরের দিকে চোট্টি বলল, তোর মত মেয়ে হবে ইবার।

বাপের নামে নাম রেখো কিন্তুক।

তাই হবে। মোর মনে লয় মা মোর মেয়ে হয়ে সংসারে আবার আসতে চায়। জানি তার আশা মিটে নাই।

ই সব দিকু পারা কথা।

হাঁ রে।

ভুলকো তারা ফুটে নাই, ঘুমাও তো?

চোট্টি ঘুমিয়ে পড়ল।

ছয়

কাক ডাকা ভোরে কোয়েল চোট্টিকে ডাকে। বলে, চল।

কোথা?

পহানের কাছে চল।

কেন? পহানের বা কি হল, কুন্-অ কামটা মোরে বাদ দিয়ে করতে পারে না। চোট্টি গ্রামে সবার এক রীতকরণ। তাতেই দারোগা মোরে দেখে সকল কাজে।

চল চল।

তুইও ওদের শামিল। সকল মুণ্ডার মত যখন পেট চলে না, নিজের মত আলাদা থাকবি। না দাদা! আমি চিরকাল থাকব? সনার বুনঝি, তোর বউ মুংরী চিনছে হরমুর মারে, আর তু চিনছিস দাদা।

কোয়েল বলল, মা মরণকালে বলে গিছে না? দু ভাই একেসাথ থাকবি? মায়ের কথাটো তো মানতে হবে?

চোট্টি বলল, মায়ের কথা সাপের বিষে আড়ায়ে গেল। তবু ভি তু সকল কথায় বলিস, মা ই কথা বলে গিছে।

ঐ কথাটো বলেছিল।

তুই বড় গিধোড় হছিস রে কোয়েল।

কোয়েল বলল, ভাল কথা। সি গিধোড়টো খুব গরম হয়াছে। শালো বাছুর ধরতে আসে। দিও ওটাকে মেরে।

গিধোড়ও মারব আমি।

চল চল। আলো হয় যে।

পহান বসেছিল ঘরের বাইরে। চোট্টিকে দেখে বলল, হাঁ চোট্টি। কোয়েল ই কি বলল? তোরে তীর খেলায় নামতে দিবে না?

"না" বলল, শুনে চলে এলাম। দারোগার সাথ কি জুলুম উঠাব?

না না, বন দেশের মানুষ বটি মোরা। দারোগাই গোরমেন্।

সাত সকালে ডাকলা কেন?

ভাল কথা বলব বলে।

আর ভাল কথা!

তুই যখন নামবি না, চোট্টি মেলায় গ্রামের নামটো ডুবি যাবে?

কি করতে বল?

কোয়েল একা কেন, তু সকল মুণ্ডা ছেলারে শিখা।

সকল মুণ্ডা ছেলারে ?

হাঁ রে।

তা বাদে ?

তারা গ্রামে-গ্রামে মেলায়-মেলায় জিতবে।

অতই সোজা ? সে সকল গ্রামে মুণ্ডা নাই ? ওঁরাও নাই ?

তবু ভি যাবে।

আমি এরাদের শিখালে দারোগা জানবে। তা বাদে বলবে, চোট্টি মুণ্ডা সবারে তীর শিখায়ে তৈরি করে। বলোয়া উঠাবে। উরা আমাদের সকল কামে বলোয়া উঠাতে দেখে। যদি সকল মুণ্ডা বলোয়া উঠাত ! ওরা থাকত কোথা ?

দারোগা জানবে কেন ? এখুনো চোট্টি গ্রামে কোনো মুণ্ডা এমুন নাই যে আমি "না" বললে যে কথা কারে বলে। ছেলাদের ভি ইজ্জতের কথা ইটা।

চোট্টি একটু ভাবল। তারপর বলল, বেশ। কিন্তুক এমন কাকভোরই ভাল। এর থেকে ভি আগে। কিন্তুক তুমি কথা বলে নিও।

আরে তু শিখাবি জানলে কত গ্রাম হতে ছেলা আসবে।

ওরা তুরে পরনামী ভি দিবে দাদা।

কেন ? শালোদের পয়সা বেশি হয়ে গিছে ?

পহান ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, সকল কাজের রীত থাকে।

যা বুঝ কর না কেন। তুমি বললে আমি কবে কোন কাজে "না" বলছি ? আর শুন। হরমুর হাতে ধনুক দিতে হবে।

দিয়ে দিব। চাঁদের পক্ষ আসুক।

চোট্টি গ্রামের ছেলেরা একজোড়া মোরগ-মুরগি আনল। হরমুর মা বলল, এ আমি খেতে দিব না। এ আমি পালব। কোয়েল, মোরে ঘর বেন্ধে দিবি একটো। আমার ঘরের মত মোটা দেওয়াল দিবি।

চোট্টি হেসে বলল, মাচার নিচে রাখ্ এখন।

কোয়েল বলল, ই দুটা খেলে ভাল হত না ?

হরমুর মা ঘর আলো করে হেসে বলল, ইশ! তোর দাদার মন্তরে ছেলারা একজোড়া মুরগি এনাছে। আমার সাধ পুরল।

চোট্টি বলল, ওঃ, মন্তর জানে তোর ছেলের বাপ। তাতেই তীরথনাথের জমি চাষ, ছেলার এত শখ, একটো পিতলবাঁধাই কাঁকই কিনতে পারে না।

বউ ঝনঝন করে বলল, বেঠবেগারীও দিই নাই, কর্জও করি নাই। মন্দটা বললা, ভালটো বল ? পিতলবাঁধাই কাঁকই! আমার বাপের বাপ পহান। আমাদের ঘরে কখুনো তো পিতলবাঁধাই কাঁকই দেখি নাই ? এ সকল শহরের হাওয়া গো! টিশনের ধারে গ্রাম, তাতে নানা জিনিস দেখে। কবে বলবে গায়ে জামা দিব।

তু ভি দিবি ? ছোট বউ ভি দিবে ?

মা গো! লাজ লাগে মোর। জামা পরব কি ?

রাঁচির মুণ্ডানীরা পরে।

তাদের লাজ নাই তবে। মুণ্ডানী সাজবে না কেন ? সাজবে। কানে দিবে সাদা সোলা, মাথায় পরবে ফুল, চুলে দিবে তেল, আর কাপড় পরবে সাদা। পুঁতির মালা আর পিতলের বালা হল তো ভাল। আমরা তো কাঠের বালা পরেছি।

নে, তোর মুরগি উঠা। গিধোড়টো খেপা হয়াছে। হুঁশ রাখিস।

একটো হাঁস মেরে দাও দেখি ? তাতে বিষ মাখায়ে ওটারে মারি ?

কোয়েলের বউ উঠোন নিকোতে নিকোতে বলল, বাছুর ধরতে ঘুরে বুলে। তাড়া করলে দাঁত খিঁচায় কি! ডর লাগে তখন।

চোট্টি বলল, ওটারে মারা কর কোয়েল। গরুটা, শুয়ারটা, মুরগিটা, ছাগলটা, আমাদের জাহান বাঁচায়ে রাখে। ই সনে লাকড়া ফিরে দল বেন্ধে, শিয়াল এ রকম খেপা, সকল দিকে গতিক মন্দ। তুর গেঁদাটারে ভি ধরতে পারে। সাবধানে রাখিস বউ। কুরমিতে লাকড়া এসে মায়ের পাশ হতে ছেলা নিল।

বউ বলল, কোয়েলের গোঁদারে উর মা পিঠে বেন্ধে কাম করে। যে বেড়া দিয়াছে কোয়েল, এমন উঁচা, সে আগড় না সরালে মানুষের মাথা দেখি না।

ভুলকো তারা আকাশে, এমন সময়ে চোট্টি উঠল। গ্রামের যুবকগুলি অপেক্ষা করছিল। জঙ্গলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে চোট্টি বলল, এক সঙ্গে দশ মুণ্ডা দেখলে নানা কথা। তোরা যে যার মত আসবি। টিশনের কুলিরাও দেখে যদি, কথা হবে।

সেই জঙ্গল, সেই প্রান্তর। ছুথিয়া, সুখা ও বিথ্‌না এসেছিল। নিশ্বাস ফেলল চোট্টি। পাথরে দাগ কাটল। ফিরে এসে বলল, উঠা ধনুক। তোরা বলিস মন্তর, আমি বলি অভ্যাস। জাহান লড়ায়ে দিয়ে চেষ্টা করলে হবে না কেন?

কোয়েল বলল, জিতলে পরে, আঃ! তোমারে মাথায় লয়ে নাচব।

ধনুক উঠা আরো। নিশানা দেয়। সবার আগে চোখ তৈয়ারি কর। নিশানা আছে, তোরা আছিস। আর কেউ নাই, কিছু নাই।

তীরগুলি ছুটে গেল।

যা, তীর কুড়ায়ে আন্‌। আবার উঠা। এই নিশানী সাত দিন। হপ্তায় হপ্তায় নিশানী দূরে সরাব।

তীরগুলি ছুটে গেল।

কুড়ায়ে লয়ে আয়। আবার উঠা। আমারে দেখ্‌।

ছেলেগুলি চোট্টির দিকে চাইল।

সকাল হচ্ছে, আলো বাড়ছে।

এমনি করে অভ্যাস চলল। দিনের পর দিন। চোট্টি আবিষ্কার করে, তার তীরখেলা বিষয়ে যা ছিল, তা আগ্রহ এবং জেদ। এদের শেখাবার মধ্যে আছে আশ্চর্য আনন্দ। নতুন একটা উত্তেজনা। এরা যদি স্থানীয় এবং আঞ্চলিক মেলাগুলিতে জিততে পারে, এদের মধ্যেই থেকে যাবে তার উত্তরাধিকার। যদি কেউ খুবই সুদক্ষ হয়,

বারবার জেতে, তাহলে তার কাছেও হয়তো সেদিনের মুণ্ডা যুবকরা আসবে। বলবে, মোদের শিখাও।

এরা যেদিন জিতবে, যদি জেতে, তাহলে সেই আনন্দ পাবে, যা ছুখিয়া পেয়েছিল। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল, সুখা ও বিথ্‌নার খবর নেওয়া হয় না বহুদিন। কুরমি গ্রামেই বা কি হচ্ছে? কুরমির যাওয়ার পথে গভীর জঙ্গল ও আন্দোলিত পাহাড়। ও গ্রামের মানুষ হাট করতে যায় দক্ষিণ দিকে, বিরাডই গঞ্জে। চোট্টি ও কুরমির মধ্যে কোন যোগাযোগ না ঘটালে ঘটে না। যোগাযোগটা সুখা, ছুখিয়া ও বিথ্‌না ঘটিয়েছিল। কিন্তু সবই গল্প কথা হয়ে যায় চোট্টির জীবনে। ছুখিয়া মুণ্ডার জীবনকথাও গল্পকথা হয়ে রইল চোট্টিকে ঘিরে।

চোট্টি মেলা হয় বিজয়া দশমীর দিন। মেলাটি সত্যিই খুব বড় ও সুপ্রাচীন। সরকারের খাস জমিতে মেলা বসে। মেলায় বিক্রেতাদের জায়গা দিয়ে তশীলদার ভালই আয় করে। আদিবাসীরা তো আসেই, অন্যরাও আসে। সাতদিন ধরে মেলা চলে। আশপাশের মানুষজন দরজা-জানলা—কাঠের থালা ও বাটি-জাঁতা-উদুখল-বাসন-কাপড়-চাদর-গামছা-মশারি-গুড়-চাল-সবজী সব রকম জিনিস এ মেলা থেকেই কেনে। গরুর গাড়ির চাকাও বিক্রি হয়, লাঙল-কোদাল-খন্তা সবই।

মেলা প্রাঙ্গণে আদিবাসীদের গ্রামভিত্তিক নাচ হয়। তারপর শুরু হয় তীরখেলা। সহজ প্রতিযোগিতাগুলিতে চোট্টি অনেক কাল নামে না। সে নামে মোক্ষম খেলায়। এবার ও দর্শকমাত্র। তা সবাই জানে না। এইদিনে বিরাডইতেও মেলা হয়, এবং প্রতিযোগিতা। নাকাটার রাজাদের মহাল বিরাডই। রাজারা দুর্গাপূজা করেন। সে উপলক্ষে সেরাইকেলা থেকে আনান মুখোশ নাচের দল। মুখোশ নাচ দেখতে ও অঞ্চলের গ্রামগুলি ভেঙে পড়ে। কুরমির লোকরাও।

চোট্টি বিস্মিত হয়ে দেখল, কুরমির মুণ্ডারা এখানে প্রতিযোগিতা

দেখতে এসেছে। বিচারক ও পুরস্কারদাতারা একই লোক তীরথনাথ, দারোগা, তশীলদার সবাই বসেছেন। তীরথনাথ ওকে দেখে হেসে বলল, এ ভালই রে চোট্টি। তুই বছর বছর জিতিস। এরা একটু সুযোগ পাক।

চোট্টি গ্রামের পহান, আদিবাসীদের প্রতিভূ হিসেবে বিচারকদের মধ্যে একজন। সে গিয়ে মাটিতে বসল। প্রতিযোগিতার সময়ে দাঁড়িয়ে দেখবে। চোট্টি বিস্ময়ে দেখল, মেলাতেই এসেছে, কিন্তু কুরমির ছেলেরা প্রতিযোগিতায় নামল না। সুখা ও বিথ্না স্বচ্ছন্দে নামতে পারত। কোথায় যেন গোলমাল ঠেকছে।

চোট্টি মুণ্ডা নামছে না। অতএব এবার সকলেই বিস্মিত। প্রতিযোগীদের মধ্যে চোট্টি গ্রামের মুণ্ডাদের অনেকে আছে দেখে দারোগা একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তীরথনাথ, চোট্টির না-নামার কারণ পরমুখে শুনেছে, দারোগার মুখে নয়। তাই ন্যাকা সেজে বলল, চোট্টিরে নামতে মানা করল কে, পহান?

পহান কথা বলল না।

তীরথনাথ যেন স্বগত বলল, ওর কি কম ক্ষমতা? মন্তরপড়া বাণ ভেজে দিয়ে ও সব করতে পারে। কতবার দেখলাম।

দারোগা আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, রোজ যদি গীতা পড়েন, চাই "রামচরিতমানস", তাতে যে পুণ্য হবে লালাজী, কোই মন্ত্রপড়া তীর আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

জংলী দেশ আমাদের দারোগাজী!

রামজীর পরতাপ এখানে ভি খাটবে।

জংলী দেশে অনেক কিছু ঘটে যায়, যার হিসাব কিছুতে মিলবে না। এখানে এমন নজীর আছে, বাতাসে পিদিম চালিয়ে দিয়ে বহু দূরে কোঠি পুড়িয়ে দিয়েছে। নাকাটার রাজার দু ছেলে জন্মান্ধ। রাজার বড় রানী বাঁজা। গুণিন্ দিয়ে তিনি এমন মন্তর করালেন, যে বাপের বাড়িতে ছোট রানী হবার কানা ছেলে বিয়োলেন। চোট্টির এমন কহানী অনেক আছে। আপনাকে পরে বলব।

হুঁ।

আরে সাহেব এসেছিল, সাহেব। লাটের সেক্রেটারির সহোদর ভাই। সে ওর তীরখেলা দেখে ওর সঙ্গে দোস্তালি করে গেছে। সেক্রেটারি যখন শিকারে এলেন, তিনিও ওর সঙ্গে কত কথা বলে গেলেন।

কবে? আমি তো জানি না?—দারোগা বিচলিত হলেন।

তীরথনাথ খুবই আনন্দ পেল। বলল, কি করে জানবেন বলুন? আপনি লেখাপড়া জানেন, খবর লেন থানার লোকের কাছ থেকে। আমাদের জংলী জানোয়ার ভাবেন। তাতেই বারবার নেমন্তন্ন করলেও আসেন না।

না না, আমি গুরুমন্ত্র নিয়েছি এ বছর। এক বছর কোথাও জল খাওয়াও নিষেধ। আমার গুরু খুবই কড়া, জানলেন?

ওই দেখুন, শুরু হল।

চোট্টির বুকের নিচে প্রবল উত্তেজনা। প্রথম বার নিজের বেলা তার এমনই হয়েছিল বটে। ভাবতে গেলেও চোখ আচ্ছন্ন হয় বাষ্পে। কবে চোট্টি ওদের মত তরুণ ছিল? কবে ধনুক ওঠাবার পর বুকের নিচে বান ডেকেছিল?

তুমি কে?—তশীলদার হাঁকল।

চোট্টি গ্রামের চোট্টি মুণ্ডার ভাই কোয়েল মুণ্ডা।

দাদার দিকে চাইছে না কোয়েল। ওর চোখে মুখে, চোট্টির ছেলেদের চোখেমুখে কিসের যেন উত্তেজনা ও সংকল্প।

হা রে! কোয়েল নিশান বিঁধেছে!

কলরোল, কলরোল! চোট্টির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। ছেলেগুলো কম নয়। কেউ ওর দিকে চাইছে না। কোয়েলও নয়। সুখা আর বিথ্না লাফাচ্ছে দেখ। ওদের এত আনন্দ বা কেন?

চোট্টি বিড়ি ধরাল। ওর নিজেকে বেশ প্রবীণ মনে হচ্ছে।

তীর খেলার সহজ প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানগুলি নিল চোট্টির ছেলেরা। পরের, কঠিনতর প্রতিযোগিতায় সনার ভাইপো

রূপা ও কোয়েল পেল দ্বিতীয় স্থান দুটিতে। কঠিনতম প্রতিযোগিতায় সবাই নামল। যেন বলা-কওয়া ছিল। পাঁচটি গ্রামের ষোলজন প্রতিযোগী এলেবেলে তীর মেরে দিল। "কেউই পারল না"—তশীলদার এ কথা বলায় সবাই যেন জয়োল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। তোহ্‌রির গয়া মুণ্ডা হেঁকে বলল, ও শুধু চোট্টি পারে রে বাপ সকল। পারিস নাই বলে তুরা কুন্-অ দুখ উঠাস না।

দারোগা মনে মনে বললেন, খচড়াই! হেরে গিয়ে সবাই চিল্লায়, ও বলে দুখ উঠাস না। নিশ্চয় চোট্টি নামল না দেখে ওরা এরকম কাজলামি করল।

চোট্টি গ্রামের ছেলেরাই পেল সবশুদ্ধ আট টাকা। তীরথনাথ বলল এখন আমরা যাই চলেন। এখন ও বেটারা আস্তো শুওর আনবে, মারবে, মদ মাংস খাবে, নাচবে, কত কি করবে।

বরাবর এ রকমই হয়?

বরাবর। এ মেলা তো ওদেরই। আমরা পরে এসেছি। জানেন না, ওদের চোখে আমরা সবাই দিকু?

এবার সকলের উদ্দীপনা অনেক বেশি। অন্যান্য গ্রামের প্রতিযোগীরাও ঘিরে ধরল চোট্টিকে। বলল, আমারদেরও শিখাও দেখি? মেলায় মেলায় জিতে তোমার নামটো উঠায়ে দিয়ে আসি?

আচ্ছা, কোমাণ্ডির ভরত মুণ্ডা কোথা।

এই যে চোট্টি।

ভরত! আমি তো জানি, তুমি শেষ নিশানা বিঁধলেও বিঁধতে পার, অন্তত চোখের কাছে তীর যাবে তোমার। চেষ্টাই করলে না?

ভরত লাজুক হেসে বলল, উ একটো কথা বটে।

কি কথা?

জংলী কথা।

কথাটি কি?

চোট্টির পহান বলল, তোরে নামতে দিবে না যাতে, সে নিশানী কুন্-অ মুণ্ডা চেষ্টা করেই দেখবে না।

সে কি ?

তুই তো জানিস না, যত জনা যত মেলায় তীর খেলে, এখন মনে মনে তোর নাম লয়ে তবে ধনুক উঠায়।

চোট্টির গলা বন্ধ হয়ে এল। সে বলল, এত বড় মান দাও তোমরা !

ভরত বলল, তিন বছর মোরা ই রকম চালাব ! তা বাদে দেখা যাবে। দারোগাটো ভি শাস্তি পাবে, দেখো।

না না, ও সব কথা থাক। এক ছুথিয়া হতে কুরমি গ্রামে যা ·· এ কি ? বউ, তোরা যাস নাই ঘরে ?

আমরা, মেয়েরা তো যাবই। তুমারদের মাতন এখুন। কিন্তুক একোবার মোরা নেচে লই, তা বাদে যাব।

পুরুষরা পিছিয়ে গেল। মেয়েরা গোল হয়ে নাচল। নাচতে নাচতে চোট্টির বউ বলল, মরদরা কি মরে গেলি ? বাজনা কোথা ?

কোয়েলরা বাজনা বাজাল। মেয়েরা নাচতে নাচতে গাইল।

—"মেলায় চল হে মেয়ে, মেলায় চল"—
—"আহা, কে বলে রে কে বলে ?"
—"আমি তোর রূপে পাগল রে"—
—"এ চোট্টি নদী পারায়ে মোর হাত ধর না কেন ?
মোরে মেলায় লয়ে চল্ ?"

চোট্টি কোয়েলকে বলল, হরমুর মায়ের রকম দেখ কেন ? জিতে আসতাম যখন, তখন তো ওর মুখে এমন হাসি দেখি নাই ?

কোয়েল বলল, আজ একটা মানের গরবের দিন আমাদের।

শুওরের মাংস আর ভাত। আর মদ। হঠাৎ চোট্টি শুনল, ছেলেরা গাইছে একটা গান। কোয়েল নাগারায় চাঁটি মারছে সঙ্গে।

তুমি ধনুক উঠাও, তুমি নিশানা বিঁধ
তাতে দারোগার বড় ভয় হে—
তুমি যেয়ে গোরমেন্‌রে আর্জি জানাও

তাতে দারোগার বড় ভয় হে—
তাতে তোমারে তীর খেলতে দিল না ॥
তুমি তীর শিখালে ছুখিয়া মুণ্ডারে
বেঠবেগার ছুখিয়ারে হে—
ছুখিয়া কাটে গোমস্তার মাথা
তাতে দারোগার ডর হে—
তাতে তোমারে তীর খেলতে দিল না ॥

কোন্ মুণ্ডা জানে তীরের মন্তর ?
একা তুমি জান হে—
কোন মুণ্ডা হয় গোরমেনের মিতা ?
একা তুমি হও হে—
তাতে তোমারে তীর খেলতে দিল না ॥

গান থামতে সবাই হাসল। চোট্টি গামছা তুলে মুখ মুছে বলল, আর নয় হে। বড় লাজ লাগি যায় আমার। চিনাজানা মানুষরে লয়ে এমন কর কেন ? লাজ লাগি যায় যে ?

এখন অন্য গান ও নাচ চলল। চোট্টি গিয়ে বসল সুখা বিখ্‌নার কাছে। বলল, তোরা তীর খেললি না ?

সুখা বলল, আনন্দের দিনে কব না মোদের ছুখের কথা। পরে এসে কয়ে যাব। কি করে গেল ছুখিয়া, গ্রাম জ্বলে গেল।

বিখ্‌না বলল, আজ নয়। আজ মোরা মাংস খাব পেট ভরে, আমোদ করব। ওঃ, কত দিন হাসি নাই।

আনন্দের রাত ছোট। দুঃখের রাত বড়। রাতটা ঝপ করে কেটে গেল। রোদ উঠতে তবে যে যার ঘরের পথ ধরল। যাবার সময়ে ভরত মুণ্ডা বলল, ই কথাটো পাকা। যে যেমন আসবে, তুমি শিক্ষা দিবে।

যা জানি, শিখাব।

উ মন্তরটো ভি ? "হ্যাঁ" বল, আমি তোমার বেঠবেগার হয়ে

যাই। এই শোন্ তোরা, চোট্টি মোরে মন্তরটো শিখাবে, আমি উয়ার বেঠবেগার হব।

চোট্টি খুব শান্ত গলায়, ওর গায়ে হাত রেখে বলল, মন্তর নাই ভরত। শুধু অভ্যাস, আর অভ্যাস, আর অভ্যাস।

সাচাই বল?

সাচাই বলি।

তবে ওটাই মন্তর।

আর কিছু জানি না হে।

ওটাই মন্তর।

কয়েকদিন বাদেই সুখা এল। রাত করে। বলল, এখন চাপাচাপি খুব মোদের উপর। তোমার কাছে আসলে দোষ। তাতেই! ভালুকের কি ডর হে। সকল বেটা পাকা ব্যেরএর গন্ধে জঙ্গলে ফিরে।

বড় পাজি জানোয়ার। বাঘ মানুষরে দেখে, দেখা দেয় না। উ শালো এসে মানুষরে আঁকুড়ে ধরে আর নখে চিরে।

তবে শহরে ভালুক নাচায় কেমুনে?

বাচ্চা বেলায় ধরে।

চল ঘরে বসি। মুণ্ডানী তো গোঁসা হবে না?

না। আয়।

সুখা বলল, কি করে গেল হুখিয়া! গ্রামটা জ্বলে গেল যেমুনি। তোমারে নিষেধ দিল গোরমেন্। মোরা রাজার মহালে থাকি। নতুন গোমস্তা বেঠবেগারীতে বেঁধে নিয়াছে সবারে। তা বাদে জুলুম কত। কথায় কথায় মাল দাও। কাছারীতে উয়ার ঘরে কেউ মরলে বেঠবেগারী নয়, তবে মাসুল দাও। উয়ার ঘরে জনমে-বিয়াতে-মরণে-আর দিকুদের তো অগণন পুজা—মাসুল উঠায়। রাজারে চক্ষে দেখি নাই, তার ঘরে কিছু হলে মাসুল উঠায়। সে কাছারী হতে অন্য কাছারী যায়। মোরা পালকি বই, লয়ে যাব আর লয়ে আসব। সে হাঁটে তো মাথায় ছাতা ধরে দৌড়াব। জীবন জ্বলে গেল।

কি কাণ্ড!

বলে কি, উ চোট্টি মুণ্ডার শিক্ষায় ছুখিয়া বিগড়াল। তোরা যাবি না উয়ার কাছে। আর ছুখিয়ার গ্রাম কুরমি, ইথান হতে কোনো মুণ্ডা ছেলা তীরখেলায় নামবি না। তোরাদের কোমর আমি ভাঙব।

এর উপায় কি?

কোনো উপায় নাই। আসানের। তাতেই···

কি?

সুখা মেঝেতে আঁকিবুকি কাটল নখে। তারপর বলল, তোমারুতে মিশন আছে। সেথা মিশনের মুণ্ডারা ভাল আছে।

সে যে অনেক দূর।

দূর বটে।

ধর্ম ছাড়বি?

কেন? ধর্ম ছাড়ব কেন?

ক্রীশ্চান হতে হবে।

তা হলে ভি ফির ধর্মে ফিরা যায়।

তা করে বটে অনেকে···

এখন তো বাঁচি। সেথা গেলে, ধর্ম ছাড়লে, মিশনের গোরমেন্‌রা জমি দিবে, বসত করাবে। পলায়ে যেথানে যাব, রাজার নাগাল হতে পালাতে পারব না। ঠিক ধরে ফেলাবে, আর মেরে ফেলাবে।

তাহলে? ধর তু পলালি। বাড়ির লোকজন?

মিশনে গেলে রাজার এক্তিয়ার থাকে না।

বাড়ির সবে? গ্রামের সবে?

গেলে সবারে যেতে হবে। নয়তো যে রয়ে যাবে, তার চামড়া লয়ে জুতা বানাবে উ গোমস্তা।

সবে যাবে?

সেখানেই তো গোল।

তুই যা সুখা। দাঁড়া, আগায়ে দি খানিক। কোয়েলরে ডেকে লই।

এই আন্ধারে যাবে ?

তুই একা যাবি ?

ভয়ডর ভুলে গিছি যেমুন।

তাই হবে। কি অন্ধকার মাটি। আকাশে তারার আলোয় নিচের কিছুই আলোকিত নয়। অথচ শুক্লপক্ষ। ভয়ডর ভুলে গিয়েছে সুখা। নইলে এল কি করে ? চোট্টির বউ হারিকেনটা দিল। হারিকেন ওরা অবরেসবরে জ্বালে। কেরোসিন, মিট্টিকা তেল বড় দামী জিনিস। সদাসর্বদা আলোর কাজ ওরা এখনো মহুয়া তেলের পিদিমেই সেরে নেয়।

পথে চলতে চলতে চোট্টি বলল, বলোয়া লয়ে আমি আগে যাই। তোরা পিছে আয়। কথা বলিস না।

খানিক এগিয়ে দিল না চোট্টি। সুখাকে গ্রামের সীমান্তে পৌঁছে দিল। বলল, নয় ভোর রাতে আসিস এ কাজে। রাত করে আসিস না। কি নাই জঙ্গলে ? বাঘ, লাকড়া, গুলবাঘা, ভালুক।

সব ভুলে গিছি আমি। ধরম ছাড়ার কথা ভাবলে বুকের নিচে তীর বিঁধে। লোঁ পড়ে। পূজা-পার্বণে কত আনন্দ।

মিশনে গেলে যাবি। কিন্তুক আড়কাঠির হাতে পড়িস না তোরা। তারা কোথায় লয়ে চলে যায়, কোথায় চা-বাগানে।

না না। মিশন বিনা গতি নাই। গোরমেনের কাছে গেলে তবে যদি রাজার হাত হতে বাঁচি।

ফিরে আসার পথে কোয়েল বলে, গান গাব ?

কেন ?

তাহলে ভালুক জানবে অনেক মানুষ যায়। ডরাবে।

কোয়েল, তোর আর বুদ্ধি পাকল না। সাড়া দিয়া মরণ ডাকবি ?

দুজনে ফিরল যখন, তখন রাত আরো গাঢ়। হিমেল বাতাসে শীত। নদীর চর থেকে কুয়াশা উঠছে।

কুরমি গ্রামের মুণ্ডারা সহজে গ্রাম ছাড়েনি। ঘোর জঙ্গল কেটে গ্রাম পত্তন করতে বড় কষ্ট। সে গ্রাম ছাড়তে আরো কষ্ট। কোথায়

তোমার মিশন ? সেখানে কি এমন পাহাড় আছে, চারপাশে এমন মায়ের আঁচলের মত বন ?

তা নেই, কিন্তু গোমস্তাও নেই।

মিশনের জীবন অন্য রকম। সেখানে কি পালপার্বণ আছে ?

তা নেই, কিন্তু বেঠবেগারী নেই যে ?

সেখানে গেলে হরমদেওয়ের পুজো করা যাবে ?

তা যাবে না, কিন্তু বেগর মাস্থলও দিতে হবে না।

পহান বলল, তোরা যাবি তো যা। আমি কারেও থাকতে বলি না। এই কুরমি ছিল আমাদের জঙ্গল হাসিল করা গ্রাম। মুণ্ডারা আগে থাকত তারাদের জঙ্গল কাটাই খুটকাট্টি গ্রামে। যেই সে জমিতে ফসল, তেমুনি দিকু-মহাজন ঢুকে পড়ে। মুণ্ডারা গ্রাম ছাড়ে। তেমন করে মোরাদের পিত্তিপুরুষরা এ গ্রাম পত্তন করে। অনেক বাদে তো এ মহাল রাজারা ডেকে নিল।

তুমি যাবে না ?

আমি ? মিশনে ?

পহান গলিতদন্ত মুখে আশ্চর্য হাসি হাসল। গভীর প্রত্যয়ে বলল, আমি কোথা যাব এ বয়সে ? হরমদেওয়ের ধর্ম ছেড়ে ? তোরাদের বাঁচা দরকার, তোরা যা। এমুন জুলুমে আমি কারেও রইতে বলি না। তবে—!

কি ?

হোলির দিনে শিকার খেলাটা খেলে যা ? আমি চক্ষু ভরে দেখে লই ? আমার গ্রামের ছেলে-বুড়া দৌড়াবে তীর-বলোয়া লয়ে। গান গেয়ে ফিরবে। তা বাদে নাচ হবে, গান হবে।

পহান একদিন হাটে এল। চোট্টিকে খামকা ডেকে নিয়ে বলল, আর আর মুণ্ডারা রইতে পারবে না হে। ওরা যাবে।

কি বলব বল ?

কারেও বোল না।

ঘর-মাটি ছাড়তে কারেও বলি না। কিন্তুক বলোয়া উঠালে আরেক গোমস্তা মারলেও নিরসন নাই, তা তো দেখলাম।

"বলোয়া উঠালে" বলতে তুমি বললে হাতিয়ার উঠাবার কথা। দিকুরা "বলোয়া" বলতে বুঝে সকলা একজোট হয়ে লড়বার কথা। দিকুদের বলোয়া উঠাতে পারত যদি, তা হত। না কি তাতেও হত না। মুণ্ডাদের লয়ে বীরসা ভগবান তো তেমন বলোয়া উঠায়েছিল। কিন্তুক তাতেও কাজ হল না।

দিকুদের, গোরমেনের জোর কত, হাতিয়ার কত।

গোমস্তা আমাদের মারা করলে ভি পালকি চড়ে, জুতা পরে, পান খেয়ে বেড়ায়। আর তুখিয়া গোমস্তারে মারা করলে ফাঁসি যায়।

গোরমেনের কানুন!

গোমস্তার 'পরে কানুন নাই কেন? না চোট্টি, ওরাদের যেতে বললাম, কিন্তুক বুকটা মোর ভাঙি গিছে। আর দেখ, এ কথা কারেও বোল না। জানলে বলবে মুণ্ডারা দিকু "বলোয়া" উঠাতেছে।

আমার ভি মনে তুখ। আমরা কম হয়ে গেলাম।

শিকার খেলে যেতে বললাম। যত বা পরব আছে, ই শিকার খেলাটো মোদের পিত্তিপুরুষের সেরা পরব।

যথারীতি, জবরদস্তি করে গোমস্তা মুণ্ডাদের গ্রাম ছাড়ার ব্যাপারে এককাট্টা করল। মুণ্ডারা, কুরমির মুণ্ডারা, এ রকম বিশাল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে একমত হয়নি। বয়স্করা তো একেবারে নারাজ ছিল। গ্রাম ছেড়ে আশী-বিরাশী জন চলে যাবে? নতুন প্রজা বসবে? মুরগি-ছাগল-গরু নিয়ে তাদের মত করে ঘরবসত করবে তাদের ভিটেতে? কেউ কেউ বলছিল, দিব বেঠবেগারী, দিব মাসুল, তবুও গ্রাম ছাড়ব না।

গোমস্তা যথাসময়ে ঘোষণা করল, যেহেতু কুরমি গ্রামের মুণ্ডারা অত্যন্ত টেঁটিহা, সেহেতু এ বছর তাদের শিকার-পরব নিষিদ্ধ।

শিকার-পরব নিষিদ্ধ! খবরটি নিমেষে ছড়াল। প্রচণ্ড আঘাত।

সবাই বিমূঢ়। কোনোদিন কোনো মালিক মুণ্ডাদের পরব নিষিদ্ধ করেনি।

সুখা বলল, এর পরেও যে থাকবে থাকো। মোরা চলে যাব। এরপর আর থাকব না।

সুখার প্ররোচনায় ওরা মুণ্ডা স্বভাববিরুদ্ধ এক খচড়াই করল। বেপরোয়াভাবে টিপছাপ দিয়ে সবাই ক্রমে ক্রমে ধান ও ভুট্টা কর্জ নিল। তারপর একদিন সন্ধ্যার পর সবাই গ্রাম ছাড়ল। গরুর পিঠে বেঁধে নিল দরজা-জানলার কপাট। ধান ও ভুট্টা ও চাল। গরু-ছাগল-শুওর সব পথ চলতে চলতে বেচবে বলে সঙ্গে নিল। তারপর পহানকে প্রণাম করে ঘর ছাড়ল সকল মুণ্ডা। খুব জঙ্গুলে গ্রাম। চট করে খবর যাবে না কাছারীতে। সোজা পথে নয়, জঙ্গলের দুর্গম পথে ওরা চলে গেল। তোমারু দু দিনের পথ।

দোলের সময়ে কাছারীতে পরব। স্বয়ং রাজা আসবেন হাতি চেপে। এবার তিনি এখানে শিকার খেলবেন। বেঠবেগার দরকার। জঙ্গল ঠেঙাতে। গ্রামে গ্রামে লোক গেল। পেয়াদা। তারপর জানা গেল সত্যি খবরটি।

পেয়াদা বলল, শুধু পহান বসে আছে মালিক। আর কেউ নাই। বাড়ির কপাটগুলা ভি খুলে নিয়ে গিছে।

কোথা গেল?

পহান জানে না।

খোঁজ্-খোঁজ্ পড়ে গেল। নেই তারা, কোথাও নেই। শেষে খবর এল তারা তোমারু মিশনের শরণ নিয়েছে। গোমস্তা মাথায় জুতো নিয়ে রাজার সামনে দাঁড়ালেন। রাজা বললেন, এক ছটাক রাজ্য নিয়ে মিশনের সাহেবের সঙ্গে লড়াই?

হুজুর, আর্জি দিতে হুকুম হয়।

কি আর্জি দেবে?

বিদ্রোহী প্রজারা এসেছে, ফিরিয়ে দাও।

দের তারা? ক্রীশ্চান করবে বলে বসে আছে জঙ্গলে। নতুন গোমস্তা যাবে, তাকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে তুমি বিদায় হও।

জ্বলতে জ্বলতে কাছারিতে ফিরল গোমস্তা। পহানটাকে চাই। ও নিশ্চয় সব জানত। সব জেনেও কিছু জানায় নি। প্রজা গেল, প্রজা আসবে। কিন্তু এই অপমান! বজ্জাতগুলো কান মলে গেল একেবারে? এত এত ধান-ভুট্টা কর্জ নিয়ে গেল? গোমস্তার দুর্দশায় পরম প্রীত আমিন বলল, কি আর করবেন? তোমারুর মিশনের সাহেব রাঁচিতে গোরমেনের সঙ্গে দোস্তালি রাখে। জোর করে ক্রীশ্চান করে ওরা, এ ক্ষেত্রে সেধে গিয়ে এতজন ক্রীশ্চান হচ্ছে, সে ছেড়ে দেবে? রাজার উপরেও তো গোরমেন্ খুশি নয়। গদি রাখাই মুশকিল ওর। দুটো ছেলেই অন্ধ। তেমন রাজাও নন। কি জন্যে শুনবে গোরমেন্? ছোট ছোট রাজাদের গোরমেন্ চোখে দেখে না।

লোকে আমাকে কি বলবে?—গোমস্তা বলেন।

আমিন এ কথায় জবাবে ঘন ক্ষীরের মত থকথকে ও স্বাদু গলায় বলে, উ মৎ শোচিয়ে আপ। লোকে কি ভাববে, কি বলবে, তা ভাবতে গেলে কাজ চলে না। আর "লোক" যে বলি আমরা, ও তো একটা কহাবৎ মাত্র। লোক কোথায় এখানে? জংলী দেশ? কথা? কথা তো সব সময়েই হচ্ছে। আমি তো খোদ রাজবাড়িতে শুনে এলাম। সবাই গোপনে বলছে, এই মুণ্ডাদের তাড়াবার ব্যাপারটি আপনারই বানানো।

আমার! কেন?

আহা, মুণ্ডারা হারামি সে তো সবাই জানে, খুবই বজ্জাত ওরা। কিন্তুক গোমস্তাজি! এতকাল এতরকম হল, দুখিয়ার ব্যাপার তো সেদিনের কথা,—তারপর তো পুলিস গ্রামে এসে কি কাণ্ড করল। কিন্তু ওরা গ্রাম তো ছেড়ে যায় নি।

সে আমি শাসনে রেখেছিলাম ওদের।

ওহি তো বাত গোমস্তাবাবু, আপনি নিজে কবুল গেলেন যে

আপনি ওদের শাসনে রেখেছিলেন। তা তো রাখবেনই। কিন্তু লোকে, মানে এখানকার লোকে বলছে, ছেলে মানুষ করতে গেলে মারতে হয়, আবার গুড়ও দিতে হয়। আপনি মেরেছিলেন, আবার না কি গুড়ও দিয়েছেন, কাছারির লোকরা বলছে।

কি রকম?

এই, ধান-কর্জ দিয়েছেন, বুঝায়েছেন, রাজার গদি বেশিদিনের নয়। সেক্রেটারি সাহেব রাজার ওপর সন্তুষ্ট নন, ছোটরানীর দু ছেলেই অন্ধ যখন, তখন বড়রানী দত্তক নিয়েছেন যাকে তাকেই দিবে স্টেট। এই সব বুঝায়ে আপনিই ওদের যেতে বলেছেন, কেন কি আপনি চান এ লাট নিলামে উঠুক, আপনি ডেকে নেন।

এই কথা?

হাঁ জী।

লোকে বলছে?

হাঁ জী।

লোক কোথায় এখানে? জংলী জায়গা?

আমিন হেসে বলে, কাজ করবেন আপনি, কথা হবে না? আমি তো বলব, ওরা চলে যাবে তা গোমস্তাজী জানতেন কিনা জানি না, তবে এবার ঢালাও হাতে কর্জ দিলেন, তা দেখে আমি তাজ্জব বনেছি।

খতে টিপ নিলাম!

বেঠবেগারীর টিপ সহি খতে তো পাহাড় জমিয়েছেন। ধরুন সুখার বাপ সঞ্চা মুণ্ডা। সঞ্চার ঠাকুরদা টিপ দেয়, ওরা এখনো সেই বেগারী দিচ্ছে। সঞ্চাকে দিয়ে আপনি খতে ছাপ দেওয়ালেন, সে ভি ভাল। সে সুখা আজকের ছেলে। পরদাদার খতের জন্যে বেঠবেগারী দিতে চাইবে না হয়তো, তখন তাকে বলা যাবে, তোর বাপের টিপ-পাট্টা আছে। আবার ভি সঞ্চাকে টিপ দেওয়ালেন কেন? একটা লোককে কতবার বেঠবেগারীতে বাঁধবেন? এই আপনার আগেকার গোমস্তার মাথা চলে গেল, তবু ভি আপনি এত

কড়াকড়ি করলেন, যে আমরা জেনে গেলাম আপনার ধান্দা আছে কোনো। লাট কিনবেন! কিনুন না! নাকাটার কোনো লাটের মাটিতে আর গুড় নেই, সব নিমক।

এ সব তাহলে আপনারই কথা?

লোক আর কোথায়? জংলা দেশে?

শিয়াল ও বাঘের গল্পে, টুনটুনি ও বেড়ালের গল্পে, শেষ অবধি বাঘ বা বেড়াল যে রকম অপদস্থ বোধ করে, গোমস্তারও সেই অবস্থা। আমিন শেষ টিপ্পনী কেটে যায়, হোলির দিন তো এসে গেল। রাজাও না কি জানতে চেয়েছেন, আমিও শুধাচ্ছি, আপনি ওদের শিকারখেলা বন্ধ করতে গেলেন কেন? আমরা খুব বেঁচে গিয়েছি এবার। শিকারখেলা বন্ধ! ওরা যদি বলোয়া উঠাত?

গোমস্তা বোঝে, সত্যিই তার কপালে এখানের মাটি নিমক হয়ে গেছে, গুড় নেই আর। এবার তাকে পাততাড়ি গোটাতে হবে। এদিকে কাছারিতে হোলির ব্যাপার। রাজা শিকারে আসবেন বলেছেন। তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে পহানের ওপর। সে সবই জানত, তবু কিছু বলেনি। ভীষণ ক্রোধে গোমস্তা পেয়াদাকে বলে, চল্ কুরমি।

ওরা কুরমি যায়। পরশু হোলি। পাহাড় ও জঙ্গল লালে-লাল। পলাশ ফুটেছে। কুরমি গ্রামের চেহারা এই সকালেও অত্যন্ত ভয়াবহ। কেননা জনহীন গ্রাম। কপাটহীন ঘরগুলি হাঁ হাঁ করছে। পেয়াদা বলে, যেন ভূতে ধরেছে গ্রামটা। কি সুনসান রে!

পহান! পহান আছ? পহা—ন্!

ডাকতে গিয়ে থেমে যায় গোমস্তা, কান পাতে, শুনতে পায় গানের সুর। হোলির প্রস্তুতির গান। মনে অসম্ভব আশা জাগে, আছে কেউ কেউ। উল্লাস। কাজ ছেড়ে যেতে হয় যদি, যাকে পাবে তাকে কোড়া মেরে নিকেশ করে যাবে। পেয়াদাকে বলে, চুপ চুপ! শব্দ পেলে পালাবে ওরা। গ্রামেই আছে নইলে গান গায় কে?

আপনি আগান।—পেয়াদার মনশ্চক্ষে ঝিলিক দিয়ে যায় তুখিয়ার হাতে বল্লমে বিঁধানো একটি সন্থ কাটা মাথা। ঘাড়ে হাত বুলোয় ও। তেমন হলে ও দৌড়তে পারবে। গোমস্তা পারবে না। দৌড়ানো অভ্যাস নেই।

গোমস্তা আগে চলে ও পেয়াদা পিছনে। গোমস্তা রাগে অন্ধ। নইলে তার মনে একই দৃশ্য একই ভাবে ঝিলিক দিত। এরা এগোতে থাকে এবং গানের কথা স্পষ্ট হয় :—

পুব দিকে ছিল বাঘ, আহা মরদ বাঘ—
বল্লমে বিঁধলাম তারে—
শিকার পরবের দিনে গিয়াছিলাম বনে
তুমি ছিলে ঘরে গো
দরজা ধরে চেয়েছিলে পশ্চিমের পানে
আমি তো তখন পুব দিকে
শিকার পরবের দিনে গিয়াছিলাম বনে॥

ওরা এগিয়ে একটি পুটুস ঝোপ পেরিয়ে দেখতে পায় গায়ককে। ঘরের সামনে শাল গাছের নিচে বসে আছে পহান। তার কাছে শুয়ে আছে কয়েকটি কুকুর। শাল পাতা ঝরছে বাতাসে। আঙিনায় উড়ছে পাতা। কুকুরগুলি না খেয়ে নিস্তেজ, তবু ওরা ডাকে ও ছিটকে উঠে সরে দাঁড়ায়। পহান হাতে একটি বল্লম নিয়ে, সেটিতে হাত বুলিয়ে চলেছে। গান গাইছে পহান। গোমস্তাকে দেখে ও গান থামায় না, গেয়ে চলে, শিকার পরবের দিনে…

পহান। এই পহান, গান থামা।

পুব দিকে ছিল বাঘ, আহা মরদ বাঘ—

পহান।—গোমস্তার ভয় করে। অথচ পহান বুড়ো, শীর্ণকায়, বল্লমটি মরচে পড়া, ও বসেই আছে। ওর গায়ে গাছের কুটোকাটা।

বল্লমে বিঁধলাম তারে—শিকার পরবের দিনে—

পহান।—গোমস্তার গলার স্বর ক্ষীণ হয়। পরিত্যক্ত গ্রামে এক শীর্ণ বৃদ্ধের গলায় শিকার পরবের গান এ রকম ভয় ধরাচ্ছে কেন?

পহান

পহান গানটি শেষ করে, থামে, তারপর বাতাসকে বলে, কুকুরগুলা! গুলবাঘার ডরে মোর কাছে এল। কুকুরগুলা!

আবার সে গান ধরে এবং অজানিতের ভয়ের চাবুক খেয়ে গোমস্তা ও পেয়াদা পালাতে থাকে। কপাটহীন ঘরগুলির ভেতর দিয়ে বাতাস ছোটাছুটি করে, শুকনো পাতা ওড়ে। ওরা পালায়।

আড়ালে দাঁড়িয়ে চোট্টি সমগ্র দৃশ্যটি দেখে। সেও এসেছিল ও নিশ্বাস আটকে দাঁড়িয়ে ছিল পহানের পেছনে। এখন সে এগোয় ও পহানের সামনে রাখে ভুট্টার ছাতু, ভুরা গুড়, জল। পহানের কোল থেকে বল্লমটি নামায়। গান শেষ হলে পহানের শীর্ণ হাতটি ধরে ছাতুর ওপর রাখে। আস্তে বলে, খাও।

খাব ?

হাঁ। আগে আসি নাই উয়াদের ডরে। উয়ারা আবার আসতে পারে, এখন রব না। আবার আসব, আবার দিয়া যাব।

পহান যেন অনেক দূরে চলে গেছে। দূর থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ স্বরে সে বলে, চোট্টি, চোট্টি মুণ্ডা। বিসরার ছেলে, এতোয়ার নাতি, সোমাইয়ের পুতি।

খাও, আমি যাই।

এতোয়ার সঙ্গে আমি এক সময়ে হোলির আগুন জ্বালায়েছি।

আজ জ্বালবে, কাল হোলি।

হাঁ। মনে আছে। এই কুকুরগুলা লয়ে যেতে পারিস ?

যাবে ?

নাঃ! তোরে চিনে না।

আমি যাই।

যা।

সহসা কাছে চলে আসে পহান ও অসীম উৎকণ্ঠায় বলে, সাবধানে যাস বাপ। গোমস্তা তোরে দেখলে জুলুম উঠাবে। তোর নাম লয়ে কত কথা বলত।

"সাবধানে যাস বাপ" শুনে চোট্টির বুকের নিচে কি যেন ছিঁড়ে যায় বেদনায়। পহানের স্বরটি এমন আন্তরিক। সকল ধর্ম বিশ্বাসে মহাপাপী আত্মঘাতী পিতা বিসয়া মুণ্ডাকে মনে পড়ে। সে এমনি গলায় এমনি কথাই বলত। চোট্টি বলে, সাবধানেই যাব।

সেদিন সন্ধ্যায়, গ্রামে গ্রামে যখন হোলির আগুন জ্বেলে মহাউল্লাসে ছোটদের সে আগুন ঘিরে, কুরমিতে আজ হোলির আগুন জ্বলবে না মনে করে চোট্টির বুকের নিচে যখন দুঃখ, তখন সবাই চেঁচিয়ে ওঠে ও দক্ষিণপানে হাত বাড়ায়।

পাহাড়ের মাথায় কুরমি গ্রাম জ্বলছে।

সনা বলে, গোমস্তাটা জ্বালাই দিল গ্রামটো।

চোট্টি কোনো কথা বলে না।

পহান চলি গিছে ?

চোট্টি কোনো কথা বলে না।

পরদিন, শিকার পরবের দিনে ভোররাতে উঠে পড়ে চোট্টি। বউকে বলে, কেউ শুধালে বলবি মাঠে গিয়াছি। আমি যাব আর আসব।

কোথা যাও ?

কুরমি। পহানটো বাঁচি আছে কিনা দেখে আসি।

চোট্টির বউও ভিন গাঁয়ের এক পহানেরই নাতনি। সে বলে, পহান কখনো আত্মঘাতী হয় না, তারে লয়ে ভাব কেন ?

তুই কি জানিস, বউ ?

আমার জলের ঘটিটো গেল। আলুমিনির ঘটিটো।

তুই জানিস ?

এও জানি, এ আগুন সে দিয়াছে। মন বলছে আমার।

চোট্টি চলে যায়। মাথা ও গা চাদরে জড়িয়ে দৌড়য় বলতে গেলে। পথ যেন ফুরোয় না আর। তারপর এক সময়ে ও কুরমি পৌঁছয়। শূন্য, শূন্য সব। ছাইয়ের পাঁজা। ছাই ওড়ে। ঘরের কাঁথ এখন শ্মশান-বুক যেন অতিকায়। গাছের ডাল ভেঙে ছাই

পেটায় ও। ছাই পিটিয়ে হাড় খোঁজে পহানের। পহান নেই, কুকুরগুলো নেই। চলে গেল তবে? সহসা ওকে চমকে দিয়ে দূরে কয়েকটা কুকুর ডাকে ও মুখ তুলে ও দেখে এক অবিশ্বাস্য ছবি। গ্রামের ঠিক সামনের পাহাড়ের মাথাটি ন্যাড়া ও পাহাড়টি লম্বাটে। নিচু পাহাড়। পাহাড়ের ঢাল থেকে মাইল দশেক অতি নিবিড় জঙ্গল। পাহাড়ের মাথা দিয়ে বল্লম উঁচিয়ে হাঁটছে পহান, পেছনে কয়েকটি কুকুর। পহান নামছে ঢাল ধরে। বনের দিকে। শিকার পরবের দিন আজ। পহান নামল, কুকুরগুলি, বন ওদের গ্রাস করে নিল। চোট্টি মাথা নাড়ল। ও বনের বুকে কোনো পায়ে চলা পথও নেই। ভালুকের ভয়ে ওখানে কেউ ঢোকে না।

পহানের বনে ঢোকাটি প্রতীকী। সেই সঙ্গেই, উষা ও রাতের সন্ধিক্ষণে কুরমি গ্রামের মুণ্ডাদের কাহিনী ফুরাল। তোমারু মিশনের যোসেফ সুখা মুণ্ডা, দাউদ বিথ্‌না মুণ্ডাদের কাহিনী আলাদা। জন্ম নিল কয়েকটি কিংবদন্তী। সকলই গল্প কথা হে চোট্টি মুণ্ডার জীবনে। গল্প থেকে গান।

বড় জুলুম উঠায়েছিল দয়ালরাজ গোমস্তা
কুরমির মুণ্ডাদের বেঁধেছিল বেঠবেগারীতে
বেঠবেগারী দিতে দিতে দিতে দিতে—
সুখা মুণ্ডা গিয়েছিল চোট্টি মুণ্ডার কাছে।
চোট্টি ভেজে দিল তীর তোমারু মিশনের দিকে
বলে দিল, তীরের পাছে পাছে যা॥
চোট্টি ভেজে দিল আগুন মুখা তীর
কুরমিতে জ্বলল হোলির আগুন॥
চোট্টি ভেজে দিল তীর পহানের কাছে
পহান তীরে চেপে চলে গেল অনে—ক দূর॥

বছর দেড়েক বাদে কুরমি গ্রামে নতুন প্রজা পত্তনি হয়। জঙ্গল আবাদ করে তারা ঘর তোলে সবাই। কুরমিতে প্রথম যে সবজি আর ভুট্টা ফলে, তা যেমন সতেজ, তেমন বড় বড়। ঘরপোড়া ছাইয়ের

সারে পুষ্ট। প্রথম ফলনের ফল ও শস্য আদিবাসীরা দেওয়ালির পর দিন সূর্য দেবতাকে দেয়। তারপর আবার যেমন ছিল তেমনি হয় গ্রাম। ছাগল চরে, কুকুর ডাকে, ঘরের চালে মুরগি, উঠোনে ন্যাংটো ছেলেদের কলরব। জীবনে কোনো কিছু শূন্য পড়ে থাকে না।

সাত

কুরমি গ্রাম জ্বলল, পহান চলে গেল। চোট্টির নাম তার সঙ্গে জড়িয়ে গেল। বউ বলল, তুমি যেন চোট্টি নদীটা। ই নদী বাদ দিয়া আমারদের কুন্-অ কাজ চলে না, তোমারে বাদ দিয়া কিছু ভাবতে পারে না এরা।

বুঝলাম। ওটা কি? ঝুলতাছে?

খরা। হরমু মারল।

বড় শিকারী হছে।

সেদিন ওরা, ছেলেরা লাকড়া মারল না?

কোথা সে?

ওই তো।

হরমু!

এই যে।

ওটা কি মারছিস?

হরমুর পরের ভাই সোমচর হেসে বলল, খরা ওটা। যেমুন ঘাসের ভিতর দৌড়ায়েছে, অমনি দাদা মেরাছে। মা রেঁধে দিবে।

চোট্টির হাসি পেল। তবু ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ। সে গম্ভীর হয়ে বলল, হরমু! ওটা মাদীটা। তুই বুঝিস নাই?

মারার পর দেখলাম।

কখুনো জানি না-দেখি। মাদী জানোয়ার, মাদী পাখি হতে জীবের সংসার বাড়ে। মাদী জানোয়ার-পাখি তোরে চিনালাম কেন?

আর মারব না।

সোমচর মায়ের দিকে চেয়ে বলল, মায়ের পেটে বুন, নয় বাবা?

চোট্টি এবং বউ দুজনে দুজনের দিক থেকে মুখ ফেরাল। বউ বলল, যা মুরগিগুলা দেখ গা সোমচর। দিনেমানে শিয়াল ফিরে।

শিয়াল এলে লাঠি দেখালে যায়?

তোরও কি ধনুক চাই?

তীর বিঁধে মেরে দিব শিয়াল।

চোট্টি ধমক দিয়ে বলল, ধনুক অমুনি নেয় না। সময় হলে ধনুক দিব। যা শীঘ্র? আমাদের মা বললে মোরা দৌড় মেরে কাজ করতাম।

দৌড়াব কেন? মায়ের পেটে কেন বুন হবে? কেন আমি তখন কাকীর কাছে ঘুমাব? কেন তখন মা আমারে ভাল বাসবে না?

বিটিছেলা লয়ে মা থাকে। পুরুষ ছেলা থাকে বাপের কাছে। তুই তখন আমার কাছে থাকবি। হল তো? এখন যা। দাদারে ডেকে দিস।

বউকে বলল চোট্টি, মহারাজ চিনাবাদাম লাগায়ে আমার জান নিকুশে দিল। গোড়ার মাটি ঢিলা কর, যত্ন কর, যেমুন দিকু ঘরের বিটিছেলা।

লাভ যে হুনা?

তা বটে। উ লাগাবার আগে কেও জানে নাই এমুন জমিনে এমুন চিনাবাদাম হবে। এখন সবে লাগাতেছে।

কিছু কিনে না তীরথনাথ।

লবণ আর কেরোসিন। তাও যদি জমিনে ফলত তবে ফলাত।

চোট্টি আর হরমু বেরোল। কোয়েল গেছে রাই। সকালের ট্রেনে যায়, ফিরতে রাত হয়। তবু ওই হাটে দামটা মেলে বেশি। হরমুর সঙ্গে ধনুক। ধনুকে প্রোমোশান পাবার পর ওর কাঁধ থেকে ধনুক আর নামে না। হরমুর মুখ-চোখ বেশ ভাল। বড্ড ময়লা হয় সাদা ধুতি, তাই মা ওর ধুতি কুসুম রঙে রাঙিয়ে দেয়। স্টেশনমাস্টারের

মা ওকে দেখলেই বলেন, বালক রাম যেন। হরোয়া চলতে চলতে বলল, বাবা! দাঁতাল বরা না কি বাদাম খেতে আসতেছে একটা?

হাঁ রে।

হাতির মত বড়?

বরা কি হাতির মত বড় হয় রে?

বল না।

খুব বড়।

বরা মানুষ মারে?

মারে না আবার। আমার বাবা তখন জোয়ানটা। আমি ছ বছরের গেঁদাটা। কাকারে আমার শিকার পরবের দিনে একটা দাঁতাল বরা পেট ফেড়ে দেয়।

তা বাদে?

ঘরে আনতে আনতে কাকা মরে গেল।

তখন?

বাবা বলল, উ বরা না মেরে জল খাব না। সেই বরা মারল বল্লমে, তবে জল খেল। কিন্তুক বাবা শুওর কাটলে চেয়ে দেখে নাই। শিকারে এমুন হাত, ওধারে মুরগি কাটতে পারত না। তা লয়ে মা হাসত কত।

ই বরাটো তুমি মারবে না?

না রে, দারোগাবাবু মারবে।

তুমি তো মারতে পার।

তার শখ। শিকার করবে।

এই দাঁতাল বরা শিকার করতে গিয়েই দারোগার প্রাণসংশয় হয়। চিনেবাদামের খেতটি বেড়া, উঁচু ফণিমনসার বেড়ায় ঘেরা। কাঁটায় জখম ও রক্তাক্ত হয়ে চোট্টিরাই এই এক বর্গমাইল খেতে মনসার বেড়া দেয়। তখন তীরথনাথের আলুর খেত বানাবার শখ ছিল। তখনি বেড়া দেওয়া হয়। কয়েক বছরে গাছগুলি বড় হয়েছে, বর্ষার জলে ক্রমে পাতা থেকে নতুন পাতাও বেরিয়েছে।

ঢুকবার আগড় তীরথনাথের খেতের দিকে। জমিটি তিন ভাগ ডাঙায়, তারপর জমি ঢালু। তারপর একটি নালা। ভগবান যাকে দেন, ছাপ্পর ফুঁড়ে দেন। সেই কারণেই তীরথনাথের ১৫০০ বর্গ একর জমির মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে একটি সরু নদী, এদের ভাষায় নালা। নালাটিতে গ্রীষ্মেও তিরতিরে জল থাকে। ফলে আশ-পাশের জমি সরস। এই জায়গা, যেখানে কুয়ো ছাড়া জল মেলে না, সেখানে এ একটা মস্ত ভরসা। ডাঙা জমি ও নাবাল জমির মাঝে নালার গা দিয়ে কয়েকটি আমলকী গাছ। গাছের আড়াল থেকে ও দিকটা চোখে পড়ে না। ডাঙা জমির প্রান্তে বেড়া, ফণিসিজের দুর্ধর্ষ বেড়া ভেঙে ফেলেছে দাঁতালটি। চিনেবাদামের গাছ নষ্ট করেছে সমানে। দারোগা ওটাকে মারবেন বলেছেন। কয়েকবার এলোমেলো তীর খেয়ে বরাটি মানুষ দেখলে রুখে ওঠে। ওর ঘোঁতঘোঁতানি শুনলেই চোট্টিরা পালায়। তীর খেয়ে ও মরেনি জেনে দারোগা হেসে বলেছেন, তীরের কাজ নয়। বন্দুকে মারতে হবে। তীরে হয় তো পাখিটা, খরগোশটা মারা চলে।

এতদিন মারা হয়নি, দারোগার সময় হচ্ছিল না। তীরথনাথের মাও "উনি বরাহবতার" বলে জেদ করেছিলেন। কিন্তু বরাহাবতারের জন্যে হাজার টাকার চিনেবাদাম নষ্ট করা চলে না। এখন তিনি বলেছেন, মারা হলে পরে একসময়ে তিনি কাশীতে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বিশ্বনাথ মন্দিরে সোনার তুলসীপাতা দেবেন একশো আটটি। শিব এবং বিষ্ণু আসলে এক।

এত কথার পর দারোগা এলেন একদিন। নাবাল খেতে কাজ করতে করতেই সনা বলেছিল। কয়েকদিন দেখা নাই, উ শালো আসবে। উঃ, যে পথে আসে, কন্দ খুঁজে খুঁজে মাটি ফেড়ে ফেলাছে।

চোট্টি বলেছিল, তোরে খুঁজতে আসে।

কেন?

তু ওরে তীর মেরে পলাছিলি।

এমুন বড়। ভাবলাম মারতে পারি যদি, খুব মাংস খাব সবে।

তাই পাছায় মারলা।

আরে ঘুরে গেল যে? তু ভি তো মারলি না তা বাদে।

দারোগা মারবে।

বরা মারতেই দারোগা এলেন।

ডাঙা জমিতে, যেখানে বরাটা বেড়া ভেঙে ফাঁক করেছে, সেখানেই দাঁড়ালেন তিনি। বেড়ার থেকে একটু দূরে একটি মাচাং। তার ওপরে ছাউনি। এই মাচাঙে বসে ফসল-ডাকাতি করতে যারা আসে, সেই হরিণ ও শুওর তাড়াতে পাহারা থাকতে হয়। মাচাংটি কয়েকটি খুঁটির ওপর। চোট্টি বলল, উয়ার আড়ালে দাঁড়ালেন হুজুর?

দারোগা বললেন, শুওর এক দিকে চেয়ে চলে। ও আমাকে দেখার আগে আমি ওকে গুলি মারব। তোমরা চলে যাও। বিরজু, তুমি থাকো।

কনস্টেবল বিরজুর হাতে বল্লম।

চোট্টি বলল, আমরা নিচে থাকি হুজুর, শিকার দেখব।

তোমরা ক জন আছ?

ছয় জনা হুজুর।

সঙ্গে আছে কিছু?

বলোয়া তো রাখি, আর নিড়ানি। কাম করতেছিলাম।

একেবারে কথা বলবে না।

না হুজুর।—চোট্টিও খুব উত্তেজিত। ও চলে এল নাবাল জমিতে ঢালের গায়ে গা লাগিয়ে ওরা দাঁড়াল। সবাই উত্তেজিত।

ঘোঁত ঘোঁত শব্দ। সনা ফিসফিস করে বলল, আসতেছে।

চোট্টি ওর মুখে হাত চাপা দিল।

দারোগা শিকার করেছেন আগে। এ সব জায়গায় এখনো বিস্তর শিকার। শীতকালে সন্ধ্যার পর পথ চলেছে, মাঝে-মধ্যে বাঘ দেখেনি, এমনটি হয় না। বুনো বরাও মেরেছেন। কিন্তু জখমি

বরা উনি মারেন নি। হাতের টিপও ভাল। বন্দুক বাগিয়ে দাঁড়ালেন। উনি ভাবতে পারেন নি বরাটি বেড়াতে ঢোকার আগেই ওঁকে দেখেছে।

ওঁর হিসেব উলটে দিয়ে বরাটি ফাঁকা জায়গা দিয়ে না ঢুকে ওঁর পেছনের বেড়ায় গাছ যেখানে পাতলা, সেখান দিয়ে সবেগে ঢোকে এবং মনসাকাঁটার ছড় লেগে আরো খেপে যায়। বস্তুত খেপেই সে ঢোকে এবং বল্লম ফেলে বিদ্যুৎ বেগে বিরজু কনস্টেবল লাফিয়ে ওঠে মাচাতে এবং দারোগা ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি করতে না করতে পাঁজরায় গুলি খেয়ে বরাটি তাঁর ওপর এসে পড়ে। তাঁর আর্ত চিৎকারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে চোট্টি লাফিয়ে ওঠে ডাঙা জমিতে। শিকারী সে। শিকারের হাতিয়ার তীর-ধনুক, ক্বচিৎ বল্লম। কিন্তু শিকার ওর রক্তে। শিকারে চিন্তার ক্ষিপ্রতা সমান দরকার। বরাটা দারোগার বাঁ হাত চিরছে। বিরজু ওপরে, মাচাঙে। চোট্টি তীর বেগে ছোটে, বিরজুর বল্লম নেয়। "হরা হরা হরা" বলে বরাটিরও হাড়কাঁপানো গর্জন করে। বরাটি দারোগাকে ছেড়ে ওর দিকে ঘোরে। চোট্টি বল্লম নিয়ে ছুটে আসে, বরাটির কানের নিচ থেকে ত্যারছাভাবে বল্লম বিঁধায়, চেপে থাকে সর্বশক্তিতে, পাহাড় যেন বরাটা। কাত হয়ে পড়েও সে উঠছে, উঠছে, উঠল। পায়ের কাছে ছুঁড়ে দেয় বলোয়া সনা, ওরা বলোয়া তুলে আসছে। চোট্টি বলোয়া ওঠায়। দাঁতে চিরেছে ওর পা। মাথায় ভেতর ভীষণ আক্রোশ। বলোয়া দিয়ে কোপাতে থাকে ও, তারপর ওর সাথীরাও। সাহসী পশুটি প্রবল বিক্রমে বোঝে, কিন্তু এক সময় তাকে মরতে হয়।

দারোগাকে বয়ে নিতে হয় স্টেশনে। মালগাড়ি দাঁড় করিয়ে নিতে হয় ডালটনগঞ্জের হাসপাতালে। তোহ্রি থানা থেকে স্টাফ আনাবার সময় নেই। তীরথনাথ, বিরজু ও দুজন কুলি যায় সঙ্গে, গার্ডের কামরায় মেঝেতে দারোগা।

চোট্টি, তুইও যা—স্টেশনমাস্টার বলেন।

না, সেরে যাবে।

চোট্টি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফেরে। পহান চলে আসে লতাপাতা বেটে নিয়ে। অথম দেখে বলে, হাড় বাঁচি গিছে, ভাঙে নাই।

চোট্টির পা বাঁধা হয়। চোট্টি অন্যদের বলে, শালো মরি পড়ি আছে, কেটে কুটে খেতে হবে লয়ে আয়।

বরাটি বিশালকায়। দশজন মুণ্ডা হিমসিম খায়। বরার মাংস গঞ্জু, দুসাদ, ধোবি টৌলিতে, কুলি লাইনে বিলি হয়। দাঁত দুটো রেখে দেয় চোট্টি। বলে, দারোগা বাঁচে তো তারে দিব। বউ, মাংস আচার বানায়ে রাখিস। পাকা মাংস।

রক্তে ভাসি গিছ, আচারের কথা মাথায় আছে।

আরে, অনেক মাংস, অনেক মদ খেলে ব্যথা আপনি যাবে।

চোট্টির ক্ষত শুকাতে দিন সাতেক লাগে। দারোগার সারতে লাগে দেড় মাস। হাসপাতালে থেকে বেরিয়ে উনি চোট্টিকে ডেকে পাঠান। দাঁত দুটি পেয়ে খুশি হন খুব। চোট্টিকে ধন্যবাদ জানাতে বিব্রত বোধ করেন খুব। তা বাদে বলেন, তোমার জন্যেই বেঁচেছি সেদিন। আমি ভাবিনি ওদিক থেকে আসবে।

অথম হলে শয়তানী বাড়ে।

মরেই যেতাম।

চোট্টি হাসে। বলে, খুব বড় বরা।

চোট্টি! তোমাকে……দারোগা পকেটে হাত দেন।

না হুজুর। নিব না।

নেবে না?

আমি যদি ওর নাগালে পড়তাম, আপনি যদি বাঁচাতেন, আমি কি আপনারে দিতে পারতাম কিছু!

দারোগা হেসে বলেন, দিলে নিতাম কিন্তু।

চোট্টি বললে, এই অনেক। আপনি বেঁচে এলেন, সেই অনেক।

দারোগা এবার বলে ফেললেন, তুমি তীর খেলায় নেমো আবার। নিষেধ তুলে নিলাম। আর একটু দাঁড়াও। আমার স্ত্রী তোমার

ছেলেদের নাম করে, মানে আমি ফিরে এসেছি, পুজো হল তো? মিঠাই দিয়েছেন।

এত মিঠাই হুজুর?

এত আর কি!

সে মিষ্টি সকলকে বেঁটে দিয়ে তবে খেল চোট্টি।

এর পরে পরেই তার মেয়ে হয়। শুক্রবারের মেয়ে, নাম সুখ্‌নি।

দারোগা যে ওর তীরখেলায় নিষেধ তুলে নিয়েছেন, এ কথা জানাজানি হতে সকলেই খুশি হয় খুব। এ ঘটনাটিও ক্রমে তার কৃতিত্বের ও অলৌকিকত্বের আরেকটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সকলই গল্প হে চোট্টি মুণ্ডার জীবনে, সকলই গল্প কথা হয়ে যায়। গল্প আর গান। গানের কথায় বরাটা হয়ে যায় সচল পাহাড়, এবং খুবই চিন্তার কথা, গানে চোট্টি এক নতুন হাতিয়ার পায়।

তুমি ঘাস উঠায়ে নিলে
ঘাস হয়ে গেল বল্লম
বরাটারে বিঁধলে
বরাটা মরল তখনি
আর দারোগা?
সে বলল, মহাবীর তুমি
যাও, সকল খেলায় নামো
তোমারে নিষেধ করে আমার এই শাস্তি॥

চোট্টি বউকে বলল, ঘাস উঠালে বল্লম হয়, কিন্তুক তীরথ লালার খেত না চষলে পেটে ভাত জুটে না।

আমাদের জীবন এমুনই যায়। দাদী পরদাদীর কাছে কাহিনী শুনছি, মুণ্ডাদের এত ছিল, তত ছিল। কিন্তুক ছিল ঘর—আবাদ-শিকারের লেগে বন। কুন্‌-অ দিন তারা গল্পকথায় বলে নাই মুণ্ডার কোঠাবাড়ি ছিল। আমরা তো সে সব দেখি নাই। দেখে গেলাম, মহাজনের থাকে কোঠা, মুণ্ডা থাকে পাতার ঘরে, মহাজনের খেত

চষে।—বউ মেয়েটাকে দুধ দিতে দিতে প্রসঙ্গান্তরে গেল। বলল, কুরমির মাটিতে কি আছে গো?

কেন?

কোয়েল দেখে বলে, এই এত বড় মরিচ, এত বড় কুমড়া ফলে দেখা।

ঘরপুড়া ছাইয়ের সার, জঙ্গল হয়ে গিছিল, পাতা পচা সার।

তুমি সুখ্‌নিরে দেখ টু খানি, মুর্গি ছাগল লয়ে যাবে, ওয়ে খেতে দেই। রশি নাই, জানলে? রশি আনতে হবে।

আনব।

চোট্টির হাতের বানানো দোলনায় দুলছে সুখ্‌নি। মেয়েকে দোলা দিতে দিতে চোট্টি অস্ফুটে বলল, বাপের নামে গান শুনবি কানে। চক্ষে দেখবি বাপ মাসে তিন টাকা মজুরী আর জলখাইয়ের লেগে লালার খেত চষে।

মেয়েটা ঘুমোচ্ছে। চোট্টির মনে পড়ল কুরমির কথা। "কুরমি" বলতেই মনে পড়ে দুখিয়ার মুখ। মনে পড়ে সেই ছবিটা। পাহাড়ের মাথা দিয়ে আকাশের গায়ে আঁকা সচল ছবির মত পহান চলে যাচ্ছে কয়েকটি কুকুর নিয়ে। তোমারুর পথ ছিল না ওটা। ও রকম দুর্গমে কোনো পথই নেই। নেমে গেল বনে। যে বনের চারদিকে শুধুই পাহাড়, সেখান থেকে বেরুবার পথ নেই, সে বনে গেল কেন পহান? নিজের কাছে সাচাই থাকার জন্যে থানী যায় জেজুড়, দুখিয়া গোমস্তার মাথা নিয়ে যায় থানা, পাহানকে যেতে হল ওই বনে? চোট্টির নিশ্চিত বিশ্বাস, কোনো দিন সে বন চিরে চিরে খুঁজলে পহান ও কুকুরগুলির কঙ্কাল দেখা যাবে।

এই বছরই, চোট্টি কোনো মেলায় তীর খেলতে যাবার আগেই চারটি মুণ্ডা যুবক তার কাছে এল। নামিয়ে রাখল একটি ডালা। তাতে ছিল রাঙা আলু, একটা কুমড়ো, ভুরা গুড় ও অনেকখানি ছাতু। মাটিতে প্রণাম করে বলল, ভরত মুণ্ডা মোদেরকে পাঠাল।

এতদিন বাদে?

জমিদারের হাটতোলা উঠানো নিয়ে মোরা খুব অশান্তি হয়া আছি।

মিটে গিছে ?

উয়ার জীবন আর আমারদের জীবন থাকতে ই মিটবার নয়। মোরা যাব পাথরের তলায়, উ যাবে খড়ির তলায়, তবে যদি মিটে।

ভরতের কি খবর ?

সে গ্রাম ছাড়ার উপায় নাই।

কেন ?

হাটতোলা লয়ে প্রতি হাটবারে হাংগামা।

তোমরা শিখবে ?

হাঁ।

কখন আসবে ?

যখন বল।

ভরত পাঠায়েছে, আমি ভি শিখাব। কিন্তুক বলতেছ হাটতোলা নিয়া অশান্তি! তোমরা কিছু করে বসলে আমারে দুষবে।

আমি বুধা। ভরত মোর কাকা লাগে। একটা কথা বলব ?

বল।

তুমি শিখাবার শিখাবে। তুমি শিখাছিলে বলা তো দুখিয়া উ কাজ করে নাই ? গোমস্তা ছেঁচা ছেঁচা করে উসকাছিল।

তাও সত্যি।

তাতে ভি তুমার দোষ দেখে থানার লোক। পুলুস সকল সময়ে মুণ্ডার দোষ দেখে। আমি এই সুগানাটোরে গরু তাড়াতে লাঠি দিলাম। সে মেরে এই কলুটোর মাথা ভাঙি দিল। তাতে আমার দোষ ? আমারদের কপালে ঘা জমিদারের শালোটো। যদি কিছু হয় তো উয়ার দোষে হবে। কাকা বলে, সে কথা জমিদাররে বলবে।

চোট্টি বুঝল, সময় যেমন যাচ্ছে, মুণ্ডাদের কথাবার্তা, চিন্তাধারাও পালটে যাচ্ছে। বুধার কথায় ধার আছে, কিন্তু কথাগুলির যুক্তি অস্বীকার করা যায় না।

তবু সে বলল, পুলুস বড় জুলুম উঠায়, তাতেই বলি।

হাংগামা কে চায়? কিন্তুক এমন তোলা উঠায় যে বলবার নয়। ভাল যা, সবই যদি নিবে, তবে কি বেচব, কি খাব?

জমিদার লোক কেমন?

জমিদার যেমুন হয়। ইয়ার পায়ে গোদ, চলতে পারে না। জুতা কিনে না, গড়াতে হয়। এক পায়ে বড় জুতা, এক পায়ে ছোট জুতা।

আরেকটি ছেলে, সে ধীর শান্ত। সে বলল, জমিদার চৌথা বিয়া করাছে। তিনোটারে আলাদা করি দিছে। জমিদারনীরে লয়ে সে থাকে বাগিচা কোঠিতে। জমিদারী দেখে তার শালা। ই বউয়ের ভাই, তাতেই গরম এত।

বুধা বলল, জমিদার বা কি! এখুনো কুনো মুণ্ডা গায়ে পিরান দিবে না, পায়ে জুতা পরবে না, মাথে ছাতি লিবে না, কাঁসাপিতলে ভাত খাবে না। একোজনের ছল ধরলে গোটা গ্রাম জরিমানা দিবে।

গয়া বলল, আর কি, সবই তো জান। বেঠবেগারী দিতে দিতে কলিজা ছিঁড়ে। আর কথায় কথায় জরিমানা। শালাটো মুণ্ডারী জানে, কিন্তুক কথা বলে হিন্দীতে। এমুন গরমে কথা বলে যে বুঝি না।

উপসংহারে বুধা বলল, কিসের ডর? কুরমির মুণ্ডারা পথ দেখায়ে গিছে। তেমুন বুঝি তো চলে যাব মিশনে?

ওখানে মিশন কোথা?

হোথা নাই তো চাইতে আছে? নতুন মিশন? মিশন জমি নিতেছে। নিলেই মোরাদের বসত করাবে।

চোট্টি বলল, এসো তোমরা, শিখাব। কিন্তুক যত কম জনা জানে, ততই ভাল। কথায় কথা ছড়ায় আর দারোগা ভাবে আমি দিকু-বলোয়া উঠাতেছি।

বুধা বলল, সুখারা একটো মন্দ কাম করি গিছে। উরা যে কর্জ লয়ে ভাগল, তা হতে এরা কথায় কথায় বলে, কর্জ নিবি? খোরাকি লয়ে তো তোরা পালাবি। কুরমি গ্রামের মুণ্ডারা ভাগি গেল?

চোট্টি বলল, কামটো মন্দই হছে। কিন্তুক মুণ্ডা জাত চুরি-চোট্টাই জানে না, করে না। খুন করলে ভি থানায় যেয়ে কবুল খায়। আজ যদি চোট্টাই করে থাকে, তবে তা দিকুর কাছে শিখা।

এই তো সাচাই কথা।

দশ পাই ধান নিলে দশ জনমে শুধে না।

বুধা বলল, সে মোরা লিখাই-পড়াই জানি না বলে চোট্টাই করে। মিশনে লিখাই-পড়াই ভি শিখায়।

শিখায় কিন্তুক মিশন-মুণ্ডা দিয়া তো গ্রাম-মুণ্ডার কুনো উপকার আসে না বুধা। মোরা যেথা আছি, যেমুন আছি, তেমুন থাকি।

এ ভি সাচাই কথা।

আমারদের একা কেন? গ্রামে দুসাদ-গঞ্জু সবার এক হাল।

আমরা আজ যাই।

বুধার কথাবার্তা চোট্টিকে বিষণ্ন করে ফেলে। ভেবে পায় না ও, এ রকম চলবে আর কতদিন। বুধার কথাগুলি তো মিছে নয়। ভরতের সঙ্গে দেখা হলে হত। পহান সব শুনে-মেলে বলে, আন গ্রামের কথা চিন্তাস পরে। নিজেদের কথা ভাব্।

কি ভাবব?

আমি আর কতদিন? নতুন পহান্ হবে কে?

তুমি যারে করবে?

আমার তো পুরুষ সন্তান নাই।

তোমার ভাইয়ের ছেলা নাই কুনো?

না। বউগুলা শুধু বিটিবিয়ানী।

তুমি বাঁচবে এখুনো।

পহান হাসল। বলল, তোর বয়স কত?

আমি হতে গোরমেনের সাল শুরু।

সেদিনই শুনেছি ই আটত্রিশ নম্বরা সাল। তবে তুই আটত্রিশ বছুরা হলি। তোর জনম কালে আমি কোন্ না দু-বিশ সাল হয়? নাতিনেরও বিয়া হয়া গিছে। তা হলে কত হয়? সনারে ডাক।

সনা মুণ্ডা বলল, আর দু বছরে চার-বিশ হবে গো।

পহান বিজয় গর্বে বলল, তবে? এখুনো বাঁচব?

আমারে কি করতে বল?

মোরে একবার ভুরকুণ্ডা লয়ে যাবি?

সেথা কি আছে?

আমার কাকার বেটারা। তাদের গোতে কেউ থাকতে পারে।

লয়ে যাব, কথা দিলাম। আমার সুখ্‌নিটা গেঁদা। ওর আরান্দি করাও। তোমারে গুড়-হলুদ-সুপারি দেই, তা বাদে লয়ে যাব।

আরো কতদিন বাঁচতে হবে, হাঁ চোট্টি?

সনা বলল, কম করে এক-দশ, এক-পাঁচ বছর।

পহান নিশ্চিন্ত হয়ে আঙিনার বেগুন চারা ঘিরে বেড়া বাঁধতে বসল। সনা বলে, এখুনো হাত চলে কি, তুমি মোদের শোঁসান-বুরু দেখে মরবে।

চোট্টি ঘরে গিয়ে দেখে ভরত এসেছে। হরমু ও সোমরাকে খুব জমিয়ে চোট্টি ও গোরমেনের বন্ধুত্বের কথা বলছে।

তোমার কথাই সুজছিলাম ভরত।

মনে জানলাম যে।

তাতেই এলে?

তাতেই। তুমার নাম লয়ে মোরাদের এত গরব, তা ই ঘরে আমার ঘরে কুন্‌-অ তফাত নাই দেখি। মুণ্ডাদের ঘরে ঘরে একোই রকম।

আছে তফাত।

কই?

সেই গরিব মোরা, মালিকের খেত চষি, মিলে তো ভাত খাই, নয় তো ভুট্টা সিজায়ে ঘাটো। কিন্তুক তোমরা, বোকারা, আমারে লয়ে গান বাঁধ।

উ কথাটা ছেড়ে দাও হে। উ তুমার বুঝার নয়। আমরা বুঝি। ভাল।

এই করেই তো বেঁচে আছি চোট্টি। তবু তুমারে লয়ে গরব করতে পারি। গরব করার তো নাই কিছু এখন মোরাদের।

দুখ্ ঘুচে না মুণ্ডার।

এই হাটতোলাটি কুথা হতে আল চোট্টি ?

দিকুদের আমদানি। দিকুরা আনে, গোরমেন্ মদত দেয়। দিকুতে-গোরমেনে বাপ-বেটা জানি। মুণ্ডাদথলী গ্রামে মুণ্ডা রয়, ওঁরাওদখলী গ্রামে ওঁরাও রয়, ই না দেখলাম মোরা, না দেখবে ছেলারা।

তাই দেখে !

কুন্ ঠাঁই আছে হে, যেথা হাটতুলা নাই, কর্জ নাই, বেঠবেগারী নাই ?

শালোরা বেগারী দিতে ডাকে সকল সময়ে। তা দিলাম। কিন্তুক খেতের ফসল, আঙিনার সবজি, ঘরপালা মুরগি-ছাগল, এ ভি যদি বেচতে না পারি, তবে জাহানটো বাঁচে কেমন করে তাই বল ? পেটে তো খাব দুটা ?

ওরা বুঝে না।

এখন ছেলেরা গরম হয়া গিছে। বলে, তুমরা থাকো তুমারদের মুণ্ডা-জীবন লয়ে। কুরমির মুণ্ডারা পথ দেখায়ে গিছে। মোরা যেয়ে মিশনের মুণ্ডা হব। মিশনের মুণ্ডারে কুনো জমিদারের শালা তাড়তে পারে না।

বুঝলাম। কিন্তুক ইটা কি একটা পথ হল ভরত ? আজ গোমস্তা, কাল জমিদারের শালা খেদাবে, যেয়ে মিশনে ঢুকব ?

তাতে কি ?—ভরত খুব শান্ত গলায় বলল, ভেবে দেখ তুমি। মিশনে যেতে কষ্ট, যেয়েও সব সুখ নাই। মুণ্ডার মুখ দেখতে কেউ তারে নেয় না। কুনো না কুনো ফায়দা উঠাতে নেয়। রাজা জমিদার, দিকু, সবাই সে কারণে মুণ্ডারে সহন করে। মিশনের সাহেবও কুনো না কুনো ভাবে ফায়দা উঠাবে। কিন্তুক এমুন হাটতুলা তুলবে না, বেঠবেগারী নিবে না, কথায় কথায় গাল দিয়ে মার উঠাবে না।

চোট্টি করুণ হেসে বলল, ক্রীশ্চান হলেই মিশনের কায়দা উঠে গেল।

সেথা পূজা কি রকম ?

গোরমেনের দেবতার, বিশুর পূজা-ভজন। শুনাছি, জানি না।

কে জানে! চোট্টি ?

কম মুণ্ডা, কম ওঁরাও তো মিশনে গেল না!

অনেক গিছে।

তারারা গোরমেনের দেবতারে পূজে ?

নিশ্চয়।

মোরা তো হরমদেওরে পূজি ?

হাঁ।

তাতেই মনে চিন্তা উঠি গেল।

কি চিন্তা ?

বুঝি বা মোদের হরমদেও ভি এত রেল, হাওয়াগাড়ি, শহরে না কি ছবি চলে, কথা বলে—ই সব দেখে দেখে বুড়া হয়ে গেল। তাতেই সন্তানদের যেথা সেথা যেতে দিছে। ভাবছে, যা বাপ সকল, চা বাগানে যা, মিশনে যা, পরের খেতে চাষ কর, যেথা গেলে জীবনে বাঁচবি, সেথা যা। নয়তো এমুন হবার তো কথা নয় ?

ভরত, তুমিও কি তাই মিশনে যাবে ?

সাচাই বলি ভাই, এখুনো জানি না। কে ছাড়তে চায় বল গ্রাম ? চিনাজানা দেশ ? বেঠবেগারী বল, হাটতোলা বল, সকল সয়েও থেকে যেতাম, যদি রাতদিনে জমিদারের শালা না তাড়ত। শালা শিকার করে কুকুর লয়ে। গোরমেন হছে যেমুন।

তবে ?

তবে হাঁ, কি করব জানা নাই। তাই বলতে এলাম, তীর খেলাটো ছেলাদের শিখায়ে দাও। যতদিন থাকি, মেলায় মেলায় তীর খেলে লই। যে জিতুক, মাংস-মদ খেয়ে পড়োশি মুণ্ডাদের সাথে আনন্দ করে লই। কে জানে ভাই, কাল কি হবে।

বুকের নিচে ছুথায় ভরত। যত মুণ্ডা চলে যায়, কলিজায় তীর বিন্ধে যায়।

কুরমির পহানের খোঁজ মিলে নাই?

না।

এখন গোমস্তা বুঝদার খুব। কুনো জুলুম নাই।

আগে যদি ইয়ারে আনত!

আরে দিকু যখন ভাল কাম করে, জানবে ডরে করতেছে। প্রজা চলে যায়, মিশনে সব বলে, গোরমেনের কানে উঠে কথা, তাতেই ভাল গোমস্তা আনে।

চোটির বউ এক ঘটি গুড়ের শরবত দিল ভরতকে। খেয়ে ভরত বলল, জাহানটো বাঁচাইলে মুণ্ডানী। সেই কতদূর যাব, সে কি এতটুনি পথ? হাঁ চোট্টি, বুধাটোর মাথা খুব। তুমার কাছে যেদিন যেমুন শিখে, আর ছেলাদের শিখায়। আখারায় যেয়ে ত্যাত নাচ, ত্যাত গান, সব ভুলি গিছে। এখন শুধা কাঁড় আর ধনুক!

চোট্টির বউ থরথর করে বলল, তারারা যদি দশটা ছুথিয়া হয়ে কুনো কাম করে, তাতে মোর মরদের নাম জানি না উঠে।

নাম তো মুণ্ডা উঠায় না, দিকু উঠায়।

ভরত চলে গেলে চোট্টি বলল, কেন? মরদ লয়ে ত্যাত গরব কুথা গেল? মরদের নাম লয়ে গান শুনিস যখন, হেসে তো মরিস।

না না, ই কথা ভাল নয়।

কি কথা?

উ যা বলে গেল। সে বুধার কোনো ফন্দি আছে।

সে আমিও জানতেছি। যা হবে হোক্ গা।

উ কি কথা?

উয়ারা যদি হাংগামা করে, নিজ বুদ্ধিতে করবে, আমার কথায় করবে না, যদি না করে, সেও নিজ বুদ্ধিতে। বুধার হাত এমনিতেই ভাল।

ভাল হাত! কি কাজ করে তা দেখ।

মুণ্ডাদের মেজাজ পাল্টাতেছে। মোদের ছেলারা বড় হবে যখন, তখন না জানি কি কথা কবে, কি কাজ করবে।

দেখ! তবে তোমার ডরে হোক, যা হোক, লালা কিন্তুক টু'নি নরম পড়াছে। এখন আর তেমুন চেতে না।

ভরসার কিছু নাই রে। কবে বিগড়ায়।

তীরথনাথ বিগড়ে যাবার আগেই পরপর কয়েকটি মেলা হয়। সবগুলিতে চোট্টি যেতে পারেনি। গ্রামে বসেই খবর পায় বুধারা বেশ কয়েকটি মেলায় পুরস্কার জিতেছে। ভরত দুটি মেলায় গিয়েছিল। দু জায়গাতেই প্রথম হয়েছে। ফলটি তার পক্ষে ভাল হয়নি। খবরটি দিল সনা। মাথা নেড়ে বলল, জানি না, চক্ষে দেখি নাই। মোর বাপ তখন জোয়ানটা।

কখনকার কথা বলিস?

বীরসা ভগবানের লড়াইয়ের কথা।

ভরতের কথায় সে কথা।

বুকার মত বলি না।

সনা, চিরকাল দেখি এক কথা বলতে তু আন কথায় গোড়া দিয়া কথা ফাঁদিস। ফলের কথা বলতে শিকড়ের কথা!

শিকড় হতে গাছ, গাছ হতে ফল।

তা শিকড়ে আছিস, না গাছে উঠছিস?

শিকড়ে ছিলাম, গাছের কথা বলি! তা সে লড়াইয়ে মুণ্ডারা জানত, ভগবানের রাজ এসাছে। চাষবাস ছাড়ি দিছিল তারা, খেতের ফসল খেয়ে নিছিল, নতুন কাপড় পরে নতুন মেজাজে চলত ফিরত।

বলিস কি! ভরতরা তাই করে?

ফলের কথায় আসি গিছি। ভরত সবারে বলতাছে, কাল কি হবে, ভাবতে লারব বাপ। মেলার তীর বিন্ধে টাকা মিলে যখন, খেয়ে দেয়ে লই। কি হবে খেত চষে, ফসল কর্জ শোধে যায়। কি হবে সবজি আবাদ করে, হাটতুলায় চলে যাবে?

মাথাটা বিগড়ায়ে গিছে ?

ইয়াতে জমিদারের শালা হুয়ে-হুয়ে চায় করতাছে।

কি রকম ?

বলে, ই শালোদের কন্দি আছে কুনো। কুরমির মুণ্ডারা ঢালাও কর্জ নিয়ে পেটে খেয়ে ভাগি গিছিল। ই শালোরা বুঝি বা ভাগে।

ভাগবে তা তো বলি গিছে এক রকম। কিন্তুক মুণ্ডা হয় বুকা। যা করে খুলাখুলি করে ফেলায়, দিকু জানি যায়।

ভাগবে কুথা ?

নিশ্বাস ফেলে চোট্টি বলল, কুরমি গ্রাম পথ দেখাই গিছে। হয়তো বা মিশনে যাবে বলি ভাবতেছে। তাদেরো বা দোষ দিব কি! দিকুদের জুলুমে সব যেয়ে মিশনে ঢুকে। নয় চা বাগান। নয় কলিয়ারি। কোথা বাংলা মুলুকে না কি খেতমজুরী কামে বহুত মুণ্ডা চলি গিছে।

সনা বলল, যেথা যাক, দিকুর জুলুম, গোরমেনের জুলুম তো সাথ সাথ গিছে, তাই নয় ? দেশ ঘর ছেড়ে ভি জুলুম সাথ ছাড়ে না যখুন তখুন দেশে থাকাই ভাল। না কি বলিস চোট্টি ?

মনে তো তাই বলে। আবার ই ভি সুঝে দেখি, কি এত লাথ খাওয়া যায় না রে। মাঝে মাঝে মনে ঘিন্ আসি যায়, তাতেই মুণ্ডা রুখাচড়া কাম করে। লয় তো সিয়ারাম গোমস্তার মাথা কান্ধে থাকত, হুথিয়া ঘরে থাকত, সুখারা গ্রামে থাকত। তু সুঝে দেখ্ মনে কতখানি ঘিন্ আসিলে সুখারা কর্জ নিয়া, ছাপ দিয়া তবে পলাল ? ই কাম দিকু পারে, মুণ্ডা পারত ?

রুখাচড়া ভাব আসি তো যায় মনে। কিন্তুক মোরাদের গ্রাম পাঁচমিশালী। মোরা হেথা কমজোর, তাতে ভরসা আসে না। পুলুসের ডর লাগে।

সিটাও ভাবতে হয়। রুখাচড়া কাম আমি করলাম, কিন্তুক জুলুম ? কারে ছাড়ে ? আমার বাপের কারণে গ্রাম জরিমানা করে নাই ?

প্রতিটি কাজে উসকানি লাগে। জতুগৃহ তৈরির পরেও চকমকি ঠুকতে হয়েছিল। ভরত মুণ্ডাদের উসকানি দিয়েছিল জমিদারের শালা। নায়েব প্রাচীন ও বিচক্ষণ। ব্রাহ্মণ তিনি। সে কারণে অব্রাহ্মণ জমিদার তাঁকে খানিক মান্য দেন। নায়েব নিজেও প্রচলিত শোষণগুলি করে থাকেন, কিন্তু বাড়াবাড়ি করেন না। অন্তত তাঁর কথা যতদিন থেকেছে, যতদিন তাঁর মতে কাজ চলেছে, ততদিন মুণ্ডারা সদলে চলে যাবার কথা ভাবেনি। বেঠবেগারী দিয়েছে তারা, কিন্তু নিজেদের জমি চষার সময় পেয়েছে। হাটতোলার ব্যাপারে তাঁর নীতি ছিল অন্যরকম।

হাটতোলার ব্যাপারে এ অঞ্চলে প্রাচীন জমিদার ও রাজাদের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল এতদিন—হাটের দিন মালিকের গোমস্তা হাটতলায় বসে। আদিবাসীরা কিছু জিনিস তার সামনে রেখে তবে জিনিস বেচতে হাটে বসে। কেউ যদি বলেছে, দুটো মুরগি বেচতে এসেছি, দিতে পারব না—তাও মেনে নেওয়া হয়েছে। কারণ হল, পুরনো কেতায় লোকরা জানে, আদিবাসীরা পারতপক্ষে অসদাচরণ করে না। ভরতরা যে জমিদারের প্রজা, সেখানে পুরনো নিয়ম অনুযায়ী, যেহেতু আদিবাসী প্রজা মহালে বেশি, এবং তাদের নানাভাবে দোহন করেই জমিদারী চলে, সেহেতু তাদের বড় উৎসবগুলিতে জমিদার কাছারি থেকেও পহানের কাছে সিধা গিয়েছে, একটি খাসি ও চাল। এখানে হাটতোলাও চলত সেই নিয়মে। এ রকমই হয়ে এসেছে বলে প্রজারাও তা মেনে নিত। নায়েব জমিদারের প্রতি অনুগত। এখানকার বাসিন্দা। যাদের নিয়ে চলতে হয়, তাদের সঙ্গে, ভরতদের সঙ্গে তাঁর একটা চেনাজানার সম্পর্কও ছিল। ভরতদের সুবিধা হয়েছিল যাতে, তা হল, নায়েব নিজে মারদাঙ্গায় ভয় পেতেন। তাঁর কথা যতদিন চলত, ততদিন জমিদার মাঝে মধ্যেও মহালে ঘুরেছেন।

চতুর্থ বিয়ের পর নায়েবের দুর্গতির শেষ নেই। বউ নিয়ে জমিদার আলাদা বাড়িতে। তিনি বসতে গেলে সব অধিকার

দিয়েছেন শালাকে। তিন বিয়েতেও নিঃসন্তান, বয়স অনেক। এখন তিনিও মেনে নিয়েছেন, সন্তান লাভ তাঁর কপালে নেই। অতএব নিঃসন্দেহে তাঁর উত্তরাধিকারী হবে শালা। তার ছেলেকে দত্তক নেবেন বলেও জমিদার এক রকম মন ঠিক করেছেন। আগের তিন বউ নায়েবকে ধরেছেন, সরকারের কাছে আর্জি জানিয়ে তাঁদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা হোক। ভরতরা হাটতোলার ব্যাপারে নায়েবকেই প্রথম ধরে। নায়েব এ নিয়ে বলতে গিয়ে রীতিমত অপমানিত হন জমিদারের কাছে। শালা তার কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে, যাচ্ছে। নায়েব বুঝলেন কোনো একটা গোলমাল ঘটতে চলেছে।

এরই মধ্যে হাট বিষয়ে ভরতরা অসহযোগ শুরু করল।

নায়েব বললেন, এ কি শুনছি ভরত? তোরা নাকি হাটে আসিস না আর। ক্ষেতের সবজি খেয়ে নিচ্ছিস?

খেতাম না তো, বেচতাম।

বেচছিস না কেন?

কি বেচব? ভাল জিনিসটা লাল ঘোড়া চেপে শালাবাবু নিবে। গোমস্তারে ভাগ দিয়ে তবে বসতাম। সে ভাগ দিব, শালাবাবুরে দিব, শালাবাবুর আলাদা গোমস্তা হয়েছে, তারে ভি দিব, বেচব কি?

হাট উঠে যাবে।

হাট কি রাখতে চাও তোমরা? হাট হতে মোরা যা পাই, তাতে তোমারদের খাজনা উঠে। তা সেই কথাই বললাম বাবু তোমারে, কতবার বললাম। তাতে তুমি বললে, তোমার আর কিছু করার এক্তিয়ার নাই। আমরা কার কাছে যাব?

নায়েব মনশ্চক্ষে জমিদারীর সর্বনাশ দেখতে পেলেন। ঘটনা কোন দিকে যাচ্ছে, তা তিনি টের পাচ্ছিলেন। বললেন, ভরত, এ লোকের রাগ বিস্তর।

চিরকাল সবজি বেচি, জানি নাই খেতে কেমুন বা। কত দুখে বেচায় জিনিস খাই মোরা, তা তুমি বুঝলে না বাবু।

রাগ বিস্তর শালাবাবুর। জুলুম উঠাবে। হাটে যা।

কবে জুলুম উঠায়ে নাই?

নায়েব বুঝলেন, ভরতরা বেপরোয়া যখন, তখন কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বললেন, ভরত! আমারে তোরা চিরকাল দেখিস, আমি তোরাদের চিনি।

হাঁ বাবু।

সাচ্চাই বল্ বাপ, তোরা কি মিশনে ভেগে যাবি?

জানি না বাবু। তবে এ জানি, বারবার মোরা আর্জি জানালাম, কাছারিতে হেঁটে হেঁটে পায়ের তলায় ঘা হয়ে গেল, কিন্তুক গরিবের কথা কেউ শুনল না।

ভরতের কথা বলার ধরনেই নায়েব তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেলেন। ভরত আরো বলল, বসতবাড়ি, টুকা জমি, সকলই বেঠবেগারে বান্ধা। দশ পুরুষের বসত ভূঁয়ে কুনো মুণ্ডার আপন বলতে কিছু নাই।

ঋণ শুধলে সব তোরাদের হবে বাপ?

বাবু, তোমারে কত মান্য দিচ্ছি। ই কি বল তুমি?—ভরত দুঃখে ও হতাশায় হাহাকার করে বলল, তুমার মত কে জানে, যে মুণ্ডার ঋণ শুধে না? ধান-গম-ভুট্টা পাঁচ-দশ-পনেরো পাই লই না মোরা, সোনা লই যেমুন। নয়তো ঋণ শুধে না কেন? কত দাম হয় যত ধান-ভুট্টা সকল মুণ্ডা লিছে, তার?

ভরত চলে গেল। নায়েব এখন জমিদারের নায়েব হয়ে গেলেন। টাট্টু ঘোড়া চেপে চলে গেলেন জমিদারের কাছে, আট মাইল দূরে। জমিদারকে বললেন, অনেক কথা। এ কথা আপনাকে শুনতেই হবে।

কি কথা?—কেন, লালমোহনকে বলুন?

বাঘের কাজ শিয়াল দিয়ে হয় না। আপনার বাপ-দাদার জমিদারীর বিপদ, তার কিছু নয়। আমি কি আপনাকে মিছে জ্বালাচ্ছি?

কি হয়েছে?

নায়েব সবই খুলে বললেন। বললেন, ওরা চলে গেলে আমাদের সমূহ সর্বনাশ। আমাদেরই ক্ষতি। ওরা চলেই যাবে।

রাজা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন। প্রজা যাবে নতুন প্রজা আসবে।

হুজুর প্রজারা যদি বদমাশ, দাঙ্গা উঠানেবালা হত, তা হলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বলার মুখ থাকত। ভরতরা কোনোদিন কোন হাঙ্গামা করেনি। হাকিম জিগ্যেস করলে কি বলবেন হুজুর? হাকিম তো জানবেন।

তাই বটে।

হাকিম জমিদারদের ওপর খুশি নন হুজুর।

তা আমি কি করব?

শালাবাবুরে বুঝাবেন। তাঁর জুলুমে যদি হাট বন্ধ হয়, তাহলে আশপাশে আপনার নামে কথা উঠে যাবে। এমনিতেই কথা হয় কত।

কি কথা?

সে সব কথা শুনে কি হবে হুজুর?

আমাকে কি করতে বলেন?

একবার সদরে চলুন। ওদের কথা শুনে রায় দিন।

যাব।

কিন্তু নায়েবের পরেই এল শালা। লালমোহন চৌধুরী। জমিদারকে সে বুঝিয়ে দিল। নায়েবের কথার পেছনে কোনো সত্য নেই। প্রতিপত্তি হারাবার ফলে নায়েব ঈর্ষাবশে মুণ্ডাদের উসকানি দিচ্ছেন। জমিদারের যাওয়ার দরকার নেই কোনো। লালমোহন চৌধুরী কাল নিজে যাবে আর সব বদমাশকে টিট করবে।

তাই করো। কিন্তু মারধোর করো না। তেমন হলে হাকিম জমিদারী নিয়ে নেবে, ফের বন্দোবস্ত করে দেবে। তেমন করছে।

বনগাঁয়ে শেয়ালই রাজা। শালা বলল, অত ভয় কিসের? শালাদের বন্দুক দেখিয়ে ভয় খাইয়ে হাটে নিয়ে তুলব।

গুলি চালিও না।

না না।

কিন্তু সব সময়ে মানুষ বন্দুক চালায় না। বোকা বজ্জাত মদমত্ত হলে বন্দুকই তাকে উসকানি দিয়ে মজা দেখে। তেমন লোকের হাতে বন্দুক পড়লে বেগড়বেঁয়ে কাণ্ড ঘটে যায়, তার প্রতিক্রিয়াও হয় বেগড়বেঁয়ে।

ভরতরা আসতে চায়নি, নায়েব তাদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজী করিয়েছিলেন। হুজুর সরকার সরাসরি সব জেনে গেলে সমাধান একটা হবেই। জমিদার কথা দিয়েছেন। কাছারির সামনে মুণ্ডাদের জমায়েত। নায়েবও আছেন। অপেক্ষা, অপেক্ষা। সহসা লালমোহন চৌধুরী ঢুকে পড়ে অকুস্থলে ও তার পাইকরা মুণ্ডাদের এলোপাতাড়ি লাঠি মারতে থাকে। বুধার হেঁচকা টানে জনৈক পাইক পড়ে যায়, লালমোহনের ঘোড়া তাকে ফেলে দেয় মুণ্ডাদের চীৎকারে ভয় খেয়ে। নায়েব চেঁচাতে থাকেন, থামো, থামো, মেরো না।—কিন্তু লালমোহন ততোধিক ভয় খায় এবং বন্দুক ফোটায়। ফলে নায়েবের পাঁজরে গুলি লাগে। সত্যনাশ হো গিয়া, বরম্‌ভোন হত্যা হো গিয়া বলে চেঁচিয়ে পাইকরা পালায়। ছুঁদিয়া নায়েবের টেঁটিয়া প্রাণ। লালমোহনও পালায়। তিনি ভরতকে বলেন, আমাকে থানায় নে, বন্দুকটাও নিয়ে চল। তোদের জন্মেই প্রাণটা দিলাম।—যে কথা বলেন, তা নিজেও বিশ্বাস করেন ও বোঝেন, ছোটজাতের হাতে মরতে হয় যদি, তাকে যথাসম্ভব হজিমত দিয়ে মরাই ব্রাহ্মণের কর্তব্য।

ভরতরা যথাআজ্ঞা কাজ করে। থানায় গিয়েও নায়েবের বিশ্বাস থাকে যে তিনি মরছেন। মুণ্ডারা এবং লালাবাবুর মধ্যে তৌল করে লালাবাবুকে বাঁশ দিতেই সদিচ্ছা যায় ও লালাবাবুকে ফাঁসিয়ে এক এজাহার দেন। ব্রহ্মশাপের ভয় দেখিয়ে দারোগাকে যথাকর্তব্য করতে বলেন। অতঃপর দারোগা তাঁকে, স্বয়ং গিয়ে ট্রেনে চাপিয়ে হাসপাতালে নেন সদর শহরে। সেখানেও নায়েব, আরো বড় পুলিসদের কাছে একই কথা বলেন। নিজেকে খুব ধার্মিক মনে হয় তাঁর। বলেন, যুধিষ্ঠির কুকুরটি ছেড়ে স্বর্গে যাননি। আমি মুণ্ডাদের

ফাঁসিয়ে স্বর্গে গিয়েও নিশ্চিত হব না। সকল কথা বললাম। আংরেজ সরকার ধর্মরাজ। এখন ব্যবস্থা হোক।

ব্রাহ্মণের উপর এ অত্যাচারে পুলিস অফিসাররাও বিচলিত হন। শ্রাদ্ধ বহুদূর গড়ায়। কেননা শালাবাবু গ্রেপ্তার হয়। জমিদার পুলিসী তদন্তের ভয়ে পালাতে চেষ্টা করেন ও গোদা পায়ের কারণে তুরন্ত্ গা ঢাকা দিতে পারেন না। মুণ্ডাদের প্রচুর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ও তদন্তকারী পুলিস জমিদারের খরচে গুরুভোজন করে। মৌকা বুঝে তিন রানী নায়েবের ছেলের মাধ্যমে এসে পুলিস অফিসারকে যা বলেন, তাতে এই সত্যই প্রকটিত হয় যে নায়েব অতীব সজ্জন। জমিদার এক রাক্ষসীর পাল্লায় পড়েছেন। শালাবাবুর হাতে জমিদারী যাবার পর তিন রানীর খাওয়াদাওয়াও বন্ধ হতে চলেছে। মুণ্ডাদের ওপর শালাবাবু প্রবল অত্যাচার চালাচ্ছে। নায়েব জমিদারের হিতৈষী। তাই তাঁকে খুন করার ইচ্ছে লালমোহনের ছিলই।

আইনের চাকা নড়তে থাকে। শালাবাবুর জেল হয়-হয়, জমিদারের অপদার্থতা প্রমাণ হয়-হয়, এমন সময়ে কেস বিলা করে দেন নায়েব। তিনি অপারেশনের পর বেঁচে ওঠেন। ক্রমে তাঁর আপ্তজ্ঞান ফেরে। স্বয়ং জমিদার তার কাছে এসে কেঁদে পড়েন ও চতুর্থা জমিদারনী এসে গলার গিনিমালা খুলে দিয়ে ভাইয়ের জান বাঁচাতে বলেন। সাক্ষ্যদান কালে নায়েব এখন ভরতদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে শালাবাবুকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। সরকারী উকিল ধমকান, আপনি ঘুষ খেয়েছেন।

নায়েব ভড়কে গিয়ে তা স্বীকার করেন ও নিজেকে জটিল জালে ফেলেন। রায় বেরোয়। শালাবাবুর জেল হয়। জমিদার ওয়ার্নিং পান। খবরগুলি এইভাবে ভরতদের কানে আসে,—নায়েব তাদের জবর ফাঁসিয়েছেন। বলেছেন, তারাই বিক্ষোভ শুরু করেছিল। পুলিস এসে তাদের নিয়ে চষবে।

ভরতরা অগত্যা, সুখাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। যাবার সময়ে সুখা বলে, সবে যাও, আমি পরে যাব।

তখন পালাবার সময়। সবাই চলে যায় চাই মিশনের পথে। গরু-ছাগল-মোষ পথের হাটে হাটে বেচে বেচে যায়। বুধা, গয়া ও আরো দুজন মুণ্ডা টোলিতে আগুন দিয়ে যায়। জ্বলন্ত খড়ের গোছা কাছারিবাড়ির চালে ও নায়েবের বাড়িতে ছুঁড়ে দিয়ে যায় তারা। ভরতরা দুদিনের পথ এগিয়ে গিয়েছিল। গয়া, বুধা এরা ছিল গা ঢাকা দিয়ে। অতএব সকলেরই মনে হয়, মুণ্ডারা চলে যাবার দুদিন বাদে সহসা এত আগুন কে জ্বালাল? ঘটনাটি অলৌকিক বলে ব্যাখ্যাত হয়। গৃহ প্রত্যাগত নায়েবেরও মনে হয় এ দৈব ঘটনা বা গুণিনের কর্ম হবে। সরকারের বিচার যা, তাতে তো মুণ্ডাদের পালাবার কথা নয়?

থানার দারোগা প্রবল ভস্মরাশি দেখেন। বলেন, বয়াস্তোনের রক্তপাত, তাতে ধরতি সইলেন না। আগ জ্বলে গেল।

কথাটি শুনতে ভাল। কিন্তু তাহলে নায়েবের ঘর জ্বলবে কেন? নায়েবানী বললেন, তুমি ওদের নামে আদালতে বলতে গিয়েছিলে, সেই রাগেই ওরা বাণ মেরে ঘর জ্বালিয়েছে।

বাণ মারতে কে দেখেছে?

সে বাণ নয়। তারা চলে গেছে। টোলি সুনসান। হঠাৎ আগুন জ্বলল। এ হল সেই বাণমারা। হবে না কেন? আমি শুনলাম ভরতের ভাইপো চোট্টি মুণ্ডার কাছে বাণমারা শিখতে যেত। চোট্টি বড় গুণিন।

নায়েব কাজে ইস্তফা দেন ও যে টাকাকড়ি রামগড়ে সরিয়েছেন, তার ভরসাতেই কেটে পড়েন একদা।

সরকারী রিপোর্ট: "মুণ্ডারা হোমল্যাণ্ড ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মিশনে যাচ্ছে প্রধানত। এজন্য দায়ী অপদার্থ জমিদার, দুরন্ত লোভী মহাজন ও অন্যান্য ফ্যাক্টর। বলা হয়, এরা সহজেই খেপে ওঠে। কিন্তু মিশনে এদের কনডাকট অত্যন্ত পীসফুল ও কোঅপারেটিং। চাষবাস করতে দিয়ে দেখা যাচ্ছে, শীঘ্রই সুন্দর সুন্দর ক্রীশ্চান মুণ্ডা গ্রাম গড়ে উঠবে এবং তা দেখে অন্য মুণ্ডারা আকৃষ্ট হবে। অবশ্য

গ্রামবসত কমানো ততদিনই চলবে, যতদিন অন্য মুণ্ডাদের আকর্ষণ করা যায়। নইলে গ্রামবসত করিয়ে চলা মিশনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এ বিষয়ে সরকারের মত হল......।"

"করম" উৎসবের মেলায় ঝুঝার গ্রামের মুণ্ডা পহান চোট্টিকে বলে, গ্রামত্যাগী ভরত মুণ্ডাদের হয়ে বাণ মেরে গ্রাম ও কাছারি জ্বালিয়ে দিকুদের কিঞ্চিৎ নাজেহাল করে চোট্টি মুণ্ডা সমাজের মনে কিঞ্চিৎ বল যুগিয়েছে। মিথ্যেবাদী নায়েবটা চলে গেছে, শালাবাবুটা জেল খাটছে, এও খানিক লাভ।

সবই গল্পকাহিনী হয়ে যায় চোট্টি মুণ্ডার জীবনে। ঝুঝারের পহানের মুখে কথাটি শুনে চোট্টি চমকে গিয়ে টুকচে মদ নিল ভাঁড়ে, হাতে নিল লঙ্কা ও পেঁয়াজ। তারপর উবু হয়ে বসে মদ খেতে খেতে ভাবল, এ কি ব্যাপার? যেখানে যা ভাল কাজ করে মুণ্ডারা, সব কিছুর কৃতিত্ব তার ওপর বর্তায় কেন? সে কি রকম মুণ্ডা? মুণ্ডাদের আশাপূরণ? কিসে? সে তো ওদের মত সাহসী নয়? ধানী, হুথিয়া, সুখারা, পহান, ভরতরা সবাই নিজের কাছে সাচাই থাকার জন্যে কোনো সময়ে কোনো মরিয়া কাজ করেছে। চোট্টি কিছুই করেনি। তবু কেন এই শ্রদ্ধা? ওর মনে হল, এর পেছনে আছে এক দাবী। চোট্টি এমন একটা কিছু করুক, যাতে সকল মুণ্ডার মৃত জীবনে নতুন রক্ত বহে যায়। কিন্তু কি সে কাজ? সে কাজ কি একদিনে হয়? তবে মুণ্ডারাও বদলে যাচ্ছে। সুখারা মিশনে গেল, ভরতরাও। কিন্তু বুধার আগুন লাগানোর মধ্যে শত্রুকে চিনিয়ে দেবার ব্যাপারটি স্পষ্টতর।

চোট্টি জানত না কয়েক বছরের মধ্যেই তাকে একটা দ্যোতক ঘটনায় নেতৃত্ব দিতে হবে।

আট

চোট্টি নদীর বুক দিয়ে যেমন অনায়াসে জল বয়ে যায়, তেমনি করে কেটে গেল কয়েকটা বছর। আগস্ট আন্দোলন চোট্টিদের জীবনকে স্পর্শও করেনি। স্বাধীনতার জন্য সে যেন ছিল দিকুদের সংগ্রাম। দিকুরা কখনো আদিবাসীদের মনে করেনি ভারতীয় বলে। নেয়নি স্বাধীনতা সংগ্রামে। যুদ্ধ এবং স্বাধীনতায় চোট্টিদের জীবন থেকে যায় অপরিবর্তিত। চোট্টিরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখে যায় সব। হরমু ও সোমচর বড় হয়। হরমু বিয়ে করে গ্রামের মেয়ে কোয়েলীকে। পহান মরে যায়। মরার আগে তার জ্ঞাতি-ভাইকে নিয়ে এসে পহান করে যায়। নতুন পহানের বিশেষ সুবিধে হল, ক্রীশ্চান মুণ্ডা গ্রামের কাছাকাছি বসবাস করার ফলে সেও শিখেছে হিন্দী লিখাই পড়াই। জনৈক গোলদারের কাছে কাজ করতে গিয়ে হিসেব রাখতেও শিখেছে।

কোয়েলী এ গ্রামের ডোনকা মুণ্ডার মেয়ে। ডোনকার কিছু নেই বলতে কিছুই নেই। সে বলল, টোকাতে টুকিতে মন বসছে, তাতেই আরান্দি। নয়তো আমার কি পুণ্য আছে যে চোট্টি মুণ্ডার বেয়াই হব? আর বেঠবেগার আমি। নাই বলতে কিছু নাই। জ্ঞাতিদের ভোজ দিব কি করে?

চোট্টি বলল, মানুষ ভোজ দেয় কেমনে?

তুমি সাহায্য করলে পারি।

আমারে ভি ভোজ দিতে হবে, নয়?

হরমুর মা বলল, এখন দিন তেমুন নাই। শহরের হাওয়া। উ মেয়ে চুল ছেড়ে ঘুরে বুলে। উয়ারে বউ করব না।

তোর-আমার কথা খাটবে না বউ।

কেন?

উঠানের সিধা গাছটা চেয়ে দেখ্। আমি যখন উ গাছের ডালে বান্ধা দোলনায় ছুলতাম, তখুন উ জোয়ান। গাছটা বুড়া হচ্ছে।

পহান বলে আমার বয়স দুই কুড়ি আট। তোর চুলে রুপা, আমার চুলে রুপা। আমাদের জীবন এখন পছিমে হেলে বউ। হরমুর নতুন জীবন।

দনাদন তীর ছুঁড়ে মেলায়, দনাদন জিতে, তাতে উয়ার গরম এত। আর তুমি! ছেলাদের বল না কিছু।

বলে লাভ হয় না কিছু।

উ মেয়ে ভাল নয়।

হরমু বুঝবে।

ঘর বা কুথা?

লালার কাছ হতে মাঙি লিব বনের ধারে ডাঙাটো।

দিবে?

পড়ি আছে তো।

হরমুরে দিবে?

উরা দু ভাই, কোয়েলের এতোয়াটো, উয়ারা জমি হতে যা পারে করুক? হরমুরে ঘর তুলে নিতে হবে।

সে কি কথা? ভাইরে ছাড়লে না, ছেলারে—

কোয়েলের বউ ছিল তোর বয়সের মানুষ। ই নতুন বয়স, ইয়াদের বুঝসমঝ অন্য। নিজেদেরটা নিজেরা বুঝুক।

সব শুনেমেলে হরমু বলল, তোমারদের হতে দূর করি দিবে? কেন? আবার কাছ না রলে আমি বাঁচব? তার বলে বল।

ওদের ঘরের পেছনেই ঘর বাঁধল হরমু। কোয়েল বলল, ই ভাল হল। আমার এতোয়া তোমার সোমচর, ইয়ারা দূরে যাক। হরমু হল বড় ছেলা। সি কাছকে না রলে হয়?

শুনে মুংরি নিশ্বাস ফেলল। হরমুকে সেও ভালবাসে। হরমুর মা তার ছেলেকে ভালবাসে। কিন্তু স্বামীর কথাটি তার পছন্দ হল না।

তীরথনাথ বলল, নিবি জমি, নে।

কি বন্দোবস্তে?

তুই বল্।

তিন সাল খাজনা দিব না।

তার পর?

দিব।

খাজনা কেন? আধা ফসল দিস।

লিখাপড়া কর।

তুই কি লিখতেও শিখলি?

পহান আছে, না?

লিখাপড়া করে কি হবে? মুখের কথা।

দাঁড়াও, পহানরে বলি।

তীরথনাথ মধুর হাসল। বলল, চিরকালের চিনাজানা মানুষে কারবার করব। ও পহান কে? বাইরের লোক ও। লিখাপড়া তোর সাধ? তুই কি বেঠবেগারী দিবি, তাই ছাপ নিব?

না। বেঠবেগারী দিব না। তোমারে কি বলব বল? বেঠবেগারী জনম জনম দিলেও ধার শুধে না।

চোট্টি! চিনা মানুষের সাচাই কথাও বুকে বাজে। হাঁ, বেঠবেগারী লই আমি। কিন্তুক তোরে কোনোদিন জোর করি নাই। বেঠবেগারীটা দেখলি। আর অকালে-খরায়, ভুট্টা-ধান-গম দিই না?

শুধা হাতে দাও? আমরা ছাপ দিই না?

তোর ই কথা বলা সাজে? তুমি তো ছাপ দাও না বাপ।

এই পর্যন্তই রইল কথা। তিন বছর বেগর খাজনা জমির মামলা অবশ্য পরে বহুদূর গড়ায়। তার আগে বেঠবেগারী প্রসঙ্গে তিল থেকে তাল হয়। স্বাধীনতার পর।

১৯৫০-এ নামে খরা। এ অঞ্চলের প্রাচীন ও চেনা অভিশাপ। কোনো খরায় যা হয়নি, এবার তাই হয়। চোট্টির জলও অদেখা হতে থাকে। জলের তরে জাগে হাহাকার। স্টেশনের ধারে দাঁড়ায় মানুষ। ইঞ্জিনের জল নেয়। ঠাণ্ডা করে ব্যবহার করবে। গ্রামের পাঁচটি কুয়োই শুকোয়। স্টেশনের কুয়ো ও তীরথনাথের কুয়োর পাশে মিছিল। জল চাই।

অবশেষে চোট্টি বলে, শুখায়ে মরব না কি? বাপদাদা শিখায়ে দিয়া গিছে উপায়।

চল্ উপায় করি।

কি উপায় করবে?—হরমু বলে।

চল্ দেখাই।

সনা বলে, তাইতো! ই কথা মনে জাগে নাই আগে?

চোট্টি নদীর উজান বহে হেঁটে চলে ওরা। যেখানে নদী ছুটি সুউচ্চ পাড়ের মাঝ দিয়ে বইছে, সেখানে পাড়ের ঝোপজঙ্গল ঝুঁকে পড়েছে বলে জল ছায়াঢাকা। পাথর বড় বড় নদীর বুকে। পাথরে পাথরে জল বেধে আছে।

ইখানে সাহেবের সাথ উড়াল হাঁস মারছি।—চোট্টি বলে। সনা বলে, ইখানে মোদের বিটিরা নাহাতে আসত খরার দিনে। যখন কুথা জল নাই, হেথা আছে। খানিক জল হেথা থাকেই।

কিসে থাকে, তা ভুলে যেছিস?

কি ভুললাম, চোট্টি?

না, মুণ্ডারা আপন ভুলে সদাই।—চোট্টি নিশ্বাস ফেলে ও বলে, পহানের কথা মনে নাই? খরার দিনে হেথা এসে নদীর বুকে গভীর গাড্ঢা খুঁড়াত মোরাদেরকে দিয়ে। বালিতে গাড্ঢা বুজাবে বলে, গাড্ঢার গায়ে বালক শাল চারা কেটে ঠেকো দিয়াছি। আমার জীবনে তিনবার খুঁড়ছি এমুন গাড্ঢা। দেখ্, এখুনো তাতে জল জমে আছে।

তবে?

এমুন গাড্ঢা খুঁড়ব।

মোতিয়া ধোবিন এখন খুনখুনে বুড়ি। তামাশা দেখতে এসেছিল সে। এখন মোতিয়া বলল, আমরা কোথা যাব?

নদী কি আমার? দুসাদ-ধোবিদের ডাক মোতিয়া।

ছগন আর পারশও এসেছিল। তারা বলল, আমরা আছি।

এমন ছায়াঢাকা পাড় আধমাইল লম্বা গিছে। তোরাও গাড্‌ডা খুদা। একটা কথা বলি। শুন্‌ তোরা।

বল চোট্টি।

চোট্টি পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। বলল, সেই কতকাল আগে, মনে আছে? আকালে দারোগা আকাল বলে না, গোরমেনের কাছে গেলাম?

মনে আছে। তোর বেটা, মোদের বেটারা কি জানবে, বাপেরা কত কাজ করছি গ্রামের বিপদে।

খয়রাতি লয়ে গোরমেন আসে নাই।

না, সাহেবের মিশন, হিন্দুর মিশন এল।

হেথা কে দেখতে আসবে মোরাদের কি কষ্ট। কিন্তুক মানুষ বটি মোরা। পিপাসায় তোরাদের যে কষ্ট, মোরাদেরও তাই।

মোরাদের সাথ তোরাদের ফারাক নাই।

তাতে বলি, গ্রামটো বড় হয়ে গিছে। রেল ভি বেশী চলে। বাজারের লোক ভি আসছে। পাঞ্জাবী আসছে, ইটভাটি করবে। কলকাতার মাড়োয়ারি আসতেছে, কয়লা মিলে কি না দেখবে। তাতে কি বুঝিস?

কি বুঝব?

রুজির পথ বাড়বে হয়তো বা।

হয়তো বা।

যদি না বাহারের লেবর আনে।

যদি না আনে।

কিন্তুক আমরাদের মনে রাখতে হবে, নিজেরা বিনা নিজেদের কেউ নাই। আর এ ভি মনে রাখতে হবে, নিজেদের দুখ নিজেদের দেখতে হবে।

তীরথনাথ জল দিছে এখুন।

উয়ারে চিনি। খরা বাড়লে বলবে, বাপ সকল! কুয়াতে গঙ্গা

বান্ধা নাই। জল শুকায়ে যেছে। সকলারে দিতে লারব, যারা বেঠবেগার তারা নিবে জল। উ চিনে বেঠবেগার!

হাঁ, তাই তো বলে!

ই সনে আর বলতে দিব না। নদীর নিচে জল আছে। গাড্ঢা খুঁড়ে লই আমর, সবে থন্তা নিলে দশ গাড্ঢা হবে। জলের কষ্ট পাব না আর। এখন তো জেঠ্ মাস। বনের ঘাস টেনে দেখলাম, মূলে ভিজা মাটি। আষাঢ়ে জল হবে। নিশ্চয় হবে। যখন হয় না, তখন ঘাসের মূলে মাটি ধুলা হয়।

কখন আসব?

চাঁদের পক্ষ এখুন। ঠিক সাঁঝে বাঘে-বরায় জল খায়। সাঁঝ পারায়ে আসব? তখন তাতের কষ্ট নাই।

মোতিয়া বলল, বিটিরাও আসবে। তোরা বালি কাটবি, মোরা দূরে ফেলাব। জলটো তারাও খাবে, তবে তোদের মেহনত খাবে কেন?

হরমু বলল, কিন্তুক লালার সাতটা কুয়া, জলভি থাকে।

মোরাদের কুয়ায় জল থাকে না কেন গ্রামে?

মাটির নিচে যে নদী বয়, তার জলে টান ধরছে বলে।

লালার কুয়াতে জল থাকে যে?

তার জমিন দিয়ে নদী যায়, নয়? হোথা জল আছে।

মোতিয়া বলল, লালা ধরম ধরম করে, তা মোরাদের কুয়া কেটে জল দিলে তো ধরম হয়। হয় না? দিবে না।

দিলে জানবে আরো মতলব করে কুনো। বাঘ এসে চুমা খায় কখন? যখন সে ঘাড় ভাঙতে চায়।

ছগন বলল, এ বাঘ তো ঘাড় ভেঙে রেখেছে কবে।

আরো পারলে আরো ভাঙবে।—নিশ্বাস ফেলল চোট্টি। বলল, তুই আছিস তোরাদের পঞ্চায়েত প্রধান।

নামেই হে! গতিক দেখ না? গোরমেন পঞ্চায়েতগুলিরে খোঁড়া করি দিছে। আমার বাপ দাদার আমলে থাকতাম গহন গ্রামে, কি

করি না করি দেখতে গোরমেন আসে নাই। তখন চুরি হলে, ঘরে পড়োশিতে বিবাদ হলে ভি পঞ্চায়েতের রায় সবে মেনে নিছে। গহন গ্রাম। থানা হতে বা পনের মাইল দূর। তাহাতে কুয়া কাটলে সবে মেহনত দিছি, রাস্তা কাটলে সবে মেহনত দিছি। কুনো আপত্তি করে নাই কেউ। ধীরে ধীরে গ্রাম আর গহন থাকল না। ধীরে ধীরে গোরমেন কাড়ি নিল পঞ্চায়েতের ক্ষমতাগুলি। হাঁ চোট্টি পঞ্চায়েত আছে মোদের, আমি তার প্রধান ভি আছি। কিন্তুক!

কিন্তুক কি?

কিন্তুক আজ আমার ক্ষমতা ওই বিয়া-জনম-মরণ লয়ে কথা হলে মিটাতে। পড়োশি বিবাদ মিটাতে। তবু হেথা মোরা আছি ভাল। যেথা আদালত, সেথা পড়োশি বিবাদে ভি মানুষ মামলা করে।

মোতিয়া নিদন্ত হেসে বলল, আমরুদ কে খায় তা লয়ে ভি মামলা করে, হাঁ! আমি জানি গো।

চোট্টি বলল, তা কেন করবে না? মামলা বাধাতে চায় উকিল। মামলা হলে তার পেট চলে।

ছগন বলল, কি যেন বলতেছিলি?

হাঁ। কাজের কথা। তা ছগন! তোদের যে হাল, মোদেরও। পুরানা জমানা, সাচাই মুণ্ডারী গ্রাম নাই। পহানেরও সকল ক্ষমতা চলি গিছে। পহানও মোদের সমাজের রীতকরণে পথ দেখায়, পড়োশি বিবাদ মিটায়। ফারাক আছে এক। তোদের মাঝে ভি জাতপাঁতের ফারাক। বরাস্তোন, চাই লালার কাছে তোরা ছোট জাত। তোরাদের কাছে মোতিয়া ছোট জাত। মোরাদের জাত বিচার নাই। কিন্তুক কথাটো বললাম ই কারণে, যে গ্রাম এখন পাঁচমিশাল। আকালে-খরায়-বেঠবেগারীতে তোরা-মোরা সাথে মরি। ফারাক করতে চায় লালা। তা দরকার পড়লে তোরা-মোরা একসাথ যাব ই কথাটা বলি।

এক সাথেই চলি চোট্টি।

না ছগন, আমার বাপের কারণে খেতে চাষ করতে যায় নাই

গুখা মুণ্ডারা। আকালের আর্জি উঠাবার সময়ে? হাঁ। তখন একাট্টা।

বুঝলাম চোট্টি। কিন্তুক ই ভি সমঝ কর, যে তোরে মোরা মান্ত দেই। কুনো তীরখেলা হয় না, যাতে তু জিতলে মোরা আনন্দ করি না।

ভাল। এখুন ই কথা বললাম, কেন কি, থরা দেখে ডরাই, কুন দিক হতে বা তীরথনাথ ঝামেলা উঠায়।

হরমু বলল, আবা?

কি?

আজ হতেই গাড্ঢা কাটবে?

হাঁ রে।

গাড্ঢা খোঁড়ার কাজটি মুণ্ডা ও ছগনদের যৌথ উৎসব যেন। পুরুষরা বালি খুঁড়ল, গাড্ঢার গায়ে পরপর ফাঁক না রেখে কাঠ বসাল। মেয়েরা বালি ফেলল দূরে, পাড়ে। ক্রমে দশটি গাড্ঢা হল। জল উঠল তাতে। এখানেই জল মিলল ওদের। চোট্টি বলল, কেউ এ জল কাপড় ধুয়ে বা নাহায়ে ময়লা করিস না। বড় সাধের জল।

তীরথনাথ বলল, কি হল? জল নিস না তোরা?

গাড্ঢা খোঁড়ার কথা কেউ বলল না। বলল, এখনো নদীতে জল মিলতেছে, তাতেই আসি না।

এতদিন এলি কেন?

কে জানত উজানে গেলে জল পাব?

তা ভালই। বেঠবেগার যারা তারাও যায়?

হাঁ মহারাজ।

তীরথনাথকেও সংবাদ সংগ্রহ করে চলতে হয়। সে হেসে বলল, মহারাজ তো চোট্টি। তার কথায় তোরা নদীর বুক কাটলি।

সনা বলল, যা বল।

ভালই করছিস। দেখিস বাপু, নদীর জল শুকালে মোর কুয়ায় এসে হামলা উঠাস না যেন।

মোতিয়া খারাপ হাসি হেসে বলল, নিশ্চয় আসব। জল চুয়াব। তোমার বাবা কি বলত? জল চুয়ালে দোষ নাই?

এই, এই মোতিয়া! কুয়া ছুঁয়ে জল নাশ করিস না। দিব জল। আমার লোক জল উঠায়ে দিবে।

তীরথনাথের কুয়ো থেকে জল নিতে হলে হয়তো ঝামেলা বাধত। চোট্টি ও ছগনরা জল নিত যখন, সে ছিল তীরথনাথের একটি কবজা, ওদের ওপর। বনাঞ্চলে দীর্ঘদিন একাধিপত্য করলে স্বভাবে ঢুকে যায় নানান অভ্যাস। জলের জন্যে ওদের রোদে দাঁড় করিয়ে কুয়ো পাড়ে গরু ও মোষকে স্নান করাতো চাকররা। তীরথনাথের তা দেখতে ভাল লাগত। চোট্টিরা ওকে সে সুখে বঞ্চিত করল। মনটায় খোঁচা যেন বিঁধছিল। আষাঢ়ে বাদল নামল, খর বরিষণ। সাতদিনে কুয়োতে জল, নদীনালা উবুটুবু, লাল মাটিতে সবুজ ঘাস গাছপালার চেহারা ফিরে গেল।

এখন কিষাণ ও খেতমজুররা মাঠে নেমে পড়ল। ধানের বীজ রুইতে এটুকু দেরি হল, তা হোক। ধান বোনার ব্যাপারটি বড় মনোহর। চোট্টি ও ছগনদের মাতিয়ে রাখে কাজটি। "এ ধান মহাজনের গোলায় উঠবে" শব্দ কয়টি মনের শাসন এড়িয়ে জলে ঝাঁপাই-ছোঁড়া দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে পালিয়ে যায় যেন।

চোট্টি ও ছগন তীরথনাথের কাছে গেল। তীরথনাথ ওদের গাড্ঢা খোঁড়াটি সুনজরে দেখেনি। বহুকাল এ উপদ্রব ছিল না। সেই আকালের কালে ওরা জোট বেঁধেছিল। সেটি খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার। তারপর বহু বছর গেল নিরুপদ্রব। চোট্টিরা ও ছগনরা একজোটে কাজ করলে তা উপদ্রব বই কি। তীরথনাথ তাতে উপদ্রুত বোধ করে। ওদের কারাক রাখা দরকার। মৌকা মিলে গেল। কেন না চোট্টি ও ছগন খোরাকী কর্জ চাইল। চোট্টি যেমন বেঠবেগারী দেয় না, তেমনি একসের ভুট্টা নিলে ওর প্রাপ্য থেকে ধার শুধতে সুদের কাটান্ যায়। এ ব্যবস্থা বহুদিনের। ছগনদের অধিকাংশই ধান ও ভুট্টার দামটি ঋণ হিসেবে পায়। অর্থাৎ নেয়

ধান বা জোয়ার বা ভুট্টা। খাতায় খাদ্যশস্যের দামটি লেখা হয়। সে টাকার অঙ্ক যথারীতি বাড়তে থাকে। বেঠবেগাররা বেগারী দেয় যেমন, জলখাই ও পয়সা পায় মাঝেমধ্যে। খুব গোলমাল করলে। প্রত্যেকের হিসেবই যথেষ্ট জটিল। তবে তীরথনাথ বলে থাকে, অসীম দয়ার বশে সে ওদের ঘরদোর এবং জমা নেওয়া সামান্য জমি নিয়ে নিচ্ছে না। ইচ্ছে হলেই নিতে পারে। আইনসম্মত উপায়ে। নিলে কারো কিছু করার নেই।

খোরাকির প্রসঙ্গে তীরথনাথ বলল, সে তো পাবিই। কাল সকালে আসিস। তখন দিব।

পরদিন চোট্টি গেল অকাজে। তার গাইটি ঝোপের ধারে বাছুর বিইয়েছে। গাই-বাছুর সে তুলতে গেল গোহালে। হরমুকে পাঠাল মুণ্ডাদের সঙ্গে। খোরাকি কর্জ নিতে।

ঘণ্টাখানেক বাদে সোমচর আর এতোয়া এল।

তুমি চল।

কেন ?

গোলমাল বাধি গিছে।

কিসে ?

চল, যেতে যেতে বলব।

পথে সোমচর বলল, দাদা আর আর মুণ্ডাদের লয়ে জোট বাঁধি বসি গিছে কাছারিতে।

কি হল, বলবি তো ?

সেই কুরমি গ্রামের মুণ্ডারা খোরাকি কর্জ লয়ে পলাছিল ? সে কথা লালা ভুলে নাই আবা। বলে কি, হরমু! তোরাদের সাথ আলাদা হিসাব। তোরাদের দিব। আর দিব ছগনদের। দাদা শুধাল, আর আর মুণ্ডাদের ? তখন লালা বলে কি, হিসাব দেখে লয়ে তবে দিব। দাদা বলে, কেন ? তখন লালা বলে, কুরমির মুণ্ডাদের মত তোরা ভি খচড়াই করতে পারিস।

বলল ? "খচড়াই" বলল ?

বলল। তখন দাদা বলে, এতদিন করজ দিতেছ, কবে কোন্ মুণ্ডা তুমার সাথ খচড়াই করছে? তখন লালা বলে, করে নাই করতে কত্খন? দাদা চেতে উঠল খুব। তাতে লালা বলে, তোরে তো দিছি। দাদা বলে, আমারদের একার পেট আছে, আর কারো নাই? তাতে লালা বলে, তোর সাথ কথা নাই, বাপরে ডাক তোর। তোরা ই জমানার ছেলা। মোরাদের কথা বুঝিস না।

চোট্টির মনে পড়ল তার বাপ এবং তীরথনাথের বাপের কথা-কাটাকাটির কথা। তারই পরিণাম বিসরার আত্মহত্যা।

চোট্টি বলল, চল্ যেয়ে দেখি। ছগনরা কি করে?

বসি আছে। বলে, চোট্টিরা মোরা এক সাথ।

চোট্টি দেখল, সবাই কাছারির সামনে উঠোনে বসে আছে। তাকে দেখেই ছগন বলল, ফয়সালা কর চোট্টি, করজ বিনা ভুখা মরব।

চোট্টি ঢুকল। হরমু ওর পেছন পেছন এল।

চোট্টি, তোর বেটা আমারে আঁখ মোটা করে রুখা কথা বলল। তাতেই বলি, তোরে ডাকুক। তোদের পহান, উয়াদের প্রধান, সবে তোর কথা মানে। তুই বললে কথা বুঝি।

চোট্টি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, আমি কি বলব? মহারাজ! তোমার বাপে আমার বাপে কথাকাটাকাটি হয়। সে কথা এখন কেন?

চোট্টি বলল, বেশ জোরেই বলল, তাতে মোর বাপ গলায় ফাঁস নিছিল। ফাঁস যে নেয়, তার রোয়াঁর শান্তি থাকে না। বা-বাতাসে চিকুর পেড়ে সে রোয়াঁ ঘুরে। মোর বাপের রোয়াঁরে শান্তি দিতে আমি টাকা দেই, কাপড় দেই, তবে বাপের সামাজ কাজ হল।

পুরাতন কথা টানলি যদি—মোর বাপের তরেও বহুৎ প্রায়শ্চিত্ত আর যজ্ঞ পূজা করতে হয়, সে কথায় লাভ কি?

মহারাজ! এত কাল পরে সে সকল কথাই যে ফিরা আসে? কুরমির মুণ্ডারা যে কাজ করে গিছে, তাতে মোরা লাজে মরি।

কিন্তুক কত দুখে মুণ্ডা এমুন কাজ করল? সি সকল চিন্তে দেখছ তুমি?

তোরাদের কি দিতে চাই নাই?

সকলে এগিয়ে এসেছে। অনেক, অনেকদিন বাদে চোট্টি আবার এগিয়ে এসেছে সামনে। হেঁকে কথা বলছে।

চোট্টি পেছন না ফিরেই বলল, সবে শুনে রাখ। সেদিনই জানি মহারাজ, তুমি মোরাদের সাথ ছগনদের ফারাক উঠাবে। এখন দেখি মুণ্ডায় মুণ্ডায় ভি ফারাক উঠাও।

কি ফারাক উঠালাম?

চোট্টি বেদনাদীর্ণ হাসি হেসে বলল, আমি সি চোট্টি মুণ্ডা বটি হে মহারাজ। কুনো দিন অন্যায় করি নাই। আজ দুখের দিনে আমি লয়ে যাব করজ, আর ও মুণ্ডারা ভুখে মরবে? না।

তুই মোরে ভয় দেখাস?

না মহারাজ। এত জমিন্, এত টাকা তোমার, দারোগা তোমারে এত মানে, আমি তোমারে ভয় দেখাব?

কি বলিস?

চোট্টি ভীষণ ক্রোধে বলল, উ "খচড়াই" কথাটো ফিরাতে হবে। কুনো খচড়াই না করে ই বদনাম লয়ে করজ নিব না। ছগন!

বল্ চোট্টি।

তোরা চাস, করজ লে।

চোট্টি, তা কেমন করে হয়?

না ছগন, নিতে হয় নে। কিন্তুক আমিও বলি মহারাজ, কথা না ফিরালে তোমার খেতে কারেও নামতে দিব না। মুণ্ডা খচড়াই করে।—চোট্টি চেঁচিয়ে বলল, খচড়াই করে না মুণ্ডা, ফায়দা উঠায় না। তা জানলে দারোগারে বাঁচালাম বন্না মেরে, টাকা লিতে পারতাম না? উ কথাটা ফিরাও তুমি। জান লড়ায়ে তোমার আবাদ রাখি। ডাকু-চোর তোমার একদানা গম নিতে পারে না। উ কথা না ফিরালে জান যাবে, তবু ভি খেতে কারে নামতে দিব না।

ধনুক লয়ে একা লড়ব। আনো পুলুস, মারা করাও মোরে, কিন্তুক শেষ কথা বললাম।

তুই, তুই বলোয়া উঠাবি ?

এ যদি বলোয়া বল, বলোয়া উঠাব। যাও, কারাক কর। ছগনরা নিলে নিবে করজ। আমি নিব না।

এই তোর কথা ?

এই কথা। ডাক পুলুস। খচড়াই কারে বলে দেখাব তখন। পুলুস আসার আগে জ্বালায়ে দিব সব আগুনমুখা তীরে।

চোট্টি চুপ করল। ছগন বলল, মোরা তোর সাথ আছি চোট্টি। মহারাজ! এ আপনে কা বোলা ? আদিবাসী লোক খাচাই হোতা হ্যায় হুজৌর। ভুখা থাকবে, কাম করবে, লেকিন্ বুরাই বাত শুনবে না।

তীরথনাথ বুঝল, সব কিছু বড় কঠিন হয়ে উঠেছে। বলল, কাল জবাব দিব। আজ আর কথা নাই।

চোট্টি হাসল। বলল, ই কথাটি ফিরাবে কি না এখুন বল মহারাজ। ঘর আমি যাব না। ছেলা ধনুক এনে দিবে। এখন হতে তোমার খেত আটক দিব। মোর ছেলারা আছে, সনারা আছে। মুণ্ডাগুলাকে মেরে ফেলাও। তা বাদে সাচাই মানুষ লয়ে কারবার কর।

চোট্টির কথায় ভীষণ প্রতিজ্ঞা ছিল, দুর্জয় জেদ। তীরথনাথ আস্তে আস্তে কেটে কেটে বলল, মুখ হতে বারায়ে গিছে কথাটা। উ কথা বলতে চাই নাই। কাল করজ দিব। কিন্তু হিসাব দেখে দিব।

চোট্টি বুঝল, সর্বনাশ হতে হতে সামলে গেল। এখন ও বিজেতা। ও ক্ষীণ দুর্বোধ্য হেসে বলল, হিসাবটো আমারদের হয়ে পহান দেখবে। ছগন ভি দেখবে। হিসাবটো ভাল কথা বটে। আমারদের আর ছগনদের ভি জানা ভাল কে কত লিছে।

জানবি।

তীরথনাথ চেয়ার সজোরে ঠেলে দিয়ে উঠে গেল। বলে গেল আমি বলে তবু করজ দিব। আর কেউ দিত না।

তুমিই তো দিবে। মোরা আর কার কাছে যাটি?

পরদিন করজ মিলল। পহান এবং ছগন হিসেব বুঝতে গিয়ে কূল পেল না। প্রথম সুযোগে তীরথনাথ গেল দারোগার কাছে।

সব শুনেমেলে দারোগা বললেন, আদিবাসীদের বিষয়ে সাবধান হয়ে চলবেন। এখন ওদের জন্যে মন্ত্রী হয়েছে, দপ্তর হয়েছে। চোট্টি মুণ্ডা বললেন না? কোনো অপরাধ করলে খবর দেবেন।

তীরথনাথের মনে প্রাচীন ভয় দেখা দিল। সে বিরস মুখে বলল, না না। চোট্টি কোনো অপরাধ করার লোক নয়।

অন্য খাতকদের তো আপনি জব্দ করতে পারেন।

এরা এককাট্টা।

বলেন কি?

যাক গে, ভুলে যান কি বলেছি।

ভয় পাচ্ছেন না কি?

তীরথনাথ নিশ্বাস ফেলে বলল, দারোগা জী! আজাদীর পরেও এ জায়গা জংলী জায়গা। অনেক কিছু হয় এখানে, যার কিনারা কোনো থানার সাধ্য নয়। ধরুন আপনি খেতে বসলেন, যতবার থালায় হাত দিলেন, দেখলেন থালা রক্ত হয়ে যাচ্ছে। এ রকম হলে আপনি কাকে অপরাধী ধরবেন?

বলেন কি?

বললাম তো।

চোট্টি এ সব পারে?

কা জানে? আমার বাবা ওর বাবার সঙ্গে ঝগড়া উঠায়। ওর বাবা গলায় ফাঁস নিল। তারপর কি হল জানেন? আমরা দেখলাম চোট্টি এখানে আছে। কিন্তুক ওর বাণ খেয়ে কাশীধামে আমার বাবা নৌকো থেকে গঙ্গাজীতে পড়লেন। অপঘাত মৃত্যু হয়ে গেল। সব জানলাম, কিন্তু কিছু করা গেল না।

দারোগা বললেন, এ হয় না।

থাকুন কিছুদিন। নিজে বলবেন, এ রকম হয়।

তাহলে আপনার কথাই রইল। ভাববেন না। এখন কিছু করলাম না, কিন্তু চোখ খুলে রাখলাম আমি। একটা সুবোধ এলে দেখে নেব।

সে যা বোঝেন। কিন্তু অদ্ভুত কিছু ঘটে গেলে মনে করবেন, তীরথনাথ বলে গিয়েছিল এই কথা।

আমার অনেক আগে, আংরেজ আমলে, এক দারোগার জান ওহি চোট্টি মুণ্ডা বচায়া, তাই না?

হ্যাঁ। ও রকম কাজ ও কত করেছে।

সবই গল্প কথা হয়ে যায় চোট্টি মুণ্ডার জীবনে। গল্প আর গান। মুণ্ডারী ভাষায় নেই লিখিতব্য লিপি। তাই মুণ্ডারা সব কথা বেঁধে রাখে গল্পে ও গানে। তাদের জীবনে নিরন্তর দুঃখ ও বঞ্চনা। তাই চোট্টির গান গেয়ে তারা ক্ষণিকের তরে ভুলে যায় সব। তারা গাইল,

তীরথনাথ বলেছিল সকল মুণ্ডা খচড়াই
চোট্টি বলল, কথা ফিরাও হে
নয়তো বাণ মেরে তোমার খেত দিব জ্বালায়ে
তোমার গোলায় জ্বালাব হোলির আগুন
লালা বলল ফিরালাম কথা
নাও করজ নাও ধান
করজ নাও ভুট্টা
মোর মুখ হতে অমন কথা বারাবে না আর।
সকল শুনে তবে চোট্টি তার বাণগুলিরে ডেকে ফিরাল
বাণগুলি নেচে উঠেছিল হে, ছুটে গিয়াছিল প্রায়॥

চোট্টি গান শুনে বলল, ভাল। কিন্তুক ই আমি বলে দিলাম হরমু, একদিন লালা শোধ নিবে এই অপমানের।

হরমু বলল, নিবে না। নিলে নিত। থানায় গিয়াছিল।

চোট্টি দেখছিল, মুণ্ডাদের সব কিছু যেন পালটে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে জীবন। চোট্টি স্টেশন আরো বড় হল। সেখানে এখন রাতে দিনের মত উজ্জ্বল বাতি জ্বলে। চোট্টিরা জানত, এখানকার মাটিতে ওদের নতুন করে করার কিছু নেই। চোট্টির মাটি ওদের শুধু ফসল দেবে হাড়ভাঙা মেহনতের পর। তীরথনাথের ফসলের ১/৪ অথবা ১/২ ভাগ ওরা পাবে তীরথনাথের হিসেবে। নিজেদের খেতে যা ফসল, তা দেবে মাটি। কিন্তু মাটি কখনো চোট্টিদের বা ছগনদের ধনী করেনি।

সব তুলে রাখছিল দিকুদের তরে।—চোট্টি পহানকে বলল। হরমদেওয়ের থানটি এবং পহানের ঘরটি ঘিরে ওরা বেড়া দিছিল। মনসার বেড়া। এ কাজে যে যেমন পারে তেমন মেহনত দেয়।

কি তুলে রাখছিল?—পহান বলল।

সব।

কে?

এই ধরতিটো।

কি বলিস?

চক্ষু নাই? দেখ না?

তোর মত চক্ষু পাব কুথা?

তুমিও সেই পহানের মত কথা বল।

দেখ, সুন্দর ঘিরা হল।

এখন পহানীরে বল, ঘরে মাটি দিক, চিত্র করুক।

করবে কখন? সে ছাগল লয়ে ব্যস্ত। আমিই করব।

তুমি?

দেখিস। কি বলতেছিলি?

চল বসি।

বসে চোট্টি বিড়ি ধরাল ও বলল, ই ধরতিটো দেখ। ইয়ার সেবা করি মোরা জনম কে জনম কাটাই। কিন্তুক কখনো কুনো মুণ্ডারে দেখি নাই ধনী হল, অনেক জেরাত করল, অনেক মুনিষ খাটাল।

পহান হেসে বলল, দেওতা মুণ্ডাদের ফকির বানায়ে ভেজে দিছে বুঝি বা! তুই কি দেখবি, কেউ দেখে নাই।

কিন্তু একদিন এমুন ছিল খুটকাট্টি গ্রাম!

খুটকাট্টি গ্রামের কথা তোরে কে বলল?

শুনাছি।

পহান কি বলতে গিয়ে বলল না। বলল, বল্, কি বলিস।

এখুন দেখ সেই ধরতি দিকু চিনছে। পরতাপ চাচা আসছে, ইটভাটি বানাল। কুথায় কলকাতা, সেথা হতে চিরঞ্জীরাম মাড়োয়ারী কয়লা কাটাবে হেথা। আর ফলবাগিচা এক নতুন কারবার। আসরাফ শেখ হোই সাত বিঘা জমি কিনছে, বাগিচা বানাবে। তা এত ইট, এত কয়লা, এত ফল, সব উঠায়ে রাখছিল ধরতি, ই দিকুদের তরে?

লালা ভি বাগিচা বানাবে। মাটিতে ফল হয় কি! এত পাপিতা, এত সরিফা, এত আমরুদ, এত আম! দেখ্‌না, মোরা জঙ্গল হতে মোরা ফল কুড়াই, সেও বা কত হয় বল্?

মোদের কিছু দেয় নাই।

না।

কেন দেয় নাই বল?

কপালে নাই মোদের।

না।—চোট্টি গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, যে নিতে জানে, তারে দেয়। মোরা লিখাই-পড়াই নই। বাপ-দাদা ভি নতুন কাম করে নাই। মোরা জানি না কিছু।

শুনি এবার গোরমেন মোদের ইসকুল করি দিবে।

কুথা?

কে জানে?

এমুন শিখাবে না যে নিজেরা হক বুঝি নিতে পারি। আর শিখে বা কি লাভ? কিছু নাই আর মুণ্ডাদের নিজের বলতে।

তুই তবু তীর খেলে টাকা পাস।

আর টাকা।

সবারে হাওলাত দিস।

দিতে হয়।

ফিরত পাস? ছগনদের কাছে?

তা দেয়।

কি ভাবতে ভাবতে চোট্টি বলল, একটো কথা।

কি?

তুমি ভি চল, ছগন ভি চলুক।

কুথা যাব?

চল, উ পরতাপের কাছে যাই। বলি, মাটিকাটা কামে মোদের লাও। তাতে মোরাদের ভি আহান থাকবে, আর তীরথনাথ যে পরজা না হলেও মোরাদের পরজা বানায়ে রাখছে, উয়ার হাত হতে খানিক বাঁচব।

ভাল বলেছিস।

আর এক কথা!

কি?

কয়লা তো হেথা মাটির উপর। কয়লাকাটার কামে ভি যেতে হবে। দেখ, আগে ভাবি নাই এমুন কথা বলব।

এ কি আর তুই বললি? সময় তোরে দিয়ে বলাল।

চাচা ওদের কথা মন দিয়ে শুনল। বলল, তোমরা কতজন আছ? আমার তো অনেক লোক দরকার হবে।

তা পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন জন মুণ্ডা। পুরুষ বিটিরা আছে। ছগনরা তো শতখানেক হবে।

বেশ। তা দায়িক হবে কে?

মোদের পহান। এ ছগন।

দিন বারো আনা দেব। জলখাই দেব না।

জলখাইয়ের ছুটি দিবেন।

এক ঘণ্টা। বর্ষার সময়ে কাজ হবে না।

মোরা সংবাদ লয়ে যাব।

আচ্ছা।

কবে হতে কাজ হবে ?

জানাব। কিন্তু এক কথা।

বলুন মহারাজ ?

তীরথনাথের কাছে যে কাজ কর, তার যেন ব্যাঘাত না ঘটে। এখানে আমরা দুজন আছি। নিজেদের মধ্যে বিবাদ চাই না।

বিবাদ হবে না মহারাজ।

বেরিয়ে এসে ছগন বলে, চোট্টি ?

বল্ ?

কামটো শুনতে ভাল, পয়সা ভি দিবে ?

জানি, বেঠবেগার তুরা, লালা কি করে।

তাই ভাবি, মোদের কি কপাল আছে, যে লালার ওখানে খাটব, হেথা খাটব, বিশ্বাস যায় না মনে। তা তুই যে মোয়াদের কথা ভাবলি, ইতে মোদের গরব উঠে গেল।

চোট্টি ক্ষীণ হেসে বলল, দেখ্ না কেন ? বসে মজা দেখ্ ? সকল জায়গায় যা হতেছে, হেথাও তাই হবে।

কি হবে ?

কে আসবে, জঙ্গল উড়ায়ে পাথর ভাঙার ঠিকাদার হয়ে, কে আসবে জঙ্গল মহলের গাছ কাটার ঠিকাদার হয়ে। তারা ভি কুলি আনবে, মোরা ভি যাব। সকল জায়গায় এমুন হতেছে, টেন কত চলতেছে দেখিস না ? নতুন টিশন ভি হতেছে। এখানে ভি মানুষ বাড়বে বসত বাড়বে। মুণ্ডারা কি আসবে ? তোয়াদের সামাজটো বড় হবে।

ওঃ, ভাবলে ভি বুরা লাগে। তখন ঝগড়া-বিবাদ-মামলা, বহোৎ হাংগামা উঠে যাবে।

কিন্তুক সে দিন আসতেছে।

ঘরে ফিরে চোট্টির মনের মেঘ কাটে না। সেদিন আসছে। নিজস্বতা নিয়ে আর বাঁচতে পারবে না মুণ্ডারা। ছগনদের মত যারা ব্রাত্য দেশের সকল উন্নতিতে, তাদের সঙ্গে এক হয়ে করতে হবে খেতমজুরি, ঠিকাদার ও ব্যবসায়ীর কুলি কাজ। তখন গায়ে থাকবে জামা, হয়তো বা পায়ে জুতো। তখন "মুণ্ডা" পরিচয় থাকবে শুধু উৎসবে—সামাজিক ব্যবহারে।

তেমন দিন আসছে। এখন নিজের বলতে যা আছে, তা আঁকড়ে ধরতে হয়। যেমন মেলায় তীর খেলাটা? মুণ্ডা যুবকরা আসে কই? কই বলে, তীর খেলা শিখাও?

চোট্টি যা ভাবে তাই হয়। নরসিংগড়ের রাজা নেই এখন। "রাজা" নাম মুছে তিনি এখন হয়েছেন জঙ্গলের রাজা। চিতাবাঘ, বাঘ, ইত্যাদির চামড়া রপ্তানির ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। জঙ্গল বিষয়ক আইন তাঁর বিষয়ে প্রযোজ্য নয়। কোনো আইনের আওতাতেই তিনি পড়েন না। কোম্পানীর রাজপুত হাবিলদারের পত্তনী এই রাজবংশ। "রাজা" খেতাবের উৎস অসংগত রকম ব্রিটিশ আনুগত্য। কয়েক পুরুষ আগে তৎকালীন রাজা গুলি চালিয়ে জনা তিরিশ প্রজা মারেন ও ঘোষণা করেন, আমি হচ্ছি সূর্যবংশীয়। কোনো আইনের এক্তিয়ারে পড়ি না।

সত্যিই তাঁর কোনো সাজা হয় না। সেই থেকে যিনি গদিতে বসেন, তাঁরই মনে থাকে, তিনি সূর্যবংশীয়। এ রাজাও তা জানেন। উক্ত জ্ঞানের বলে বলীয়ান তিনি, জল খাবার কুণ্ডীগুলি বিষাক্ত করে বাঘ মেরে চলেছেন। অন্যান্য জীবজন্তুও মরে চলেছে। রাজা ইত্যকার কাজে ব্যস্ত। তাঁর খাস জমিতে আছে মুণ্ডা-ওঁরাও-কুর্মি-দোসাদ ইত্যাদি প্রজারা। রাজার সময় নেই। নায়েব তশীলদার সিং অতএব, স্বাভাবিক নিয়মে প্রজাদের শাসনে রাখে। হাতিয়ার একই। কর্জ-চক্রবৃদ্ধিসুদ-বেঠবেগারী। ইদানীং তশীলদার, কোনো প্রজার ওপর রুষ্ট হলে হাতি চাপিয়ে ঘর ভাঙছে। ফলে নরসিংগড়ের বাতাসে ক্ষোভ। দারোগা বা থানা সূর্যবংশীর অত্যন্ত

অনুগত। এমন কি, ট্রেন পর্যন্ত শের কা চাম্‌ ওঠাবার দিনে "নো হল্‌টেজ" স্টেশনে দাঁড়ায়। এখন, এই সময়ে নরসিংগড় থেকে পুরাণ মুণ্ডা এল। পুরাণের বয়স খুব কম নয়, বছর চল্লিশ। চোট্টির পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল ওর ধনুক। বলল, আমারে শিখাও।

তোমারে? বছর বছর জিতে আস।

চল তুমি।

তুমি তো ছেলাদের সাথ আসতে।

চল না তুমি।

যথাস্থানে এসে পুরাণ বলল, হাতটো ঠিক নাই। ভাবলাম, তোমার কাছ অভ্যাস করলে যদি হাত ফিরে।

সত্যিই পুরাণের হাত কাঁপে।

ই কি পুরাণ?

পুরাণ নিস্পৃহ গলায় বলল, আমার ঘরটো হাঁথি চড়ায়ে ভাঙি দিছে। তা মুণ্ডার কি বুদ্ধি থাকে? ঝাঁপায়ে পড়লাম। ছেলা টেনে নিল তাতে হাঁথির নিচে পড়ি নাই। কিন্তুক হাতটো চাপা গিছিল কপাটের নিচে। সে হতে হাতে বশ নাই।

চোট্টি ধনুক হাতে দাঁড়িয়ে রইল, পাথর হয়ে গেল যেন, হাজার বছরের পুরনো দেওদেওতা হয়ে গেল। কতকাল ধরে যার কাছে এসে মুণ্ডারা বলে যায়,

ঘরে হাঁথি চড়ায়ে দিল।

বেঠবেগারী দিতে লয়ে গেল।

তার ঘরে পরব, তাতে খাজনা নেয়।

করজ নিছিলাম, তাতে সকল ফসল নিয়া গেল।

যেন বলে যায়, বলে যায় মুণ্ডারা। প্রতিকার পাবে না জেনে মানুষকে বলে না, বলে অক্ষম দেওদেওতাকে। দূরে পাহাড় থাকে, শুকনো ঘেসো মাঠ, বনের আঁচলে আমলকীবন বাতাসে কাঁপে, মাঝে মাঝে পাথরের ঢিবা, পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ঘাসের গোছা, কোথাও বাজে গরুর গলায় ঘরকি, ডাকে টিটি পাখি।

চোট্টি পাথরের দেওদেওতা নয়। রক্তমাংসের মানুষ। সে বলে, তা বাদে তীরখেলাতে জিততে চাস বলে মোর কাছ আসছিস ?

এলাম।

কেন আসছিস পুরাণ, কেন ?

আমি একাটো, মোর পাশে কেউ নাই।

ছেলে ? মুণ্ডানী ?

সব ভাইয়ের কাছে পাঠায়ে দিছি, লাতেহারে।

তুই কোথা থাকিস ?

তশীলদার সিং জানে আমি ভি লাতেহারে।

আছিস কোথা ?

লাইনের পাশে পুরানা রেলকামরা। চারদিকে বন হয়ে গিছে। লোহার ঘর! এ ঘর বুঝি বা হাঁথিও ভাঙতে পারে না।

সেথা আছিস!

হাঁ রে, শিখা ?

চোট্টি বলল, দেখ্ তবে। কাছকে আয়।

কিছুক্ষণ গেল। চোট্টি বলল, তশীলদার জানে তুই লাতেহার গিছিস ? সাচাই বল্ পুরাণ। চালাকি করিস না।

পুরাণ একই রকম, ঈষৎ বিস্মিত ও সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত গলায় বলল, হাঁ রে! সে যে বলেছিল, বেরা গ্রাম হতে। তা বাদে, তখন চলি যেয়ে দাম্নু মুণ্ডার ঘরে বসলাম। ডরি গিছিলাম খুব। পরদিন লাতেহার চলি গেলাম। কদিন গেল। তা বাদে বউ বলে, বুঝি উয়ার রাগ পড়ি গিছে, যেয়ে দেখে এস কেন ? তা এসে যা দেখলাম সে আশ্চাজ্জ কথা।

কি দেখলি ?

ঘরটো—গোহালটো—মাচাংটা—কিছু নাই, চষা জমি যেমন। ফিরি যদি, সেজন্য ঘর-আঙিনা সব হাঁথি মাড়ায়ে দিছে। আর আর মুণ্ডাদের কোড়া মারি বলিছে, উ জমিনে কাঁটা গাড়ি দে।

তারা দিছে ?

দিছে।

পুরাণ স্বকাহিনীর উপসংহারে বলল, খুব মোটা কোড়া। চামে বান্ধা। একবার মারছিল মোরে। পা ভাঙি গিছিল চোট্টি, হাড়ভাঙা লতা বাটি দিতে তবে পা সারল। তা মোদের মুণ্ডারা তো মন্দ নয়, তবে ভি কেন উরা মোর জমিনে কাঁটাটো বুনল তা ভাবি। তাতে দাস্যু বলে, পুরাণ! তোরে যেথা রইতে দিবে না, সেথা আর কেউ আবাদ করবে কেন? তাতে কাঁটা বুনি জমিন্ আফলা করি দিছি। কিন্তুক ইটা বুঝল না, উ জমিনটো আমার। রাজার কাছকে পাট্টা ভি আছে, একবার দিছিল গোরমেনের সাথ মামলা হয় যখন, তখন দিল। তা ইটা বুঝল না মুণ্ডারা, জমিনটো আমার। ছেলেরা পাপিতা ভালবাসে ইবার গাছ বুনতাম।

তা যেন যাস না।

যাব না?

না।

যদি জমিনটো ফিরত পাই?

পাবি বলে জানি না। তবুও বলি, খবর লয়ে আমি তোরে জানাব। দেখ. আমি শুনি নাই, কিন্তুক দাস্যু ওঁরাও শুনছে, বুঝি বা সদরে মোরাদের, আদিবাসীদের ভালমন্দ দেখতে গোরমেন বসতেছে। সেথা জানালে হয়?

কে জানাবে? তুই? সদর অনেক দূর।

সদর মুণ্ডা হতে দূরেই থাকে পুরাণ। কাছে থাকে না। আমরাদের দরকারে চেষ্টা করি দেখতে হয়, কিছু কাছে যেতে পারি কি না। ইচ্ছায় সব হয়। তু যেমন মোর কাছ এলি?

সে তু যা বলিস চোট্টি। মোদের তু খুব কাছের মানুষ। তোর কাছে আসতে পথ জানি ফুরায় নিমেষে।

হাতে যে জোর নাই তোর।

হাতটো কাঁপে।

বাঘের চর্বি মালিশ কর।

ঘরে ছিল, জানিস চোট্টি···

চল্‌, আমি দিব।

পুরাণ কিন্তু কোনো মেলায় তীর খেলতে এল না। নরসিংগড়ের মুণ্ডারা বলল, লাতেহার চলি গিছে উ।

চোট্টির খুব ইচ্ছে হল, পরিত্যক্ত ওয়াগনটি দেখে আসে। আবার মনে হল, পুরাণ তো গোপন আস্তানাটির খবর জানাতে চায়নি। সে কথা বলা ঠিক হবে না। সে যদি দেখতে যায়, তাতেও জানাজানি হবে।

গ্রামে ফিরে চোট্টি গেল পরতাপ চাচার হিসাবরক্ষক উধম সিংয়ের কাছে। ছোকরাটি মানুষ ভাল। শিকারের কারণে চোট্টির সঙ্গে তার বন্ধুত্বও হয়েছে এক ধরনের। সদরে তার সদাই যাতায়াত। চোট্টি তাকেই একদিন সব কথা খুলে বলল। বলল, তুমি যখন সদরে যাবে মহারাজ, একটু পুছতাছ করে আসবে? —চোট্টি সব কথাই ওকে বলল, শুধু পুরাণের নাম, নরসিংগড়ের নাম বলে নি।

কিন্তু পঞ্চাশের দশক পুরাণ মুণ্ডার দশক।

ততদিনে পঞ্চাশের দশক ষাটের দশকের কাছে এগোচ্ছে। একদা মধ্যাহ্নকালে জানা গেল, রাজার শিকার খেলায় মদত দিয়ে ফিরছিল তশীলদার সিং। ঘোড়ায় চড়ে। সে সময়ে তার পিঠে তীর বেঁধে। তীরের মুখে বিষ ছিল। তশীলদার ঢলে পড়ে। ঘোড়া তাকে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘাস চিবোয়। সমগ্র ঘটনাটি আবিষ্কার করতে বিকেল গড়ায়। ততক্ষণে তশীলদার গ্যাঁজলা ভাঙছে মুখে। রাতেই সে মরে যায়। এ ঘটনায় সকল প্রজাকে জড়াতে পারলে সূর্যবংশী খুশি হতেন। খুবই দুঃখের কথা, ঘটনাস্থলের আশেপাশে জনমানব ছিল না। প্রজারা বেলা দুপ্রহরে যে যার নির্দিষ্ট খেতে মালিকের কাজে ব্যস্ত। কারুকেই সন্দেহ করা যায় না। সত্যযুগ নয় যে ঘোড়াটি কথা কয়ে সাক্ষী দেবে। তশীলদারের মৃত্যুরহস্য রহস্য থাকতে থাকতেই তশীলদারের ভাইপো কাকার রক্ষিতাকে নিয়ে উধাও হয়। রক্ষিতাটি কাছারির দরোয়ানের

বিধবা ও ডাঁটালো দলমলে বোন। কাকা-ভাইপো দুজনেই একে নিয়ে পরস্পরের বিষয়ে বিদ্বিষ্ট ছিল। ফলে ব্যাপারটি পারিবারিক কেচ্ছার উপসংহার হিসাবে গণ্য হয়। কোন পর্যায়েই পুরাণ মুণ্ডার প্রতি সন্দেহ বর্তায় না। চোট্টির মনে গভীর উদ্বেগ দেখা দেয় ও এক জ্যোৎস্না রাতে সে, স্টেশন যখন ঘুমোচ্ছে, তখন যায় সেই ওয়াগনটির কাছে। ওয়াগনটি পরিত্যক্ত। কেউ নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে সে ফিরে আসে। সদর থেকে উধম সিং যে খবর আনে, তা নেতিবাচক। আদিবাসী কল্যাণ ও উন্নয়ন আধিকারিক উচ্ছিন্ন মুণ্ডাকে কুটিরশিল্পে মদত দিতে পারেন, হৃত জমি পুনরুদ্ধারে নয়। হৃত রাজ্য রাজাদের খাস জমির ব্যাপার অতীব গোলমেলে। তাঁর দপ্তরের সাধ্যি নয় যে পুরাণের জমি উদ্ধার করেন। তা ছাড়া, চারটি চারটি করে মুণ্ডা-ওঁরাও-দুসাদ-কুর্মি-গঞ্জু-ধোবি মিলিয়ে থাকলে সে এলাকা তাঁর এক্তিয়ারে পড়ে না। খাঁটি আদিবাসী অঞ্চল পেলে তিনি তাদের কুটিরশিল্পের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে পারেন।

এরকমভাবেই মাস দুয়েক কাটে। তারপর একদিন সহসা শোনা যায় এক চমকপ্রদ খবর। মুণ্ডা জাতীয় বিলুপ্ত-অস্তিত্ব মানুষরাই এ ভাবে সংবাদ দিতে পারে।

পুরাণ ধরা পড়েছে। ধরা দিয়েছে।

অত্যন্ত প্রতীকীভাবে সে তিনটি তরুণ পেঁপে চারা নিয়ে গিয়েছিল স্বগ্রামে, স্বভিটায়। চারাগুলি পুঁততে গিয়ে সে দেখে তার ভিটায় নতুন ঘর। সে ঘরে আরেক মুণ্ডা পরিবার।

সে পরিবারের পুরুষটি বোঝে, পুরাণ তার সঙ্গে বিবাদ করে জমির দখল নিতে আসেনি, পুরাণ তাকে বলে, মোর পাট্টা ছিল।

সে পাট্টার জোর নাই আর।

জোর নাই?

কাছারি হতে বলিছে।

তা ই গাছগুলান?

দোষ না নিলে হেথা পুঁতে দাও। আর মোর ঘরে বস, খাও। দোষ না করেও দোষী বটি হে। কিন্তুক বড় দুখে এসেছি।

পুরাণ গাছগুলি পোঁতে। অতঃপর বলে, দাসু! উপা! মোর সাথ থানায় চল্ তুরা।

কেন?

পাট্টাই জোরদারী নাই আর। তবে আমি তশীলদাররে মারলাম কেন? সি তো ঠিক করি নাই?

তু মারছিস?

হাঁ। দারোগারে বলে দিয়া যাই।

বলবি কেন?

কি করব?

তু পলা।

কেন?

তারে মারছিস, তোর ফাঁস হবে।

ঘরটো আর জমিনটো পাব নাই, বুক ভাঙি যায়, তা জীবন লয়ে করব কি? ই কারণে বলি নাই। আর মানুষটো মন্দ ছিল বিস্তর লয়? তারে মারলে ফাঁস হবে কেন?

সমগ্র ব্যাপারটি ক্রমে জটিল মনে হয় মুণ্ডাদের। অতঃপর ওরা থানাতেই যায়। পুরাণ সব খুলে বলে।

দারোগা তাকে থানায় আটকে রাখেন। বহুক্ষণ ধরে তাকে বোঝান, যে কেস মিটে গেছে, তা নিয়ে ঝামেলা করে লাভ নেই কোনো। এ কি সোজা ঝামেলা? আবার ফাইল খোল, কেস সাজাও, সাক্ষীসাবুদ যোগাড় কর। কিন্তু পুরাণকে কিছুই বুঝিয়ে উঠতে পারেন না।

অবশেষে পুরাণ বলে, তবে কি হবে?

দারোগা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। আবার বলতে থাকেন,—কেস বন্ধ হয়ে গেছে। এখন তুমি বলছ, তুমি খুন করেছ। এ নিয়েও কেস হতে পারে। কিন্তু আইনের পথ আলাদা মতে চলে। তুমি

খুন করেছ বললেই খুন হবে না। সাক্ষী-সাবুদ চাই। প্রমাণ চাই। কারণ চাই।

মোর ঘর ভাঙি দিল।

কবে? সে তো ঘটনার পাঁচ মাস আগে। তশীলদার খুন হবার ছু মাস আগে থেকে তোমার জমিতে অন্য লোক বসবাস করছিল। তোমার কথা আমি জানি। তশীলদারের ওপর কার রাগ থাকতে পারে, তা তদন্ত করতে গিয়ে তোমার খোঁজও নিয়েছি।—এবার দারোগা "তুই"তে নামেন। রেগে বলেন, গাধা! উজবুক! তোকে আমি বাঁচাতে চেষ্টা করছি। তোকে খুনী দাঁড় করাতে গেলে আমাকে বিস্তর খাটতে হবে। এখন আমার অনেক কাজ।

কাজটি সূর্যবংশীর এজেন্টের সঙ্গে। সাতটি ব্যাঘ্রচর্মের দাম এসেছে একুশ হাজার টাকা। দারোগা কম করে হাজার টাকা পাবেন। এখন এ হেন ছেঁড়া কেসে ফাঁসার ইচ্ছে তাঁর নেই, সদরে ও গৃহদপ্তরে দারোগার যথেষ্ট খুঁটি আছে। খুঁটির জোরেই তিনি এ কথা বলতে পারেন।

কে সাক্ষী দিবে? ঘোড়াটো ছিল। আর হাঁথিটো।

হাতি কোথায় পেলে?

হাঁথিটো উয়ার সাথ ফিরে। মোর ঘর ভাঙছিল।

বুঝেছি। মাথা খারাপ তোমার।

বাবু, আমি তোমার "দিকু" কথা বুঝি না।

কে বললে বুঝবে?

বাবু! চোট্টি গ্রামের চোট্টি মুণ্ডা সব জানে।

চোট্টি মুণ্ডা! সে তোমার সাথে ছিল?

হাঁ হুজুর। সে ভরসা দিছে মোরে।

এখন কেসটি চিত্তাকর্ষক হয় ও সিনেমায় দেখা ফুলের মত শত ডাইমেনশনে বিকশিত হয়। থানায় পুরাণকে রেখে দারোগা রাজার এজেন্টের সঙ্গে দরকারী কাজটি সারতে যান। পরদিন চোট্টিকে খবর করতে বলেন কনস্টেবলকে। পুরাণের কথা শুনেমেলে

কনস্টেবল সসম্ভ্রমে বলে, হজৌর! তা কেমন করে হয়? যে দিন তশীলদার খুন হয়, সেদিন চোট্টিরে আমি হাটে দেখলাম। হাটেই ছিল ও, মোরা কথা ভি বললাম। ওদের থানার সেপাই ভি ছিল।

দারোগা পুরাণকে বলেন, বটে! চোট্টি তোর সঙ্গে ছিল?

না না, হাটে গিছিল, গেলেও উ মোর বুকে বসি থাকে।

দারোগা ওকে বেজায় ধমক দেন। বলেন, হাতি ছিল! চোট্টি মুণ্ডা ছিল! যা ঘরে যা। নয়তো আমি তোকে মেরে শেষ করব।

অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পুরাণ বলে, তবে কি ঘরটোর লেগে চিন্তে চিন্তে মাথাটো মোর বিগড়ায়ে গিছে?

বেরো এখান থেকে।

হাঁথিটো ভি দেখলাম, চোট্টি ভি সাথ ছিল···

চোট্টিরা ভেবেছিল, পুরাণ এতক্ষণে চালান হয়ে গেছে। কিন্তু পুরাণকে আসতে দেখে ওরা চমকে যায়। পুরাণ ওকে সব কথাই বলে। ওর মাথা খারাপ বলে দারোগা ওকে ছেড়ে দিয়েছেন জেনে চোট্টি বলে, আয়, বোস। সকল কথা বল। আগে কিছু খা।

ভুট্টার ছাতু জলে গুলে লবণ ও লঙ্কা দিয়ে খেয়ে পুরাণ বলে, দারোগা বিশ্বাস হল না যে আমি তশীলদারের মারছি।

সে কেমন হল?

বুঝি নাই।

পুরাণ সকল কথাই বলে গেল। হাঁথিটো দেখতাম, তু রতিস মোর বুকের মাঝে স—ব মিছা?

পুরাণ তু আজ যেমুন বাঁচছিস এমুন কুনো মুণ্ডা বাঁচে নাই কুনোদিন। তু এখুন বুঝিস নাই কি বাঁচা বাঁচলি।

পহান বলল, ওরে ঘরে রাখ। তা বাদে উয়ার কে কুথা আছে সেথা লয়ে জিম্মা করি দে।

চোট্টি ওকে নিজের ঘরে রাখল। পরদিন পুরাণকে নিয়ে ও এবং পহান গেল লাতেহার। ট্রেনে। ট্রেনে বসে চোট্টি বলল, তু মোরাদের রেলে ভি চাপালি। কুনোদিন ভাবি নাই রেলে চাপব।

রেল ভাল। আমি তো থাকতাম।

চুপ যা এখুন। সে কথা ভুলি যা।

হাঁ চোট্টি, বুকটা ভি শূনা, হাঁথিটো ভি দেখি না? তখুন ট্রেনের গাড়িতে শুতাম, হাঁথিটো দেখতাম সদাই?

হাঁথিটো হাঁস হয়ে উড়ি গিছে, যাঃ।

তিন জনেই খুব হাসল। হাসতে হাসতে ওদের মনের ভার হালকা হয়ে এল। লাতেহারে নামল তিন হাসিমুখ মুণ্ডা। গায়ে পড়ে কুলিদের বলল, পরথম রেলে চেপেছি গো, হাঁস উঠছে তাতে।

পুরাণ বলল, চোট্টি, মদ কিনে লই চল্।

আগে ঘর চল্।

ঘরে গিয়ে পহান ও চোট্টি পুরাণের ছেলেদের সমগ্র ঘটনার গুরুত্ব বোঝাল। বলল, কুথাও যেতে দিবি না।

হেতায় বা কতদিন রব?

কুথা যাবি?

ঠিকাদার বলে গাছকাটা কাজ।

কোথা?

কুথায় জানি। গোরমেনের জঙ্গলে।

তাই যা। কিন্তু ওরে ছাড়বি না।

পুরাণ বলল, মদ খাবি না?

পরে এসে খেয়ে যাব।

ফিরল ওরা হেঁটে। অনেক রাতে ফিরল। পহান বলল, চোট্টি? উ কি দেখি? হাঁথি? আমি কি পুরাণ হলাম?

না না। উটো মাদীহাঁথি। টাহাড়ের ঠাকুর মন্দিরের হাঁথি। মাহুতটো উরে নিয়ে ঘুরে বুলে।

তাই বল! পুরাণটোর মাথায় বা কি হছে জানি। এখুনো বুঝ পায় নাই কুন্ হজিমত হতে বাঁচল।

আমি তো এখনো বুঝি নাই।

এমুন হল কেন?

দারোগাই জানে।

সবই গল্প কথা চোট্টির জীবনে। সবাই বলল, পুরাণের বুকে বসে তুই তারে সাহস জুয়ালি?

পুরাণের মাথায় ঠিক নাই।

পুরাণরা সপরিবারে ঠিকাদারের সঙ্গে চলে যায়। ঘুরতে ঘুরতে রামগড়ের রাজার কলিয়ারিতে। সেখানে তারা মিশে যায় অন্য এক জীবনে। সে জীবনে সুখ নেই। তবে তশীলদার এবং "হাঁথি"ও নেই। চোট্টি গ্রামের মোতিয়া ধোবিনের ছেলে বাস রুটে ছোলা ভাজা বেচে। তার সাক্ষাৎ পেয়ে পুরাণ বলে পাঠায় চোট্টিকে, এখানে সব কিছুই তার কাছে অচেনা। ভাল লাগছে না। কিন্তু ইউনাইন আছে বলে ওরা সবাই কাজ পেয়েছে। তবে যে ঠিকাদার ওদের যোগান দিয়েছে, সে টাকা নিয়ে নেয় অনেকটা।

চোট্টি বলল, নিক। জানে বেঁচে থাকুক।

পুরাণের ব্যাপার মিটে যায়। পুরাণকে জেলে যেতে হয় না। কিন্তু নিজের ছেলে হরমুর বেলা চোট্টি জেল নিবারণ করতে পারে নি।

দশ

সময় এগিয়েছিল। কোনো বছরই চোট্টি, চোট্টি গ্রামের মেলায় তীর খেলায় যেতে ছাড়েনি, বিজেতা হতে দেয়নি অন্য কাউকে। তার কাছে যারা শিখে গেছে, সেই সব ছেলেরা মেলায় মেলায় জিতেছে। পরতাপ চাঢা চলে গেছে বোথারোর দিকে, আরেকটি ইটভাটি খুলতে। হরবংশ চাঢা এখানে ইটভাটি দেখে। ফাঁপা ইট তৈরি করে ও। অত্যন্ত শস্তা দরে খাটে বলে, গ্রামের লোকগুলিকেই সে কাজ দিতে পছন্দ করে। তীরথনাথের কাজ বাঁচিয়ে চোট্টিরা ও ছগনরা কাজ করে সেখানে। স্টেশনের কাজকর্মে লোকগুলি আর কুলি কাজ পায় না। ঠিকাদার কুলি আনে। তবে অবৈধভাবে গাছ মেরে পাহাড় নির্বৃক্ষ করে পাথর ভেঙে মোরেইন

তৈরির কাজ গ্রামের লোকেরা পায়। পরতাপের ঘোষিত বারো আনা দিনমজুরী সবাই দিয়ে থাকে। ছগন বলে, মোরা এখন বারো আনার সিপাই। যেখানে যে কাজ, তাতেই লড়ে যাই। কাজ যেমন হোক, বারো আনা আর এক টাকা হবে না। হাঁ চোট্টি, একবার সবে যেয়ে বললে হয় না?

কি বলবি?

এক টাকা দাও।

দিবে না।

কেন দিবে না?

তু লিখাইপড়াই মানুষ, বুঝিস না?

তুই বল্। তোহার দিমাগ আচ্ছা বা।

কেন দিবে তাই বল্।

তুই বল্ না।

চোট্টি ক্ষীণ হেসে বলল, কাজের মানুষ অগণন। কাজ কম। মোরা না করলে আশপাশ হতে লোক আসবে। খরা আকালের দেশ। আমরা দিয়া তো সকল কাম আসান হয় না। তাতে হরবংশ এখুন আকালের কালে চারআনা আর গোরমেন রিলিফের মাইলো দিয়া কাম করাছে।

তাই বল! তাতেই বাহারের লেবারের সাথ মোরাদের কথা কতে দেয় না। তাতেই তারা ভি মোরাদের সাথ মিশে না।

হাঁ। দেখ কেন, জায়গা বড় হছে, রকম রকম মানুষ। কত রকম কাজ ভি হতেছে। কিন্তুক মোরা যেথা ছিলাম সেথা আছি। একটা ভালাই দেখি। আগে তীরথনাথ করজ না দিলে খেতে পাই নাই। এখুন পাথর ভাঙি বা মাটি কাটি, করজটো কম হয়। আর দেখি হালচাল বদলাছে। হরমু ভি গায়ে জামা দেয়, মুণ্ডা বিটিরাও জামা পরতাছে। আমরাদের চাল আর নাই।

না। আর থাকে? এখন হাটে হাটে শস্তায় জুতা চটি, হরেক রকম জামা-ফিতা-চুড়ি-টিপ কত কি? রক্ত জল করা পয়সা তাতে যায়।

তোরাদের ছেলারা ইশকুলে যায় না কেন ?

আর ইশকুল! একে তো চল নাই, পাঠাতে কত মারতে হয়, তাতে মাস্টার বলে কি, তোরা পড়ে করবি কি ? যা গরু চরা।

মুণ্ডাদের তো ছেলা দেখলে খেদায়।

লিখাইপড়াই মোদের জন্য নয়।

আইনে সবার জন্য, কাজে নয়।

পড়ুক গা ব্রাহ্মণ-লালা কায়স্থদের ছেলেরা।

চোট্টি হেসে বলল, আমার দুখ নাই। সনার বুনের ছেলা দেখে আসছে, রাঁচিতে মুণ্ডা ওঁরাও বিটিরা মিশনে পড়াই করে ভি কাম পায় না কুনো। রেজা কাম করে, কয়লা কাটতে যায়।

তাতে ভি পয়সা।

সেথা পয়সা। হেথা নয়।

চোট্টি পহানের কাছে গেল। হরমুর মাসির মেয়েটি সোমচরের বউ হবে। সোমচরের প্রথম বউটি মরে গেছে। আরান্দির দিন একটা দেখতে হয়।

পহান বলল, তুই বলেছিলি ঠিক।

কি কথা ? তোমরা তো আমার সব কথাই "ঠিক" দেখ।

ওই যে বলে গেলি মেলায় ? ভোজের কালে।

কি বললাম ?

বললি, মুণ্ডার আর নিজের মত কিছু রবে না। বাঁচতে হলে ছগনদের সাথ এক হয়ে ছিঁড়াছুটা কাম করতে হবে। তীর ধনুকের খেলাও ফুরাল। শিকারখেলায় বন ঠেঙায়ে শজারু মিলে না। এখন মুণ্ডা মুণ্ডা হবে পালাপার্বণে, বিয়াসাদীর মত সমাজের কাজে। তীরধনুক হই গেল মেলায় খেলা জিতবার খেলনা। যা ছিল হাতিয়ার, তা এখুন খেলনা।

চোট্টি নিশ্বাস ফেলে বলল, খেলনাই থাকুক। পুরাণটো বাঁচি গিছে বরাতজোরে। নয় তো তারে ধরলে নরসিংগড়ে সকল আদিবাসী ঘর হাঁথি দিয়া ভাঙা করত। দেখা যখন যা হয়, তাতে

যদি মুণ্ডার উপর জুলুম উঠায়, তাতেই তো মুণ্ডারা আরো দেশঘর ছাড়ি চলি যেছে।

মিশনে আর যায় না।

মিশন! সুখাদের সাথ সাথ মিশনের সুখ শেষ। মিশন আর জমি দিয়া মুণ্ডা ওঁরাওরে চাষীবাসী করে না এখুন। গঞ্জ টাউনে যাও, দেখবে মিশনের মুণ্ডা ভি মোদের মত পেটের ধান্দায় যে যার কাম খুঁজে ফিরে। আগে ছিল গোরমেনে-মিশনে শ্বশুর-জামাই। এখুন আজাদী গোরমেন মিশনরে ভাল চক্ষে দেখে না।

তবে ভি মুণ্ডারা আপন ধরমে ফিরে না কেন?

পেটের চিন্তায় সব ভুলে থাকে।

তবু, ধরম বলে কথা!

মোরা ধরমে আছি, তাই রব। কিন্তুক পেটের খিদা, বেঠবেগারীর জ্বালা, করজের কোড়া, ই হতে তো খালাস পাই না?

তোর তবু নিজের জমিটুকু আছে।

সে হরমু, সোমচর, এতোয়ার। আমার আর কোয়েলের বলতে বাপের আমলের ডাঙা টুক।

হরমুর জমিটো ভাল।

আমি তো বাল, উ জমির ফসল বেচে তুরা আর ভি জমি কেন। নয় তো সবার সংসার বাড়তেছে, খাবি কি?

হরমুর সেই জমি নিয়ে এতকাল বাদে, অপ্রত্যাশিত গণ্ডগোল বাধল। এই ১৯৬১ সালে। এ বছরের আরেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, চোট্টি মেলায়, চোট্টির বেয়াই ডোনকা মুণ্ডার আচরণ। মেলার শেষে, তীরখেলায় সে বলে বসল, চোট্টির তীরখেলা ঠিক হয় না আর। মন্তরপড়া তীর উয়ার, তীর নিশানী বিন্ধে তাই। এ ঠিক নয়।

চোট্টি বলল, তুই পারিস নাই, সে রাগে বলিস। তু তো ছোট মোর চেয়ে। আমার বয়স তিন-কুড়ি-এক হল। ঠিক আছে। আমি খেললাম না তীর। তোর তীর দে। সবার তীর দে।

সবই গল্পকথা চোট্টির জীবনে। সকলের তীরেই সে লক্ষ্য বিঁধল। নিশানী চোখটি হল তীর কণ্টকিত। তারপর চোট্টি বলল দু-কুড়ি পাঁচ বছর জিততেছি, অনেক হছে আর খেলব না।

দারোগা বলল, সে কি কথা ?

হরবংশ চাচা বলল, তোমার খেলায় মেলার জোশ।

পহান বলল, তবে আমি এক কথা বলি। তু যখন বলছিস, কথা ফিরাবি না জানি। তবে—দারোগা, তীরথনাথ ও হরবংশকে বলল পহান, তবে ও কেন বিচারক হোক না ? আমি পহান বলে বিচারক হই। কিন্তুক ধনুক হল ওর বশ। ও বিচারক হোক ?

আমাদের আপত্তি কি ? কিন্তু চোট্টি মেলায় চোট্টি গ্রামের পহানই বিচারক হয়, তাই নিয়ম দাঁড়িয়ে গেছে।

চোট্টি গ্রামের পহানই তো আপনা হতে ছাড়ি দিছে জায়গা, আর চোট্টি মুণ্ডারে ভি হুকুম দিছে।

চোট্টি হাসল। বলল, যা বল।

সনা বলল, ই ডোনকা কি করলি ?

চোট্টি বলল, ঠিক করছে। বুড়াটা হই গেলাম, তবে ভি তোরাদের দেখায়ে দিতে হল, যে চোট্টির মন্তর হাতে, তীরে নয়। হাঁ, সে একটো তীর আছে বটে। তারে বহোৎ দিন বুকে করে রাখি। মেলায় লয়ে আসি, লয়ে যাই। সে তীর নিশানা জিতার তীর নয়। কাছে রাখবার। হাঁ, বুড়াটা হই গেলাম। তীরখেলা মোর গদি নয় যে ধরে রাখব। জোয়ানরা দেখুক। তারাদের ভি খেলতে দিতে হবে, নয় ? না, কোন দুখ নাই মোর।

কে পারবে, বল্ ?

চোট্টি হেসে বলল, অভ্যাস করলে মোর সোমচর, তোর ভাইয়ের পুত জিতা, উরাই পারবে ? হরমুটো চেতে উঠে। উয়ার মাঝে ধীরস্থির নাই। কিন্তুক আগে উয়ার হাত খুব থির ছিল রে। টোকা যখন, তখন সবুজ পাতার আড়াল হতে সবুজ হরিয়াল মারছে কত।

এখুন সি জমিটো হছে উয়ার জাহান। উয়ার মা বলে, ছেলা হতে জমিন্ ভালবাসে উ। জাহান জমিটো।

জমিটো জাহান মোর—অঘ্রানে ফসলভরা খেতের দিকে চেয়ে কয়েক দিন বাদে হরমু বলেছিল, জাহান মোর ইটা।

তীরথনাথের গোমস্তা ধীরভাবে সব শুনে বলেছিল, লালার জমি। তুরা বহুদিন আবাদ করলি। বহুৎ ফসল উঠালি।

বহুৎ ফসল উঠালাম! লালারে আধা দিই না?

ছি ছি ছি! এমন কথা তো সে বলে নাই?

ফসল কাটা হতে তার লোক মোতায়েন থাকে। তার সামনে ওজন হয়। খড় বল, তুষ বল, সব আধা দেই।

নিশ্চয় দিস।

তবে সে জমি চায় কেন?

তার জমিন্, সে চাইতে পারে।

বাবার সাথ কথা আছে তার।

এই দেখ।

কি দেখব? কথাটো কি বরাবরের নয়?

তু যেয়ে তারে বল্ গা। আমি কে? হুকুমের চাকর। হুকুম হল, বলে গেলাম। এখন যা করবি কর্। ফসলটা তো লয়ে যাবি। তখন কথা বলে নিস তার সাথ? আমি যাই।

হরমু বাবাকে অভিযুক্ত করেছিল, কেন লালার সাথ লিখিপড়ি কর নাই আবা? এখন যে জমিটো চলি যায়?

সে কি কথা?

তুমি যেয়ে কথা কও।—ভীষণ উদ্বেগ হরমুর গলায়, বুঝ না কেন লালা জমি চায়? এত বুঝ তুমি?

তু কি বুঝিস?

আছিল পতিত ফালনা জমি। আমারদের তিন ভাইয়ের মেহনত খেয়ে তা এখন ফলনা জমি। ফসলে-ফলে হাসে যেমুন। ধান গাছ জোয়ান হয় যখুন, মোর সাথ কথা কয়। ওরে ফসল দেই, এই

বড় বড় ভুট্টার দানা, এই মোটা মোটা ধান। তা দেখে ও রিষ করে।

জমি তো আমারে দিছে লালা।

অত্যন্ত বিচলিত হয়ে চোট্টি ছুটে যায়। সঙ্গে থাকে হরমু ও অন্য মুণ্ডারা। লালা বলে, মার উঠাবি নাকি?

আগে বল মহারাজ, জমিন্ তুমি ফিরত চাও?

হাঁ চোট্টি।

জমি তো আমার।

তোর যদি হবে তা হলে তুই মোরে আধা ফসল দিস কেন? বল্ আমারে? আমি যে সকল জমির মালিকানা রাখি, তার ফসল কারেও দেই? যখনি ফসল দিস্ তখনি প্রমাণ হয়, তোরে আধাভাগে দিছি।

জমির খাজনা নাও নাই?

নিছি।

কার নামে জমা দিছ?

মোর নামে। মালিকানা যার, সে দিবে খাজনা।

কিন্তু মহারাজ! মণিরাম ছত্রীর কথা ধর। সে তোমার জমি চষে, আধা ফসল দেয়। তার জমির খাজনা তোমারে দেয়, তুমি বা নিজের নামেই জমা দাও। কিন্তুক তার জমি ত নাও না। আধা ফসল, আধা হক নিয়ম তো তার বেলা মেনে নিছ?

সে হিন্দু, স্বধর্মের লোক।

তবে লিখাপড়া করতে দিলে না কেন? কেন মিছা কথা বললে? বলেছিলে, মুখের কথাই সব?

যখন বলেছিলাম—

হরমু বলল, তখন ভাব নাই সেই কাল্না জমি ফল্না হবে। তাই ভাবছিলে মহারাজ।

তোর সাথ কথা নাই মোর হরমু।

চোট্টি বলল, মোর সাথ বল।

আর কি বলব? বললাম তো।

শুধা হিন্দু কেন? আদিবাসীরে দাও না? ভিকন ওঁরাওরে দিছ, বুঢ়া মুণ্ডারে দিছিলা। কার নামে জমি রেকড আছে? আর মহারাজ, আধা ফসল এতগুলো বছর নিতেছ। তাতে তো একথাও সাথ সাথ প্রমাণ হয়, যে এ বন্দোবস্তী তুমি মানি নিছ। নয়তো জমি নিতে, নয় কুনো বেবস্থা করতে। মেহনতীতে ভি হক আসে।

চোট্টি, কথা বাড়ায়ে লাভ কি? জমি বন্দোবস্তে দেই। পছন্দ না হলে ফির বন্দোবস্তে দেই।

তুমি তখন বন্দোবস্তী লিখতে দিলা না কেন?

চোট্টি! সাচাই বলি, আগে জানি নাই জমি ফল্‌না।

ফল্‌না ছিল না জমি। তিন ভাই বাঁক লয়ে জঙ্গলের পচা পাতার সার বহিছে, কত মেহন্নতে জমির গোঁসা ভাঙায়ে জমিন্‌রে হাসায়েছে। তবে জমি হাসল। আর ই কথাটো বল, ই তুমার মনে ছিল, নয়? বল তুমি?

তু বুঝিস না চোট্টি।

চোট্টি আশা ভঙ্গে, অপমানে, দুঃখে, এবং বুক ভেঙে দেওয়া আকুল আবেগে বলল, তুমি না মহারাজ? কুনো দিন শুনলাম না বুঝি। তবে মহারাজ, বুঝায়ে দাও? একবার দেখি দিকু-কথা বুঝে না কি মুণ্ডা। বল, বল আমারে? লিখাপড়া থাকে না, খাজনা দিয়া চলে, তবু ভি আদিবাসী বল, ছগনরা বল, ফাল্‌না জমিতে আধা হক পায়। কত সময়ে তা লিখা থাকে, কত সময়ে থাকে না। অনে—ক কাজে মুখের কথায় সব হয়। তুমি বল এত করজ নিছিস, তা মুখের কথা। তুমি বল এত কাটলাম, তা মুখের কথা। বুঝায়ে দাও, যে পড়তে জানে না সে মুণ্ডা কেমুনে বুঝে ই মুখের কথাটো সাচাই রবে না?

তীরথনাথ বুঝছিল, সে ঠিক কাজ করছে না। এ কথা সত্যি যে সে বা তার মত মালিক কোনোদিন ভাল জমি এদের দেয় না। পাথুরে জমি, বাঁজা জমি, শুকনো জমি, বহুদূরে পড়ে থাকা ভাঙা

জমি, জঙ্গলের কিনারে জমি, এগুলিই দেয় ভাগে। আধা ফসল আধা হকেই দেয়। কেননা মানুষগুলি তেমন জমিকেই স্বর্ণপ্রসূ ভূমিজ্ঞানে বুকের রক্তে লালন করে। যে জমিতে ফলেছে শুধু চোরকাঁটা ও চিনা ঘাস—সেই জমিতেই ওরা ফসল ফলায়। নিম্ন-স্তরের। সেটুকুই মালিকের লাভ। ওরাও জানে, এর মানে এই নয়, যে এর ভিত্তিতে ঢালাও ভাবে, ভাগের জমিতে আধা ফসল আধা হকের কোনো ঐতিহ্য গড়ে তোলা যাবে। যে জমি নেয়, যে মরে গেলেই এ হক চলে যায় না। সবটাই মালিকের মর্জি। কিন্তু পুরনো ঐতিহ্য বলে মালিকও ফাল্‌না জমির ক্ষেত্রে হক মেনে নেয়।

ফাল্‌না জমি এমন করে ফল্‌না হয়নি কখনো। কোনো নজির নেই। নেই বলেই তীরথনাথ নজির স্থাপনা করতে চলেছে। এটি মালিকদের পক্ষে লাভজনক। অতএব এ নজির থেকেই আদত দাঁড়িয়ে যাবে। মরকুটে অপুষ্ট ভুট্টা ও ধান দেখলে তীরথনাথ এমন করে জমি নিতে চাইত না। তীরথনাথ এও বুঝল, প্রচলিত আদত উপেক্ষা করে ও সম্ভবত বিশ্বস্ত ও সৎ চোট্টির প্রতি অন্যায় করছে। কিন্তু চোট্টির প্রতি অন্যায় হচ্ছে কি না, তা দেখতে গেলে তীরথনাথের চলে কি?

শোন্ চোট্টি—

বল, বল্ল তুমি।

ঝগড়া উঠায়ে লাভ নাই। ই জমিটা আমি লই। তোরে নয় আমি জমি দিব কুরমির দিকে? ফাল্‌না জমিটা?

হাঁ মহারাজ। সে জমি দিবে, তারে বুক হতে লৌ সেচ করে ফল্‌না করব, তখুন সেটা লবে। তারপর কোথায় চোট্টিরে জমি দিবে মহারাজ? ধরতিতে যত ফাল্‌না জমি সব কি তুমি কিনে নিছ?

তীরথনাথ বুঝতে পারছিল, চোট্টি, চোট্টি মুণ্ডার সঙ্গে কথা বলছে সে। চোট্টিকে অঞ্চলের মুণ্ডারা দেবতা জ্ঞান করে। চোট্টির কাছে, চোট্টির মত আদিবাসীদের কাছে সে অনেক পায়। চোট্টির আছে মন্ত্রপড়া তীর। সে তীরের ক্ষমতা অনেক। তবু তীরথনাথ নিজেকে

ফেরাতে পারছিল না। মালিক-মহাজন সে। যে কথা বলেছে সে কাজ না করলে মন্দ নজির রেখে যাওয়ার অপরাধে অভিশপ্ত হবে সে। এখন স্বাধীন ভারত। রাজা-জমিদার এসব ফালতু ঝামেলা ছেঁটে গেছে। সে না হয় মাঝারি জোতদার। কিন্তু তার মত জোতদাররা, তার মত এবং তার চেয়ে বড় এবং তার চেয়ে ছোট জোতদার-মালিক-মহাজনরা এ গোরমেনের মস্ত বড় বল-ভরসা। গতবার ভোটে তো সে টাকা দিয়েছিল মাথাপিছু দুটো করে, তারপর তার কথায় এরা ভোট দিয়ে এল। বড়ই আফসোস, তীরথনাথ জংলা জায়গার মালিক মহাজন। তেমন শিক্ষিত নয়, সংগঠিতও নয়। এবার সামনের বছর ভোট। তেমন ধনী ও সংগঠিত হলে তীরথনাথের থাকত ট্রাক। চোট্টি ও ছগনরা হাতে পেত টাকা। তারপর তীরথনাথের নিজস্ব লোকজনই ট্রাকে চেপে ভোট দিয়ে আসত। কিন্তু চোট্টির সঙ্গে এমন ব্যবহার করা কি ঠিক হচ্ছে তার? চোট্টির কারণেই কত অল্প বয়সে তীরথনাথ অংরেজ গোরমেনের কাছে "রায় সাহেব" খেতাব পেয়েছিল। সে এবং চোট্টি প্রায় একবয়সী। চোট্টির সঙ্গে এমনটা করা তার মোটে উচিত হচ্ছে না। কিন্তু এখন আর ফেরা চলে না। ভয়ের বা কি আছে? গোরমেনের দলের আপিস তো তিন স্টেশন বাদেই। সেখানে গেলেই মদত মিলবে। তীরথনাথ বলল, ওহি বাত।

বাস মহারাজ? হয়ে গেল?—চোট্টির কণ্ঠে ছিল শুষ্ক হাহাকার। কি হয়ে গেল? বিরাট কোনো ঘটনা? তীরথনাথের অস্বস্তি হচ্ছে কেন? সে কি করেছে? ঘরে এত লোকই বা কেন? চোট্টিরা ছিল, মুণ্ডারা। এরা কখন এল, ছগনরা? সকলে দুর্বোধ্য চোখে নীরবে তার দিকে চেয়ে আছে কেন? কি করেছে তীরথনাথ? একদা এক মুণ্ডাকে বলেছিল আধা ফসল আধা হকে ফালনা জমি তোরে দিলাম। লিখাপড়ার দরকার নাই। আজ বলছে সে জমি নিয়ে নিলাম। এতে অন্যায় কি আছে? তীরথনাথ বুঝল, তার নিজের মনই বলছে অন্যায় হয়ে গেল। বুঝল, তাকে নিয়ে যে গল্প জায়গার লোকরা বলে, জংলী মহাজন—তা সত্যি। আজীবন পরিচয়ের

ব্যাপারটিতে লাথ মারতে হলে অনেক শক্ত কলিজার প্রয়োজন। তীরথনাথ তেমন শক্ত এবং হিম্মতদার নয়। ভীরু যখন অন্যায় করে, বর্বর হয়। তেমন বর্বরতায় তীরথনাথ বলল, ওহি বাত।

ওই কথা!

হাঁ। আর, আর শুন্, এবার ফসল দিতে হবে না।

এবার কি পুরা ফসল—হক ছুট? না মহারাজ, মুণ্ডা তোমার নিয়ম বুঝে না। ফসল দিব।

তীরথনাথ চেঁচিয়ে উঠল, মোর সব কথায় অন্যায় দেখছিস তুই। আমি মন্দ! মন্দ মানুষ কারে বলে জানিস তুই? খবর নিলে দেখবি, আর কোনো মালিক-মহাজন, মুণ্ডা ওঁরাওরে কোঁচা দিয়া ধুতি পরতে দিছে না, কাঁসার থালায় খেতে দিছে না, জুতা পরতে দিছে না।

হরমু এতক্ষণ তীরথনাথকে নির্নিমেষে দেখছিল। এখন বলল, সে তুমি না বললেও হয়া আছে।

কি রকমে? আরে হরমু কি রকমে?

ধুতি কিনার পয়সা নাই, খাটো ধুতিতে কাছা মেরে লেংটি পারা পরি, পয়সা নাই যে কাঁসার থালে খাব, পায়ে জুতা পিন্ধে বেড়াব। তাতেই বুঝ কি রকমে।

যা, তোরা যা।

ঘরে এসে চোট্টি বলল, কাল ওর ফসল দিয়া দিবি।

তারপর?

হরমু! নিজের কাছে সাচাই রতে হলে অনেক সময়ে অনেক কাজ করতে হয়, তা সকল সময়ে বলার দরকার নাই।

কি বল আবা?

বলছি।

কি বল?

মোর সাথ কথা হছিল, কিন্তু তোর জমিন্।

মোর জাহান।

লালা যা বলবার তা বলি দিছে। আমারদের যা করবার তা

করব। উয়ার সাথ বাজবে মোর। ই জানি, সে আগে থানায় জানাই রাখে, তার জোর খানিক। কাল যাব।

কি বলবে ?

তোরে বলে কি হবে ? ওঃ, বুকটো জ্বলি যায়। কত দুঃখে মুণ্ডা ঘর ছাড়ে বাপ, কত দুখে দেশান্তর যায় ?

হরমু বলল, উঠ, হাতমুখ ধোও. খাও।

আজ খাব, কাল ?

খাও।

একটো কাম ভাল করছে লালা।

কি ? হাস কেন ? আবা ? হাস কেন ?

বহুৎ ভাল করছে লালা। বুঝিস না ? সকল মুণ্ডার মত আমারদেরও দশা। উ জমিটা ছিল বলে দুটা খাছি, ভুলে থাকছি যে মুণ্ডা হয়ে আমারদের কুনো সুখে হক নাই। জমিটো যেছে, তাতে আবার সকলার সাথ শামিল হব। ই ভাল হছে।

জমি "যেছে" বল কেন ?

হরমু ! তু সিদিনা টোকা। তু ভি বাপ হছিস। কিন্তুক আমার চক্ষু তু কুথা পাবি ?

আঙুল তুলে অন্ধকার দেখিয়ে চোট্টি বলল, জমি এমনিতে দিব না। এমুন অপমান ! এমনিতে দিব না। জাহান চলি যায় তো যাবে। কিন্তুক হরমু ! তখন থানা-পুলুস-আইন-আদালত। সকল পাক ঘুরে মুণ্ডা আমি, মরব আবার। মুণ্ডারে কি শুধা মালিক-মহাজন মারে ? আইন মারে, আদালত মারে, পুলুস মারে। সবাই মারে। জমি চলে গেছে হরমু, আমি দেখতে পেছি চক্ষে। আদিবাসীরে দেখিতে অপছার হছে, সে ভি বলে, ঘরে বসে মাছুর বুন, চেঙারি বুন, মদত দিব। জমিজমা লয়ে কথা বললে কিছু করতে লারব বাপ। আইন-আদালত কর গা। আইন ! আদালত ! কুনোদিন বিশ্বাস পাই নাই। কোথা পাব উকিল ? উকিল টাকা নিবে, সে কি বলবে মুণ্ডা বুঝে না। মুণ্ডা কি বলে সে বুঝে না, উকিল মুণ্ডার কথার অ্যাং

বললে ব্যাং বুঝায় আর হাকিমরে উলটা বুঝায়। হাকিম উলটা বিচার করে।—কিন্তুক—

কি "কিন্তুক" আবা?

কিন্তুক জমিন্ লয়ে হাংগামা উঠলে ভৈষা গাড়ির ছুট চাকা যেমন গড়ায়ে গাড্ঢায় পড়ে, তেমুন সে হাংগামা গড়ায়ে আদালতের গাড্ঢায় পড়বে। তখন কি আর জমিটো রবে? আদালত কখুনো কুনোদিন মুণ্ডারে দেখে নাই, দেখবে না।

দেখবে না!

না হরমু। সকল গোরমেনের। গোরমেন মুণ্ডার হক দেখলে সকল মুণ্ডা এমুন করে কাঙাল বনি যায়? দিকুর লাথে দেশ ছাড়ে? দেখবে না হরমু। হরমু! বাপ মোর! বউটো বসি আছে, যা, দুটা খেয়ে ঘুমা গা। আমি টুকচে বসি। আন্ধারটো বেশ লাগছে রে! আন্ধারটো যেমুন মা, ইয়ার কাছে কুনো লাজ লাগে না।

আবা! সকল সময়ে তো তুমি ছগনরে বল?

ই কথাটোতে ছগনরাদের কি বলব? ই যে এক মুণ্ডার সাথে এক লালার হিসাব। ইতে উরা আসবে কেন?

আসবে নাই?

না। উরাদের সাথ, অন্য আদিবাসীদের সাথ তো কুনো হাংগামা উঠায় নাই লালা? যাতে পুলুস-থানা-আদালত, তাতে উরাদের ডাকাও ঠিক নয় হরমু।

উরাদের পরও তো চোট আসতে পারে।

খুব পারে। কিন্তুক হরমু! মালিকের সাথ হাংগামা উঠবে। তা জানি আগাছি মোরা। মোরা জানছি, আর পথ নাই। এমুন করে আগালে আইন-আদালত হবে, সেথাও লাথ খাব, জেনেও আগাছি। সবে যখুন এমুন করে লৌয়ের আগুনে বুঝবে, যখুন আগাবে, তখুন এককাট্টা হতে পারি। বলতে পারি চল্ তুরা। তেমুন করে আগাবে কে?

ডরপুকা উয়ারা।

না বাপ! ভুখারুগা মানুষ, লাথ খাওয়া মানুষরে দোষ দিও না কখুনো। পিছনে কেউ নাই, বুদ্ধি দিতে কেউ নাই, টাকা নাই কারো, কারে দোষ দিবে বাপ? যাও। খাও গা।

তুমি?

ওই যে বললাম, আন্ধারে বসি।

হরমু চলে গেল। চোট্টির বউ এসে চোট্টির কাছে দাঁড়াল। বলল, জানলাটো খুলি দিব, শুয়ে আন্ধার দেখো। এখুন খাও, শোও। কাল থানা যাবে, কাম আছে।

তুই শুনছিস সব?

শুনছি। চল।

চোট্টি উঠল, ঘরে গেল। হরমুর মা ওকে থালা এগিয়ে দিল। ডাল আর ফেনা ভাত। এখন জঙ্গলে শিকার মেলে না। ওরা ডাল আর ফেনাভাত, তেঁতুলপাতার ঝোল, হাটে কেনা শুওরের মাংস মাঝেসাঝে, এই সবই খায়। মিশনের লোকরা খরা-আকালে খয়রাতি দিতে এলে বলে, এত কম পুষ্টির খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকার অভ্যাস আছে বলেই অনাহারে আদিবাসীরা মরে কম। খাওয়ামাখা দেহ হলে অনেক বেশি মরত।

খাওয়ার পর চোট্টি বলল, ঘুরে আসি।

কোথায় যাবে?

বলোয়াটো দে।

কারে কাটতে যাও?

কারেও নয়, অভ্যাসে লই। মানুষের ডর তো নাই, আর সে সুখের দিন নাই যে বাঘ এসে ঝাঁপ দিবে।

চোট্টি বলোয়াটি হাতে চেপে ধরে বেরোল। টিলা পেরিয়ে প্রান্তর। কোনাকুনি হেঁটে গেলে তার জমি। এখন আর পাকা ধানের গন্ধে আসে না হরিণ। নেই। যার ইচ্ছে, যেমন ইচ্ছে শিকার করে করে শেষ করে দিয়েছে সব। যদি কিছু জানোয়ার থাকে, মানুষের ভয়ে চলে গেছে গহীন বনে। জমির সামনে পৌঁছে চোট্টি ক্ষণেক দাঁড়িয়ে

থাকল। মনসার বেড়ায় ঘেরা জমি। ধান দেখে উড়ে পড়ে পাখি। কোয়েলের ছেলে এতোয়া আর সোমচর সারাদিন পাখি তাড়ায়।

ধান গাছগুলি নুয়ে পড়েছে। এক টুকরো জমি। কালই ধান কাটা হবে, নেয়া হবে লালার কাছারিতে। মেপে আধা দিতে হবে।

কে ?—চোট্টি পায়ের শব্দ শুনেছে।

দাদা, আমি।

কোয়েল ? তু এলি ?

রাই হতে ফিরে সকল শুনলাম।

আমি এখানে, তা জানলি কেমনে ?

মনে জানলাম।

কাল ঘরে থাকিস, আমি থানা যাব।

গিয়া কি হবে দাদা ?

জানি না। তবে দিকুরা দেখছি, কিছু হলে আগে থানায় জানায়ে আসে। পরে কিছু হলে সে টুক কাজে লাগে।

তোমার কথা নিবে ?

জানি না। এমনিতে তো দারোগা ভাল কথা বলে। সেদিনও বলা গিছে সনারে কিছু হলে তুরা থানায়ে জানাস। নিজেরা দাঙ্গা উঠাস না। সনা বলছে, আমরা বললে তুমি শুনবে ? দারোগা বলছে, নিশ্চয়। গোরমেনের চক্ষে সকল প্রজা সমান।

চল, ঘর চল।

চল্।

পরদিন চোট্টি গেল থানায়। পহান, কোয়েল, সনা সকলকে যেতে বলল হরমুর সঙ্গে ধানের ভাগ দেবার সময়ে। হরমুকে বলে গেল, কুনো গোল করিস না।

তুমি কিছু চিন্তা কর না আবা।

চোট্টির জীবনে সবই গল্পকথা হয়ে যায়। দারোগার সঙ্গে আরেকজন গল্প করছিলেন। চোট্টিকে দেখে তাঁকে বললেন, এই দেখুন! যার কথা বলছিলাম, সে এসে গেল। ইনি আমার

শ্বশুরের চেনাজানা লোক। আদিবাসীদের ভালাই করবার অফিসার। সদরে থাকেন। আমার এখানে বেড়াতে এসেছেন, ওঁর আদিবাসী লোগদের খবর পাত্তা ভি নিচ্ছেন। আমিই বলছিলাম, একজন আদিবাসী আছে এখানে, আমাদের গরব, তীরের জাহুকর, আশ-পাশের মুণ্ডা সমাজের সব কথা জানে, সে হল চোট্টি মুণ্ডা। এ কথা বলে চায় পিয়েছি, ওঁর তুমি এসে গেলে।

আদিবাসী অফিসার বললেন, তোমার কথা হচ্ছিল।

মহারাজ! আমি আপনাকে চাইছিলাম, আপনিও আমার কথা মনে করলেন, তাতেই যোগাযোগ হল।

কি ব্যাপার, বল।

আদিবাসী অফিসার দেখলেন, লোকটির বয়স বোঝা যায় না। ছিপছিপে দেহ, চামড়া সতেজ। চোখ দুটি খুবই প্রাচীন ও ভারাক্রান্ত। ওর কথা বলা, বসা উবু হয়ে, সব কিছুর মধ্যে কিন্তু আভিজাত্য আছে। দেখেই বোঝা যায়, সম্মানে ও অভ্যস্ত। কৌতূহল জাগে।

চোট্টি আস্তে আস্তে, থেমে থেমে, সব কথাই বলল।

দারোগা বললেন, কিন্তু চোট্টি, জমি তো লালার।

মহারাজ! ফাল্‌না জমিতে আদিবাসীদের আধা ফসল আধা হক তো রেওয়াজ আছে।

আছে।—আদিবাসী অফিসারও বললেন। বললেন, সাধারণত এ রেওয়াজ জমি মালিক ভাঙে না। কেননা তেমন জমিই তারা দেয়, যাতে বিঘায় দু মণের বেশি ধান হয় না। সেও সুঁটা ধান।

আমি তো শুনিনি কখনো?

আপনি শোনেননি লালজী, কেন না আদিবাসী ওঁর অন্য পাঁচটা জাত মিলেমিশে গ্রামে গ্রামে বাস করে।

এ রীতি কি শুধু আদিবাসীর জন্যে?

না না, কখনো কখনো অন্য তপশীলী জাতও পায়। তবে একেবারে বাঁজা জমি তারা নিতে সাহস করে না সাধারণত।

চোট্টি, তুমি কি বলতে চাও ?

আমি তো বুঝি মহারাজ, এ একটা হকের ব্যাপার। এ কথা সত্যি যে এমন জমি বেশি আদিবাসীর নেই। হয়তো আদিবাসী ঔর অন্যজাত মিলিয়ে সবশুদ্ধ জনা দশেকেরই আছে আপনার থানায়। কিন্তু এরপর কার কি ভরোসা থাকবে মহারাজ ? বললাম লিখে দাও। তাতে লালা বলল, মুখের কথায় কাজ হবে।

জমি কি খুব ফল্‌না ?

মহারাজ ! জমি ছিল পাথুরে, মাটি চোটালে পাথর উঠত। বাঁজা জমি। কেউ কোনোদিন লাঙলে চোটায়নি। সেই পাথর দু ভাই আর তিন ছেলে মিলে সরালাম। কাঁড়া নাই মহারাজ। পহানের কাঁড়াটো মেঙে নিয়ে কাজ করলাম। কুনো বছর দেড় মণ ধান। আধা মণ অঢুর, এর বেশি পাই নাই। জমিন্‌টো হাসত না। তখন ছেলেরা বাঁকে বহে আনল জঙ্গলের পচা পাতা, কুণ্ডী হতে জল। মদত করতে করতে তবে জমিন্ হাসল। তিন বছর হয় পাঁচ মণ ধান উঠে। লালা যে নিবে মহারাজ, সে কি এত মদত দিবে ? জমিন্‌টো বাঁজা হয়ে যাবে এবার।

দারোগা বললেন, কালই যাব আমি। একটু দরকারও আছে। আমি কথা বলব। বুঝিয়ে বলব। সমঝোতা একটা করে নিতে হবে চোট্টি। তুমি বলছ বলে এতটা করব। আমি ভুলিনি থানায় সিপাইয়ের সঙ্গে কুঞ্জরা লোকের মারামারিতে তুমি না বাঁচালে সিপাইয়ের মাথা ভাঙত।

অফিসার বললেন, কুঞ্জরা কারা ?

ফলের পাইকার। আমরুদ-সরিষা কিনতে আসবে, সব ফল তারা কিনবে জলের দরে, হাটে কাউকে ঘরের ফল বেচতে দেখলে মার উঠাবে। আসবে রাঁচি ঔর গোমো থেকে। অন্য জেলার লোক সব। মেয়েদের গায়ে হাত দিবে। আমার তো বদনাম খুব। গরীবের ভালাই দেখি। তাতেই আমাকে এই বরবাদী থানায় পাঠিয়েছে।

আপনি যাবেন মহারাজ ?

হাঁ চোট্টি। আর দেখ, সকলের হক রাখার চিন্তা তোমায় করতে হবে না। ওসব কথা বললে মনে হয় বলোয়ার মতলব ভাঁজছ। তীরথনাথ আর তোমাদের সম্বন্ধ প্রাচীন।

মহারাজ, জাহান দিয়ে তার ধান-গম-ভুট্টা রাখি। আমরা না থাকলে ওর কাছারিতে ভি ডাকাত পড়ত। কতজনের কাছারিতে ডাকাতি হয়েছে আপনি জানেন।

যাব আমি।

মহারাজ, আপনার ভাল হোক। মারদাঙ্গা কে চায় মহারাজ ? কুনোদিন করি নাই।

চোট্টি চলে গেল। আদিবাসী অফিসার বললেন, সরকার তো আদিবাসীদের ভালোই চায়, নইলে দপ্তর খুলত না। কিন্তু মালিক মহাজন বেশির ভাগ অশিক্ষিত। পুরানা আদত ছাড়বে না। মহাজনের কাছে যাদের হাত-পা বাঁধা, তাদের ভালাই করতে হলে আমাদের অন্যান্য ক্ষমতাও দিতে হয়। কুটিরশিল্প করবে কখন ? বেঠবেগারী দিবে, মহাজনের খেতে মজুর খাটবে ? চাষীবাসী জাতিকে কি চট করে হাতের কাজ করতে শেখানো সম্ভব ?

আরে, আমি জানি না ? কিন্তু—

কি ?

কালই যেতে হচ্ছে। তীরথনাথের মত মহাজনরা আমার অভিশাপ। এই দেখুন না, ওর কত জমি। জমির সিলিঙে থোড়াই কেয়ার করে এরা। তীরথনাথের বাড়িতে যত ঠাকুরদেবতা, সবার নামে জমি দেবত্র করা আছে। ফাল্‌না জমি ফল্‌না হল দেখে তুই যে খেপে উঠলি, এর পরিণাম কি ? আদিবাসী লোক খেপে যাবে। খেপে গেলে তারা বুঝবে না, এ রকম জমি খোয়া গেলে সামান্য ক জনার যাবে। "হকের" কথা বলল না চোট্টি ? তীরথনাথ জানে না, চোট্টি মুণ্ডাদের কাছে কেন, হিন্দু ছোটলোকদের কাছেও সম্মান পায় ? হাঙ্গামা হলে পুলিস যাবেই। তখন সেটা হবে কগ্‌নাই-

জেবল অফেন্স। সে কাজ করলে সরকার চেপে ধরবে আদিবাসীদের উপর চোট উঠাও কেন? আদিবাসী ভোটের জায়গা, সামনে ভোট, ১৯৬২তে। চোট না উঠালে আমার ডিপার্ট বলবে, সব জায়গায় আমি বলোয়া উঠানেবালা লোকদের মদত দেই। তেমন হলে আমার সাস্‌পেন্‌শন হবেই।

কি করবেন?

তীরথনাথকে বুঝাব। বলব, চোট্টির জমিন্ নেবেন না। আমি বলে দেব সরকারকে, আপনি খুব ভাল লোক। অনেক ভাল কাজ করেন। অংরেজরাজে "রায়সাহেব" হয়েছেন, এ রাজে দেখব "পদমশ্রী" মেলে কিনা।

বললে মানবে?

মানতে হবে। ও চোট্টি না হয়ে অন্য কেউ হলে, দাঙ্গা উঠাছে বলে পাকড়া নিতাম। ওর কথায় মুণ্ডা সমাজ ওঠে বসে। তা করতে গেলে আমার ডবল বিপদ। "আদিবাসী সমাচার" কাগজের আনন্দ মাহাতো বহোৎ খচড়াই, ঔর যথেষ্ট খুঁটির জোর আছে ওর। একবার খবর পেলে গুড়ের বোরায় নিমক ঢুকে যাবে।

তীরথনাথ মানবে?

মানতে হবে। ওর এক টুকরো জমির জন্যে কি আমি বিপদে পড়ব? বলব কি! আমার চাকরি নিয়ে টান পড়বে। চোট্টিকেও বলি! জমির মালিক জমি নেবে, তা দিবি না কেন?

এ কথা মানব কি করে লালজী? আদিবাসীরা কত গরীব হয় আপনি জানেন না। ওর হক এটা।

দেখি কি করতে পারি।

দারোগার সদিচ্ছা ছিল পরদিন যাবেন, কিন্তু আঁচাবার কালে চৌবাচ্চার কাটলের ক্রুদ্ধ কাঁকড়াবিছেটির কথা তিনি জানতেন না। ঠাণ্ডা পড়লে কাঁকড়াবিছে বেরোয় না, নিস্তেজও থাকে। অতএব নিয়ম মত ছদিন বিছের বিষে জ্বললেন না তিনি। একটা দিন অসহ্য কষ্ট পেলেন।

একটা দিনই দরকার ছিল বিস্ফোরণের জন্য। দারোগা যেদিনটা বিছের কামড়ে পড়ে আছেন, চোট্টি গ্রামে চোট্টি মুণ্ডা তখন আক্রোশ দহনে জ্বলছে। দারোগা তার কথা রাখলেন না। এলেন না। হরমু সারাদিন ঘরে শুয়ে থাকল। বাবাকেও তার শত্রুপক্ষের লোক বলে মনে হচ্ছিল। জমিটো তার জাহান্। তীরথনাথ এই দিনটি অপেক্ষা করে দেখল।

পরদিন চোট্টি আবার গেল থানায়। তখনো ভোর। বসে রইল সে। দারোগা এলেন ন টা বাজলে। বিরস মুখে বললেন, চল যাচ্ছি আমি।—আদিবাসী অফিসারকে বললেন, আপ ভি চলিয়ে।

কিসে যাব ?

দশটায় ট্রেন যাবে।

কত দূর ?

চার মাইল।

যাবেন বলে তৈরি হচ্ছেন, সনা ও পহান এসে হাজির। হাঁপাতে হাঁপাতে তারা যা বলল, তার মর্মার্থ হচ্ছে, সকালেই হরমু গিয়েছিল জমিতে। তীরথনাথের লোকজন জমির দখল নিতে যেতে ওদিকে হরমু, সোমচর, এতোয়া, জিতা, বুধনা মুণ্ডা এবং তীরথনাথের দশ জন লোকে দাঙ্গা বেধেছে। দাঙ্গা হচ্ছে এবং তীরথনাথের কাছারির দরোয়ান মথুরা সিং বন্দুক আনতে গেছে। এখন মহারাজের যাওয়া বিশেষ দরকার।

থানা সিপাই, কনস্টেবলদের নিয়ে দারোগা চললেন। আদিবাসী অফিসারও চললেন সঙ্গে। চোট্টিরাও ট্রেনে চাপল।

ট্রেন পৌঁছল। অকুস্থলে পৌঁছে দারোগা দেখলেন প্রবল মারামারি চলছে, দরোয়ানের হাতে বন্দুক। সিপাই ও কনস্টেবলরা শান্তিরক্ষায় লাঠি তুলে নেমে পড়ল। চোট্টি চেঁচাল, হরমু বেরিয়ে আয় !—কিন্তু বন্দুকের শব্দ হল। কনস্টেবলের হাতে গুলি লাগল, ভীষণ চিৎকার, তারপর সব নিশ্চুপ। দেখা গেল হরমু তীর মেরে তীরথনাথের তিনজন লোককে জখম করেছে। দারোগা খেপে

গেলেন। পুলিসকে জখম করা? তীরথনাথও পরিস্থিতির গুরুত্ব দেখে দৌড়ে এল। কনস্টেবলের হাতে তীর বেঁধে নি, বিঁধেছে গুলি। বহুৎ আফসোস! আদিবাসী অফিসার সাক্ষী থাকার ফলে ঘটনাটি চাপা দেওয়া সম্ভব নয়। তীরথনাথ দারোগা ও আহত কনস্টেবল দুজনের সঙ্গেই দু-তিনের খেলা খেলতে প্রস্তুত ছিল। পকেটের টাকা পকেটে রইল। হরমু, সোমচর, মথুরা সিং ও তীরথনাথের লোকজন সবাই চালান গেল। সরকারী অফিসারদের অবাঞ্ছিত উপস্থিতিই এ হেন নয়-ছয়ের কারণ। আদিবাসী অফিসার সাক্ষী, কৌতূহলী স্টেশনমাস্টারও সাক্ষী। অন্যের হাতে ট্রেন পাস করাবার দায়িত্ব দিয়ে তিনি এসেছিলেন তামাশা দেখতে। কুঞ্জরাদের ব্যাপারে তিনি দারোগার উপর চটা। কুঞ্জরাদের দৈনিক ঘুষটি তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য। দারোগা কুঞ্জরাদের খেপিয়ে রেখেছেন। তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, সকলকে চালান দিন।— তীরথনাথের টাকা দারোগার পকেটে যাবার পথ বন্ধ করে তাঁর নির্মল আনন্দ হল।

কেস সদরে আদালতে ওঠে। প্রমাণাভাবে সোমচররা পায় খালাস। হরমুর হয় মারদাঙ্গার অপরাধে দুবছর সশ্রম কারাদণ্ড। মথুরা সিংয়ের পাঁচ বছর। লাইসেন্স বিহীন বন্দুকটি বাজেয়াপ্ত হয় এবং ওটি যে তীরথনাথের সে কথা কখনোই ওঠে না। চোট্টি বাধ্য হয় সদরে আসতে। আদিবাসী অফিসারটি তার সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করেন। বাড়িতে থাকতে দেন, উকিল ব্যবস্থা করতে চান। চোট্টিকে বলেন, বলছ বলে উকিল দেখছি। কিন্তু উকিলের খাঁই কি তুমি মেটাতে পারবে?

কত খরচ হবে?

হাজার টাকা কম করে।

হাজার টাকা! একশো টাকা নাই।

তবে সরকার উকিল দেবে। ভাল উকিল পাও যাতে, দেখছি। ভাগ্যক্রমে ভাল উকিল মেলে। ছোকরা উকিল। ভালভাবে

কেস করতে পারলে তার দাঁড়াতে সুবিধে হবে। কিন্তু আদিবাসীকে কাঠগড়ায় তুললে সে শেখানো কথা বলবে না, সত্যি কথা বলবে। এ সব মেনে নিয়েই সে হরমুদের কেস করে। তীরথনাথ মথুরাকে বাঁচাবার তেমন চেষ্টা করে না। সমগ্র ব্যাপারটি তার কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায় এখন। চোট্টি যখন বোঝে ছেলের জেল হবে, সে আদিবাসী অফিসারের বাড়িতে আর থাকে না। আদালতের সামনে গাছতলায় থেকে যায়। হরমুর কেসে রায় বেরোনো অবধি। সদর শহরের উদ্ধত উন্নতির চেহারা তার চোখে পড়ে না, হরমুর মুখ মনে ভাসে। রায় বেরোলে হরমু তার দিকে চায়। চোট্টি বলে, দুটা বছর চলি যাবে বাপ।

হরমু মাথা নাড়ে।

উকিল বলেন, দু বছর শুনতে, তবে কেটে যাবে।

চোট্টি মাথা নাড়ে। তারপর গিয়ে বাসে চেপে বসে। বিকেলে ছাড়ে বাস, চোট্টি পৌঁছয় রাত আটটায়। সারা বাস চুপ করে থাকে ও। বাসটি হরবংশ চাচার। সপ্তাহে এই রুটে বাস চলে। কণ্ডাকটর চোট্টিকে যথেষ্ট চেনে এবং চোট্টিকে অবাক হয়ে সে বেহুত পৌঁছলে চোট্টিকে খাবার কিনে খাওয়ায়, বিড়ি দেয় ও বলে, তীরথ-নাথের কপালে শাস্তি আছে অনেক।—চোট্টিতে নেমে চোট্টি দেখে অনেক লোক তার জন্যে অপেক্ষা করছে। পহান সপ্রশ্ন মুখে চায়।

দু বছরের জেহেল।

কেউ প্রশ্ন না সুধোতেই চোট্টি বলে এবং সবাই যেন বোবা হয়ে থাকে। ছগন বলে, তখন গেলাম-এলাম তোর সাথে। এখন গেলে ভাল হত।

না, কোনো কষ্ট হয় নাই।

একা এলি।

উ আদিবাসী অফসরটো ভাল লোক। সাক্ষী ভি দিছে ভাল। দারোগা তাতেই কুনো উলটা কথা বলতে পারে নাই। এই প্রথম দেখলাম, দিকু হয়ে মুণ্ডার কথায় সাচাই কথা বলে।

মথুরা সিং ?

পাঁচ বছর। মথুরা মোরে বলে পাঠাছে, চোট্টি যেন বাণ না মারে ওরে, দাঙ্গা উঠাছিল হুকুমে। আমার মনে লয়, উ ডরাছে।

ডরাতে পারে।

কিসের ডর ? যা বুঝলাম, উকিলটো মুণ্ডারী জানে, সেই বলল. পুলিসরে মারছে বলে উয়ার সাজা হল। হরমু উয়ার গুলিতে মরি গেলেও বা সাজা হত না। হরমু যে চেতে গেল। নয়তো—

কি বলিস সনা। হরমু মান রাখছে মোর। উ না উঠালে, মোরে ধরতে হত ধনুক, আর আমি ফেলি দিতাম কটারে।

সোমচররা সেদিন এল ?

উয়াদের তো কেস হল নাই তেমুন। থাকবে কেন ?

পহান বলল, কথা আছে।

কি কথা ? ঘর যাই। তারা ভাবতেছে।

কথা এই, হরমু জেল হতে বেরালে ভি তারে পূজা দিতে হবে না। ই কুনো পাপ নয়।

ছগন বলল, দেখ্ লালা কি বলে। আমরা ভি বুকে বল পেছি চোট্টি। কেন কি, লালা ডরে গিছে খুব।

তার কথা থাকুক।

তোরে উ জমি দিয়া দিবে।

আর কে নিবে জমি ? হরমু জেহেলে।

পহান বলল, ঘর চল্ তু। কতদিন শুধু যাস আর আসিস। এবার তো কতদিন সদরে।

চল।

ঘরের পথে হাঁটতে হাঁটতে চোট্টি বলল, সদরে আছিলাম, চক্ষে পড়ে নাই কিছু। হরমুটার কথা ভাবতাম। তা ই কথা সাচাই, হরমু বলে তু বছর জেহেল হল। আমি হলে ফাঁস যেতাম। কেন কি, মারতাম কয়টারে। মথুরাটোরে।

ছগন মিছা বলে নাই। সে হতে লালার বিস্তর নাকাল।

দারোগা বলছে, তুমার কারণে আদিবাসীরা রুঠে গিছে। আমার আমলে তুমি হাঙ্গামা উঠালা। আমার কনস্টেবলের ডান হাতটো কাটা গেল, সে পোড়ো হই গেল। ভোটের আগে এ তুমি বুরাই করলা।

লালা কি বলে ?

শোন্ কেন তুই ? তা বাদে গোরমেনের দলের ঝাণ্ডা বাবুরা আসি গেল। লালা তাদের বসতে বলে, তা বসল নাই। বলল, তুমার বদ মতলবীর তরে যদি ভোট নষ্ট হয়, তাহলে তুমার ঘাড় ভাঙি উগুল করি নিব। আগামী বছর ভোট ! তুমি মোদের পঞ্চাশ হাজার টাকা দিবে। লালা বলে, তুমরা মাপ কর মোরে। তুমাদের সাথ বিবাদ করে পারব নাই। তারা বলে, মোদের লোক আড়াই-তিন হাজার ভোটে জিতে। ভোটের দাম অনেক। তুমার কারণে চার হাজার মুণ্ডা ভোট নষ্ট হবে ? জমি-টমি বুঝি না। বিবাদ মিটাও। নয়তো এই কেস ভাঙায়ে উলটা দলের লোক জিতি যাবে। জলে বসে নৌকা ফুটা কর তুমি ? ই কথা হছে। তাতেই ছগন বলল, তোরে জমিটো দিবে লালা। তু জমিটো নিলে ঝাণ্ডা বাবুদের কাছে উ পার পায়। ঝাণ্ডা বাবুদের সাথ বিবাদ করে উ পার পাবে না। নয়তো পঞ্চাশ হাজার টাকা চলি যাবে উয়ার।

তামাশা জমি গিছে।

বলতে পারিস।

তামাশা নয় ? আধা ফল্‌না জমি মোরা পাই। উয়ার জমিই এমুন বন্দোবস্তে আছে। মোর হকটো মানি নিলে কুনো হাঙ্গামা হয় না। এখুন সে জমি দিবে ! কেন ? বিবাদী জমি। মুণ্ডা টৌলি পারায়ে উ জমিতে যেতে উয়ার লোক ভি সাহস পাবে না। ঝাণ্ডা বাবুরা ভোটের কথা উঠাছে, টাকা দিতে বলছে। সেও ভি কারণ। দারোগা ভি চটে গিছে। এখুন আমি জমিটো নিলে উ বাঁচি যায়। ঝাণ্ডা বাবুরা কোলে বসায়, দারোগা ভি খুশি থাকে।

তু নিবি না জমি।

ভাবি নাই।

নে, ঘর আসি গিছে। মোদের মনটো তুখায়েছে খুব। ই কি হই গেল নিমেষে।

তুমি যাও।

ঘরে ঢুকে চোট্টি বলল, সবারে ডাক্ বউ।

সবাই এল।

চোট্টি বলল, কাঁদবি না কেউ। হরমুর জেহেল হছে। তু বছর জেহেল খাটিবে! তা বাদে খালাস পাবে।

বউ বলল, কাঁদব না?

না।

কেন কাঁদব না?

চোট্টি বলল, আদালতে মুণ্ডা! উয়ার দশ বছর ভি জেহেল হতে পারত। উকিলটা ভাল ছিল, আদিবাসী অফসরটো ভি সাচাই আদমি। তাহাতে বাঁচি গিছে। নয়তো কি হত কি জানি?

উকিল দিলে?

গোরমেন দেয়। অফসরটো সব করছে। আমি কি জানি কুথা কি করতে হয়, কি দিতে হয়।

টাকা লাগে নাই?

খেতে লাগছে কিছু। হরমুটারে খাওয়াছি।

তু বছর।

হরমু মোর মান রাখছে। আমি কাঁড় উঠালে জাহানে মারতাম, ফাঁস ভি যেতাম, কোয়েলী কুথা?

হরমুর বউ সামনে এল কান্না চাপতে চাপতে। চোট্টি বলল, এখুন তু মোরাদের বেটা-বিটি তুই। তোরে দেখে তার দুখ ভুলব। কাঁদবি না, তু বছর কি একটা সময়?

জেহেলে মারবে।

উকিল বলছে, আদিবাসী জেহেলে গেলে ভাল হয়ে কাম করে। তাতে আগে ভি খালাস মিলতে পারে। মারবে না।

পায়ে বেড়ি দিবে।

না না, সকল জেনে আসছি।

খেতে দিবে না।

তু বার তো দিবে। ঘর হতে ভালই খাবে।

কোয়েলী ঘাড় নেড়ে বলল, আচ্ছা।

কোয়েল বলল, হরমু খুব দুখাইছে ?

না না, মরদ ছেলা। নে, এখন খাওয়া চুকাই। ঘুম লাগছে আজ, কতদিন ঘুমাই না।

চোট্টিদের পরিবারটি আজ বহুদিন ধরে উদ্‌ভ্রান্ত, দিশাহারা। চোট্টি প্রথম প্রথম কোয়েলকে নিয়ে সদরে আসত যেত। তারপর যেদিন দেখল বাড়িতে সবাই বসে থাকে না খেয়ে, তারা কখন ফিরবে বলে, সেদিন থেকে ও গ্রামের পাঁচজন বা কোয়েলকে যেতে দেয় নি আর। একাই গিয়েছে। এবার তো সদর থেকে আসেনি আর। চোট্টিকে এতখানি আত্মস্থ দেখে সবাই যেন হালে পানি পেল। কোয়েল চোখ তীক্ষ্ণ করে দেখল। দাদা ওর যতখানি চেনা, ততখানিই অচেনা হতে পারে সময়ে। এখন দাদার মুখ অত্যন্ত অচেনা। ছেলে জেলে যাবার পর দাদার যেন মাথাটা আরো উঁচু হয়ে গেছে।

দাদা ?

কি ?

লালা তো সে জমি দিতে চায়।

শুনছি সব। কোয়েল ?

কি ?

বেড়াটো হেলি গিছে, তুর ঘরের ডোয়াতে দিমাগ লাগছে। বাড়িতে তু ছিলি, এতগুলো মানুষ, কি করতেছিলি ? কালই হাত লাগাবি। কাম ফেলে রাখতে নাই। কাপড়ের ফুটা না সিঁয়ালে ফুটা বড় হয়, সংসারেও তাই। কালই হাত দিবি এ সবে। ছেলেরা কোথা ?

সোমচর ও এতোয়া মাথা নিচু করে এসে দাঁড়াল। চোট্টি বলল, কাল জানি দেখি বেড়া মেরামত, ঘরের চাল উঁচা, সকল কামে দিশা। হাল ছাড়ি দিছিস তুরা ? খাওয়াবার মানুষ আছে ?

কোয়েলের বউ চোট্টির বউকে বলল, ঘরটো ঘর মনে হছে ফির, এতদিন যেমন দিশা পাই নাই।

চোট্টির বউ কোয়েলীকে বলল, কাল চুলে তেল দিবি, কাপড় কাচবি, এমুন রলে হরমুর বুরাই হয়।

হরমুর কোলের মেয়েটির বয়স চার বছর। সে ঠাকুমাকে বলল, হরমু বলিস কেন ? অ্যাঁ ?

কি বলব ?

আবা বলবি।

না বললে ?

তোরে মারব।

সকলেই হাসল। ঘরের পরিবেশ হালকা হল। শুয়ে পড়ার পর বউ বলল, ছিলা কুথা ?

প্রথমে অফসরের ঘর। তা বাদে যখন বুঝলম, জেহেল উয়ার হবেই, তখন থাকতম আদালতের সামনে, গাছতলা। হোথায় রলে তারে আদালতে আনার সময়ে দেখতাম, পুলিসরে বলতে "না" বলে নাই, উয়ারে টুকচে খেতে দিলাম। আর দিন ভোর তো আদালতে।

খুব দাম সব কিছুর ?

খুব।

খুব একা লাগত ?

আরে সদরে চলতে ফিরতে মুণ্ডা দেখা যায়। তারা আসি কথা বলত। মোরা এত দুখে ভি ভাল আছি। তারাদের কুনো সুখ নাই।

সদর ঘুরে দেখ নাই ?

চোট্টি বুঝল বউ ইচ্ছে করে ছেলের কথা বলছে না। বড় ছেলের ওপর বউয়ের টান অনেক বেশি।

সে বলল, সদর দেখতাম গাছতলে বসে। ঘুরে দেখার কথা মনেই উঠে নাই। তা বাদে হাঁটতাম।

সদরে ?

হাঁরে। হেঁটে হেঁটে ঘুরে বুলে যখুন শরীর থকে যেত, তখন ফিরতাম। তখুন নিদ লাগত চক্ষে। তেমন ঘুরে ঘুরে—

কি ?

একদিন সি পাগলরে দেখলাম। পুরাণ মুণ্ডা। সে মোরে জড়ায়ে ধরল। রামগড় হতে সদর কাছে। উ যায় আসে। সি মোরে লয়ে ছদিন ঘুরাল।

কি দেখলা ?

কিছু না। দেখছি হয়তো সব কিছু, কিন্তু চক্ষের সামনে পুলুস হই আছে হরমু। আর কুনো ছবি যেমুন ভিতরে ঢুকে না। একটো সাগর সমান কুণ্ডী দেখলাম রে, জল কত! আমি তো হেঁটে বুলতাম মনের জ্বালায়। পাগলটো ভি দু দিন সাথ সাথ হাঁটল। তাতে একদিন—

কি হল ?

রাত হছে তখন। সদর আন্ধার জানে না। সকল যেন আলোয় ফটফট করে। তা এক জায়গায় দেখি একটো, জানি বা তামাতে-লোহাতে ঢালি মানুষ বানাছে! খুব উঁচা। মানুষটোর নিচে বসি আছি আমি। তা বাদে দেখি এক ভিখারি এসে বলে, আমি হেথা শুই। তুমি জায়গা ছাড়ি দাও।—দিলাম ছাড়ি। তা বলি, তুমি কি হেথাকার মানুষ ?—সে বলে, হঁা।—আমি বলি, ই মানুষটো কে ? দেখতে বড় ভাল লাগছে আর মনে হছে মুণ্ডা উ।—তাতে ভিখারি বলে, উ মুণ্ডাই ছিল, বীরসা মুণ্ডা। বীরসা ভগবান ভি বলে কতজনা। —শুনি মোর মনটো কেমুন হই গেল জানি বউ। দেখ্! মুণ্ডা উ, কিন্তুক লোহাতে-তামাতে ঢালি উয়ার আদ্রা বানাইছে সদরে। সদর জানি দিকুর, দিনেমানে। রাতে জানি সদরটো উয়ার হই যায়। সদরেই তারে রাখছিল জেহেলে। হা জানিস বউ, হরমু নালাটো ভি সদরে…

চোট্টি বুঝল, বউ ঘুমিয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিনের উদ্বেগ, রাতজাগা, বুকে দুঃখ চেপে রাখা। চোট্টি বুঝল ওরও ঘুম পাচ্ছে। হরমুর মায়ের গায়ে হাত রেখে না শুলে ঘুম আসে না যেন। আবার মনে হল, হরমু ওর মান রেখেছে। চোট্টি ঘুমিয়ে পড়ল।

এগার

হরমুকে জেলে পাঠাবার ব্যাপারটি অঞ্চলের পক্ষে বহুমুখী পরিণামী হয়। সমগ্র ব্যাপারটিতে তীরথনাথের মুখ কিঞ্চিৎ হাসে, চোট্টিদের ঐহিক লাভ হয় না কিছু। তবু মান বাড়ে।

চোট্টি মানেই গল্পকথা সব।

হরবংশ চাচা পরোক্ষে, না জেনেই চোট্টিদের সহায়ক হয়। চোট্টিকে বলে, আমার মামাত ভাই জঙ্গলের ঠিকাদার হয়েছে। ছ মাস ধরে গাছ কাটা চলবে, সেই বর্ষা নামলে বন্ধ হবে। গাছ দাগানো চলছে। তোমাদের তো উপায় নেই সে কাজে যাবার।

কেন মহারাজ?

চোট্টি সবসময়ে সম্মান জানিয়ে কথা বলে, কিন্তু তার মধ্যে নেই দীন ভীরুতা। এটি হরবংশের খুব ভাল লাগে। তীরথনাথের সম্পদ চাষে-সুদী কারবারে। হরবংশ্ খানিকটা আধুনিক। তার সম্পদ ইটভাটি। ফাঁপা ইট। বোথারো, চাস, পত্রাতু, এ সব জায়গা উন্নীত হবে বলে সে শুনেছে, এবং সে উন্নয়নে সে ঢুকে পড়তে চায়। তীরথনাথের সঙ্গে সে ভাল সম্পর্ক রেখে চলে। আবার তীরথনাথ এবং তার ঋণদান ব্যাপারটি তার মনে হয় মধ্যযুগীয়। সে মোটর কেনে না, রেডিও বাজায় না, সদরে ছোটে না সিনেমা ও হোটেল-বার ঘুরতে—সে হেঁটো ধুতি ও গর্দা পাঞ্জাবি এবং মুচির তৈরি টেকসই জুতো পরে ঘোরে—যার প্রমোদের ধারণা "রামলীলা" শোনা—হরবংশের চোখে সে গাঁইয়া এবং অসভ্য। সুদী কারবার করে ছোটলোক,

হরবংশের মতে। বেঠবেগারী ও গরিবদের কম মজুরিতে কাজ করানোও তার কাছে ছোটলোকের আচরণ। হরবংশ নিজের মধ্যে কোনো দোষ খুঁজে পায় না, যদিও চোট্টিদের সে বারো আনার বেশী মজুরি দেয় না এবং আকালের কালে চার আনা মজুরিতে মাটি কাটায় দুর্ভিক্ষতাড়িত মানুষদের দিয়ে।

হরবংশ্ বলল, ও ঠিকাদার। টাকা টাকা মজুরি দেবে। কাঠ যাবে তোহ্রি। সেখানে ওর কারখানাতে চেরাই-ফাড়াই হবে। মজুরির ওপর জলখাই দেবে চার আনা। তোমাদের পেলে তো ভালই হয়। শ খানেক লোক দরকার। কিন্তু লালাজীর খেতে বেঠবেগারী দিতে হয় না তোমাদের? য়ো আদত ভি তো বুরাই হায়। মেরা পঞ্জাব মেঁ চাষ বহোৎ সমৃধ্ হ্যায়। লেকিন্ অ্যায়সা বুরাই আদত উধার নেহি হ্যায়।

মহারাজ! একটা কথা বলি?

বল।

যা হয়ে গেল তা তো আপনি জানেন।

জানি বই কি। খুবই দুখের বাত। আরে, লালাজীর কি বুদ্ধি তা তো বুঝিই না আমি। ওই এক টুকরো ফাল্‌না জমি নিয়ে এত রোখ্? আরে ওঁর যত আহ্নিকেলে বুদ্ধি। এত ঝামেলা কেন? কৃষি ভি মডার্ন হোনা চাহিয়ে। ট্রাক্টর চালাও, তিনগুণ ফসল উঠাও।

ট্রাকটর চালালে গরিবরা বেকার হয়ে যাবে বলেই চোট্টির ধারণা। সে কথা ও বলল না। বলল, আমি বেঠবেগার নই। আমাদের গ্রামে এমন মানুষ আরো আছে যারা বেঠবেগার নয়। আপনি তিরিশ বত্রিশ জনকে লাগিয়ে দেবেন? তা কেন? পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন জনের কথা বলুন।

কোনো হাঙ্গামা তো উঠবে না?

মুণ্ডাদের হয়ে আমি কথা দিচ্ছি। ছগন ভি কথা দেবে, আমি জানি। আপনার ভাল হবে মহারাজ।

হরবংশ্ বলল, পরশু বলব তোমাকে।

চোট্টি গ্রামে এল। ছগনকে বলল, মোদের পহানের কাছে আসবি একবার। দরকারী কথা আছে।

ঘরে এসে বউকে বলল, যখন মনে হয় কোনো দিকে কোনো পথ নাই, পথ বারায়। শুধু ভাবতেছিলাম, লালার কামটো তো আর করব নাই। কেমন করে পেট চালাব। তা পথ একটো হতে পারে।

কি পথ ?

দেখি। ছগনরাদের বলছি আসতে।

ওরাদের সাথ এককাট্টা হও কেন ?

আজ আর উপায় কি ? এক মালিকের কাছে এক কাম করব, আর যা কাম সব এক সাথ। আমরা কম আছি, উয়ারা বাড়তাছে। আমরা জাতের তরে লাথ কি, তা জানি না। উয়ারা সে লাথ খায়। বুঝিস না, মুণ্ডা কমি গিছে কত ? এক সাথ হয়ে মাটি কামড়ালে যদি টিকতে পারি। নয় তো সব ছাড়ি পথে বেরাতে হবে।

পহানের সামনে বসে চোট্টি সব কথা খুলে বলল। বলল, আমার ই কথাটো মনে ধরছে। কেন কি, ঠিকাদার ছ মাস কাম দিল। কাম দেখাতে পারি তো সে যেথা যাবে মোরাদের লয়ে যাবে। এ ভি জানি, ঠিকাদারি ধরে যখন, তখন দেখে কত কমে মজুর পাই। উয়ার কাছে পাঁচসিকা পা-ঝাড়া ধুলা। গাছ কাটা মেহন্নতের কাম। কিন্তুক মোরাদের তরে তাই ভাল ?

ছগন বলল, বেঠবেগারীটো সামলাব কেমন করে ?

বেঠবেগার নই, এমুন মানুষ কত ? ত্রিশ-বত্রিশ হব ? আমার বুদ্ধি শোন্। তোর ঘরে মানুষ দশজনা। আটজনা যাস বেগারী দিতে। চারজনা গেলি, চারজনা রলি ? মোরাদের মাঝেও ঘরে-ঘরে বেঠবেগার। এমুনি ভাগ করে নিব ? দেখ্, মোরাদের বিটিরাও যাবে। তুরাদের বিটিদের ভি যেতে বল্। যারা বেঠবেগার আছিস, আছিস। নতুন করে কেও টিপছাপ না দিলে বাঁচবি। বাঁচবার পথ মোরাদের নাই প্রায়। যে পথ পাই, তাই ধরে বাঁচব, না কি মন্দ কথা বললাম ?

পাঁচ সিকা দিবে।

হাঁ টাকা টাকা মজুরি, সিকা সিকা জলখাই।

আমি বলি সবারে। ধর্‌গা সবে রাজীই হবে।

পহান বলল, লালা করতে দিবে ?

তার কাজটো হলেই হল ? হাঁ, এটা ভি দেখতে হবে যে তার কামটো ঠিকমত হয়। তাতে সে কথা উঠাতে পারবে না।

কথা উঠাবে।

আমি দেখব তখুন ? মোর হরমুরে জেহেলবাসী করছে, ওর উপর রাগ মোর যাবে না। কিন্তুক সকল উয়ার কিনা, তাতেই কৌশল করে চলতে হবে। বনে যেমুন বাঘ থাকে, তেমুন খরা-শজারুও থাকে। নয় ? কৌশল করি বাঁচে। তেমনি বাঁচব ? কৌশলের কথা বলি তুরাদের, মুণ্ডাদের লাগি। আমার আর ভাল লাগে না কিছু।

যাই, সবারে বলি। জানতাম তুই এলে একটা বল পাব। যতদিন সদরে গিছিস, যেন মরে ছিলাম সবে।

পহান বলল, হরমুরে দেখতে যাবি না ?

যাব। আগে ই কামটো সারি ?

এমনি করেই চোট্টি গ্রামের মুণ্ডারা ও নিম্ন তপশীলী জাতের লোকরা স্বাধীন ভারতের জাতীয় আর্থনীতিক প্যাটার্নে প্রবেশ করে। এই প্যাটার্নে তাদের জন্য কোনো ঠাঁই সরকার রাখেনি। স্বাধীন ভারতের জনসংখ্যার অধিকাংশই নিম্নবর্ণ জাতি, এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ আদিবাসীরা। সে কারণেই জাতীয় আর্থনীতিক প্যাটার্নে তারা ব্রাত্য। কিন্তু ব্রাত্যদেরও বাঁচতে হয়। সেই লাগিদেই চোট্টিরা ও ছগনরা, কোনো দল বা সংস্থার মদত ব্যতীতই লালার মুঠকে কথঞ্চিৎ দুর্বল করতে চেষ্টা করে ও সক্ষম হয়। ফলে পরে আরো আরো জটিলতা দেখা দেয় ও বাড়তে থাকে।

চোট্টিরা যায় ঠিকাদারের নির্দেশে গাছ কাটতে। তীরথনাথের রবি ফসলের পরিচর্যা করতে যারা যায়, তাদের দিকে চেয়ে তীরথনাথ বলে, চোট্টি আসে নাই বুঝি ? কোয়েল বা সোমচরদেরও দেখি না।

ছগনের ছেলে পরসাদ বলে, কুথা গিছে।

তীরথনাথ ভেবেছিল চোট্টি আসবে না, আবার চোট্টিকে না-দেখে ও নিরাশও হল। ও ভেবেছিল, চোট্টির সঙ্গে সম্পর্কটা যাতে না কাটে তা দেখতে হবে। চোট্টিকে ও জমিটা দিতে চাইবে আবার। চোট্টি তো এল না। তাহলে কি ও যাবে চোট্টির কাছে? কংগ্রেসী ছেলেদের কথায় যথেষ্ট শাসানি ছিল। চোট্টি যদি জমি না নেয়, তাহলে আদিবাসীদের মনে তার প্রভাব পড়বে। ভোটের ব্যাপারটি আসন্ন। আদিবাসী ভোট কমবে, ভাগ হবে। তীরথনাথকে তার কারণ বলে চিহ্নিত করবে ছেলেরা। পঞ্চাশ হাজার টাকাও খসবে। জংলী জায়গাটি যদি জংলীই থেকে যেত, তাহলে তীরথনাথ ছগনদের ঘর জ্বালাত, চোট্টিদের উচ্ছেদ করত। জায়গা যে তেমন "দূর অস্ত্" নেই আর। "আদিবাসী সমাচার" কাগজের আনন্দ মাহাতো হরমুর জমির লড়াইয়ের ব্যাপারটি লিখে বসে আছে। তাতে তীরথনাথকে অযথা "আদিবাসীর শত্রু", "রক্তচোষা মহাজন", "আদিবাসী উচ্ছেদের কারণ" ইত্যাদি বলা হয়েছে। চোট্টিতে এখন পাঁচমিশালী মানুষের বসতি। টাকাওয়ালা লোকদের মধ্যে হরবংশ চাঢা তীরথকে মনে করে গাঁওয়ার গাঁইয়া। তীরথ আনোয়ারকে মনে করে "গো-খোর মেলচ্ছ্।" এই যখন অবস্থা, তখন তীরথকেই যেতে হবে চোট্টির কাছে মান খুইয়ে। ওর খেতের কাজেই বা কম লোক এল কেন?

মোতিয়া ধোবিন থরথর করে বলল, তোমার মাথা ঠিক নেই। পঞ্চাশ পঞ্চান্ন জনের বেশি মানুষ কবে একসাথে খাটত তোমার আবাদে? ঠিক পঞ্চান্ন জনই এসেছে, তারা কাজ করছে।

তা বটে। কিন্তু অন্যরা কোথায়?

যেথা যাক?

বেগারী কামে বিটিদের দেখি?

তাতে কাম চলছে না?

চলছে তো, তবে...

আমাদের মুখ দেখতে এত ভাল লাগে, তো একদিন ভোজ

দিয়ে দাও।—মোতিয়া হেসে বলল। প্রস্তাবটিতে খোঁচা আছে। তীরথনাথ বহুকাল চুপচাপ থেকে ক মাস আগে তার ধোবিন রক্ষিতার গর্ভে একটি পুত্রের জন্ম দিয়েছে। সমগ্র ঘটনাটি নিয়ে হোলিতে ওরা গান গাইবে।

তীরথনাথ খোঁচা হজম করল। এখন ওর গরজ। বলল, চোট্টি কোথায় জানিস? ওর সঙ্গে দরকার ছিল।

কোথা গিছে।

হা মোতিয়া, তোরা করছিস কি?

কি করলাম?

মুণ্ডাদের সাথ চলিস, তাদের পহানের কাছে যাস।

এক গ্রামে বাস, তাতেই সাথ চলি? পহানের আঙিনাটো সাফাসুতরা। বসে কথা বলতে ভাল লাগে, তাতেই যাই?

ওরা রুখাচড়া জাত। তোরা হিন্দু।

মোদের উপর তো রুখাচড়া করে নাই।

সন্ধ্যায় হাঁটতে হাঁটতে তীরথনাথ বেনে দোকানে গেল। সেখানেই বসল গদিতে। সন্ধ্যায় গ্রামের লোক সওদা নেয়। চোট্টি এল। তেল কিনলো একশো গ্রাম, চাল দু সের।

চোট্টি, ভাল আছিস?—তীরথ বলল।

যেমুন রাখছ মহারাজ।

আমি যেমন রেখেছি?

চোট্টি নির্মল হেসে বলল, বুড়া বয়সে হাতের লাঠি হরমুটো জেহেলে গিছে। তাতেই বলি তুমি যেমুন রাখছ, তেমুন আছি।

নিভা আগুনে ঘর জ্বলে গেল যেমন। নইলে এত বড় কাণ্ডটা। চোট্টি, একটা কথা বলতাম।

বল।

উ ধার চল্।

একটু নিরালায় এসে তীরথনাথ বলল, উ জমিটো তুই নিয়ে নে। এবার আর মুখের কথা নয়। লিখে দেব।

না মহারাজ।

রাগের বশে বলিস না, ভেবে দেখ্।

চোট্টি একই রকম নির্মল হেসে বলল, রাগ ক'রি নাই। ভেবে দেখছি। আর জমি নয়, লিখাপড়া নয়, কিছু নয় মহারাজ।

জমি হতে দুখ ঘুচত খানিক।

মুণ্ডা জনম লিছি যখন, তখন দুখে মোর হক। হকটো ছাড়ব নাই।

চোট্টি চলে গেল। তীরথনাথ দোকানে ফিরল তার লাঠিটি নিতে। দোকানী বলল, চোট্টি যায় না আপনার কাছ?

না। কি করে এখন?

জঙ্গলে গাছ কাটে। গ্রামের অনেকে যায়।

কে দিল কাম?

চাচার ভাই ঠিকাদার। চাচা দিছে।

পরদিন তীরথনাথ রুমালে বেঁধে কিছু কাজু-পেস্তা-মনক্কা নিয়ে হরবংশের কাছে গেল। ইটভাটির যথেষ্ট প্রশংসা করল এবং তারপর বলল, এ কি ঠিক কথা হরবংশজী, যে তুমি আমার গাঁওয়ালী মজুর ভাঙিয়ে নিচ্ছ?

কৈসে?

তোমার মামাতো ভাইয়ের কাছে কাজ করছে তারা। আর পাঁচ সিকা ভি পাচ্ছে। ভৈয়া, এ জংলী দেশে আমি তুমি পরস্পরের ভালাই দেখব। বারো আনা দিলেই ঠিক হত। আট আনা মজুরি ঔর সিকা জলখাই। তাতেই কাজ করত। রেট বাড়ানো ঠিক নয়। এতে আখেরে আমি তুমি ভুগব।

এতে রেট বাড়বে কেন? ও যা দিচ্ছে দিক। আমি তো বারো আনার ওপরে উঠব না, তা ওরা জানে। তা নিয়ে কোন গোল হবে না। কেন না ওরা জানে, এখানে লেবার অগণন, কাজ নেই। কেন ওরা গোল করবে?

ভৈয়া, কেন ওদের ভাঙালে?

হরবংশ চটে গেল। বলল, এ কি কথা? আপনার আবাদীতে পঞ্চান্ন জন খাটত, তাই খাটছে। সব কোইকো অন্ন কে দেবে? আমি না আপনি?

ভৈয়া, তুমি বুঝবে না।

না, বুঝতে চাইও না।

কিন্তু বুঝতে হবে।—তীরথনাথ কঠিন গলায় লাঠি ঠুকে বলল, সবাই কাজ করে না। যারা করে না তারা দাঁড়িয়ে দেখে। তারা জানে আমি ছাড়া ওদের উপায় নেই। তাতে দুরস্ত থাকে। ওরা বশ না থাকলে আমি এখানে টিকব কেমন করে?

হরবংশ রক্তচোষা, কিন্তু খুদে শিল্পপতি সে, মানসিকতাও আধুনিক তীরথের চেয়ে। আগামী পঞ্চবার্ষিকীসমূহে সে এ অঞ্চলের মেজ শিল্পপতি হতে চায়। তীরথনাথের জমিকেন্দ্রিক মানসিকতা তার কাছে খুবই ঘৃণ্য। তার খুবই ইচ্ছে, তীরথনাথের চেয়ে সে ক্ষমতাবান হয়। সে উত্তপ্ত হয়ে বলল, রাজাদের জমানা চলে গেছে লালাজী। আপনি ওদের কছকোতলের কর্তা হয়ে থাকতে চান, কিন্তু তা সম্ভব নয়।

তুমি মদত দিলে তা সম্ভব হয় হরবংশ।

আরে! আপনি কি স্বপ্ন দেখছেন? আপনি কাজ দেবেন না, ওরাও কাজ করবে না? আপনি এ নিয়ে বেশি গোঁয়াতুমি করতে যান তো বাধ্য হয়ে আমি কাংগ্রেসীদের জানিয়ে দেব, আদিবাসী লোকদের ঔর অছুতদের সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাচ্ছেন আপনি। এতে ভোটে কাংগ্রেসের মুশকিল হবে। চোট্টির সঙ্গে আপনি অন্যায় ঝগড়া করেছেন। দশ মাইল, বিশ মাইল দূরে দূরে গ্রাম, এখানে অন্য লোক এনে ভোট দেওয়ানো মুশকিল। এদের দিয়ে জোড়া বলদে ভোট দেওয়াবেন কি করে? ভোট নিয়ে গড়বড় হলে কাংগ্রেস আপনাকে ছেড়ে দেবে?

তীরথনাথ হাল ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়ল। বলল, রবি উঠাবার কালে সিন্নিক বেঠবেগার ঔর বাইরের মজুর নেব। দেখাব ওদের।

যা ইচ্ছে করুন গে। নিজের আখের নিজে বুঝছেন না।

কাংগ্রেস কি চায় আমি ওদের পায়ের নিচে থাকি?

মোটেই নয়। কাংগ্রেসের আইন যা হোক, কাজের বেলায় চু চু। আপনি সিলিং ফাঁকি দিন, বেঠবেগার চালান। করজে পিষে মারুন ওদের—মদত পাবেন। এক কথা, ভোট ঠিক রাখতে হবে। প্রজা নয় যে হুমকি দিয়ে ভোট দেওয়াবেন। টাকা দিয়ে ভোট দেওয়াবেন। তা এবার তো কাংগ্রেসের বিপক্ষে তপশীলী প্রার্থী। তাকে মদত দিচ্ছে আনন্দ মাহাতো, শুদ্ধানন্দ্‌জী, এরা সব। তপশীলী ভোট ভাগ হবে। রইল আদিবাসী। আনন্দ তপশীলী আদিবাসী ইস্যু এক করে ভোটের প্রচার চালাবে। এখন আমার আপনার জেদাজেদির জন্যে ভোট ভণ্ডুল হলে কাংগ্রেসী দখল টলে যাবে। তখন কি আপনি তপশীলী প্রার্থীর মদত পাবেন?

তীরথনাথ নিশ্বাস ফেলে বলল, এ খুব গোলমেলে লাগছে।

রাজ্যে কাংগ্রেস জিতলেও অঞ্চলে নন্‌কাংগ্রেস জিতলে অঞ্চল মদত পাবে না। তখন লাভ হবে কিছু? আপনি চান গরুর গাড়ি, আমি চাই উড়োজাহাজ। এখানে রাস্তা চাই কানেকটিং। বাস চালাতে চাই হপ্তায় সাত দিন। চারদিকে ইন্‌ডাস্‌ট্রিয়াল টাউন বসতে চলেছে, এহি তো মৌকা।

আমি কিন্তু চাই না। জমি ঔর বেঠবেগারী ঔর করজ সে আমার চলে যাবে। ইনডাসট্রি তো আজকের বাত। জমিন্‌ চিরকালের।

তো ট্রাকটর সে চাষ করেন না কেন?

কেন করব? তার চেয়ে এদের লেবার শস্তা।

আমি আপনি পরস্পরকে বুঝব না।

সময়টি তীরথনাথের পক্ষে ভাল থাকে না। ভোট ক্যাম্পেনে আনন্দ মাহাতো চোট্টিতে মুণ্ডা ও অচ্ছুতদের নিয়ে মিটিং করে। সে বোঝায়, বর্ণহিন্দু মহাজনদের অত্যাচারে আদিবাসী ও অচ্ছুত সমান নিগৃহীত। মিছে ভরসা দেয়, তার প্রার্থী আদিবাসী ও অচ্ছুতদের

স্বার্থ দেখবে। সভা খুব জমে এবং চোট্টিরা সদলে যোগ দেয়। ভোট এবং রবি কাটা সময়ে সময়ে পড়ে। তপশীলী প্রার্থী ভাল মার্জিনে জেতে। তীরথনাথ কাংগ্রেসীদের পঞ্চাশ হাজার টাকা দেয়া সত্ত্বেও ভোটের ব্যাপারে ঝাড় খায়। প্রতিশোধ নেবার জন্য সে বাইরের মজুর ঠিক করতে যায়। কিন্তু যার মাধ্যমে ঠিক করতে যায়, সেই গোবিন্দ করণকে চোট্টি বলে, আনলে আনতে পার, কিন্তু তুমি প্রাণে বাঁচবে না। আমি তোমায় খতম করে দেবই দেব।

মারবি আমায় ?

চোট্টি মজা পায় ও বলে, থাকব থানায় বসে। হাতে থাকবে না কিছু। কিন্তু তীর আমার তোমাকে খুঁজে বের করে বিঁধবে। মজুর তুমি আনবে না, আর লালা একথা জানলে আমি জানবই। তখন দেখো। লালার বাবা কাশী পালিয়েও বাঁচে নি। আগুনমুখা তীরে কুরমি গ্রাম জ্বলেছিল।

গোবিন্দ তীরথকে কিছু না বলে লেবার আনার খরচা হিসেবে একশো টাকা হাওলাত নিয়ে কেটে পড়ে। তীরথনাথ তাকে টাকা দেয়। তারপর, চোট্টির বিষয়ে গল্পকথা জমিয়ে তুলতে চলে আসে ডাকাত। এ সময়টা ডাকাতির মরসুমও বটে। তীরথের গদিতে হয় দুঃসাহসী ডাকাতি। ডাকাতরা সিনেমার ডাকাতের মত মালগাড়ি থামিয়ে তার উপর চেপে উত্তর মুখে যায়।

তীরথ বোঝে, চোট্টিকে চটিয়ে তার এই দুরবস্থা। দারোগা তার কোনো সাহায্য করতে পারেন না। রবি কাটার সময় হলে চেনা মুখগুলি চলে আসে। তীরথনাথ তাদের সাহায্যেই রবি ওঠায় এবং এই প্রথম গঞ্জ টাউনের ব্যাঙ্কে খোলে অ্যাকাউণ্ট। হরবংশ চিপটেন কেটে বলে, ব্যাঙ্কে টাকা ?

যে কালের যে নিয়ম।

পথে এলেন তা হলে ?

যা বল।

সব কিছুই, মুণ্ডাদের মনে, চোট্টির ব্যক্তিগত সাফল্য বলে মনে

হয় এবং ঘটনাগুলি গানের মাধ্যমে চোট্টির মাহাত্ম্য ঘোষণা করে। বহুকাল পরে আদিবাসী ও ছগনদের সোহরাই উৎসবে শোনা যায় গান। গান শুনতে শুনতে চোট্টি কোয়েলকে বলে, শুনছিস কি বলে গানে?

আঃ, শুনতে দিবে তো!

আধা ফসল আধা হকের জমি কাড়ি নিলে
হরমু, আহা সোনার ছেলা, তারে পাঠালে জেহেলে
ঘরে যেয়ে তীরের সাথ কথা বলে কে?
চোট্টি মুণ্ডা কথা বলে—
তীর বাতাসে মিলায়ে ধেয়ে যায়
এখুন সকল যেন খেপা বাউরা হয়া যায়
নইলে বিহুর মাহাতো কেন জিতে চুনাওতে?
গোবিন্দ করণ কেন পলায়ে যায়?
কেন ডাকাত পড়ে তুমার গদিতে?
আঃ আঃ আঃ তুমার কি হল?

চোট্টি শুনে বলে, ওঃ। এক চোট্টি মুণ্ডারে চিনছে উয়ারা। এমুন ক্ষমতা তার, যে ছেলারে জেহেলে রেখে ঘরে ঘুমায়।

আঃ, শুনতে দিবে তো?

এমনি করেই গল্পকথা গড়ে ওঠে আবার। গান। সকলই গল্পকথা হে চোট্টি মুণ্ডার জীবনে।

চোট্টি নিশ্বাস ফেলে বলে, বড় দরকারে গান বাঁধে ইয়ারা। সকলই তো জলের মত হাতের ফাঁক দিয়া পলায়। গানটো বেঁধে ইয়ারা ভরসা খুঁজে।

কাল হরমুরে দেখতে যাবে কে?

কেউ না। পাঁচ সিকা কামাই করতে শরীর দুখায়, তবু ভি একোদিনের কাম না করলে নয়। হরমুরে বলছি সকল কথা।

সি অফসরটো কি বলে?

বলে, আদার দরকার কি? খরচ বিস্তর।

কামাই তো করতেছি।

একো পয়সা বাজে খরচ নয় কোয়েল। উ জমিটো জমা লিব। লিখাইপড়াই করি। হরমু এলে জমি পাবে। জমির দুখ বুকে নিয়া জেহেল গেছে উ। এলে দেখবে জমি আছে।

বেনের জমিটো দাদা, কাল্না। জঙ্গল ভি কাছে লয়।

মুণ্ডারে কল্না জমি দিবে কে?

সবটো জমা দিবে?

হাঁ। কি করবে?

জমিটি নীরস ও পাথুরে। বেনে পেয়েছিল শস্তায়। পাঁচ বিঘা জমি। তার ছোট দোকানটি চালিয়ে ও জমিকে কল্না করার টাকা ওঠে না। উঠতে পারে, এবার উঠবে, এই ভেবে ভেবে এগারো বছর কেটেছে। তীরথনাথ তার দুই আত্মীয়কে দিয়ে দুটি দোকান খুলিয়েছে গত বছর। বেনের এখন চোট্টিতে পাততাড়ি গোটাবার সময় এসেছে। মুণ্ডা ও অছুতরা ছাড়া তার খদ্দের নেই। স্টেশনের পেছনে টানা দালানে সার সার ঘর তুলে তীরথনাথ দুটি দোকান ও আটাভাঙা কল বসিয়েছে। তীরথের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালানো অসম্ভব। মুণ্ডা ও অছুতদের ক্রয় ক্ষমতা সামান্য, তেল নুন-লঙ্কা-গুড়-সোডাচেবা-সাবান-দেশলাই। তাও অত্যন্ত কম কেনে। এর ভরসায় দোকান চালানো সম্ভব নয়। বেনে তোহ্রি যাবে। ওখানে ভাগ্য পরীক্ষা করবে! জমিটি ওর অত্যন্ত রুক্ষ ও শুকনো। কাউকে যে জমিতে আগ্রহী করতে পারেনি ও। পাঁচ বিঘা জমি পাঁচশো টাকাতেও কিনতে চায় না কেউ। চোট্টি নদী থেকে অনেক দূরে, পাথুরে প্রান্তরে। এখন চোট্টিরা জমা নিলেও সে বাঁচে। চোট্টিকে ও বলছে, তুমি সবটা নাও।

পারব না।

তবে তুমিই আর কারুকে দেখ।

বেনেটি নিরীহ ও ভীরু। সে বলে, আমি তোমার কথার ওপর জমি দেব। আদিবাসীরা কখনো জোচ্চোরি করে না।

দেখি কে নেয়।

ছগন বলে, আমি নেব কোত্থেকে? লালার ধার শুধতে সকল কামাই চলে যায়? নইলে জমি কি নিতাম না?

চোট্টিকে অত্যন্ত বিস্মিত করে সনা আসে তার ঘরে। বলে, আমি নিব। তু মোরে জমিটো করি দে।

তু নিবি?

নিজের নামে নিব না। বেঠবেগার না আমি? মোর ভাইয়ের পুত জিতার নামে করি দে।

টাকা তো লাগবে?

শুনছি আমি। বছরে বিঘা পিছু পনেরো টাকা। তা তু নিবি আধা, আমি নিব আধা। হবে না তাতে?

টাকা আছে তুর?

চোট্টি, আমি আটা কিনি, গরম জলে গুলায়ে খাই। তাতে গাছকাটা মজুরি জমাছি। দেখ্ তু—

বাঁশের চোঙ থেকে পয়সা ঢালে সনা। বলে, বাইশ টাকা জমাছি। হবে না এতে? বল্ তু?

চোট্টি বলে, দেখি।

বেনে চোট্টির কথায় রাজী হয়। চোট্টি যায় হরবংশ চাচার হিসাব রক্ষক উধম সিংয়ের কাছে। তোহরি থেকে এক টাকার আদালতী কাগজ কেনা হয়। সে কাগজে উধম সিং লেখে, আমি, শ্রীপুরণচাঁদ বানিয়া,—মৌজা,—তহশীল—নং দাগের জমি চোট্টি মুণ্ডা ও জিতা মুণ্ডাকে জমা দিতেছি। জমির মালিকানা আমাতে বলবৎ থাকিবে। চোট্টি ও জিতা মুণ্ডা আমাকে বাৎসরিক সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা দিতে দায়িক থাকিবে। টাকা দিতে না পারিলে জমি আমি আবার নূতন বন্দোবস্ত জমা দিতে পারিব।

এ হেন দলিলের কথা কেউ শোনে নি। তবু চোট্টিদের মনে হয় এ একটা কাজের কাজ হল। তীরথনাথ বেনেকে বলে, জলের দরে ছেড়ে দিলে?

বেনে বলে, চোরকাঁটা ছাড়া কিছু হয় না মহারাজ।

আমাকে বললে আমি নিতাম ?

কাল্‌না জমির মধ্যেও সব চেয়ে রুঠা শুখা জমি মহারাজ।

হরবংশ চাচা বেনেকে বলে, খুব ভাল করেছ তুমি। ও জমি কেউ নিত না। গোট্টিরা জমির লালসে মরে। নইলে নিত না।

চোট্টিকে বলে, কেউ অমন জমি নেয় ?

চোট্টি বলে, কা করে মহারাজ !

হরবংশকে ও কি করে বোঝাবে ? কাল্‌না হোক, পাথুরে হোক, এক টুকরো জমি মানে নিজের স্রোতেভাসা অস্তিত্বকে নোঙরে বাঁধা। আইন-আদালত করার জোর চোট্টির নেই। ওই কাগজটুকু ভরসা। বেনে ফি বছর এসে টাকা নেবে এবং উধম সিংয়ের সামনে রসিদ লিখে দেবে।

তীরথনাথের মতই হরবংশও ব্যাপারটি অপছন্দ করে ও বলে, এরপর বাইরের কাজ করতে পারবে ?

নিশ্চয়। জমি তো ছেলেদের মহারাজ।

তোমার দুই ছেলের ?

কোয়েলের ছেলেরও।

সে লেখাপড়া কোথায় ?

আমাদের লেখাপড়া লাগে না মহারাজ।

চোট্টি তুমি পাগল।

না মহারাজ। ঠিক বলেছি।

ওটা কি ?

পাপিতার বীজ মহারাজ। আপনি সেদিন বলছিলেন না ? তা এই পাপিতার দানা নেই, শাঁস খুব মোটা, ফল খুব মিঠা। সাপ তো বছর বছর অনেক মারেন। এর গোড়ায় পুঁতে দেবেন। দেখবেন তার সারে গাছ কি তেজাল হবে। অমন সার হয় না।

তীরথনাথ ও হরবংশ দুজনেই চোট্টির জমি নেওয়ার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট থাকে। চোট্টিরা পাথুরে জমির মালিক হওয়াও ঠিক নয়।

তাতে তাদের মানসিক গঠনসাম্য বদলে যেতে পারে। জমিতে স্বত্ববোধ জন্মাতে পারে। সেটি কাম্য নয়। ওদের চিরতরে নির্ভরসা, নিরালম্ব প্রেতের মত শরণার্থী রাখা উচিত। ভূমি-জল-বায়ু সব কিছুই যাদের বাইরে রাখে। ওরা দুজনে দুজনের অগোচরে স্ব-স্ব স্বার্থে চোট্টিদের জমির ব্যাপারটি দেখতে থাকে। গভীর কৌতূহলে। আপনি ঔর কপ্‌নি ছাড়া যাদের কিছু নেই, তারা পাথুরে ও ভুতুড়ে জমি পেলে কি করে তাই দেখে।

চোট্টির প্রখর বুদ্ধি ও স্পর্শকাতরতা ওরা হিসেবে রাখে না। দিকুদের প্রতি গভীর অবিশ্বাসে ওর মন জারিত। ও সনাকে বলল, চাচা বল্‌, লালা বল্‌, কুনো শালো মোদের জমি লওয়া ভাল চোখে দেখতেছে না। উয়ারা ধরত্তিটো খরিদ লিছে, তা ধরম। মোরা আড়াই বিঘা পাথর নিছি জমা, তা অধরম। এখুন উরাদের কামটো যে যা করি, ঠিকভাবে করতে হবে।

সনার পক্ষে থিতিয়ে কিছু ভাবা স্বভাববিরোধী। ওর এবং অনেকেরই ব্যাপার এ রকম, চিন্তাভাবনা করবে চোট্টি। নির্ভরসাদের নেতা। ওরা শুধু হুকুম পালন করে যাবে।

সনা বলল, তা তো লিয্যাস্ করব, কিন্তু ই কি হল চোট্টি? আমি জমি মালিক হয়ে গেলাম?

কথা বলিস সামালে। তু নয়, জিতা লিছে জমি। সে মালিক ভি নয়, জমা লিছে। জিতা লিছে।

যে জিতা, সে আমি।

না, ভুল করিস না। তুর নাম উঠলে লালা হাত বাড়াবে। তোরাদের কি বলব! লালার খপ্পর হতে টুকুচে বারায়ে আসছি, জঙ্গলে কাজ নিছি. চাচার হোথা ভি। কুনো অন্যায় করি না, তবু ভি সামালে চলি। একা লালার গরাসে ছিলাম, দাঁতের কামড় সরাই। সে ভি খেপে আছে। এখুন তু বলিস গড়বড়িয়া কথা। আমার জমি! হাঁ সনা, বেঠবেগার তু ঋণের দায়ে। তুর নিজের বলতে কিছু হতে পারে না। তাতেই জিতার নাম ঢুকাছিস। ই কথাটো

আর কতজনারে বলছিস? লালার কানে গেলে তোরে পাটনা দেখায়ে ছাড়বে।

কারে বলি নাই।

বলিস না। বুড়া হছিস, সমঝ করে চল্। তোরাদের সামালে চলতে চলতে আমি হররমুর তরে কানতে সময় পাই না।

কানবি কেন? সে তুর মান রাখছে না?

নিজের কথাও নাই কিছু। উ তো আমার কথা।

নে, কি বলবি বল।

চোট্টি বিড়ি ধরাল। তারপর পদোচিত গাম্ভীর্যে বলল, পাথুরা হোক যা হোক, জমি তো হল।

ই দেখে সকল মুণ্ডা চেতবে।

হাঁ, আর সকল পাথর জমা লিবে। মুণ্ডাদের অসাধ্য নাই। আমি নিছি, বাস, তাতেই চেতে উঠতে পারে।

নে, বল্ এবার।

জমি নিছি, কিন্তুক কাম আছে অনেক।

চোট্টি ও জিতা জমি নেওয়াতে সকল মুণ্ডা যেন বাজি জেতে। ছগনও বলে যায়, খুব ভাল করছিস। পাথর উঠাতে হবে কোদাল মেরে। চাঁদের পক্ষ এলে চুপেচাপে মোরা ভি মেহনত দিয়া দিব। তোর জমি বলে কথা। ইতে মোরা ভি ভরসা পেছি।

কি ভরসা?

মোরা ভি জমি লিতে পারি, ই জানছি।

বাঘ একটাই। তীরথনাথ। সে কি অন্য কারেও জমি লিতে দিবে? এখুন শকুন পারা নজর করে ফাল্না জমি লিতে থাকবে। তোরাদের মোরাদের হাতে ফাল্না জমি ফল্না হয় তা সে দিবে না। কি রকম জানিস?

কি রকম?

উয়ারা, তীরথরা চায় কম জমি ফল্না হোক, আর তা থাকুক উয়াদের দখলে। যত জমি ফাল্না রবে, তত উয়াদের ভাল। তাহলে

মোরা থাকি উয়াদের দয়ায়। বান্ধা থাকি। এখুন বুঝছে, মোরাদের হাতে এলে পাথুরা জমিতে ধান উঠে। তাতেই দখল রাখতে ফাল্না জমির দখল নিবে।

চাষ করাবে?

ধুর। তাতে তো বেশি মানুষ রুজী পায়।

কি করবে?

ফেলে রাখবে। ধরতিটো যত বাঁজা রবে, মোরা তোরা, উয়াদের কাছে করজ লিব, বেঠবেগারী দিব, লাথ খাব।

তুই কত বুঝিস, মোরা বুঝি না।

বুঝে বা কি করতে পারি?

মোদের আঁখ তুই, জবান্ তুই, হাত ভি তুই।

দূর বেটা দিকু।

দূর বেটা মুণ্ডা।

দুজনেই হাসে ও ছগন বলে, মেহনত দিব।

মুণ্ডাদের কাছে বিশেষ করে ঘটনাটি দ্যোতক হয়। চোট্টির ভবিষ্যৎবাণী সত্য করে তীরথ নিতে থাকে সকল ফাল্না জমি। প্রাচীন বিদ্বেষের ফলে ফলওয়ালা আনোয়ার তার ভূখণ্ডটুকু ধরে রাখে এবং চোট্টিকে গোপনে জানায়, ওর তিরিশ বিঘা জমি ও বিলি করবে। পরে।

পহান চোট্টি ও জিতার জমি দড়ি ফেলে মেপে মাঝে বসিয়ে দেয় মনসার বেড়া। দুজনের জমি ঘিরে মনসার বেড়া ওঠে। তারপর জমিতে পুজো করে মুরগি বলি দিয়ে রক্ত ছিটিয়ে জমির মঙ্গল করা হয়। তারপর কয়েক মাস ধরে শুক্লপক্ষে চলে জমির পাথর ও কাঁকর সরাবার কাজ। বর্ষার জল পড়লে তবে বোনা হয় ধান। চোট্টি মাচাং বেঁধে নেয় এবং যেহেতু দুটো জমি বিষয়েই ওর মমত্ব বোধ, সেহেতু দুটি জমিই পাহারা দেয় তীক্ষ্ণ চোখে। সঙ্গে থাকে জিতা এবং এখন চোট্টির মনে ফিরে আসে ধানীর সঙ্গে রাত জাগার স্মৃতি যত। জিতাকে ও ধানীর আগ্রহে বলে, তীর চালাতে শিখতে চাস তো চক্ষুতে শান দে। দেখ্, হরিণ।

যাঃ হরিণ সব মেরে ফেলাছে।

দেখ্‌ তু।

ধানের গন্ধে চলে এসেছে একটি চিতল। জিতা বলে, মারব? উঃ, কতকাল হরিণের মাংস খাই না।

ধুর, মাদী ওটা। মারতে আমারও সাধ হছে, কিন্তুক মোদের মত উয়াদেরও তো উচ্ছেদ করি ছাড়ছে। হোই জঙ্গলের ভিতরে কুথা আছে বুঝি কতগুলা। এখুন বারাছে। মাদীটো র'লে বংশ বাড়বে।

চোট্টি হাততালি দেয় ও নিমেষে পালায় প্রাণীটি। চোট্টি বলে, তু ঘুমা। আমার চক্ষে ঘুম নাই।

ঘুমাবে না?

না।

জিতা ঘুমোয়। এই নির্জনতা, প্রান্তরের ব্যাপ্তি, রাতের ঠাণ্ডা খুব ভাল লাগে চোট্টির। তারপর ও নামে মাচাং থেকে। সমগ্র খেতটি দেখে ঘুরে ঘুরে। ধান হয়েছে। তেমন জলজলে নয়, তবু ধান। হঠাৎ কি মনে পড়ে ওর। নিজেকে বলে, হাঁ, একে টানের জমি, তাতে ছায়া পায় না। এই জলের দিনে সিধা গাছের চারা এনে চারধারে দিব লাগায়ে। ছায়া পাবে টুঁনি।

অঘ্রান নাগাদ সনার মাথা খারাপ হয়ে যায়। আহা হা, ধান পাকতেছে, বলে সে এসে বসে মাচাঙে। সেই যে বসে, ওকে নামানো যায় না আর। চোট্টিকে বলে, বেঠবেগার দিতে যাব না আর। হেথা রব।

চোট্টি ওকে ধমকে-ধামকে কাজ করতে পাঠায়। ধান কাটা হলে ওরা খুবলাল কয়লাওয়ালার কাছে যায়। ধান ওজন করে। ধর্মের মাপ। আড়াই বিঘা জমি, আড়াই মণ ধান।

চোট্টি নিস্তব্ধ হয়ে যায় ওজন দেখে। দেড়মণ চাল মিলবে। আর তুষ। নিশ্বাস ফেলে ও খুবলালের কাছে বোরা কেনে একটা। তুষ ভরে দিলে হয়মুর ছেলেরা শোবে। খুবলালের জমির ধান্দা নেই। সে বলে, রেল কম্পাউণ্ডে যে দহটো আছে জানিস?

মজা দহটো ?

সেইটা। এবার সেটা কাটাবে টিশনবাবু। তার পাঁক-মাটি লয়ে জমিনে ফেলা। ই ধান তো রুগাভুগাটো। জমিনে জোর নাই। তু যেমন পাগল, পাথর জমা নিলি।

বাঃ, ভাল বলছ তো ?

চোট্টি তখনি যায় স্টেশন মাস্টারের কাছে। তিনি বলেন, ওটা আমি তো কাটাবই। গতবার আগুন লেগে গেল স্টেশনে, তা কুয়োর জল তুলতে তুলতে আগুন ছড়াল।

দহটো ভাল ছিল আগে।

তা ওটার পাঁক নিবি, নে। তা তোরা কেন কেটে দে না ওটা ? ওই বারোআনা মজুরি দেব ?

তা দিব কেটে। কিন্তুক সময়টো দেখবেন মহারাজ। লালাজীর আবাদের কাজটো যেমুন চোট না খায়। ই তো দশজন মরদ আর দশটা বিটি হলে কাজ হবে। একটো কাম করলে হয়।

কি ?

এখুন ধরতে পারেন। খেতে রবি ফেলা হছে। এখুনি তেমন কুনো কাম নাই। কিন্তুক বারোআনাটো টাকা হবে না ?

না চোট্টি, তা হয় না।

তবে সেই কথা। আচ্ছা, গাঁয়ে আগুন লাগলে জল পাব ?

তা পাবে না কেন ? সরকারের সম্পত্তি, আমার ? তবে ওই আগুন লাগলেই। সদাসর্বদা ব্যবহার করতে দেব না।

সেই রকমই কথা হয়ে যায়। সব শুনে খুবলাল বলে, টিশনবাবু বেনামে নিজে এ কাজের লেগে টেণ্ডার দিছিল। দশ হাজার টাকার টেণ্ডার।

টেণ্ডার কি ?

রেলের কাম তো এমনি হয় না। আগে টিশনবাবু কোম্পানিরে সুঝাল যে এ পুষ্কর্ণী কাটতে হবে। কোম্পানি টেণ্ডার ডাকল। কে কত খরচে কাম করি দিবে। টিশনবাবু কলে তেল দিল, উর দশ

হাজার টাকা কোম্পানি দিতে রাজী। এখন তোরা যদি ছ মাসেও কাজ করিস, ও হাজার টাকার বেশি খসাবে না। ন হাজার টাকা লাভ। তা বাদে জলে মাছ ছাড়বে, বেচবে। জলের কথায় মনে হল। সেদিন বেড়াতেছিলাম, দেখলাম তোর গাড্‌ঢাগুলিন্। কাকচক্ষু জল। এই ভাল করছিস। নদীর বুকে গাড্‌ঢা বছর বছর কাটিস বালি, জল পাস। ছগনরা ভি যায়। নয়তো অছুতদের জল নেওয়ার ঠেলায় কুয়োর জল খেতে ঘেন্না হত।

তুমিও কি উঁচু জাত ?

নিশ্চয়। কুর্মি আমি। দুসাদ বা গঞ্জু বা ধোবি নই। আচ্ছা চোট্টি, তোদের মাঝে জাত নাই কেন ?

কা জানে ?

চোট্টির কথা শুনে ছগনরা বলে, করছিস কি তুই ? এ কাজও ধরে নিলি ? কে জানত চোট্টিতে এত কাম হবে ?

কাম তো হবেই। দিন বদলাতেছে। এখুন দেখতে হবে যে তীরথের কামটুক সামলে হেথা যত কাম সব জায়গায় মোরা যেমুন পাই।

বারোআনার বেশি দিবে না। কেন ?

বুঝতে হবে।

কি বুঝব ?

চোট্টি ক্লান্ত হেসে বলে, দিবে কেন বল্ তুরা ? চাচা দিছে বারোআনা, উ ভি তাই দিবে। নইলে রেট বেড়ে যায় উয়াদের হিসাবে।

তা বটে।

ভেবে লাভ নাই। ভাবলে মাথা ঘুরায়। ধরতিতে কত টাকা ! চাচা ই ফাঁপা ইট বেচে এত টাকা করছে, সে এখুন বলে, তিনটা চারটা কয়লাখাদ কিনবে। হেথা তো কয়লা মাটির 'পরে। মোদের দিছে বারোআনা। লালা আবাদে এত টাকা করছে, করজের সুদে, ডাকাতি হল, কাংগ্রেসরে পঁচাশ হাজার টাকা দিল, গায়ে আঁচড়টা

গেল না। তোরাদের দিছে পায়ের জুতা ঝাড়া ধুলা। টিশনমাস্টার ই দহ কাটতে নিছে দশ হাজার টাকা। মোরাদের দিবে বারো আনা। তা দেখ., উ পঁচাশ হাজারে দশ হাজারে তো মোরাদের হক দিবে না। যা পাই তাই লই।

যা পাই, ঠিক বলছিস।

তাই লিব। তবু ভি বাঁচব ছুটো খেয়ে।

তা বটে।

তা তুরা মোরে দেওতা বলছিস, ইবার পরনামী লিব।

কি লিবি?

দহ কাটলে পাঁকটো সবাই যে যেমুন পারিস বহে দিবি জমিনে। জমিনটো রুগাভুগা ছেলার মত শুধু কাঁদে ভুখে গ।

দিব, বহে দিব।

এই ভাবেই হয়ে যায় সব কথা ও ছোট ছোট ছিদ্রপথে অসীম জেদের বশে চোট্টিরা ও ছগনরা অধ্যবসায়ী পিঁপড়ের মত জাতীয় অর্থনীতি থেকে কণা কণা নিতে থাকে। তাতে জাতীয় অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয় না এবং এরা খেয়ে বাঁচে। একটা কথা চোট্টি স্টেশন-গ্রাম জীবনে সবাই মেনে নেয়। মেহনতী কাজগুলিতে কোনো না কোনো ভাবে স্থানীয় লোকগুলিই মুখ দেখাচ্ছে। এ কথাও মেনে নেয়, কাজের কথা চোট্টির সঙ্গে বলাই ভাল। সে বৃদ্ধ, প্রবীণ, সকলের চেনা ও সম্মানিত মানুষ। সে কথা দিলে কথামত কাজ হবে। ছগনরাও সে কথার মান রাখবে।

দহ কাটার কাজ হলে হরবংশ. হেসে বলে, এবার লেবার লাগাবার ঠিকাদারি কর চোট্টি।

কৈসে?

সবাইকে কাজ দিচ্ছ, বাটা নাও।

না মহারাজ।

নিতে পার কিন্তু। সবাই নেয়।

না মহারাজ।

সময়ে দহ কাটা হয় এবং চোট্টিদের জমিতে পাঁক পড়ে। পহান মানুষটি এই সময়ের নাগরিক। সে জমিটি দেখে চোখ ঘুঁচিয়ে ও চোট্টিকে বলে, ঢালে নামি নদী পারায়ে পাড়ে উঠে, অত হেঁটে পাঁক যদি আনা যায়, তা'লে সমানের উপর হাঁটি বন হতে পচা পাতা ভি আনা যায়।

তা বটে।

তোর তো বিস্তর চিনাজানা। গোরমেন সার দেয়। যা তোহ্‌রি। বিড্ডিবাবু হতে মেঙ্গে লে।

চোট্টি বলে, তা কি দিবে? নানা কথা হবে।

এই সময়ে চোট্টিদের জীবনে তিনটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে। প্রত্যেকটিই গানে-গল্পে ধরে রাখার মত দ্যোতক। প্রথমটি পেছনে উপলক্ষ্য থাকে চোট্টির জমি এবং প্রথম ঘটনাটির জবাব নেই।

তীরথনাথ এই জায়গায় বাসিন্দা এবং স্থানটি ওর রক্তে। বিদ্বেষ, ক্রোধ, রাগের পর চোট্টি বিষয়ে, অথবা সকল মুণ্ডা, সকল তপশীলী মানুষ বিষয়ে ওর মনে কোথাও থাকে একটা অধিকারবোধ। সেটা খাতকের প্রতি মহাজনের অধিকারবোধ নয়। প্রাচীন সম্পর্কের বন্ধনের অধিকারবোধ। বেঠবেগার নেয় তীরথনাথ নিশ্চয়, কিন্তু ও চায়, আগের মত নিঃসংকোচে ওরা বলুক, কা মহারাজ, ইতনোই পাপিতা কা অকেলা খাইয়েগা? হমানিকো ভি খিলানা দো-এক?

মহারাজ, তোমার গাই-মোষ বিগড়ে গেছে। নাথুনিকে ডাকি, গোহাল কেড়ে পূজা করে দিক।

তীরথনাথ এবং চোট্টি। চোট্টির বাপকে ও "চাচা" বলত। ওই ছগনের মা কি ওযুধ বেটে খাওয়ায়, তাতে তীরথের মায়ের স্রাবের অসুখ সারে। এখন হয়েছে ডাক্তারী ইলাজ, কিন্তু ছগনের মায়ের মত চিকিৎসক তীরথ কখনো দেখেনি। ছগনের মা বেঁচে থাকতে চোট্টি গ্রামে শিশুদের ও মেয়েদের অসুখবিসুখে কেউ ভাবত না।

সব যেন কেমন এড়ো-ছাড়া হয়ে গেল। তীরথনাথ যে হরবংশ.কে বলেছিল, তুমি আমার লেবর ভাঙাচ্ছ। তা ওই "আমার" কথাটিতে বিশেষ জোর ছিল। ওরা "আমার"—তীরথের। তীরথ ওদের মারলে

মারবে, রাখলে রাখবে। মারবে না। তীরথ যদি তেমন মারনেওয়ালা হত, তাহলে চোট্টি গ্রাম থেকে মুণ্ডা ওঁর অছুত লোক পালাত না? তীরথ কি সকল মালিক-মহাজনের মত? জাপু সিং তো গোরমেনের পাঁচসালা তামাশার সঙ্গে তাল রেখে ঠিক ভোটের পরে কোনো না কোনো ছুতোয় অছুতদের খেত-টাল-ঘর জ্বালিয়ে দেয়। বলে, ও রকম না করলে হারামিরা বরাম্ভোনদের সমান হতে চাইবে।

তীরথ তো কই, ছগনদের ঘর ও টোলি জ্বালায় না? কেন জ্বালায় না? আদিবাসী অছুত, ইত্যাদি ইত্যাদি মিশেলী বসতি বলে? না না। তীরথ হরবংশের তুলনায় প্রাচীন পন্থী হতে পারে, কিন্তু জাপুর তুলনায় সে আধুনিক। জাপুর ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল অথবা সরল, কে জানে কি! অছুতদের টোলি ও জ্বালিয়ে দেয় ঠিকই। পুলিসকে আসতেও বাধা দেয় না এবং বলে, হাঁ হাঁ, আপনা ডিউটি করো না ভৈয়া! উসি লিয়ে তো গোরমেন তুম লোগোঁকো পালপোষ করতা হায় না? বোলো না।

পুলিসকে সে ঘুষ দেয় না এবং পুলিসের সঙ্গে ঘোরে। নিগৃহীত গৃহহারা মানুষগুলি জাপুর সামনে মুখ খোলে না। জাপু তাতে অপার আনন্দ পায় ও পুলিসকে বলে, এরা আমাকে বাপের মত ভয়ভক্তি করে।—তারপর, খুবই আশ্চর্য কাণ্ড, জাপু গোরমেনের মদতকে টেক্কা দিয়ে নিজে ঘর তোলার খরচ দেয়, খোরাকি দেয়। দেয় মানে দান করে, করজ দেয় না। জাপু বলে, তীরথ লালা হল লালা। হম্ জাপু সিং। রাজপুত। আমার পূর্বপুরুষ ছিল রাজা। রাজা কি করে? জানে মারে, জানে বাঁচায়। আমার মেজাজ তীরথ কোত্থেকে পাবে? —একথাও সত্যি, ইত্যকার পাগলামোর কারণে মানুষগুলির জাপু সিংয়ের ওপর একজাতীয় আনুগত্যও আছে। আঞ্চলিক মালিক-মহাজনদের মধ্যে জাপু সিং খুবই ব্যতিক্রম। প্রাচীন দিনের রাজা-জমিদারের তুঘলকী ঐতিহ্যবাহী আজকের মালিক-মহাজন। তীরথ একবার বলেছিল, একটা কথা আপনি কখনো শোচে দেখেছেন, বুঝে দেখেছেন?

কি কথা ?

মানুষের দেহ। আপনার বয়সও সত্তর হল। একবার যদি এমন হয়, যে ঘর জ্বালালেন, কিন্তু খয়রাতি দেবার আগেই মরে গেলেন ?

হো হো হো, য়ো নেই হো সাকৃতা।

একবার যদি পুলিস আপনাকে ধরে ?

হো হো হো, কি তামাশার কথা!—হেসে-কেশে জাপু সিং তীরথের পেটে খোঁচা মেরে বলেছিল, যোগ ব্যায়াম করি, লোহে কা অঙ্গুলি, দেখিয়ে না। পট করে মরব না ঔর গোরমেন ভি ধরবে না।

তীরথ জাপু সিংয়ের মত ঘর জ্বালায় না। রামশরণ মাথুরের মত বারোমাস যাগযজ্ঞ পূজা করে খাতকদের কাছে মাসুল ওঠায় না। কোন্ অন্যায়টা করে ? করজ দিয়ে সুদ নেয় ? বেঠবেগার নেয় ? তাতে অন্যায়টা কি আছে ? যে আদত চলে আসছে তার মধ্যে অন্যায় থাকতে পারে না। চোট্টির মানুষদের মনে যে এড়োছাড়া ভাব এসে গেছে, তা ওই বেঠবেগার বা করজের কারণে ? না না। অথচ ওই বেঠবেগারের ও করজের কারণে হরবংশ্, উঠতি বড়লোক, তাকে ঘৃণা করে। ঘৃণা করা কি ভাল ?

না না। চোট্টির মানুষগুলির এড়োছাড়া ভাবের পেছনে আরো কথা আছে। আগে শুধু ছিল ওরা এবং তীরথ। এখন রুজির কারণে ওরা এর-তার কাছে যাচ্ছে। তীরথ তা চায় না। তীরথ তো মারদাঙ্গাও চায় না। সত্যি বলতে কি, তীরথ সেই জমির দাঙ্গার সময়ে মথুরা সিংকে বারবার বলেছিল, গুলি চালাবে না। ভয় দেখাবে।—কিন্তু বেটা উজবক, দনাদন গুলি চালাল। পুলিসের গায়ে যে গুলি চালায় দারোগা, টিশনবাবু ও আদিবাসী অফসর, তিন গোরমেনের সামনে, তার চেয়ে মূর্খ কে হতে পারে ?—আসলে তীরথ অনেক ভেবে দেখেছে, চোট্টির সঙ্গে চটাচটি থেকেই সব কিছু গড়-বড়িয়ে গেল। তীরথকে কি ভূতে পেয়েছিল ? নইলে ওই জমি নেবে বলে অমন জেদ উঠে গেল ? হরমু গেল জেলে। চোট্টি তো এখন ওকে বাণমেরে চলেছে নানাভাবে। নইলে ডাকাত পড়বে কেন

গদিতে, কাংগ্রেসী লোকরা চেয়ে বসবে পঞ্চাশ হাজার টাকা, ভোটে জিতবে কেন তপশীলী প্রার্থী, আর, যে কথা কারুক্কে বলা যায় না, ধোবির প্রণয়িনী কেন তার ওপর বিরূপ হবে ? চোট্টির সঙ্গে মিটমাট করতে চায় তীরথ। তাতেই তো ওই জমিটা নিতে বলল চোট্টিকে। চোট্টি নিল না। সে কথা শুনেমেলে তীরথের বউ বলল, নেবে কেন ? মন্তর করে তোমার অনিষ্ট করছে, তোমার জমি নিলে বাণ খাটবে না। —সব বড় গোলমেলে হয়ে গেল। তোহ্‌রি গিয়ে তীরথনাথ যে সাধুর শরণ নিল, তীরথ গ্রামে ফিরতে না ফিরতে পুলিস সেই সাধুকেই দাগী আসামী বলে ধরল, এর নাম সময় খারাপ যাওয়া।

এই সব ভাবতে ভাবতে তীরথনাথ হাঁটছিল রেললাইনের পাশের ফালি জমি ধরে, রোজই হাঁটে। রোজই মা বলে, কানে শুনিস না সেই জ্বরের পর থেকে, কানে শুনবার যন্তরও কিনিস না, একদিন চাপা পড়বি গাড়িতে নয় ধাক্কা খাবি।

আরে, আমি কি রেলের টাইমে যাই ?

কিন্তু স্বাধীন ভারতে ট্রেনও ক্রমে স্বাধীন হচ্ছে, তীরথ তা হিসেবে রাখেনি। একটি মালগাড়ি চোট্টি স্টেশন ছাড়ে ও এগোয়। ট্রেনের বাঁশি তীরথের কানে পশে না। চোট্টি গাই নিয়ে ফিরছিল। সে ঘটনাটি দেখে এবং ছুটতে থাকে, ছুটেই পাড়ে ওঠে এবং তীরথের ঠ্যাং ধরে হেঁচকা টান মারে। খোয়াতে আছড়ে পড়ে তীরথ। মারিস না চোট্টি—আর্তনাদ করেই মাথা তোলে ও দেখে মালগাড়ির থেমে যাওয়া। চোট্টি ড্রাইভারকে অশ্রাব্য শব্দে মুণ্ডারী ভাষায় স্রোতের মত গাল পাড়ে ও হিন্দীতে বলে, মহারাজ তো বহেড়া, কানে শুনে না। যখন দেখছ লাইন থেকে সরছে না, গাড়ি থামাবে তো ?

গাড়ি চলে যায়। চোট্টি বলে, উঠ মহারাজ। ধীর কথা শুনতে পাও, জোর বাঁশি শুনলে না ?

সেই যে জ্বর হল তিন মাস আগে—

উঠ।

তীরথনাথ ওঠে এবং ভীষণ বিপদের আসানে স্বস্তির প্রবল ধাক্কায় ওর চোখ থেকে জল গড়ায়।

চল, ঘর যাও।

কাপড়টা নষ্ট করে ফেলেছি।

তীরথের গা কেটেকুটে গেছে। মাথার টুপি পড়ে গেছে। চোট্টি দেখে, তীরথ যেন হাত-পা পাচ্ছে না, হতভম্ব। চোট্টি নিশ্বাস ফেলে বলে, উতারো। নদীতে কাপড় ধুয়ে সাফা হয়ে নাও।

কি পরব ?

কাপড়টা ঝোপের ওপর মেলে দাও, শুকিয়ে যাবে।

তুই থাক একটু।

দাঁড়াও, গাইটা আনি।

গাই আনে চোট্টি। কঠিন অপারেশনটি করা হয়। নদীর জলে কাপড় ধুয়ে, কাপড় ঝোপে মেলে তীরথনাথ ন্যাংটো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। খুবই কারে পড়েছে ও। চোট্টি এপাশে বসে, বিড়ি ধরায়।

চোট্টি !

বল !

মাপ করে দে তুই।

কেন ?

ভাবলাম তুই মোরে মারবি।

চোট্টি বরাবরই স্বাধীন প্রকৃতির। তীরথের কাজ ছেড়ে দেবার পর সে আরো স্বাধীন বোধ করে অন্তরে। সে বলল, মহারাজ! তুমাদের মাথা যেমুন চিন্তায় ঘুরে, আমার মাথা তেমুন নয়। তুমু হলে মোরে মারতে, তাই নয় ?

আমি ?

আমি তোমারে বাঁচালাম।

তোর বাণে আমার এত দুর্গতি।

কি রকম ?

এই ডাকাতি হল, কাংগ্রেস পঁচাশ হাজার টাকা নিল, আর হরমু জেহেলে গেল থেকে না তোরা, না ছগনরা মোরে মানে।

মহারাজ, তুমি যখন ভাবছ আমি বাণমারা করছি তোমারে, সে চিন্তাটো মাথা হতে সরাতে পারব না। তবে বাণমারা করি যদি, সিধা তীর ছুঁড়ব আর থানায় যেয়ে কবুল খেয়ে ফাঁস নিব। হাঁ মহারাজ! চোট্টি মোর নাম। তুমি যা যা বলছ, পাগলা কথা। তবে শেষ কথাটোর জবাব দিব।

এখন ছগনরা ভি জুতা পরে, ছাতা মাথায় দেয়। আগে দিত না। এতে মোর মান থাকে কি না বল্?

সে কেউ যেমন হাটের দেড় টাকার ফটফটিয়া চটি পিঁধে, বাঁশের ছাতা মাথায় দেয় বর্ষা দিনে। তাতে তুমার মানের কি?

ই ভাল নয় চোট্টি। এই যে তু জমি নিলি—

তাতে?

ই ধরম নয়। জমি থাকে মালিক-মহাজনের। মুণ্ডা-তুসাদ জমির মালিক হবে, ই পরমাত্মার ইচ্ছা নয়। ইচ্ছা থাকলে তারা জমি পেত।

তুমিই তো পরমাত্মাটো হছ। সকল জমি নিতেছ, ফেলে রাখবে, তবু ভি মোরা যেমুন না পাই।

আমি তোরাদের এতকাল বাঁচাই নাই? কোথা ছিল চাচা, কোথা ছিল তার ভাই? কোথা ছিল টিশনবাবু?

খুব বাঁচায়েছ।

তুই বলে মোর গদিতে ডাকাত পড়ে?

তা তো কুনোদিন সুঝলে না মহারাজ।

তুই আর আসবি না?

নাঃ। তুমি হলে আসতে?

রাম রাম!

নাও, কাপড় শুকায়ে গিছে, পর। আর কি বলব? ধরমের হিসাব তোমার একরকম, মোরাদের আর রকম। যেমুন রেলের দুটা লোহার

পাত পাশাপাশি দৌড়ায়, দুয়ে মিলে না, মিললে গাড়ি উলটাবে। তা ই ভি দেওদেওতার ইচ্ছা হবে যে তোমরা মোরা এ-উয়ারে বুঝি না। বুঝলে পরে—চোট্টি হাসল, মজা পেল, বুঝলে পরে এত ঝগড়াবিবাদ, এত দুখ-উপাস থাকত না, কিন্তুক তোমার ভগবান ডরাত, গাড়ি উলটালে। যাও, ঘর যাও।

তাহলে মোর উপর তোর শাপ নাই ?

শাপও নাই, কথাও নাই। ছেলেটো জেহেলে গিছে, সে দুখ কি আমি ভুলতে পারি ? না, মিছা বলব না, ভুলি না। মনে হয় মহারাজ, তুমি হলে তাই করতা, যখুন লাইন ধরে হাঁট, দিই তীর ছেড়ে।

আঁঃ ? মনে হয় ?

চোট্টি রেগে গেল। বলল, ই কি আবদার তুমার ? মোর জমিতে ধান হলে তুমার মনে হয় জমিটো কেড়ে লই। ফির জমি নিলে মনে হয় সকল পতিত জমি কিনে লই নয়তো লেংটা-কাঙালরা জমির সোয়াদ জানি যাবে। তা মোর ছেলেরে জেহেলে দিলে মোর মনে উঠবে না যে ঝিকিমিকি বেলায় লালা একলা চলে বেড়াতে, মারি ওরে ? মনে হয়, কিন্তুক মারি না। তেমুন রক্তে জনম লয়।

ওরে বাপ্‌ রে—বলে তীরথ কেঁদে ফেলল। বলল, যাই আমি। মারিস না চোট্টি। দোহাই তোর।

তীরথ দৌড়ল। চোট্টি হেঁকে বলল, মারতে ইচ্ছা রলে জাহানটো বাঁচাতাম ?—সে কথা তীরথ শুনল না।

সব শুনেমেলে ভীষণ এবং বিস্ফোরক রাগে বউ বলল, মোর ছেলারে জেহেলে দিছে, তার জাহান রাখলা ?

উ না হয়ে মথুরা হলে ভি ছুটতাম। কে উ, তা ভাবি নাই। একটো জাহান চলি যায় সি কথা মনে উঠে গেল।

দিলা না কেন পাথরে মাথাটো ভেঙে ?

ই কথা বলিস না বউ।—চোট্টি গর্জে উঠল, মনে মনে উয়ার মাথা দিনে দশবার পাথরে ছেঁচি, দশবার ঝিকিমিকি বেলায় উয়ার পাঞ্জরে তীর বিন্ধে কলিজা ফুটা করি।

কর না কেন ?

হরমুর বেলা, গোরমেন অফসর সাক্ষী ছিল, তাতেই দারোগা মোরাদের কুকুর দিয়া খাওয়ায় নাই। আমি ওরে মারলে পুলুস আসি মুণ্ডাটোলি জ্বালায়ে দিবে। তখুন ? আমার কারণে মুণ্ডারা ভাসি যাবে ? আমি কারণ হব ? তু বল্, তাতে মোর ধরম হয় ?

বুঝলাম। নাও, গুড়-জল খাও। নাতিটারে দেখ। উয়ার মা লাকড়ি গুড়াতে গিছে হোই জঙ্গলে।

টেনে আনবে কি করে ?

সে সব জানে। রশিতে বেন্ধে টানবে ?

দে।

হরমুর ছেলেকে কোলে নিয়ে চোট্টি বলল, ওঃ, হরমু্ এসে দেখবে ছেলা কত কথা বলে। গুঁড়াটো রাখি গিছে।

কবে আসবে ?

এবার আসবে।

তীরথনাথের আশ্চর্য রূপান্তর ঘটে। আর সে ও পথে বেড়াতে যায় না। গ্রামের সকলকে মনে হয় সম্ভাব্য আততায়ী। ছগনদের সঙ্গে ও আর খ্যাঁচামেচি করে না এবং রেলে কাটা পড়ার বিপদ-মুক্তিতে বাড়িতে যে নারায়ণ পূজা হয়, তার প্রসাদ পাঠায় ছগনদের টোলিতে।

এটি প্রথম আশ্চর্য ঘটনা। ছগন বলে, মহারাজ মরবে রে চোট্টি। নয়তো ভাল হয়ে গেল কেন ?

ভূতের ভয়ে।

কার ভূত ?

চোট্টি মাটিতে থুথু ফেলে বলে, সর্বদা ভূত দেখতেছে উ। আমি ওরে মারতেছি, সেই ভূত দেখতেছে।

যা হোক, লাড্ডু ছাতু অনেক দিছে।

খেয়ে নে।

দ্বিতীয় আশ্চর্য ঘটনা ঘটে জল নিয়ে।

সকলকে অপার বিস্ময়ে ফেলে, আবার নির্বাচন আসার আগেই, কি আশ্চর্য, তপশীলী সদস্য চোট্টিতে আসেন এবং ঘোষণা করেন, চোট্টি জায়গাটির দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধি বিবেচনা করে এখানে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হবে। অচিরে। সবাই যেন সে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সুবিধা নেয়। তারপর জানান, জল কষ্টের জায়গা এটি। অতএব ছগনদের টোলি ও চোট্টিদের টোলির মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি বৃহৎ সরকারী কুয়ো তৈরি হবে। তিনি জ্বালাময়ী ভাষায় বলেন, তিনি জানেন, উচ্চবর্ণের লোকেরা এমন সংকীর্ণচেতা, ছুয়াছুতে এমন বিশ্বাসী, যে সরকারী কুয়ো থেকেও আদিবাসী ঔর তপশীলীদের জল নিতে দেয় না। তিনি একথাও জানেন যে এরা চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল এবং জবাহরলালের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের উন্নতির পথে অন্তরায়। কিন্তু আদিবাসী ঔর তপশীলী লোক যেন মনে রাখে, তাঁকে নির্বাচন করে তারা সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। সে জন্যেই হচ্ছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং কুয়ো। ফিন্ ভি চুনাও মেঁ জিতলে তিনি চোট্টি তক কাচ্চা রাস্তা পাকা করে চোট্টিকে জুড়ে দেবেন গতিময় জীবনের সঙ্গে।—এ সব বলে, ছগনের বোনের নাতিকে কোলে নিয়ে আদর করে তিনি ট্রেনে উঠে পড়েন।

আরো আশ্চর্য কথা, স্বাস্থ্যকেন্দ্রও তৈরি হয়, কুয়োটিও কাটা হয়। কুয়ো দেখেই বোঝা যায় গ্রীষ্মে জল শুকোবে। তবু তাদের নিজস্ব কুয়ো। ছগনরা ও চোট্টিরা খুবই আনন্দিত হয় এবং ছগনরা নতুন কুয়োর পাড়ে বসে সারারাত "রামা হো রামা হো" জাতীয় গান গায়, আনন্দ করে।

তীরথ হরবংশকে বলে, ছোটজাতের লোক, ছোটজাতের ভালাই দেখবে। তাতেই কুয়া কাটাল।

আরে ও চুনাও মেঁ জিতল তো আপনার জন্যে। ফাল্‌না জমির দখল নিয়ে যে হাঙ্গামা করলেন! জমিতে তো এখন চোরকাঁটা হচ্ছে। এক টুকরো ফাল্‌না জমির জন্যে কাংগ্রেসকে চোট দিলেন।

আবার তো চুনাও আসবে।

তখন ওঁর কোনো হাঙ্গামা উঠাবেন ? বাস তখন আপনি হয়ে যাবেন অপোজিশন। বলতে পারবেন, অঞ্চল সে কাংগ্রেসকো হটা দিয়া।—হরবংশ মজা পায় ও বলে, তখন আপনি হয়ে যাবেন কম্‌নিস। যে কাংগ্রেস নয়, সে কম্‌নিস। জেহেলে ঢুকাবে আপনাকে।

এসব তুমি কি বলছ ? অপোজিশন কি ? কম্‌নিস কি। এসব কথা তো আমি জীবনে শুনিনি।

সে কি, কাগজ পড়েন না আপনি ?

কাগজ ? কেন, কাগজ কেন পড়ব ?

দেশবিদেশের খবর জানবেন ?

না না, ওসব ফ্যাশান আমি করি না।

তবে ট্রানজিস্টার চালান কেন ?

গান শুনি।

খবর শুনেন না ?

খবর শুনব কেন ? ও সব তোমাদের দরকার। আমার যে খবর দরকার, তা আমি ঘরে বসে পেয়ে যাই।

ঠিকই বলেছে এম. এল. এ.। আপনাদের মত লোকদের জন্যেই ইন্‌ডিয়া এমন ব্যাকওয়ার্ড।

কি বললে ? বুঝলাম না।

এরপরেকার ঘটনাটি খুবই আশ্চর্য। এক সন্ধ্যায় চাটার বাস থেকে নামে হরমু। চোট্টি দেখে গ্রামের যত মেয়ে-মরদ ছেলেপিলে সবাই দল বেঁধে তার বাড়ির দিকে আসছে। সে ধরেই নেয় কোনো বিপদ হয়েছে। কিন্তু ভিড়টি বাড়ির কাছাকাছি আসতেই একজন ছুটে এগোতে থাকে। সামনে আসতে চোট্টি চেঁচিয়ে উঠে, হরমু!

ভীষণ হইচই শুরু হয়ে যায়। মা, বউ, বাবা সকলের কথা শেষ হলে হরমু বলে, ভালভাবে ছিলাম, কাজ করছি, তাতে চার মাস আগে ছাড়ি দিল। সি অফসরটো বেবস্থা করে, আর্জি দেয়, নয়তো হন্ত না। কতজনা, কত মুণ্ডা জেহেলে আছে তো আছেই। কেন আছে তাও ভুলি গিছে, তারাদের হয়ে কথা বলতে কেও নাই।

এলি কেমুনে ? বাসের ভাড়া ?

জেহেলে কাম করাত, আসার কালে মজুরির পয়সা দিছে না ? তাতেই ভাড়া উঠল।

ছগন হেঁকে বলল, মোরা বাস হতে নামতে তারে নিয়ে আসতেছি, এখন হরমু ঘরে সাঁজালি, মোরাদের চিনিস না ? আয় বাহারে, মোরা লাচব, গান গাহাব।

চোট্টি বা কুথা ?

চোট্টি বেরিয়ে এসে হেসে বলল, কাল সব হবে। আজ উ পথে শুকায়ে আসছে, আজ তুরা ছাড়ি দে।

না, মদ না খেয়ে যাব নাই।

দূর পাগল, অত মদ কুথা ?

"হ্যাঁ" বল, মদ আসবে।

বললাম "হাঁ"।

বললি তো ?

বললাম।

এই দেখ্।

ছগন, পারশ, সনা, ডোন্‌কা সবাই বের করল বোতল।

যার ঘরে যা ছিল, লয়ে বেরাছিলি ?

নিশ্চয়।

হরমুর মা আনল মুড়ি ও লঙ্কা। হরমুর বউ নিমেষে মাথায় তেল মেখে চুল আঁচড়ে খোঁপা বেঁধেছে। সে আনল পেঁয়াজ। কোয়েল চলে গেল দোকানে। বলল, লঙ্কার গুঁড়া দিয়া কচু ভাজা ঝুরি বেচে, লয়ে আসি।

আনন্দে ও কোলাহলে চোট্টির আঙিনা ভরে থাকল।

পরদিন কাজে যেতে তীরথনাথ ছগনের ছেলেকে বলল, বিশুয়া ! চোট্টির ছেলে ঘরে এল তাতে মুণ্ডাদের সাথ তোরা ভি মাতন করলি ?

বহোৎ নেই মহারাজ, থোড়া মজা কী।

তোদের জাতধর্ম জলে দিতেছিস।

নায় মহারাজ।

যা বুঝিস! ভাল কথা নিস না বলেই তোদের অভাব ঘুচে না।

রশি দিন মহারাজ। বেড়াটা বেঁধে দিই।

হরমুকে নিয়ে পরদিন সকালেই চোট্টি গেল জমি দেখাতে।

ই জমিন মোরাদের?

তিন ভাইয়ের।

হরমু মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল, বাবার পা ছুঁয়ে। চোট্টি একটু বাদে বলল, কাঁদিস কেন? পুরুষ ছেলা না তু? পা ছাড়। কামে যাব।

চল, আমিও যাই।

এখুন জমিটো হতে যা পারিস কর। আমি আর পারি না। এখুন একটু শান্তি চায় মন। আর ঝামেলা ভাল লাগে না।

এখুন আমি আসছি। তুমি জিরাও না কেন?

তোর কামাই খাব?

খায় না কেউ?

এখুন খাটতেছি, খাটি। তীরখেলাটোর জলুস উঠা দেখি সবে? টাকাটো পেলে আরো নিতে পারবে যে জিতে।

জমিন্ তো বিস্তর।

না, বিস্তর জমি কুথা?

বল কি, ফালনা জমির অভাব?

আমি জমি নিতেই লালার ডর ধরল, বুঝি বা মোরা জমিনের সোয়াদ পাই। বুঝি বা আর কেউ জমি নেয়। বাস, তখনি যত ফাল্না জমি সব নিছে। পাই নাই ওই ফলবেপারী আনোয়ারের জমিগুলান্।

চাষে দিছে?

দেয় কখুনো?

জমি নিল কেন তবে?

কম জমিতে ফসল হবে, বেশি মানুষ উপাসে রবে। তাতে উ

করজ দিতে পারবে, আর যারা ছাড়া আছে, তাদের বান্ধবে বেঠবেগারীতে।

জেহেলে অনেকের কাছে অনেক কথা শুনতাম। লিখাপড়া হলে ভি হয় না। কাগজটো আদালতে লিয়ে পাকা করতে হয়।

নয় তো ?

নয়তো উ কাগজটো কাঁচা থাকে।

আদালত করতে যাই যদি, তো উকিল ধোঁকা দিবে।

ছগনরে বা পহামরে সাথ নিলে ?

দেখি। তবে আমি বলি ক বছর দেখে লই। জমিন্ তো রুগাভুগা পোয়াতি, রুগাভুগা ধান বিয়াছে। তুর মেহনত খেয়ে উয়ার বল বাড়লে, ভাল ফসল উঠলে, তবেই ই জমির কাগজ পাকা করা যাবে। নয়তো আনোয়ারের জমিন্ নিতে চেষ্টা করব আর কাগজ পাকা ভি করব।

দেখি। আমি তো আসছি।

বয়স অনেক হল হরমু, এখুন শান্তি চায় মনটো।

আর মুণ্ডারা, ছগনরা ভি বলতেছিল ঘর আসতে আসতে, উয়াদের মনে ভি আশা উঠছে, আনোয়ারের জমি লিতে চেষ্টা করবে।

সে খুব ভাল। কিন্তুক হবে কি ?

পরে সব শুনেমেলে পহান বলল, জানি না। তবে ই দেখতেছি, তু যা করিস, সবে তা করে।

কি দেখ ?

মুণ্ডা মরে মদে, আর রংচঙা জিনিস কিনায়। আগে মুণ্ডা লোক লোক এত মদ খায় নাই। পালায় পরবে বানাছে, খাছে। এখুন সরকারের তাড়িখানা, কিনে ভি খেছে। বীরসা ভগবানের নাম জানিস ?

জানি।

সে হরমদেও পহান মানত না। কিন্তুক একটো ভাল কথা বলছিল, মুণ্ডা লোক মদ খাবে নাই।

বীরসাইতরা খায় না।

ভাল করে। খু—ব ভাল করে। তু খাস, আমি খাই, অবর-সবর খাব। ই কি? শরীর জল করা পয়সা ঢালি দিন?

কি বলছিলে?

এই তু জমিটো নিবার পর সবে একে একে আসি মোরে বলে, তবে মোরা ভি জমি নিতে পারি, কাগজ লিখাই করি? আমি দেখি এই মৌকা। তা জনে জনে বলছি, হাঁ, নিতে পারিস। তবে তার পারা মেহনত কর। সনার পারা আটা সিজায়ে খেয়ে বাঁশের চোঙে, টিনের কৌটায় টাকা জমা। এতোয়ারে এসে মোরে হিসাব দিবি, কে কত জমালি। আমি লিখব। তাতে দেখি টুকচে সুবুদ্ধি হছে। তোর বিয়াই, উ ডোনকাটাতো হাড়ে অবুঝ। সি ভি ই কথা শুনছে।

পহান!

বল।

একটো কথা মনে আসি গেল। তুমি তো হিন্দি লিখাপড়া কিছু জান, অঙ্ক ভি জান। সারাদিন কাটে কাজে কামে, কিন্তুক বিকালে তুমি যদি মুণ্ডা ছেলাদের টুনি শিখাও?

শিখবে? সরকারী ইসকুলে যায় না?

সরকারী ইসকুলে হেথা মুণ্ডা যাবে? দিকু ছেলারা পড়বে না তাহলে, আর ছগনরাদের ছেলারা গেলে ভি মাস্টার খেদায়ে দিছে। বলে ছোটজাত, ছোট কাম করবি, পড়ে কি করবি? তা আমার মনে বুঝ উঠে, দিন বদলাতেছে। লিখাইপড়াই কাম মুণ্ডা করবে না। সদরে মিশন হতে পড়াই শিখে বিটিরা রেজা কাম করতেছে। এখুন রেজা কামে ভি জবর টাকা।

সে সদরে। হেথা উয়াদের কিষ্ণ-মহাদেব-কালী ব'ল দিছে, বায়ো আনার উপরে উঠ না।

সদরের হিসাব সদরে। কিন্তুক একোটা মুণ্ডা ছেলা টুকচে শিখলে হিসাবটো বুঝে, লিখতে ভি পারে।

ছেলারা আসবে ?

সে বাপরা দেখবে।

হতে পারে। ছগন ভি জানে।

সে তার ছেলাদের শিখাক ? ছগনের কাছে মোদের ছেলারা গেলে, বা তুমার কাছে ওরাদের ছেলা এলে, চাঢা, লালা, সবে কথা উঠাবে, যি এরা-ওরা এক হয়ে জানি দিকু বলোয়া উঠায়।

দেখ্ তু। তুই বললে শুনতে পারে।

আর এক কথা।

চাল দিতেছিস ?

হরমুর খেতের ধান চাল। কেও খায় নাই। ও আসতে ধান ভানা হল। পরথম দিলাম তোমারে।

পহানী বলল, আর তো পাখি ধরা আন না ?

মিলে কুথা ? সব মেরে দিছে।

আনোয়ারের জমি মেলেনি। আনোয়ার শেষ অবধি চোট্টিদের লাগিয়ে জমি খোঁড়ায় ও পেঁপে গাছ, পেয়ারা গাছ লাগায়। কিন্তু মুণ্ডাদের সঞ্চয়ের অভ্যাসটি থেকে যায়। পহানের অসীম অধ্যবসায়ে হরমুর বড় ছেলে সমেত তিনটি ছেলে বর্ণমালা চিনে ফেলে, সহজ যোগ বিয়োগ শেখে আমলকীর বিচি গুণে গুণে। এটুকুই চোট্টির কাছে মনে হয় পরম প্রাপ্তি। ছগনও বিদ্যাদানে উৎসাহী হয় কিন্তু অত্যধিক মারকুটে বলে তার ছাত্ররা পালাতে থাকে। চোট্টির বিষয়ে নতুন নতুন কিংবদন্তী রচিত হয়। অবশেষে, আকালের বছর শ্রমদানের বদলে খয়রাতি দানের ব্যবস্থা হলে স্বয়ং তীরথনাথ ও হরবংশ অফিসারকে বলে, চোট্টি মুণ্ডাকে ডেকে বলুন। ও ভার নিলে কাজ তুলে দেবে। হয়ে যাবে রাস্তা। কাঁচা রাস্তা মেরামতি, সে ওরা পারবে।

শুধু মুণ্ডা কেন ?

অন্যরাও চোট্টির কথা শুনবে।

চোট্টির বিষয়ে এ কথা বলা মানে, সে যে এখানে মুণ্ডাদের ও হিন্দু অন্ত্যজদের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ, তা মেনে নেওয়া।

অফিসার বলেন, লীডার না কি ?

হরবংশ বলে, রাজনীতিক লীডার নয়। কিন্তু প্রবীণ লোক। লালাজীর কথা জানি না, আমি তো ওকে সামনে রেখে কাজ করতে পছন্দ করি। জল হোক, তাত হোক, হিম পড়ুক, চোট্টি সকলকে নিয়ে কাজ তুলে দেবে।

তীরথনাথ নিশ্বাস ছেড়ে বলে, হাঁ।

এমনি করেই দিনে দিনে চোট্টির বয়স বেড়ে যায়। সোমচরের দ্বিতীয় বিয়ে হয়, এতোয়ার বিয়ে হয়। চোট্টির বয়সের কথা সেদিন মনে হয়, যেদিন কোয়েল বলে, দাদা ? মোর মাথাটো দুখাইছে খুব, গা জানি পুড়ি যায়। ভিতরে সব টানতেছে, আর যেমন আন্ধার লাগতেছে সব।

বারো

তখন ছিল সন্ধ্যা। আঁধার নামছিল চরাচরে। সময়টি ছিল বর্ষাকাল। চোট্টি নদীর জলে স্রোত বইছিল গর্জনে। সময়টি ১৯৭০। চোট্টি কোয়েলকে মাচাঙে শোওয়ায় ও মাথা ধুয়ে দিতে বলে। কোয়েল মাথা নাড়ে দুদিকে ও বলে, দাদা, এতোয়ার বুদ্ধি নাই কুনো, ওরে দেখো।

চুপ যা কোয়েল। মাথায় জল দিছে।

মাথা দুখাইছে কেন ?

জ্বর নামলে মাথা আরাম হবে।

সকল যেমুন আন্ধার।

জল খা।

জল বমি হয়ে যায় ও কোয়েল সহসা "দাদারে" বলে চেঁচিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। এখন চোট্টির মনে হয় বড় অসহায় সে, বয়স তার তিন কুড়ি দশ।

হরমু বলে, হাসপাতালে নিবে?

তাই লই। কিন্তুক মাথায় জল দে।

মাথায় জল ঢেলে ঘরের মেঝের মাটি গলে কাদা হয়। কোয়েলের হুঁশ ফেরে না। চোট্টি এখন বয়স ঝেড়ে ফেলে দেহ থেকে। বলে মাচাং কাট। হাসপাতাল হতে ছগনের মা এই সাতকালা বুড়ি ভাল হই আসছে।

ডাক্তার পয়সা চাবে আবা।

আমি যেছি। দিব পয়সা জোর করলে।

মুংরি কান্না চেপে বলে, জ্বর সকালে হছিল, হাটে গেল জোর করি। এত মানলাম, তা মানল না।

আমি জানি? কাট মাচাং, ছেলারা চল্।

অচৈতন্য কোয়েলের কাছে মুখ নিয়ে চোট্টি আকুল উৎকণ্ঠায় বলে, তোরে হাসপাতালে নিই কোয়েল, তোরে আরাম করি আনব।

মাচাং কাটা হয়। কোয়েলকে শুইয়ে চোট্টি কাঁথা চাপা দেয় ভাইকে। বলে, জল নামতে পারে। সবে এক হাতে চেপে রাখিস উয়ারে। হঠাৎ হোঁশ এলে চমক খাবে, পড়ি যাবে।

মাচাং নিয়ে ওরা বেরোয় ও সাবধানে চলে। চোট্টির মুখে কথা নেই। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ওদের বাড়ি থেকে দেড় মাইল দূরে। হরমুর ছেলে সঙ্গে যায় লণ্ঠন হাতে। চোট্টির বউ ডেকে বলে, আমি যাব?

চোট্টি বলে, না না, ঘর ধরে থাক্।

ডাক্তারকে ডাকতে হয় বাড়ি থেকে। কোয়েলের ঘাড় শক্ত হয়ে গেছে দেখে ডাক্তারের মুখ শুকিয়ে যায়। তিনি বলেন, চোট্টি. কোয়েলকে বড় হাসপাতালে নিতে হবে। আমার কাছে কোনো ওষুধ, কোনো ইঞ্জেকশান নেই।

কি হছে উয়ার?

মনে হয়, মেনিন্জাইটিস।

তাতে মানুষ বাঁচে?

বড় হাসপাতালে নাও।

ছেলেরা চোট্টির দিকে চায়। এ সময়ে ওদের মানসিক বিপর্যয়কে প্রতীকী করে বৃষ্টি নামে। চোট্টি নিমেষমাত্র ভাবে ও বলে, হাসপাতালে নিব তোহ্‌রিতে তা গাড়ি তো সকালে।

তাও তো বটে।

চোট্টি সহসা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় ও বলে, তুরা আন উয়ারে, আমি যাই। যেমুন ঝাঁকানি না লাগে।

কোথা যাও বড় আবা ?—এতোয়া বলে।

মালগাড়ি থামাই। হাসপাতাল তক যাতে জীয়ে তেমুন সুঁই-দাওয়াই দিতে পার না ? তবে ডাক্তার কিসের ?

ডাক্তারটি তরুণ এবং এখনো মানুষের ব্যথাবেদনা বোঝে। বলে, দিচ্ছি। তুমি যাও। আমিও আসছি ওদের সঙ্গে। হাস-পাতালে চিঠিও দেব।

চোট্টি স্টেশন পানে ছোটে এবং স্টেশন মাস্টারকে ধরে। অবশেষে অলৌকিক সম্ভব হয়। কোয়েল মুণ্ডাকে নিতে মালগাড়ি থামে। গার্ডের কামরায় শোয়ানো হয় কোয়েলকে। স্টেশনমাস্টার বলেন, তুমি বললে বলে এ কাজ করলাম। অন্য কেউ হলে করতাম না।

হাঁ মহারাজ।

ট্রেনে বসে চোট্টি বলে, লালারে হরঘড়ি পৌঁছাতেছে মালগাড়ি থামায়ে, এখুন বলে তোর লেগে থামাছি।

গার্ড বলে তোমার জন্যেও থামাল তো।

নিশ্চয়। সি আমি ভুলব না।

লোক ভাল।

হাঁ মহারাজ।

তোহ্‌রিতে নেমে হাসপাতাল। ডাক্তারের কাগজ দেখিয়ে অবশেষে ভর্তি করা। দেখেই ডাক্তার বলেন, আরেকটা এপিডেমিক কেস।—তাঁর মুখ দেখেই হয়ে যায় চোট্টির।

বাঁচবে মহারাজ ?

যাও যাও, কাজ করতে দাও আমাদের।

চোট্টিরা বাইরে বসে এবং এখন চোট্টি বলে, হরমু, শোন্।

কি, আবা ?

তু আর এতোয়া চলি যা।

এখুন ?

যেতে তো হবেই বাপ। বুঝিস না, কোয়েল উঠবে না আর ? আমি বুঝে নিছি ডাক্তারের মুখ দেখে।

দেখি কি করে।

দাদা বিনা কিছু জানে নাই।

বৃষ্টি পড়ে। প্রতীক্ষা করে থাকার দুঃসহ রাত। সকালে চোট্টি অনেক কথাই জানতে পারে ওয়ার্ড বেয়ারার কাছ থেকে। খুব হচ্ছে এ অসুখ। হাসপাতালে সাতটা কেস এসেছে, কেউ বেঁচে ফেরেনি। এখন চোট্টির বরাত। রুগী কেমন আছে ? বেঁচে আছে। বেহোঁশ। ডাক্তার চেষ্টা করছে।

দুপুরে কোয়েল মারা যায়। দাদা ছাড়া কিছু জানত না ও। মা বলে গিছে দুভাই এক সাথ থাকবি। চোট্টি মেলায় জিতলে সেদিনও নেচেছে। হাটে জামা একটা কিনেছিল ডোনকার পাকে পড়ে। দাদা কি বলবে বলে গায়ে দেয় নি কখনো। সংসারটা বেঁধে তুলবে বলে হরমুর মায়ের ডান হাত হয়ে খাটত। হরমু জেলে যেতে দুদিন খায়নি কিছু। দুঃখের দিনে দুভাই একটা কাপড় কেড়ে পরত। সবই তো দুঃখের দিন। নিজেদের খেতের ধান উঠতে বলেছিল, দুখের দিন কাটি গিছে, নয় দাদা ? দাদা ছাড়া কিছু জানত না।

হরমু ও সোমচর চলে যায় গ্রামে। মুণ্ডাদের নিয়ে ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়। কেঁদে কেঁদে এতোয়া ঘুমিয়ে পড়ে। চোট্টি জেগে থাকে। মুংরিকে কি বলবে। কোয়েলের জন্যে কাঁদতে গিয়ে সে যদি বলে, সেই তো মরে গেল। তবে তাকে হাসপাতালে নিলে কেন ?—তখন কি বলবে ? ঘুম পায় না চোট্টির। মনেও

থাকে না, কাল ভোরে উঠেছিল, আজ এখন অবধি দু চোখ বোজেনি একবার। বুকের নিচে ভীষণ তাগিদ। চোট্টি জানে, কোয়েলকে সমাধি না দেওয়া অবধি ওর চোখে ঘুম আসবে না। এখন সামনে ওর অনেক কাজ। সনারা এসে পড়ে। ডোনকা বলে, তু চলি যা টেরেনে। এতোয়াও যাক। মোরা বহে লিব।

না, হেঁটেই যাই।

অনেক সময় যাবে।

আর তো তাড়া নাই। এখুন সময় বাঁচায়ে কি করব?

চোট্টিকে অত্যন্ত শান্ত দেখে সনা বলে, বুক পাষাণচাপা হই গিছে।—সে কথা শুনে চোট্টি মৃদু হাসে এবং চাটাই কিনে এনে ঘরের চালের মত কোনা করে চালা তৈরি করে। সেটি কোয়েলের উপর বসিয়ে দেয়। বলে, বর্ষা নামলে জলটো বহে নামি যাবে। ভিজলে ভারি হবে আরো।

পথে বৃষ্টি নামে। পথ অন্ধকার, তবে চেনা। চেনা পথ আজ অফুরান হয়। বিদ্যুতের আলোয় পথ দেখে দেখে ভোর নাগাদ ওরা গ্রামে পৌছয়। ক্লান্ত একটানা কান্না ওদের অভ্যর্থনা করে। বাড়িতে ঢুকে কোয়েলকে নামিয়ে চোট্টি বলে, বাস উঠি গিছে। অষুদের বাস ছাপায়ে বাস ডাকে। পহানরে ডাক।

স্নাত ও নববস্ত্র পরিহিত কোয়েল মুণ্ডা নতুন খাটুলি চেপে মুণ্ডারী শোঁসানে যায়। তার রোয়াঁর জন্য চাল-পয়সা নতুন গামছা সঙ্গে দিয়ে তাকে সমাধিস্থ করা হয় পহানের সাহায্যে। ঘরে এসে চোট্টি বলে, তুরা যা, আমি কোয়েলের তরে এখুন কাঁদব। মুংরি দোষ মানিস না, তু মোর বিটিটো এখুন, কিন্তুক মোর দেহ হতে ছোঁয়টো তফাত করি দিছে যেমুন, কান্না না কানলে মরি যাব।

সকলেই কাঁদে। হরমুর মা বলে, মোর সাথ এক বয়স বা হবে, কুনো দিন রুখা কথা বলে নাই। কুনো দিন ঘর ছেড়ে শোয় নাই, মোর রান্ধা বিনা খায় নাই। এমুন বাদলে শিয়াল বাহিরায় না, সে কেন শোঁসানে শুয়া?

কেঁদে কেঁদে ওরা ঘুমিয়ে পড়ে। চোট্টির ঘুম আসতে এখনো দেরি হয়। মনে হয় আর কিছু পারবে না ও, কোনো কাজ। বয়স অনেক হল। এখন মনে পড়ে, বাপ গলায় দড়ি দিতে কোয়েল বলেছিল, অনাথ তো হই নাই? দাদা আছে, নয়?—অস্ফুটে বলে, বড় ভরসা করছিলি, দাদা তোরে বাঁচাতে পারল না।—চোখ ফেটে জল নামে ওর। বাইরে বৃষ্টির শব্দ। সামাজটো ব'স গে'লি শোঁসান-বুরু দিব, চোট্টি অস্ফুটে বলে। কোয়েল এখন তার খুব কাছে। বৃষ্টির মতই ঘন ও সিক্ত ও চরাচরব্যাপী। তু ভাবিস না, এতোয়া, মুংরি, সবারে বুকে করি রাখব।—চোট্টি কোয়েলকে বলে। জমিটোতে হরমু সোমচরের য৽, এতোয়ার তত হক,—চোট্টি আবার বলে। এখন শোনা যায় সহসা হুঁ-উ-উ-উ বোবা কান্না, দীর্ঘায়িত আর্তনাদ কার। যুক্তি চলে যায়, উৎকর্ণ প্রত্যাশায় দরজা খোলে চোট্টি, কোয়েল আলি?—বুড়ো কুকুরটা ঢুকে পড়ে ঘরে। বৃষ্টিতে ভিজছিল।—শো হেথাক্, ভিজা গিছিস?—চোট্টি কুকুরটিকে আদর করে এবং সহসা ঘুমিয়ে পড়ে শিশুর মত। পরদিন সকালে উজ্জ্বল রোদ সিক্ত ধরণীতে। বেলায় ঘুম ভেঙে বাইরে দাঁড়িয়ে গাছের স্নান করা পাতা, উজ্জ্বল রোদ দেখে বুক ফেটে যায় চোট্টির। ঘরের আড়ার বাঁশ দুহাতে ধরে সে হোহো করে সান্ত্বনাতীত শোকে কাঁদে। কোয়েল নেই। সব শূন্যতা চোট্টির পরিবারে, বিশ্বচরাচরে ফাঁক নেই কোথাও। সব যেমন-কে-তেমন রইল?

পহান পরে বলেছিল, সিধা হাসপাতালে নিল চোট্টি। বা-বাতাস লাগছিল বুঝি বা। মোরে তো দেখাল না একবার।

হাসপাতালে কত জনা মরল, চোট্টি সনাকে বলে। তারপর বলে, এখুন তো হাসপাতালে জাদু মন্তর দেখি। চেচক হয় না, হায়জায় মরা মানুষ জীয়ে ফিরে। পহানরে বলি নাই, তারে মানি না বলা নয়। তখুন মনে হছিল দেরি করব না আর।

বা-বাতাসের থিওরিটি নস্যাৎ হয়ে যায়। কেননা এপিডেমিক মেনিন্‌জাইটিসে মারা যায় তীরথনাথের গোমস্তার ছেলে, স্টেশন-

মাস্টারের মেয়ে, খুবলালের স্ত্রী। সনা বিজ্ঞের মত বলে, রোগটা ভাল নয়।

কোয়েলের সমাধিতে উপযুক্ত অনুষ্ঠানে স্থাপিত হয় শোঁসানবুরু। চোট্টি বলে, আমি মরলে হোথা মোরে সামাজ দিবি হরমু। কোয়েলের পাশে।

সমাধিক্ষেত্রটি খুবই সুন্দর। পিয়াল গাছে ঘেরা, ছায়াঢাকা।

সকলই গল্পকথা চোট্টি মুণ্ডার জীবনে। এখন তার গল্প ক্রমে অতিলৌকিকে পৌঁছচ্ছে। মুণ্ডা নরনারী সমস্ত অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে ছেলে ঘুম পাড়াতে বলে, সি এক চোট্টি মুণ্ডা আছে। তীর মেরে সে তার লালারে জব্দ করিছে। তাহার ভয়ে গোরমেন্ কাগজ করি তারে জ়াম নিতে দিছে। ভাইরে যখন ব্যামো ধরে, তীর মেরে চোট্টি রেলগাড়িটো থামাই দিল। সে সব পারে।

কোয়েলের মৃত্যুতে দীর্ঘদিন চোট্টি যেন সবার চেয়ে শূন্য থাকে। মুংরি একদিন রুক্ষ চুলে তেল দেয়, সোডায় কাঁথাকানি সিদ্ধ করে কাচতে যায় নদীতে। হরমুর মা আঙিনায় মরিচ-বেগুন-কুমড়ো আজ্জাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। হরমু, সোমচর ও এতোয়া যায় জমিতে। হরমুর মেয়ে দেখে এতোয়ার ছেলেটিকে। এতোয়ার বউ রান্না করে। হরমু ও সোমচরের দুই বউ ছাগল চরাতে যায়। হরমুর ছেলে যায় গাই গরু নিয়ে। অনেক কাজ চোট্টির। জলে রোদে কাজ, মাথালগুলি বাঁধতে হবে, লণ্ঠনটা ঝালিয়ে আনতে হবে, কাস্তে দুটোয় বাঁট তৈরি করতে হবে। বর্ষা তো গেল বলে। কাজে বেরোতে হবে আবার। কিন্তু সব যেন শূন্য লাগে সকল সময়ে। এ সবই সে করত।

সংসারের টানাপোড়েন থাকে অব্যাহত। চোট্টির বউ বলে রাতে, মুংরির মনে এখুন আপ্ত বোধ হছে। নিজের কথা ভাবতেছে।

কি রকম ?

বলে মুরগি পালি আমি, ডিম এখুন হতে বেচব, পয়সা রাখব।

এখুন হতে নিজের কথা নিজে ভাবতে হবে। সে নাই। ছেলা বোকাটো।

যা চায় করুক।

তারে বুঝাতেছে কে? এতোয়ার বউ।

কি বুঝায়?

তার বাপের জমিন্ আছে। সে বাপের ছোট বিটি। ভাই নাই, ছু বোনের হক। বলে, সেথা যেয়ে থাকলে বা হয়।

তুই বা আমি তারে যেতে বলব না। নিজে যেতে হয়, যাবে।

সংসারটো ভাঙি যাবে?

গেলে যাবে।

তুমি বলবে না কিছু?

না। কিছু বলব না। এতকাল সুখেছুখে কাটায়ে তার যদি মনে হয়, বেটার শ্বশুরবাড়ি। তার বেশি আপনার, তাহলে বললে মানবে?

ছু মাস কাটে নাই যে।

তোর মনটা দুখায়?

খুব। ছাতুর শরবত খেতে পারি না, সে ভালবাসত।

এখন ঘুমা।

চোট্টির মনে হয়, কোয়েল না গিয়ে সে গেলেই ভাল হত। মুংরির কথা শুনে তার মনে জাগে অস্বস্তি। মুংরি কথাগুলি বলে থাকবে তাও সে বিশ্বাস করে, কেননা হরমুর মা মিছে কথা বলে না। কিন্তু মাঝেমধ্যে যা বলুক, মুংরির কাজের মধ্যে কোনো অন্যভাব দেখা যায় না। মুরগি পালনের ভার সে বহুদিনই নিজের 'পরে নিয়েছে। ডিম বেচা পয়সা সে রাখে কিনা তা জিগ্যেসও করে না চোট্টি। কিন্তু একদিন ওকে অবাক করে এতোয়া এনে দেয় একটি পয়সা বোঝাই টিনের কৌটো। বলে, মা বলে আরো জমি নিতে। এতে মা সতের টাকা দশ আনা জমাছে।

মা বলল জমি নিতে?

মুংরি এসে দাঁড়ায়। খড়ের দড়ি বুনছিল ও, জালার গায়ে এ দড়ি জড়িয়ে দিয়ে জল ছেটালে জালায় জল ঠাণ্ডা থাকে, খড়ের চাল বাঁধতে দড়ি লাগে. কলসির বিড়েও হয়। খড় পাকাতে পাকাতেই শান্ত ও সহিষ্ণু, ঈষৎ বেদনার্ত চোখ দুটি তুলে চোট্টির বউকে বলে, ছেলে তিনটা ঘরে। সে বলছিল, আরো ভি জমি নিব।

কোয়েল বলছিল ?

হাঁ।—মুংরি বোবা পশুর মত মাথা নাড়ে ও চোট্টি এখন দেখে, মুংরির সাদাটে চোখে বিস্মিত গভীর বেদনা। মুংরি বলে, হরমুর মায়ের দিকে চেয়েই বলে, কেন না খুব দরকার না পড়লে ও চোট্টির সঙ্গে সরাসরি কথা বলে না। মুংরি বলে, বলছিল, আমি আর দাদা যখন রব না, কে কেমুন ভাব-ভালবাসায় রবে কে জানে? হয়তো বা অভাবের তাড়সে ঘর ছাড়ি যাবে। তাই, জনা জনা জমি রলে চিন্তা রবে না। .

জমি যা আছে তাতেও চিন্তা রবে না—চোট্টি বলে।

সোম্‌নিটো, এতোয়ার বউটো বাপের জমির কথা বলে।

আমি এতোয়ার সাথ কথা কব।

মুংরি এবার খুব স্পষ্ট করে বলে, এতোয়ার বুদ্ধি নাই।

আমি বলব।

সে বলছিল দাদারে ধরে থাকতে।

চোট্টি আস্তে আস্তে বলে, জমির খোঁজ নিব। এখুন তো জমি দেখি না। পয়সা থাকুক এখন। মুরগি হতে পয়সা জমুক। দরকারে নিব।

হরমুর মা কৌটোটি হাতে নেয় ও মুংরির হাত ধরে ওধারে নিয়ে যায়। চোট্টি বোঝে, মুংরির মনে এখনো শোক প্রবল। হেঁকে বলে, আমি থাকতে এতোয়া যা বলবে তা হবে না। আমি তার শ্বশুরের সাথ কথা কব।

সব শুনেমেলে পহান বলে, কথা খারাপ কি? তার শ্বশুরের, পর্‌মাটোর চার বিঘা জমিন্। এতোয়া না নিলে তার ভাইয়ের

ছেলারা নিবে। তু "না" বললে এতোয়া নিবে না। আর পরে উয়ার মনে দুখ উঠতে পারে, হতে পারত জমিন্। আমি থিতু হতে পারতাম, জেঠা দিল না।

চোট্টির মনে কথাটি ধরে। সে কথাই সে মুংরিকে জানায় ও মুংরি অবাধ্য জেদে মাথা নেড়ে বলে, তা হতে দিব না।

প্রশ্নটি অমীমাংসিত থেকে যায়। এ ভাবেই চলে জীবন। সোম্‌রা, এতোয়া, জিতা ও দুখন আবার যেতে শুরু করে মেলায় মেলায়। কথনো বা জেতে। জিতা বলে, ই কাজটো ছাড়ব নাই। চোট্টি গ্রামের নামটো উঠাই দিছে চোট্টি মুণ্ডা, তা কেউ না জিতলে নামটো ডুবি যাবে।

এ ভাবেই চলে দিন। গাছ কাটার কাজ এখন দূর দূর জঙ্গলে পড়ে। সে জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে চোট্টি দেখে নরসিংগড়ের মুণ্ডাদের। খুবই অবাক হয় সে, বলে, তুরা ইথানে?

মুণ্ডাদের নামে বৈচিত্র্য খুবই কম, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে জন্মে, অথবর পড়া মাস্টার নাম দেবার ফলে, একজন নাম পেয়েছিল জার্মান মুণ্ডা। "জার্মান" নামটিই সে বহাল রেখেছে, এবং বারের নামে নাম "বুধনা" নামটি পরিহার করেছে। সেই জার্মান মুণ্ডা বলে, কেন?

গাছ কাটতেছিস?

তুমার বুদ্ধিতে মোরা বাঁচলাম।

কি রকম?

তুমু পথ দিশালা। আগে সাহস পাই নাই।

কি রকমে, তা বলবি তো।

আগে ভাবিও নাই মালিকের কাম করে আন কাম করতে পারি। তুমারে সামনে রাখি চোট্টি গ্রাম পথ দিশাল। এখুন সকল গ্রামে সকল মুণ্ডা বেঠবেগারী ভি দেয়, মালিকের আবাদ ভি দেখে,—সকল ভাগেজোখে। তা বাদে গাছ কাটায় কামে ভি লাগি গিছে। পাঁচ সিকা রোজ, কামাই ভি হতেছে।

শুধা মুণ্ডারা ?

ওরাও করতেছে।

ভাল।

মোরাদের কিছু ছেলা গিছে ঠিকাদারের কাঠ চিরাই কারখানায়। তারা আরো কামায়। দু টাকা রোজ। ঠিকাদার ভি খুশি। কেন কি, আদিবাসী জানে না কাম চোরাই। আমরা ভি খুশি।

এতে চোট্টি আশ্চর্য আনন্দ পায় ও কোয়েলের জন্য প্রবল দুঃখ বোধ কিঞ্চিৎ কমে যায় তার। জার্মান মুণ্ডা বলে, তুমু আরো পথ দিশালা। মোরাদের ভাগত মুণ্ডা আর নাগু মুণ্ডা কাল্না জমি নিছে, কাগজ ভি করছে। মোরাও সেই আশে আছি। জঙ্গলের ভিতরে জমি আছে।

দিবে ?

বলতেছে পাঁচ বছরের তরে দিতে পারে।

তা বাদে ?

মোরাদেরই দিবে। তবে নতুন করি জমা নিতে হবে, আর বেশি টাকায় ভি। তবে জমিটো ফল্না।

তাই নে ?

এখুন মালিক টু'নি নরম পড়ছে।

বিশ্বাস নাই। তবুও নে।

দেখা যাক। তুমু মোরাদের অনেক করলা।

আমি কি করলাম ?

তুমুই করলা। তুমার নামে ভাগত বেশ গানটো বাঁধছে হে' একদিন লয়ে যাব, শুনাব।

শুনব।

কয়েক মাস বাদে ভাগত ও নাগু কিছু ভুট্টা নিয়ে এসে চোট্টিকে দিয়ে যায়। বলে, মোরাদের খেতের ফসল।

পাগল তুরা। মোরে দিস কেন ?

তুমু খেলে মোরাদের ভাল গো।

এই ভাবেই চোট্টির বয়স হয় তিন কুড়ি বারো। এতোয়ার শ্বশুর মরে যায় বলে চোট্টি নিজে যায় সে গ্রামে। মুংরিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এখন সেই পাঠায় এতোয়াকে সেখানে। বলে, এখুন তাকে যেতে হয়। উয়ার বউ কেন বাপের জমি হতে বঞ্চিং হবে? যখন যেমুন অবস্থা, তখন তেমুন কামটো করিবার লাগে। নয়তো বোকা বনে মানুষ।

এতোয়া খুবই কাতর হয় ও চোট্টিকে বলে, মোরে দূরে সরাই দিছ বড়-আবা? মোর ছেলা তুমার ছেঁয়ায় বড় হবে না?

চোট্টি সস্নেহে বলে, পাগল হলি বাপ? তু মোর কোয়েলের ছেলা, তুরে আমি দূর সরাই দিতে পারি? তু যেথা রবি সি আমার ঘর। চোট্টি গ্রাম বিনা যাবার ঠাঁই ছিল নাই, এখুন আরেকটো যাবার ঠাঁই হল। তুরা আসবি, মোরা যাব। তুর শ্বশুরের মোষ ভি আছে। যেয়ে দই খাব।

মুংরি কিছুতে যেতে চায় না। শেষে চোট্টি বলে, তোরা দু শাশুড়ি যাবি। যেয়ে সংসার গুছাই দিয়া আসবি। ঘরে বউরা আছে, রাঁধবে, খেতে দিবে।

থাকব নাই।

মুংরি বলে থাকব না, কিন্তু কার্যকালে সে ও হরমুর মা তিন রাত্তির থেকে আসে। চোট্টি মুণ্ডার বউ ও ভাইবউ হিসেবে ওরা ঠাকুরসেবা পায়। এতোয়ার শাশুড়ি বলে, আমি ই জামাইটো আনব বলি খুব মন দুখাছি। ই এলে জ্যেঠা আসবে। মোদের কত পুণ্য হবে গো। সে এখুন সবার ভরসা। তুমরা হেথা পরবে এলে দেখবে তার নামে কত গান হয়।

মুংরিকে ওরা থেকে যেতে বলে, কিন্তু মুংরি বলে, ঘর ছাড়ি থাকতে লারি গো। এতোয়ার বড় মা না রান্ধলে খেতে লারি, এতোয়ার বাপ বলি গিছে ঘর ছাড়িস না কখুনো। তুমু যার কথা বল, তারে দিনে একবার দেখলেও ধড়ে জীউ রয়। এতোয়ার বাপ মরতে বলেছিল, মুংরি! তু মোর বিটিটো হলি। তা রাঁড়ী বিটি বাপ মা ছেড়ে রয়?

ছেলা হেথা।

থাকুক। আসব যাব, দেখব।

এতোয়া মা ও জেঠি চলে আসার সময়ে কাঁদে।

প্রথম প্রথম খুব থাকে যাওয়া-আসা। তারপর ক্রমে এতোয়ার মন বসে নতুন জায়গায়। চাষের কাজ যখন থাকে না, তখন সেও আসে জঙ্গলের কাজে। কিন্তু গ্রামে আসা থাকে না ঘন ঘন। মুংরি মাঝে মধ্যে যায় কিন্তু পরদিনই ফেরে। বলে, হোথা এমুন নদীর পাহাড়ে ভি ঘর নয়, এমুন বাতাস চলে না, মোর হাঁপ ধরে জানি, ঘুম লাগে না চক্ষে।

হরমুর ছোট ছেলে বরং ঘন ঘন যায়। নিজের কাকার চেয়ে এতোয়ার ওপর ওর টান বরাবর বেশি। এতোয়ার ছেলেটিও ওর খুব প্রিয়। এতোয়ার ঘরদোর একদিন দেখে আসে চোট্টি। দেখে এসে বাড়িতে বলে, মুণ্ডা যেমুন সুখে থাকবার কথা ভাবতে পারে, তেমুন সুখে এতোয়া আছে। জমিটো ফল্‌না, মোষটো ভি দুধ দিছে, উয়ার শাশুড়ি আছে বড় বিটির জমিটোর ফসলে। কুনো সাতেপাঁচে আসে না উয়াদের মাঝে। দই বেচা পয়সা ভি এতোয়ারে দেয়।

মুণ্ডাবিটি দই বেচে?—বউ বলল।

শিখ্‌ছে গোয়ালাদের কাছ হতে। আমি সিটো ভাল মনে করি। যখুন যি কাম করলে চলে, তখুন সি কামটো করতে হবেক।

এতোয়াটো বড় নরম। উরে কেউ তো তাসে না?

না না, আমার নামে মান পায় খুব। পরবে-পূজায় ওরে সামনে রাখি সকলে সকল কাম করে।

বউটো হেথা ছিল আমাদের ছেঁয়ায়।

কামটো তো করত? সকলই করতেছে। হেই পিঠে ছেলা বেঁধে এতোয়ারে ঘাটো পৌঁছায়, হাটে চলি যায়। দিকুদের কাছে দেখে শিখছে বুঝি, মোর পায়ে জল ঢালি ধুয়ায়ে দিল।

ভাল বলেই ভাল। তবে ঘরটো শুন্‌ হই গিছে। সে বাপের মত টুইলা বাজায়ে গান করত কত। হরমুর ছেলাটো ভি তেমুন নয়।

হরমুর মা! মুণ্ডা ছেলা আখাড়ায় লাচবে, টুইলা বাজায়ে গান গাবে, তেমুন দিন কি আছে? যা ছিল মুণ্ডা জীবনে রীতকরণ, সকল এখুন তুলা থাকে পরব-পূজার লাগি। তু তো কেমুন নাচছিলি মেলায়।

ধুর! বুড়া মানুষ লয়ে তামাশা।

আমি তো তুরে বুড়া দেখি না।

ধুর, মাজা কোমরে বেথা যায় না।

বাঘের চর্বি তো তুলা আছে।

টু'খানি। তুমি যেমুন সবারে ডাকি ডাকি দিছ এককালে।

তখুন কি জানি যুদ্ধ হবে কুথা, আর হেই আজাদী! জীপ হতে মারি মারি বাঘ সকল নিবংশ করি দিছে।

হাঁ। মাংস খাবার সুখ গিছে। বরা-হরিণ নাই।

কিছুই নাই।

তাই দুখ উঠে, আমারদের নাতিরা এমুন সময়ে জোয়ান হবে, যখুন তারাদের কিছু দেখায়ে বলতে লারব, এইটো আমরাও দেখছি।

ওই নদী, পাহাড়, জঙ্গল দেখবে।

জঙ্গল! যে গাছ কাটতেছ তোমরা।

এখুন কাঠের দরকার যে খুব।

কিসে?

এখুন গোমো হতে ডালটনগঞ্জের মাঝে কতগুলা জায়গা কত বড় হছে। এত বাড়ি হতেছে, কত দরজা-জানলা-খাট হয়।

মানুষের পয়সা খুব।

যার পয়সা তার। মোরা লেংটি পরব, ঘাটো খাব, দূর হতে দেখব, চলে আসব। মোরাদের আর কিছু হবার নয়।

যাক, বাঁচি তো আছি।

বাঁচি তো থাকতেই হবে। সকল মুণ্ডা মরি গেলেও দিকুদের কিছু দুখ নাই। তারা খুশি হবে। মোরা এততে মরি না দেখি উয়ারা আশ্চাজ্জ মানে। ভাবে ইয়ারা পাথরে গড়া বুঝি বা। দে, দুটা ছাতু

গুলি দে। সনার মা তখুন বাঁচছে, ইবার মরে বুঝি। জ্বর, হাত পা ফুলছে খুব। একবার যাই।

সনার মা মরে যায় ক দিন বাদে। তাকে সামাজ দেওয়া হয়। এ সময়ে চোট্টি অঞ্চলে লাগে বিদ্যুৎ চমক। ট্রেনে আসে স্পেশাল পুলিস, নেমে পড়ে চোট্টিতে। অঞ্চলটিতে ছড়িয়ে পড়ে কাদের যেন খোঁজে এবং প্রয়োজনীয় খবর স্টেশনমাস্টারকে দিয়ে স্টেশনে দুজন পুলিস মোতায়েন করে চলে যায়। চোট্টিতে কোনো খবরই গোপন থাকে না। সকলেই কানাকানি করে কথা বলে। স্টেশনমাস্টার চোট্টি ও ছগনকে ডাকেন, দুজন বাবু ছেলে, দুর্গাপুর থেকে পালিয়ে এসেছে এ দিকে। পুলিস মনে করে, তারা দুজনে অথবা একজন পালিয়ে এদিকে এসেছে। সে রকম কাউকে দেখলেই ধরিয়ে দেবে।

তারা কি করেছে মহারাজ?

আরে তারা নকশাল ছেলে।

কি নামটো বললে মহারাজ?

নকশাল।

ছগন বলে, জানি জানি। ওরা জোতদার-মালিকদের কাটে, বন্দুক ছিনায়, পুলিসের সাথ লড়াই উঠায়। সেদিন থানাতে গিছলাম বেগুন বেচতে। ওদের কথা শুনে এসেছি। কিন্তু মহারাজ, তারা তো এখানে নেই? সে সব হাঙ্গামা তো অন্য জায়গায় হয়েছে।

না না, পাহাড়ে জঙ্গলে লুকাচ্ছে যে পারছে। ধরিয়ে দিলে টাকাও পাবে থানা থেকে, বুঝলে?

তাদের ধরবে বলে পুলুস দাঁড়িয়ে আছে? বাপরে বন্দুক! গুলি চালালেই মানুষ মরে যায়।

ধরবে কি মারবে, তাতে তোমার কি? তোমরা দুজন তোমাদের সমাজের মাথা, তাই বললাম। জঙ্গলেও তো যাও।

বেরিয়ে এসে চোট্টি বলে, ওরা জোতদার-মালিকদের কাটে? কেটেছে? তুই জানিস?

থানা সিপাই তো বলল, অনেক কেটেছে।

কোথায় ?

আমি জানি ?

ধরলে তাদের মারবে ?

আমি জানি ?

চোট্টি বলে, দেশ বা কত আছে, কিছুই জানি না। সকল জায়গাতেই মালিক-মহাজন আছে তাহলে?

তারা এসে মোদের লালারে কাটে না কেন ?—এ হেন দায়িত্ব-হীন মন্তব্য করে ছগন চলে যায় ঘরে। চোট্টি পথে তার নাতিকে দেখে বলে, ঘরে যেয়ে বল্‌গা, আমি শোঁসানে টু'নি বসে তবে যাব।

কোয়েলের সমাধির কাছে মাঝে মাঝেই গিয়ে বসে ও। আজও গেল। নির্জন ছায়া ঢাকা সমাধিক্ষেত্র। বড় বড় পাথরগুলি দাঁড়িয়ে আছে শুধু। এখানে এসে বসলে চোট্টি কোয়েলকে যেন খুঁজে পায়। বুকের মধ্যে শান্ত হয়ে আছে সব। ভাল লাগে চোট্টির।

সেখানেই ও দেখে ছেলেটিকে। নিচে কারা সমাহিত সে বিষয়ে কিছুমাত্র না ভেবে ছেলেটি ডোনকা মুণ্ডার বাবার বুরুতে পিঠ লাগিয়ে মায়ের বুরুতে পা ছড়িয়ে বসে আছে। দেখতে শীর্ণ, চোখে চশমা। খালি পা, প্যাণ্ট ও জামা পরনে। দেখে মনেও হয় না এর দ্বারা কোনো মালিক-মহাজনের মুণ্ডচ্ছেদ সম্ভব। অবশ্য পুরাণকে দেখে বা কে বলবে সে নায়েব মেরেছিল। ছেলেটি ওকে দেখে চমকে ওঠে ও নিমেষে সতর্ক ও ক্ষিপ্র হয়।

চোট্টি বলে, হোথা হতে নাম।

কেন ?

ওটা মোরাদের শোঁসানবুরু।

ছেলেটি নামে।

আরেকজন কুথা ?

ছেলেটি কথা বলে না। চোট্টিকে দেখে।

কখুন আসছ ?

কাল রাত থেকে এখানে আছি। এটা কোন্ জায়গা ?

চোট্টি।

এখান থেকে রাঁচি কতদূর ?

অনেক দূর।

একবার পৌঁছতে পারলে···

টিশনে পুলুস।

পুলিস!

হাঁ। যে দেখবে সে ধরা করালে টাকা।

বুঝলাম। তুমি ?

আমি চোট্টি, চোট্টি মুণ্ডা। তুমারে ধরা করাব নাই। কিন্তুক কি করি। হেথা বা এলে কেন ?

মালগাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমেছি।

আরেকজন কুথা ? তুজনা ছিলে।

সে এখানে নামে নি।

হেথাক বা এলে কেন ? হেথা কুনো বাহারের লোক এলে চোখে পড়ে। কেন বা এলে ?

পুলিস দেখলেই গুলি করবে আমাকে।

চোট্টির শুধু মনে হয়, বড় বয়স হয়ে গেছে ওর। হাতে করে একটা মানুষকে গুলি খাবার জন্যে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় ওকে নিরাপদ কোথাও পৌঁছনো। কি করি ? মনে মনে ভাবে চোট্টি, এবং অবশেষে মনস্থির করে।

বলে, আন্ধার হোক। বস তুমি।

কি করবে ?

মোর ঘরে লয়ে রাখব।

তারপর ?

টুনি আগায়ে দিব।

কোথায় ?

তোহ্‌রি হতে সদরের পথে। ছিপায়ে থাকবা। কাঠের লরি যায়, থামায়ে তাতে উঠবা। লরি সদরে যায়।

রাঁচি?

হাঁ।

তুমি কোথা যাও?

কাম আছে।

কোয়েলের সমাধিতে হাত বোলায় চোট্টি। মুণ্ডারীতে বলে, আরেকদিন কাছে বসব কোয়েল, আজ কাম আছে।

তোমার ঘরে আরো লোক আছে?

হাঁ।

তারা? যদি বলে দেয়?

কেউ বলবে না।

সন্ধ্যা হয়। অন্ধকার নামে। ছেলেটিকে এনে ঘরের কাছাকাছি বসিয়ে রাখে চোট্টি। ঘরে গিয়ে হরমুকে ডেকে আনে। হরমু বলে, তুমি যাবে কেন? আমি উয়ারে আগায়ে দিব?

ছেলেটিকে চোট্টি বলে, লরি পয়সা নিবে। আছে?

আছে কিছু।

কত?

টাকা ছয়েক।

চোট্টি বলে, মালিক-মহাজন কাট তুমরা, তারাদের টাকা তো কিছু নিবে? পলাতে হয় যখুন।

ছেলেটি হাসে। চোট্টি বলে, হরমু, তু গেলে তোর বউ বেটা কথা শুধাবে। তোর মা কথা শুধাবে না। কখুনো শুধায় নাই। পুরাণরে বাঁচাতে তখুন আমি রাতে যেতাম না? কেউ জানে?

সি কথাটো ঠিক বটে।

চল্, ঘর চল্।—ছেলেটির উদ্দেশে চোট্টি বলে, সবে ঘুমালে তুমারে আমি লয়ে যাব। হেথা পাথরের 'পর ঘুমাও তুমি।

কেউ আসবে না?

না।

কিন্তু……

আমি কথা দিছি না?

তুমি কি গ্রামের প্রধান?

হরমু বলে, ইলাকার সকল মুণ্ডার মাথা।

চোট্টি বলে, খুব বুঝছে, চল্। পুলুসের তাড়ায় ফিরতেছে পাগল হয়ে। উয়ারে ই সকল বলে লাভ?

ছেলেটি বলে, অলাভও নেই কিছু।

তুমু হিন্দী বলতেছ?

বলতে বলতে শিখেছি। একটু জল খাওয়াতে পার?

এখুন নদী হতে খাও।

ওরা চলে আসে। সকলে শুয়ে পড়ে এক সময়ে। চোট্টি ঘুমন্ত ছেলেটিকে ডেকে আনে। বউ কোনো কথা না বলে ওকে দেয় মহামূল্যবান ভাত, বেগুন-পোড়া, আচার। চোট্টির কাছে সব শুনেছে বউ। বলে, মা নাই ঘরে?—তারপর এনে দেয় নেকড়ায় বাঁধা ভুট্টার বিস্বাদ ছাতু ও গুড়। বলে, পথে খেও।

ফিসফিসিয়ে কথা বলে ওরা। ছেলেটিকে চোট্টি বলে, তুমি ঘুমাও ট্'নি। ওই তারাটো মাঝ গগনে এলে ডাকি দিব।

ছেলেটি ঘুমোয়। কণ্ঠার হাড় উঁচু। অস্নাত চেহারা। চোট্টি ভেবে পায় না এই ছেলে কেমন করে সদরে যাবে। পুলিস কি তোহ্রিতেই নেই? তাকে বুদ্ধি যোগায় বউ। বলে, পুল পারায়ে মালগাড়িটো খুব আস্তে চলে, উঁচায় উঠে। হরমুরা তো কোয়েলের অসুখের সময়ে তাতে উঠায়ে দিছল সনাদের।—চোট্টি বলে, তারা তো পালাচ্ছিল না। যদি ধরা পড়ে যায়?

বৃশ্চিক আসে মাঝ আকাশে। চোট্টি ছেলেটিকে ডাকে। তারপর দুজনে বেরোয়। লণ্ঠন নেবার উপায় নেই। অন্ধকারেই চলে ওরা। চোট্টি বলে, তুমরা মালিকদের মাথা কাট কেন? তুমারদের 'পর জুলুম উঠায়?

না। তুমি তো আদিবাসী। আদিবাসী আর চাষীদের ওপর জুলুম করে তা জান তো।

খুব জানি। কিন্তুক "তুমরা" কেন?

এটা আমাদের লড়াই।

কিসের লেগে?

জোতদার-মহাজন খতম করব। জমি থাকবে তোমাদের হাতে। নতুন হবে সব। কেউ কারো ওপর জুলুম করবে না।

কথাটো ভাল।

তুমি তা মান?

মানি। কিন্তুক যেথা মালিক মারছ, সেথা মুণ্ডা-অছুত জমিটো পাইছে? তারা এখুন জমিমালিক?

না।

কি হছে সেথা?

পুলিস ঢুকেছে গ্রামে।

তোমরাও মরছ অনেক?

অনেক।

চোট্টি বলে, সেই তো কথা। জমির লড়াইয়ে মোর ছেলা, উ হরমুটো জেহেলে গেল, তবু ভি তীর মারি নাই। কেন কি, তাহলে পুলুস আসি মুণ্ডা টোলি জ্বালাবে। লালা মরলে আবার লালা আসবে। সে কথা ভাবি তীরটো উঠাই নাই।

পুলিসের সঙ্গে লড়তে হবে।

সি সোজা কথা? তুমু বললে আমি লড়ব? আমি যখুন বুঝব ই লড়াই আমার ভি, তখুন লড়ব। তুমু তো দিকু। মোদের ভালাইয়ের লাগি মোরাদের বীরসা ভগবান গোরমেনের সাথ লড়ছিল। আর দেখ! পুলুসের সাথ লড়ে জমিন্ কতকাল রাখতে পারবে? গোরমেনের পুলুস থাকে, আদালত থাকে, জেহেল থাকে, জমিন্ মোরা পাই না।

ভাল কথায় কেউ দেবে না।

সি লড়াই বলতেছ, তা পুলুস তো তুমারেও ধরতেছে। তুমু ভি পলাতেছ, হেথা যারা মালিক মারে, তাদের ভি পলাতে দেখি।

আমাদের হয়তো তেমন শক্তি ছিল না।

তেমুন না হলে লড়াই! তাতে শুধা পুলুস ঢুকি যায়। টোলি জ্বলায়, মারে, জেহেলে নেয়।

সবাইকে লড়াইয়ে নামতে হবে।

সি লড়াই কি হবে?

সবাইকে বুঝাতে হবে।

তুমরা যদি মরি যাও, কে বুঝাবে?

আরো "আমরা" আসব?

আস কেন? থাক, ঘর বাঁধি দিব, মুণ্ডাটো হই যাও।

আমি চিনতাম সাঁওতালদের।

তারা হুল্ উঠায়েছিল।

তুমি জান?

চোট্টি মুণ্ডা সব জানে।

তুমি খুব ভাল লোক।

সবে বলে। কিন্তুক ভাল লোক হব তো লেংটি পরি কেন, কেন দু সাঁঝ ভাত খাই না, এত কষ্ট, বল?

সর্বত্র এই একই কথা।

দিকু বুঝে না মোরাদের দুখ।

আমরা বুঝেছিলাম।

তাতেই পলাতেছ?

তাতেই।

যি মানুষটো আমারদের দুখ বুঝে তারে বা কেন পুলিস তাড়ে? আমি তো জনমভোর তাই দেখলাম।

ছেলেটি সুন্দর হেসে বলল, পুলিসের কাজই যে এই।

এখুন কথা নয় আর। হেথা গ্রাম আছে।

ওরা নীরবে চলে। ছেলেটি চোট্টিকে অনুসরণ করে ও চোট্টি

বলে চলে, হেথা ঢিবা, হেথা খাদ, হেথা পথ সমান—ছেলেটি সেইমত চলে। তোহ্‌রি বাঁয়ে রেখে ওরা ক্রমে বাস পথে এসে পড়ে। চোট্টি বলে, হেথা লুকায়ে থাক। হোই ওধার হতে লরি আসবে। হাত দেখায়ে উঠে পড়বে।—চোট্টি কোমর থেকে গেঁজে বের করে। বলে, রাখ ইটা। খুচরায় টাকা হই আছে।

ছেলেটি অপার বিস্ময়ে টাকা নেয় বের করে ও গেঁজেটি চোট্টিকে দিয়ে বলে, এটা নেব না। যদি ধরা পড়ি, ধরা হয়ত পড়বই, তাহলে এটা দেখলে কি ভাববে কে জানে।

কে জানে পুলুস সকল লরিরে হুঁশিয়ারি দিছে কি না। তবে এমুন সময়ে লাল সিং, জামদার সিং লরি চালায়। ভোঁ মাতাল হই থাকে। দু চার টাকা দিলে ওরা মানুষ উঠায়, আমি জানি।

চলে যাচ্ছ?

হাঁ। অতখানি যেতে হবে। বউটো জাগি রবে।

ছেলেটি বয়সোচিত আবেগে বলে, তুমি আমায় বাঁচালে কেন?

বাঁচাছি কি না এখুনো জানি না। সদর পৌঁছায়ে বলো।

কেন?

এমুনই। পুলুস কুকুরতাড়া করি মারি দিবে। মায়ের ছেলা।

তুমি খুব আশ্চর্য লোক। আমাকে ধরালে—

থু ফেলি তেমুন টাকায়। তাতে আমি লালা হব?

তোমার কথা কিছুই জানা হল না।

কি বা জানবে?

হয়তো বা লড়াকু।

তুমু যি লড়ায়ের কথা বললা, তা ভাল, কিন্তুক হবার লয়। পুলুসের সমান হয়ে তবে তার সাথে লড়বে তো? লয়তো শেষবেশ সি পুলুসই জিতে। আমি তো তাই দেখি।

যে কাজ করা উচিত মনে করি, তার জন্যে কিন্তু লড়তেই হয়।

হাঁ। ই কথাটো ভি ঠিক। নিজের কাছে সাচাই রবার লাগি।

তা তুমি বোঝ। বোঝ না?

খুব। জানি তেমুন মানুষের কথা। ধানী মুণ্ডা চাইবাসা গিয়া মরি গেল, না গেলে বাঁচত। দুখিয়াটো নায়েবরে কাটি ফেলল।

কিছুই জানা হল না। আবার আসব।

আমি যাই।

চলে আসে চোট্টি। মনে থাকে অপার দুশ্চিন্তা। বিস্ময়। দিকু কেন আদিবাসীর ভালাই করতে গিয়ে পুলিসের তাড়া খাচ্ছে। কেবলই মনে হয় ছেলেটির মুখ। মাঝে মাঝে মুখ তুলে তারা দেখে ও। হাঁটতে থাকে চেনা পথে। আজকের দিনটা খুবই অদ্ভুত। অভিজ্ঞতাটি চোট্টিকে কেন যেন দীর্ণ করে ফেলে বিস্ময়ে। বাড়ি পৌঁছয় যখন, তখন বৃশ্চিক আরো হেলে গেছে। বউ দরজা খুলে দেয়। তার চোখেমুখে উদ্বেগ। বলে, চলি গিছে? লরিতে উঠাই দিলে?

না। আমি উঠাই দিলে তো নজরে পড়ে।

তবে?

বলছি চলি যেতে।

বাঁচি গেলে বাঁচি।

জল আছে?

হোথা।

হাত পা ধুয়ে শুয়ে পড়ে চোট্টি। বলে, আদিবাসীর ভালাই করতে আসি দিকু পুলুসের তাড়া খেয়ে পলায়, এমুন জানি নাই।

ছেলাটো কুথাকার?

কুন্ দেশের বা।

ওরে ধরলে কি করবে?

বুঝি মারি ফেলাবে।

ভাবতে পারি না।

ঘুমা।

তুমার তো কিছু হবে নাই?

না না। ঘুমা এখুন। কেউ তো জানে না?

না। হরমুটো শুধায়ে গিছে মোরে, তাও কতখন হল।

অবশেষে ঘুম আসে চোট্টির। বউও ঘুমোয়। সকাল হয়।

পরদিন ওরা কাঠ কাটতে যায় তোহ্‌রি ছাড়িয়ে চাইয়ের জঙ্গলে। কাঠ কাটা চলছে, হঠাৎ ওরা অপরিচিত কণ্ঠ শোনে, হল্‌ট।

যে যার মত দাঁড়িয়ে পড়ে। শব্দটির সঙ্গে সবাই পরিচিত। পুলিস কোনো ঘটনাস্থলে এলেই জমায়েতকে বলে, "হল্‌ট"।

ওরা স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর চোখে পড়ে এক অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য দৃশ্য। তিনটি পুলিস একটি ছেলেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটির মুখ থেঁতলানো, শরীর নড়বড় করছে। কাল চোখে চশমা ছিল, আজ নেই। চোট্টি নিজের মুখ চাপা দেয়। বুকে পাথর ভাঙছে কে যেন। নিয়ে যায়, নিয়ে যায় পুলিস, হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দিয়ে চোট্টিদের চোখের আড়াল হয়। তারপর আসে গুলির শব্দ।

চমক ভেঙে সবাই এখন দৌড়তে থাকে। চোট্টি নড়তে পারে না, চোখ ফেরাতে পারে না। তারপর পুলিসগুলি ফিরে আসে। ছেলেটির পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে আনছে। টেনে নিয়ে যায়। চোট্টির বুকের নিচে কি যেন বিঁধে যায়, বিঁধে যায়, বিঁধে থাকে চিরতরে। পালাতে পারেনি তাহলে।

চোট্টিতে ফিরে ওরা শোনে সরকারী বিবরণ। স্টেশনমাস্টার বলেন, একজন সদরে যাবার পথের পাশে ঝোপে লুকিয়েছিল। তার কাছে ছিল বোমা ও পিস্তল। পুলিসকে তাই নিয়ে মারতে যায়। পুলিস রীতিমত লড়াই করে তবে তাকে মেরেছে। আরেক নকশাল কোথায় গেছে কে জানে।

সনা বলে, না না, সে তো পুলুসরে মারে নাই।

কে বলল?

আমরা দেখছি।

কি দেখেছিস ভুলে যা বাপু। এ সব তোদের জংলী বুদ্ধিতে বুঝবি না। পুলিস যা বলছে তাই বল্। ভাল চাস তো।

ঠিকাদারও প্রবল ধমক মারে চোট্টিদের। বলে, এ নিয়ে কোন কথা যেন না হয়।

চোট্টির বউ খবরটি শুনে কেঁদে ওঠে। চোট্টি বলে হরমুকে, বউ বা ছেলা শুধালে বলবি কোয়েলের তুথটো উঠছে।

সেদিন আর খেতে পারে না চোট্টি। ছেলেটির কথা ভাবতে ভাবতে ওর বুক ফেটে যেতে চায় অভিজ্ঞতাটি এমনই বিশাল। কিন্তু কাউকে বলে হালকাও হতে পারে না। হরমুও খুব গুম্ মেরে থাকে। বাপকে বলে, করল এক, বলে আর। এমুন পুলুসরে মারছিল ছেলাটো তো ভালই করছিল। কিসের বোম্, কিসের বন্দুক। কিছু ছিল না।

চুপ যা হরমু। এখুন আরো হবে।

পলাতক ছেলেটির সন্ধানে পুলিস কেবলই ফিরতে থাকে। তার খোঁজ মেলে না। দারোগা চোট্টিদের বলে যান, অচেনা ছেলে দেখলেই যেন থানায় খবর যায়। একশো টাকা বখশিশ মিলবে।

তীরথনাথও বলে, দেখলে ধরায়ে দিস বাপু। এরা "হাঁ" বলতে সময় দেয় না। মহাজন দেখলে কাটে। কুথা লুকায়ে আছে কে জানে।

মোরা কুথা দেখব তারে?

আহা, দেখলে ধরাবি। নকশাল ছেলে। বিষের খোপরা।

সনা হঠাৎ ন্যাকা সাজে ও শুধোয়, মহারাজ! ই কি শুনলাম যি তোমারে সাঁপটো কাটিছে, কাটি মরি গিছে?

হলহলিয়া সাঁপ রে। জুতা চাপি মারলাম।

মোরা শুনলাম সাঁপটো গোহুমন্ আর তোমারে কাটি নিজে মরি গিছে। সি গল্প কথা। যাক, তোমার তো হয় নাই কিছু?

না না। কি হবে?

পরে তীরথের মনে হয় সনা বুঝি তামাশা করে গেল। গোমস্তাকে

বলে, হরবংশ ওদের নাই দিয়ে মাথায় তুলেছে। গোহুমন্ সাঁপ আমায় কাটল, নিজে মরল, আমার রক্তে কি বিষ আছে?

কিছুদিন বাদেই পুলিস আবার শুরু করে তল্লাসী। আরো পলাতক ট্রেন থেকে নিরুদ্দিষ্ট। বখশিশ ঘোষণার কাগজটি পুলিস স্টেশনে গাছের গায়ে সেঁটে দিয়ে যায় ও হাড়হাবাতে বুড়ি মোতিয়া সে কাগজে পানের পিক ফেলে স্টেশনমাস্টারের কাছে ঝাড় খায়। কেউই ধরা পড়ে না, কিন্তু ফলে অঞ্চলটিতে চাপা টেন্‌শান ঢুকে পড়ে। পুলিসের গুলি করে মারা ও সম্মুখ সংঘর্ষের সরকারী বিবরণী নিয়ে, এখন সবাই অনেক বেশি কথা বলে। বারবার পুলিস দেখে ওদের মনে সেই হয়ে-যাওয়া ঘটনাটি এখন যেন আরো বেশি আগ্রহের সঞ্চার করে। কিন্তু মুখে ওরা মেখে থাকে নির্লিপ্তি। দেখে স্টেশনমাস্টারও বলেন, এরা বড়ই টেঁটিয়া।

তেরো

এ সময়ে, চোট্টির তিন কুড়ি বারো বছর জীবনেই আসে ফিরতি চুনাও। ছেলেটিকে হত্যা ও পুলিসের জঙ্গল-চাষ যেমন চোট্টি জায়গাটিকে বাইরের জগতের অশান্তি এনে দেয়, তেমনি বহির্জগতের অন্যান্য প্যাটার্নও চোট্টি অঞ্চলকে আক্রমণ করে। এ সকল অবক্ষয়ে চোট্টি অঞ্চলটির মনোজগতের ভূস্তর চেহারা পালটাতে থাকে। বহির্জগতের প্যাটার্নগুলি জগাখিচুড়ি ধরনের। যেন প্রস্তাবিত বকসাইট খনিটি চালু হয় দূরে শোণনদের গতিপথে এবং তোহ্রি থেকে ষোল মাইল দূরে চামাতে তৈরি শুরু হয় এক অ্যালুমিনিয়াম কারখানা। খনি ও কারখানার ব্যাপারে হঠাৎ হরবংশ, তীরথনাথ সবাই সজাগ হয়। স্টেশনের চায়ে দুকানে ওদের উচ্চ পর্যায় কনফারেন্‌স্ হয়। বিষয় ঘোরালো। ইত্যকার জিনিস চালু হলে লেবারে টান পড়বে। বেশি টাকার জন্যে ঝপাঝপ চলে যাবে সবাই।

তীরথ বলে, তুমি তো খুব বলতে, বেঠবেগারী মন্দ জিনিস। এখন কি হল? দেখ, পুরনো জিনিস হল সবচেয়ে ভাল। চোট্টির আশেপাশে কেন, চোট্টিতেই যদি কোই ফ্যাকটরি হয়, যিস্ মে দিন দশ টাকা মজুরি, তাও আমার বেঠবেগাররা নিতে পারবে না। তাকিয়ে দেখবে আর আমাকে বেঠবেগার দেবে। ওহি হল জমিন্ রাখার মজা।

আমি তো ভাবছি উলটা কথা।

কি?

হরবংশ্ স্বপ্নালু চোখে বলে, ফ্যাকৃট্রি হলে বাড়ির পর বাড়ি উঠবে। ইলোক্ট্রিক এখন লাখ লাখ লাগবে।

তাতে উলটা কথার কি আছে?

চারদিকে যদি ফ্যাকৃট্রির পর ফ্যাকৃট্রি উঠতে থাকে, তাহলে বাহারের হাওয়া এখানেও ঘুসে যাবে ঔর ইয়ে সব আদমি ভাগে গা। ভেগে গেলে আপনি কিছু করতে পারবেন?

তা কি করে হবে?

কেন হবে না। মেরে লিয়ে চোট্টি মুণ্ডা হ্যায়। ও যদি বলে এরা কাজ উঠিয়ে দেবে মহারাজ, তবে কাজ জরুর উঠবে। চোট্টি তো সেই হরমু কেস থেকে আপনার কাম করে না।

লেবার ভেগে গেলে তোমার মুশকিল হবে না?

লালাজী! হরবংশ্ চাঢা পঞ্জাবের ছেলে। পঞ্জাবের মানুষ সময়ের সঙ্গে চলতে জানে। আমার ঠাকুরদা চাষ করত বলে বাবা পালামৌ এসে চাষের জমি খোঁজে নি। খুঁজতে পারত। সে করল ইটভাটি।

তাতে কি হল?

আরে আমি ওদের মজুরি বাড়িয়ে দেব।

আরে আরে হরবংশ্! ঐছন কাম না করিয়ো ভৈয়া। তোমরা আদত বিগড়ে দাও। যারা বেঠবেগার নয় তেমন লোকও আছে। তারা ভি বাড়তি মজুরি মাংবে। ঐছন কাম না করিয়ো।

না করিয়ো! না করলে ওরা ভাগবে না? টাইম এখন বদলে যাচ্ছে লালাজী! এখন কলকাতা থেকে কতজন আসছে পনের-বিশ হাজার টাকায় সারফেস কলিয়ারি কিনছে। লেবারে ঘাটতি পড়বে, বুঝলেন?

না না, এখানে মানুষ কীড়ার মত অগণন!

আপনি থাকুন আপনার আনন্দে।

ভৈয়া! তুমি কেন ফলবাগিচা কেন না? অনেক নাফা।

আনোয়ারের মত আমরুদ-শরিফার বাগিচা করব আর ফল বেচব কুঞ্জরার কাছে? কিনলে পরে কিনব। যখন পথ হবে, ফল সরাসরি পাঠানো যাবে বোখারো-রাঁচি-ধানবাদ। যখন ফল ক্যানিং করতে পারব ফ্যাক্‌ট্রিতে। যখন ফলবাগিচা থেকে কোই ছোটা ইনডাস্ট্রি বনে গা।

তুমি ফলবাগিচা কিনলে ও মুসলিমকে হটানো যেত।

লালাজী! মুসলিম পর আমার কোই প্যার না হায়। কিন্তু আপনার মত ছুয়াছুত আমি পসন্দ করি না।

তীরথনাথ, হরবংশ্ কি করে তা দেখার জন্যে বসে থাকে। হরবংশ মজুরি বাড়িয়ে একটাকা করে। অগত্যা তীরথনাথও বে-বেঠবেগারদেরও এক টাকা দেয়। বেঠবেগারদের বিস্মিত করে দিয়ে সিকি সিকি জলখাই দেয়।

এ হল একটি ঘটনা।

দ্বিতীয় ঘটনাটি খুবই অদ্ভুত।

জনৈক অনাথবন্ধু পাল, ভ্রাম্যমাণ সিনেমা নিয়ে চোট্টিতে নেমে পড়ে। স্টেশনের মাঠে খোলা জায়গায় সে দেখায় "শ্রীহনুমানপাতাল-বিজয়" ছবি। বায়োস্কোপ বিষয়ে চোট্টিরা ও ছগনরা অনভিজ্ঞ। তারা দেখে খুব আনন্দ পায়। তীরথনাথ ছবিটি দেখে বারবার নমস্কার করে এবং বলে, আমি টাকা দিচ্ছি, কাল ভি তামাশা হবে।

সিনেমা দেখে সকলে আবার একইরকম আনন্দ পায়। অনাথবন্ধু পাল অতঃপর তার সিনেমা নিয়ে চলে যায় ট্রেনে চেপে। তারপর

চোট্টি জুড়ে হইচই বাধে। তীরথনাথের গোমস্তার ছেলে দু হাজার টাকা চুরি করে চলে গেছে। চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়ে গেছে, সংসার ও ভাবী গোমস্তাগিরি তার কাছে বিষবৎ। অতএব সে সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছে। তীরথনাথ খুবই খেপে যায় এবং থানায় ছোটে। কোনই ফল হয় না। দারোগা খোঁজভাঁজ করে জানাল, সে রাঁচি গিয়ে অনাথবন্ধুর পার্টনার হয়েছে।

তৃতীয় ঘটনাটি সম্পূর্ণ অন্যরকম। ১৯৬২ ও ১৯৬৭তে পূর্বোক্ত আদিবাসী ও তপশীলীদের প্রতি সহানুভূতিশীল প্রার্থীই জিতেছে। এবার সহসা যুবলীগ দল চোট্টি-আসন দখল করতে খেপে ওঠে এবং সদস্যকে শাসায়। চোট্টিতে এসে তারা মিটিং ডেকে শাসায়, ওকে ভোট দিলে গ্রাম জ্বলে যাবে।—তাদের হুমকির পেছনে থাকে মদমত্ততা। তারপর বলে, চোট্টি মুণ্ডা কে?

আমি?

শুনলাম তোমার কথা আদিবাসী আর এখানকার তপশীলীরা মানে। তুমি সকলকে বলবে আমাদের প্রার্থীকে ভোট দিতে।

চোট্টির উত্তর শুনতে দাঁড়ায় না ওরা। পরে চোট্টিরা ও ছগনরা মিলিত হয়। ছগন বলে কি করা?

সে তো মোরাদের কুয়া দিয়াছে, ই হাসপাতাল। রাস্তাটো ভি পাকা করিবার লাগিছে।

মোরাও তাই বলি।

কিন্তুক ই নিয়া কথা নয়। গতিক ভাল বুঝি না আমি। গুণ্ডা লয়ে ভোটের মিটিং করতে তো আগে দেখি নাই? তা বাদে উয়ারা লালার সাথ এল, গেল। ই ভাল দেখি না।

তীরথনাথ ওদের জানিয়ে রাখে, এবার নতুন প্রার্থীকে ভোট দেওয়াই ভাল। নইলে গোল বাধবে।

কি গোল বাধবে ভেবে পায় না ওরা। কিন্তু টাইতে মিটিং করতে গিয়ে প্রৌঢ় সদস্য সহসা বোমার আঘাতে দীর্ণ ও নিহত হন। আততায়ীরা জীপে চড়ে চলে যায়। দারোগা কোথা থেকে কি

নির্দেশ পান কে জানে। আততায়ীদের ধরে উঠতে পারেন না মোটে। চোট্টির তরফ থেকে এ ঘটনার প্রত্যক্ষ সংবাদদাতা হয় মোতিয়া ধোবিন। সে সময়ে মোতিয়া ঢাইতে ছিল বোনের বাড়ি। ভোটের মিটিং কেজোকর্মা লোকের কাছে তেমন কিছু নয় কিন্তু মোতিয়াদের জীবনে তা এক তামাশা। মোতিয়া চোট্টিতে এসে সকলকে বিশদ বর্ণনা দেয়। সকলেই তার কাছে শুনতে চায় ও শুনতে পায়। সদস্যটি লোকপ্রিয় ও ভাল কাজও করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কথা খুবই কৌতূহল জাগায়।

অতঃপর দারোগা আসেন চোট্টি। ট্রেন থেকে নেমে তিনি মশমশ করে ছগনদের টোলিতে যান ও বলেন, এখন জানা গেছে, সদস্যকে মেরেছে ওর দলের লোক। ছোটলোকরা বিধানসভায় সদস্য হয় টাকা লুঠবার জন্যে। ইনি টাকা চুরি করেছিলেন, ভাগবাঁটোয়ারার গণ্ডগোলেই দলের লোকেরা খেপে যায়। যাক, শুনতে পাচ্ছি মোতিয়া ধোবিন অনেক গালগল্প ছড়াচ্ছে। ওকে বলে দাও, যেন কোন গল্প না করে আলতুফালতু। গল্প করলে হাঙ্গামা হবে। সে হাঙ্গামা থামাবার ক্ষমতা আমার নেই।

মোতিয়া বলে, এ কি বলে গেল পুলুস ?

ছগন বলল, জমানা খুব খারাপ মোতিয়া। যা দেখছিস তা সাচাই নয়। যা বলে গেল তাই সাচাই।

সব শুনেমেলে চোট্টি আরো গুম মেরে যায়। বলে, ই তো নতুন কথা নয়। তখুন ছেলেটারে মারল, আর বলে দিল, ছেলেটো বোম মারছে পুলুসরে। ই লোকটো ভালাই করতেছিল, মারি দিল। এখুন কুনো কথা বলিস না মোতিয়া, হাওয়াটো ঘুরতাছে।

কিন্তু চোট্টি! দারোগা তো ছিল না সেথা।

মোতিয়া! যদি ই কেউ কথার বিচার করে তো কুনো না কুনো দিকু করবে, তখুন কার কথা বিশ্বাস যাবে ?

দারোগার কথা।

এই তো বুঝছিস। ঘর যা।

এরপর রঙ্গমঞ্চে আরেকটি ভোটের মিটিং হয়। এ রাজত্বে সকলই সম্ভব, শাসকগোষ্ঠীর দরকারে। অতএব বিকেলে ট্রেন আসে প্রার্থী ও তাঁর সমর্থকদের নিয়ে, দাঁড়িয়ে থাকে আধঘণ্টা। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই প্রার্থী বক্তৃতা দেন এবং প্রয়াত সদস্যকে "নকশাল", "গুণ্ডা" ইত্যাদিতে বিশেষণে সাজিয়ে দিয়ে ট্রেনে ওঠেন। চোট্টি সে মিটিঙে যায় না, কিন্তু তার ঘরেই আসে মোতিয়া। ধপ করে বসে পড়ে বলে, হা রাম!

কি হল?

ডরে গেলাম।

কেন?

মিটিনে যাস নাই?

না।

কি দেখলাম চোট্টি!

কি দেখলি?

আজ যে লোক এল, সে ভোট নিবে?

তার কি?

ওহি তো হাঁত তুলে দেখায়ে দিল সেদিন। যত লোক সঙ্গে এসেছিল, তাদের মধ্যে ওহি নাটা আদমি বোম মারে। এরাই মেরে দিল তারে। এ কি দেখলাম রে চোট্টি!

চোট্টি বলে, বাস্। আর কোন কথা বলিস না।

কি বলে বেড়াচ্ছে লালা, জানিস?

কি?

এবার টাকা দিবে না, চুনাও মেঁ যেতে দিবে না। তবু ভি ভোট পড়বে, কেন কি, ছোটলোকদের ভোট এ লোক চায় না।

বুঝলাম। ঘর চল্ তুই। পৌঁছায়ে দেই।

মোতিয়াকে ঘরে পৌঁছিয়ে চোট্টি যায় দোকানে, পোরমিটের কেরোসিন তেল নিতে। সেখানে দেখা হয় তীরথনাথের সঙ্গে। তীরথনাথ বলে, চোট্টি মিটিঙে আসিস নাই মনে হল?

না।

তোরা ভোট কাকে দিবি?

দেখি।

তীরথনাথ যেন কোনো অদৃশ্য শক্তির মদত পেয়ে হাসে ও বলে, আরেক তপশীলী প্রার্থী দিছে। সে শালা ভয়ে ই ধারে আসে না।

চোট্টি কোনো কথা বলে না। তাকিয়ে থাকে।

এবার দেখিস জায়গাটা ভাল হয়ে যাবে।

চোট্টি জবাব দেয় না, পেছন ফেরে।

দুদিন বাদে তীরথনাথ আর অত হাসে না। হরবংশ্‌কে বলে, আবার পঞ্চাশহাজার টাকা নিয়ে গেল।

আমিও দিলাম দশ হাজার।

দিলে!

নিশ্চয়। আর ফ্যাক্‌ট্রি হাউসিঙে ইট দিবার কন্ট্রাক্টের কথা ভি পাকা। বাস। এহি পার্টি থাকবে আর আমার ভি ভালাই হবে।

আমার কি হবে?

ভালাই হবে। দেখবেন।

কি করে?

এ শালা ভি আপনার মতন ছুয়াছুতি হ্যায় না? তাই আপনার ভালাই ও করবে। বহোৎ সানদার আদমি। কোন দলের জানেন?

না।

অর্জুন মোদীর।

তাতে কি?

আপনার জবাব নেই।

বল না।

বলতে হবে না, বুঝতে পারবেন। পাঁচ বছরে ও পঞ্চাশ হাজার পাঁচ লাখ হয়ে ফিরত আসবে।

আসবে?

জরুর। ভারতকে ভাগ্‌ মেঁ নয়া সুরজ হ্যায় য়ো, হ্যায় না?

য়ে মাস্তান ছোকরা ?

বিজয়া মোদী।

চোট্টিরা ভোট দিতে গিয়ে দেখে, তাদের নামে ভোট পড়ে গেছে আগেই। ভোটদাতাদের ঠেকাতে বুথে মারামারি হয়। সশস্ত্র মুণ্ডারা লাঠি নিয়ে ভোটদাতা ঠেকায়। ফল বেরোলে দেখা যায় বিপুল ভোটাধিক্যে যুবলীগের ছোকরা জিতেছে। বিজেতার নির্দেশে-তীরথ-নাথ আতসবাজি পুড়িয়ে বিজয়োৎসব করে এবং যুবলীগে মস্তানরা নিজেদের নিজেরা নিমন্ত্রণ করে হরবংশের বাড়িতে। প্রচুর মদ আনতে হয় হরবংশ্‌কে, খাসী কাটতে হয়।

খাওয়াদাওয়া সেরে ওঠার সময়ে মাননীয় সদস্য হরবংশ্‌কে বলেন, টেন্‌ডার কল্‌ হবে না। যত আংরেজী কায়দা। এখন ভারতীয় কেতায় কাজ হবে। শুধ্‌ হলোব্রিক কেন, সিমেন্টের কন্‌ট্রাক্ট ভি দিয়ে দেব।

আপনার দয়া।

তবে বাট্টা দেবেন।

নিশ্চয়।

বারো আনা-চার আনা। বারো আনা আমার। ভাববেন না। এমন দর পাবেন যে তাতেও আপনার মোটা নাফা থাকবে।

হরবংশ্‌ মনে মনে বলে "হারামি" ও মুখে বলে, নিশ্চয়।

এখানে আদিবাসী ঔর অছুতের বড় গরম।

না না।

জানি জানি। সব ঠিক করে দেব।

ওরা কিছু করেনি।

আরে লুকোবেন না। আমার এই সব ছেলেদের একেকটা এলাকা বেটে দিছি। খুব ভাল ছেলে সব। জান লড়িয়ে কাম করেছে আমার জন্মে। ও অছুতকো এহি লোক ঘায়েল কিয়া।

হরবংশ্‌ চমকে ওঠে এবং সদস্য খোঁচা খায় তার এক শাগরেদের ও দেঁতো হেসে বলে, ঠাট্টা করলাম।

ইয়েস।

সদস্য ও শাগরেদবৃন্দ চলে যায়। হরবংশ্ অত্যন্ত বিচলিত বোধ করে। সে ঠিকাদারি চায়, টাকা করতে চায়, নাকা লুটতে চায়। সেই সঙ্গে চায় ছোট ও মাঝারি উৎপাদক শিল্প গড়তে। ধোখারো, চাস, সব এখন জমজমাট। এই হল মৌকা। কিন্তু কোনো গণ্ডগোল চায় না হরবংশ্। সে বা তার বাবা এখন অবধি কোনো কুলি-লেবারের গায়ে হাত তোলেনি। এদের অসুখবিসুখ, বিপদ-আপদে চাইলে বাবা সাহায্য করেছে, হরবংশ্ও করে। দীর্ঘদিন এদের মধ্যে বসবাস করছে হরবংশ্। চোট্টিদের মধ্যে দায়িত্ব নিয়ে সৎভাবে কাজ করার যে স্বভাব আছে, খাটিয়েপিটিয়ে ছেলে হরবংশ্ তাকে শ্রদ্ধাই করে। নিজের স্বার্থ ষোলআনা বজায় রেখে হরবংশ্ এদের সঙ্গে মোটামুটি ভাল ব্যবহার রাখে। সেবার সদরে হলোব্রিক চালান দিয়ে অসংগত মুনাফা করেছিল হরবংশ্ এবং কুলি-লেবারদের দিয়েছিল জন্‌তা মার্কা মোটা ধারোয়ারি কম্বল। চোট্টির কম্বলটি অন্যদের তুলনায় কিঞ্চিৎ সরেশই ছিল। এরা খুন করে স্থানীয় রাজনীতিতে ঢুকেছে, এখন বলছে আদিবাসী ও অছুতদের জব্দ করবে। কি করবে কে জানে! আগুন জ্বলে যদি? হরবংশের কারণে আগুন জ্বললে বিষাক্ত তীরে হরবংশ্কে ঘায়েল করে মুণ্ডারা চাটিমাটি তুলে রওনা দেয় যদি অজানার উদ্দেশে? তেমন ঘটনা তো ঘটেছে। নরসিংগড়ে নায়েব তীরে মরে। কুরমির ছুখিয়া তো নায়েবের মাথা কেটেছিল। হরবংশ্ খুবই চিন্তিত হয় এবং ঠিক করে, বারোআনা বাড়িয়ে এক টাকা করবেভেবেছিল। সেটা করে দেবে পাঁচসিকা। গুডউইল তৈরি করবে। ফলে হরবংশের ওপর কারো আক্রোশ পড়বে না। এ সকল কথা মনে মনে ভেবে নেবার পর হরবংশ্ আবিষ্কার করে, সে সদস্য এবং তস্য চেলাদের ক্ষমতালাভে খুদে হিটলার বসতে দেখে ভয় পেয়েছে। সে ভেবে পায় না কি করবে।

সে তীরথনাথকে কিছু বলে না। কিন্তু তীরথনাথ তার আচরণ লক্ষ্য করে, সম্ভবত সেও উদ্বিগ্ন হয়ে থাকবে। কেন না, ভুট্টা কেনার

মৌসুমে সেও দেয় বে-বেঠবেগার মজুরদের পাঁচসিকে মজুরি এবং ছ আনা জলখাই দেয় বেঠবেগারদের। বলে, ঐছন মালিক না মিলব ছগন।

মহারাজের কিরপা।

ছগন কথাটি বলে বিষণ্ণ ও বিরক্ত মুখে। বলে, আপনারা যা করেন, সেই ভাল। এখন চারপাশে বহুত কাম। কুলি-লেবারে আড়াই টাকা। ইসিসে কুরমি ঔর নরসিংগড়ে খেতমজুর ভি ছু টাকা পাচ্ছে, বেঠবেগার পাচ্ছে এক টাকা জলখাই। এখন চোট্টিতে আসবে সদর সে এন. সি. ডি. সি.। কয়লা কাটাবে। তারা তো সরকারী রেট, আট-নয় টাকা দেয়।

তাহলে আমিও খেতী কাম তুলে দিব।

যেভাবে প্রাক্তন সদস্যকে সরানো হয়, ভোট জেতা হয় জোচ্চোরি ও ডাকাতি করে, নির্বাচনোত্তর কন্ট্রাক্ট ইত্যাদি ভাগবাঁটোয়ারা হয়, তাতেই চোট্টি অঞ্চল আধুনিক সময়ে উত্তীর্ণ হয়। নির্বাচিত সদস্য ও ক্ষমতাসীন দলের কার্যকলাপও হয়ে ওঠে পেশাদারী ও সফিস্টিকেটেড। এখন আর সেদিন থাকে না, যে তীরথ বেঠবেগারীও নেবে, "কা রে ছগন" বলে গল্পও করবে। এ রেজিমে প্রত্যেকের চরিত্র পার্জ করে স্ব-শ্রেণীর ভূমিকায় কাজ করানো হয়। চোট্টি বলে, এখুন যা দেখবি তুরা জীবনে দেখিস নাই। মনে হবে, আগে কত সুখে ছিলাম। খুন করে ভোটে জিতল, দেখলি না ?

বলল অন্য কথা।

হাঁ।

কেন বলল ?

ভেবে দেখ্, ছগন।

ছগন বৃদ্ধ নাকটি চিন্তায় কুঁচকে গলা ঝেড়ে বলল, দু বার দেখলাম। সে ছেলাটারে সবার সামনে মারল, বলল অন্য কথা। এরে মারল সবার সামনে, বলল অন্য কথা

কি বুঝিস ?

সময় খুব মন্দ।

খু—ব মন্দ।

এ কি হল?

যা হবার তা হল। মোতিয়া জানি কিছু বলে না। জানে মেরে দিতে পারে। উয়াদের অসাধ্য কাম নাই।

পয়সাটো'বেশি দিছে সবাই। তবু ভাল।

এ বয়সেও চোট্টির চোখ দুটি সজীব ও কালো। চোখ তুলে ক্ষীণ হেসে চোট্টি বলল, লালা কি চাঢা ভাল হছে বলে দিছে, তা নয় কিন্তুক।

সে জানি। চারদিকে লেবার চায়।

তাহাতে দিছে।

ওঃ! এন. সি. ডি. সি. আসুক।

সে মোরাদের কপালে হবে না। সরকারী কাম হয় ঢিমাঢিলা তালে। আগে দেখবে কোথা কয়লা, তাতে বছর যাবে। তা বাদে হেথা কয়লা আপিস-দপ্তর খুলবে কি না ঠিক করতে বছর যাবে। বাড়ি বানাতে বছর যাবে। মোর মনে হয় সি এখুনো তিন-চার বছরের মামলা।

তা হবে।

হেথাহোথা খুব জুলুম উঠাতেছে মাস্তানরা।

আমাদের কি? নাঙ্গা ফকিরের রয় না চোরের ডর।

ছগনের কথাটি মিথ্যে হয়ে যায়। ১৯৭২ সালের নির্বাচনের পর বিপুল ভোটাধিক্যে জিতে শাসক দল দেশের গরিবগুরবো সম্পর্কে যে নীতি অনুসরণ করে তা অতীব মনোহর। পাঁচ বছর কার্যকালের মধ্যে কেন্দ্রীয় চিৎকার-ঘোষণা-আইন প্রণয়ন ইত্যাদি, ভারতকে আবার জগৎসভায় উচ্চ আসন নিতে সহায়তা করে ও মুক্তি সূর্যের ইমেজ হয় "রা" দেবের মতই চমৎকার। কিন্তু "রা" দেবের মতই তাঁর প্রয়োজন হয় কাঁচা রক্তের। ফলে, গরিবি হঠাও বেঠবেগার বেআইনী, বেআইনী এখন কৃষিঋণ, ইত্যাদি চিৎকারগুলি দেশের দূরদূরান্তেও গাছপালা-

স্টেশন-বাসের গা, ইত্যাদিতে পোস্টার হয়ে লটকে যায়। কিন্তু বাস্তবে চোট্টি ও ছগনদের পেষাই চলতে থাকে। এই পাঁচ বছর রাজ্যকাল, ধনীকে আরো ধনী করার কাজে, নিম্নবর্ণ ও আদিবাসীকে জুত্তি কি নিচে রাখার কাজে, সর্বোপরি, নির্দিষ্ট পোর্টফোলিওহীন মস্তানদের পুলিসী মদতে কাঁচাখেগো দেবতা বানাবার কাজে উৎসর্গিত হয়। উদ্দেশ্য, খোকাবাবুর খেলাঘর হিসাবে ভারতকে রেনোভেট করা। এই খোকাবাবুকে চোট্টিরা বা ছগনরা দেখতে পায় না কিন্তু তাঁর খেলনা হয়ে খেতে থাকে লাথ। অচিরে বোঝা যায়, পুরনো প্রবাদ নতুন করে লেখার সময় এসেছে। ন্যাংটোদের বাটপাড় ও ডাকাতের ভয় সমধিক।

এ অঞ্চলে নির্বাচনী প্রচার করতে এসে তবে সদস্যের সহসা মনে হয়, জায়গাটি খুব গোলমেলে। তদনুসারে সে সেক্রেটারি, পার্টি সেক্রেটারিকে জানায়। সে যা জানায়, তার সারমর্ম হল, তীরথনাথ, হরবংশ্‌ দুজন মালিক থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় আদিবাসী, অচ্ছুত, এরা তাদের কাছেই বাঁধা নয়, আরো রুজিরোজগারও করতে অ্যালাওড্‌।

সেক্রেটারি বলে, তা হতে পারে, তাতে কি ?

সদস্য বলে, তীরথনাথ ও হরবংশের সঙ্গে কথা বলে তার ধারণা জন্মেছে, ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকার কারণে তারা অভ্যস্ত প্যাটার্ন বদলাতে চায় না।

তা আমি জানি। আমারও জমি আছে, খাতক আছে, বেঠবেগার আছে। ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকলে মারদাঙ্গা হবার অবকাশ কম।

আরে, আপনি বুঝছেন না, ব্যাটারা কেমন যেন স্বাধীন-স্বাধীন ভাবে চলেফেরে, তেমন কোমরভাঙা নয়।

খুব বুঝেছি। একটা কথা মনে রাখবে।

কি ?

আদিবাসী লোক ওর অচ্ছুত লোকদের নিয়ে এমন কিছু করবে না যাতে হাঙ্গামা হয়। আমি পার্টি ওর সেক্রেটারিও। আমার

মদতে তুমি জিতেছ। তাই তহশীলে মেম্বারকে মারার ব্যাপারে তোমার নামে ফাইলও আছে।

কেন ?

সেক্রেটারি ঘাগু রাজনীতিকের হাঙুরে হাসি হাসে ও বলে, রাখতে হয়। ঠিক জায়গায় রাখতে হয়। যদি আমি তোমার কাছে অপ্রিয় হয়ে যাই, যদি আমাকে—তাহলে ওটা কাজে লাগবে। আমি তো ভাবিনি তুমি ওকে জানে মেরে দেবে। ভেবেছিলাম, ডিরেকশান তুমি বুঝেছ, বোমা ছুঁড়ে মিটিং ভাঙবে।

এঃ, ভুল হয়ে গেল।

ক্ষমতা পেলেই হয় না। রাখতে জানা চাই।

যাক, যো হুয়া ও হুয়া। এখন, আমি যে ছেলেদের বলেছি, এলাকা বেটে দেব। ওদের এলাকা দেব, এক-দো কন্ট্রাকটরি। বেচারারা ঘরদোর ছেড়ে পার্টি করতে এসেছে, থোড়াবহোৎ মদত তো দিতে হবে।

তা দাও না। আমি কি "না" বলেছি ?

কিন্তু······

কি ?

সে ছিল তপশীলী। তপশীলী ঔর আদিবাসীদের ভালাই ভি করেছিল। তাতেই বেটাদের গরম উঠে গেছে।

আরে, মারদাঙ্গা না করলে কি শায়েস্তা করা যায় না ? বুদ্ধি থাকা চাই। কি করবে তা তারাই বুঝুক। তোমার সামনে এখন অনেক কাজ। আগামী চুনাও মেঁ তুমি রিটার্ন হলে মন্ত্রীও হতে পার। মন্ত্রী হতে হলে কাজ দেখাতে হবে। শুধু বুরাই করলে পাবলিক মদত দেবে না। প্রতিবার এবারকার মত নিয়মে ভোট না মিলতে পারে। তোমাকে ভালাই ঔর বুরাই দুই করতে হবে। সেখানেই মস্তানি করা চলবে ভোটের বিষয়ে, যেখানে পাবলিকও তোমাকে সমর্থন করে।

করবে তো।

তীরথনাথ হরবংশ্ মাইনরিটি। রেলোয়ে স্টাফ ফ্লোটিং পপুলেশন. তায় সংখ্যায় কম। মেজরিটি আদিবাসী ঔর অছুতরা। চোট্টি খুব মজার জায়গা। ওখানে তোমাকে সাবধানে চলতে হবে। নয়তো—

কি ?

সেক্রেটারির হাসি আরও বিষাক্ত হয়। বলে, বাচ্চু! তুমি তো সেদিনের ছেলে। কিন্তু আমার নাম দক্ষিণ-পূর্ব বিহারে সবাই জানে। আর ঈশ্বরের কৃপায় দিল্লীতেও আমার যোগাযোগ আছে। আমার কথা না শুনে চললে অনেকেরই পোলিটিকাল কেরিয়ার খতম করে দিয়েছি। তা তোমারও জানা উচিত। তোমার বাবাকে ১৯৫৭তে বসিয়ে দিই বাধ্য হয়েই। বেচারী মরেও গেলেন। তাঁর ছেলে বলেই তোমাকে—

হাঁ হাঁ। আপনি না মদত দিলে আমার হত না।

শেষ কথা। চোট্টি ঔর টাই ঔর কুরমি ঔর নরসিংগড়। ও অঞ্চলের এক ইতিহাসও আছে। কোনো খোঁচাখুঁচি চাই না। গ্রামদেশে বেশি খোঁচাখুঁচি করলে রক্ত ছুটে যায়, নকশালী প্যাটার্নে ভায়োলেন্স হয়। তোমার বোকামিতে ও অঞ্চলে কোই নকশালী ভায়োলেন্স যেন না ঢুকে। তাহলে তুমি গেছ। ওখানে নকশাল মারা পড়েছে, ভুলে যেও না।

ভুলব না।

আদিবাসীদের পালা-পার্বণ-মেলা কিছু নিয়ে হাঙ্গামা কোর না। একটা কাজ করা খুব দরকার। আদিবাসী ঔর অছুত চোট্টিতে এককাট্টা। কৌশল করে ওদের তফাত করলে ভাল। চোট্টিতে আছে চোট্টি মুণ্ডা নামে এক বুড়ো। তার খুব সম্মান ও অঞ্চলে। ওর ছেলের কেসের সময়ে আদিবাসী অফিসার দিলীপ তরোয়ে জোর মদত দেয়। তরোয়ে ভাল অফিসার। এখন ডিরেক্টর, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার বনেছে। চোট্টিকে যদি হাতে রেখে চলতে পার, অঞ্চলটিতে তোমার মোটামুটি খুঁটি থাকবে। যত কথা বললাম, মনে

রেখে কাজ করবে। আমাদের নেতার এখনকার ভূমিকাটা দেখছ না? উনি এখন পূর্ব গোলার্ধের লীডার বনছেন। ভৈয়া! তোমার কাজ ওঁর কাজে মদত দান। স্বচক্ষে দেখেছি ওঁর মাহাত্ম্য।

দেখেছেন?

দেয়ালে ছবি ঝুলছে দেখছ না? ওটা তো আমি।

তাই তো। আচ্ছা?

কি?

কাউকে শুধাতে পারি না। কিছু জানতে ইচ্ছা যায়।

কি?

ছুয়াছুতি আমি মানি, আপনিও।

নিশ্চয়। বর্ণাশ্রমে আমাদের বার্থরাইট।

এ কি সত্যি কথা? যে মহাত্মা ছুয়াছুত মানতেন না?

ভৈয়া! উনি ছিলেন দেওতা। দেওতার কথা কি মানুষ বুঝে?

ঠিক বলেছেন।

সদস্য চলে যায়। সেক্রেটারি এখন তস্য সেক্রেটারিকে বলেন, কি মালকে আসরে নামিয়েছি দেখলে?

দেখলাম। কিন্তু কেন?

কি "কিন্তু কেন"?

দেওকীনন্দন কত ভাল ছেলে ছিল। আপনার হাতে শিখানো, গ্রামসেবক ছেলে। এ শালা ধানবাদে মোটরের টায়ারে মদ পাচার করত, সিনেমার টিকিট বেলাকের বিজনেস করত, মাড়োয়ারিদের রাণ্ডী সাপ্লাই করত, খুনের মামলায় আসামী হয়েছিল, খালাস পায়। একে কেন আনলেন?

এখন অর্জুন মোদী উপরে উঠছে। আমাদের মফঃস্বলে তার যুব লীগ হচ্ছে লোফার-মস্তান নিয়ে। ইসিসে এ লোগুকো লায়া। ভৈয়া, আমি হলাম হাওয়াকলের মুরগি, সিনেমায় যেমন দেখ। যেদিকে বাতাস সেদিকে ঘুরতে জানি। নইলে বাঁচতাম? এখন রাজনীতিতে খুনোখুনি দেখছ না?

আমাদের জমানা চলে গেল। সুন্দর চলছিল সব। রাজনীতি কত প্রফিটেব্‌ল বিজনেস হয়ে উঠেছিল। সকলের নাফা থাকছিল। কত পথ খুলে গেল। আমার ষাট বছর বয়সে বোম্বাই শহরও দেখিনি। সেই আমি ইউথ ডেলিগেশনে চলে গেলাম সিঙাপুর-হংকং-ম্যানিলা-জাপান। কত কত ক্যামেরা ঔর ট্রানজিস্টর এনে বেচলাম। কেন? খুনাখুনি তো করলাম না? তাতে ক্ষতি হল কিছু? এখন যে কি হল?

ভৈয়া, তুমি আমার মনের কথাই বলছ। পুরনো দেশসেবক কি চায় হিংসা? ওই সে মেম্বারকে মারল। তার জন্যে দুখ উঠে না আমার? এখুন "আদিবাসী সমাচার" কাগজ তার বউ-বাচ্চার জন্যে টাকা উঠাচ্ছে। কি সাচ্চা আদমি ছিল বল? দশ বছর মেম্বার রইল, এক পয়সা করতে পারেনি? তেমন লোককে হটিয়ে একে আনলাম, এতে ভাল লাগে আমার?

জানে বা মারল কেন?

সেক্রেটারি উত্তপ্ত হয়ে বললেন, মারাটা বুরাই কাজ, তবু মেনে নিচ্ছি তোর ওকে মারা দরকার ছিল। অমনি পাবলিক জায়গায় মারে? হাজার লোক সাক্ষী রেখে। পার্টির কথাটা ভাবলি না? আমাদের পার্টি কি খুনেদের পার্টি? লোকে কি ভাবল?

সাচ বাত।

কিছু না, কিছু না, ও ওয়েস্টবেঙ্গলে ১৯৭১ সালে বরানগর-কাশীপুরে যা হল না? তিনশো মাস্তান গিয়ে দুশো-আড়াইশো নকশালী ছেলেকে মারল ঔর পুলিশ কিছু বলল না, সিদ্ধার্থ রায় ভি কিছু করল না, চেপে দিল সব, তাই জেনে এরা জেগে উঠেছে।

সে কি ঠিক?

কক্ষনো নয়। তুই সেদিনের মস্তান। তুই কি সিদ্ধার্থ রায়? ও রকম ইংরিজি জানিস? প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে খানা খাস?

কিসে আর কিসে! প্রধানমন্ত্রীকে দেখলে পাৎলুন খারাপ করবি, ইংরেজি! হিন্দী জানে ও?

কি করে দেখা যাক।

সদস্যের প্রথম কাজ হয়, পার্টি সেক্রেটারির কাছ থেকে প্রদেশের সেক্রেটারির কাছে গিয়ে সব লাগানো। প্রদেশ সেক্রেটারি বলে, কি? তোমাকে এই সব বলল?

বলল তো?

না না, বুড়োদের হটাতে হবে। ওদের এই আদিবাসী—অচ্ছুত প্রীতি আর বুদ্ধি করে চলার নীতি ভারতের আজকের রাজনীতিতে চলে না। লড়ে যাও তুমি। প্রথমেই বিধানসভায় একটা কিছু নিয়ে হইচই তুলে দাও। যাতে ইমপ্রেশান হয় একটা।

গোহত্যা নিয়ে হল্লা উঠাব? বহোৎ পপুলার ইস্যু।

না না। বহোৎ কম্যুনাল হো সকৃতা।

তাহলে?

দেখছি। আর শোন। রোমিওকে দিয়ে মেম্বারকে বোম্ মারানোটা ঠিক হয়নি। ও চেনে পয়সা। কাল আরেকজন টাকা দিলে তোমাকে বোম্ মেরে দেবে। ওকে তুমি যা হয় কিছু করে দাও।

রোমিও, পহলোয়ান আর দিলদার, তিন জনকে কণ্ট্রাক্টরি দিচ্ছি, টাকা দিয়েছি, ওর ইলাকা বেটে দিচ্ছি।

বেশ। তাহলে ভাব, কি নিয়ে বলবে।

গুরু! আমার মুখে তো ভাল হিন্দী বেরোয় না।

দিলদার বলে দেবে।

সদস্য তারপর যায় চেলাদের নিয়ে মদ খেতে। মদ খেতে খেতে বলে, দূর! এই সাফা কাপড় পরে বিলাইতী খাওয়া আমার পোষায় না। আমি হলাম জনতার লোক। চোলাই খাব, লুঙি পরে রুমালী বিবিকে জড়িয়ে ধানবাদ টিশনে নাচব, মজা উঠাতে বন্দুক ছুঁড়ে স্টেটবাসের টায়ার কাটাব, এখন সব বন্ধ। এমন কি সাবান মাখতে হচ্ছে, দাঁত মলতে হচ্ছে। রুমালীও বলে, চেনা গন্ধ কোথায় গেল?

দিলদার বলে, সে সব ভুলে যাও গুরু।

কৈসে ?

বিধানসভার কথা ভাব।

কি ভাবব ?

বই-টই পড় ।

তুমি পড়ে আমাকে বাতাও।

না না, তুমিও পড়।

এই পড়তে গিয়েই কেস বিগড়ায়। সদস্য ক্লাস ফোরের কখানা বই নিয়ে শিক্ষা শুরু করে এবং ইতিহাস বই পড়ে সে বেজায় খেপে যায়। সদলে সদরে গিয়ে ইতিহাস বইয়ের লেখক, নেড়া মুণ্ডু, কাঠিয়াবাবা ভক্ত, নিপাট ভালমানুষ বিরিজ তেওয়ারিকে বাড়িতে ঢুকে বেদম পেটায় ও বলে, অছুতদের পিরিত দেখাচ্ছ ?

কৈসে ?

কেন লিখেছ গৌতম বুদ্ধ শূদ্রের বাড়ি শুওর খেয়ে অসুখ হয়ে মরে যান ? অছুত লোক ভগবানকে মেরে দিল এ কথা লিখলে অছুতরা মাথায় চড়ে বসবে না ?

কাহে ?

তবে রে !—বলে সদস্য বিরিজ তেওয়ারির বইপত্তর ছিঁড়ে ফেলে এবং বলে, সমস্ত ইতিহাস বই পুড়িয়ে দাও।

বিরিজ তেওয়ারি তখনি স্বসাধ্যে হইচই তোলেন। শ্রাদ্ধ বহুদূর গড়ায়। কাগজে খবরটি হাইলাইটেড হয়। "আদিবাসী সমাচার" সদস্যের অতীত জীবনকাহিনী ছেপে বিক্রি বাড়ায়। দিলদার কলকাতা গিয়েছিল, ছুটে আসে। বিধানসভায় প্রসঙ্গটি ওঠে। সদস্য ডাইনে-বাঁয়ে প্রবল ঝাড় খায়। প্রদেশের সেক্রেটারি অবধি সদস্যকে গাল পাড়ে। পার্টি সেক্রেটারি বলেন, মূর্খ ! গাধা ! যা লেখা আছে তাই লিখেছিল ও। এই জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে তুমি মেম্বার হয়েছ ?

সদস্য নীরবে সব শোনে ও বলে, ঠিক আছে। চেলাদের বলে, বুদ্ধ তো হিন্দু দেওতা। কৃষ্ণের এক অওতার। সে লোকটা এমন বুরাই কাজ করে গেল ?

তাই তো দেখছি।

যাক গে, আমি আর এখন বিধানসভায় মুখ খুলছি না। নিজের এলাকা দুরস্ত্ করি।

সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচে এবং এখন শুরু হয় বাঘের খেলা। সদস্য বোঝে, এ অঞ্চলের সুবিধা হল, ফটাফট খবর-টবর কাগজে বেরুবে না। কেউই আদিবাসী বা অছুতদের বিষয়ে মাথা ঘামায় না। দিলদার বলে, এমন ফিল্ড থাকতে গুরু! তুমি বুদ্ধের কথা নিয়ে মাতামাতি করতে গেলে।

তুমি কলকাতা গিছলে কেন, রাণ্ডীর বাচ্চা? তুমি থাকলে এ রকম কেচ্ছা হয়?

আর তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি না।

চোদ্দ

এ ভাবেই চোট্টি অঞ্চলের জীবনে রোমিও, পহলোয়ান ও দিলদার ঢুকে পড়ে। বুদ্ধকাহিনী নিয়ে সদস্যের যে হ্যাপা হয়, তাও এই অনুপ্রবেশকে ত্বরান্বিত করে। এ ভাবেই করুণাঘন শাক্যমুনি চোট্টিদের জীবনে তাঁর অজানতে একটি ফ্যাক্টর হন।

তীরথনাথ, তার খেত ও আবাদীর সঙ্গে চোট্টির কোনো যোগাযোগ থাকে না। হরবংশ্ নতুন ঠিকাদারী পেয়ে হয়ে ওঠে কেজোকর্মা। সে চোট্টিকে ডেকে বলে, চোট্টি! বর্ষা কাটতে চলল। লালাজীর কামে আমি আগে চোট দিই নি, এখনো দেব না। কিন্তু এখন চামাতে ফ্যাক্‌ট্রি চালু হচ্ছে। দুশো কোয়ার্টার বসবে। কত ইট লাগবে, তা জানি না। কিন্তু সব ইটই দিচ্ছি আমি।

নিরন্ন চোট্টি হবু লক্ষপতি হরবংশ্‌কে হেসে বলে, এ খুব ভাল হল মহারাজ। কুনো অন্য মানুষ ঠিকাদারি নিলে ভি রাজা বনে যেত। তুমি রাজা বনো মহারাজ, আমরা দেখি।

না না চোট্টি, সে সব পরের কথা। এখন তোমার সঙ্গে কাজের কথা আছে।

বল মহারাজ।

আমার তো লেবার লাগবে।

আমরা তো আছি।

হরবংশ্ এবার হাসে। বলে, অনেক, অনে—ক লোক লাগবে। চোট্টি, বিড়ি ধরিও না। সিগারেট খাবে একটা? খেয়ে দেখ না, কেমন লাগে?

চোট্টি সিগারেটটি নেয়। ধরিয়ে চোখ কুঁচকে টানে ও বলে, কি সুখে খাও? ঘাসের মত।

নেবাচ্ছ কেন?

রেখে দি। হরমু খাবে। কোয়েলটো মাঝে মধ্যে হাট হতে আনত। সে ভালবাসত।

এখন শোন।

বল মহারাজ।

লেবার-কুলি অনেক চাই। গ্রাম হতে যাদের পাব তা জানি। কিন্তু আমার বেশি পছন্দ আদিবাসী। তোমাকে সকলে মানে। তুমি যদি কুরমি, নরসিংগড় থেকে আমায় কিছু লোক এনে দাও, দেবে?

কুরমির লোক আসবে। কেন কি, ওরাদের ধারে কাছে কুনো কাজ নাই তেমুন। ধর নরসিংগড়েও গেলাম, তারা ভি এসে গেল। কিন্তুক,—

কি. বল?

তারা ভি পাঁচ সিকা পাবে?

কি দিলে কি থাকবে সে হিসেব হরবংশ্ অনেক বার কষেছে মনে মনে। সে জানে, এদের পাঁচ টাকা দিলেও তার লাভ থাকবে। কেন না তার কন্ট্রাক্ট দু লাখ টাকার। সে বলে, দু টাকা মজুরি দেব, পাকা আড়াইশো ভুট্টা ছাতু আর একশো গুড় জলখাই। এক কথা, কাজটা আমাকে তিনমাসে তুলে দিতে হবে।

চোট্টির চোখ সূর্য ওঠার আগের আকাশের মত শান্ত ও সুন্দর হয়ে যায়। সে আস্তে বলে, মহারাজ! এ কথা বললে সবাই খুশ মনে যাবে। তুমার ভাল হোক।

তোমাকে খোলাখুলি বলছি. এই কাজের জন্যে এই রেট। সব সময়ে কণ্ট্রাক্ট পাব না। তখন এ রেট দিতে পারব না। সেটাও জানিয়ে দিলাম।

তাও বলব।

তোমার সঙ্গে আরো কথা আছে।

বল মহারাজ।

তোমার বয়স হয়েছে। ওদের সঙ্গে সমান হয়ে কাজ করতে হবে না তোমার। তুমি শুধু এই সব লেবার যাতে ঠিক মত কাজ করে, তা দেখ। তোমাকে আমি তিন টাকা করে দেব।

মহারাজ, ও-কাজ করবে কেন? আমি ঠিকাদার নই। এক টাকা বেশি নিলে আমার সংসার সুবিধা অনেক। কিন্তুক আমি তো ঠিকাদার নই যি বেশি টাকা নিব, তা বাদে এখুন অবধি মোরা মিলমিশে কাম করি। আর মহারাজ! বয়সের কথাটো বলছ তাতে মনে দুখ উঠি গেল। এখুনো গাছ ভি কাটি, দশ মাইল ভি হাঁটি, নিজের ভাতটো নিজে কামাই করতেছি। তুমার বাপরে দিয়া দেখ কেন? সি ভি করে।

হরবংশ্ বলল, সে তুমি জান। বেশ, টাকা যদি বা না নাও, তবুও ওদের সমানে কাম করতে দেব না। তুমি তো মোদের একটা চোট্টি। তুমি গেলে আর পাব না।

যেতে কে চায়?—চোট্টি হাসল। খুবই দুর্বোধ্য হাসি। বলল, কতকগুলান জমানা দেখলাম মহারাজ, আরো ভি দেখি? এই চোট্টি বা কেমুন ছিল? তুমি-আমি যেথা দাঁড়ায়ে কথা বলতেছি, হেথায় এক বাবু, আমি তখুন দশ বছুরা ছেলা হব, হেথা ছিল গহীন জঙ্গল। গাই নিয়া ঢুকছি। গাই বাঘের গন্ধে পলাল। আমি উঠছি পাকুড় গাছটায়। আমার সমুখ দিয়া মানুষ নিয়া চলি গেল। তখন রেল

লাইন বনতেছে হেথাহোথা। মানুষের সোয়াদ পেত যি বাঘ, তার জুলুমে লাইনের কাজ বন্ধ হই যেত।

চোট্টি, এ পাহাড়টা কি ব্লাস্ট করে ওড়ানো?

না মহারাজ। চিরকাল এক রকম। মাঝে আধ মাইল ফাঁক, দু পাহাড় দু ধারে, মোরা বলতাম দু সতীন। চিরকাল! বাপ-দাদারা বলি গিছে, ধরতি সিজলে পরে অসুরদের বউগুলান্ হরম-দেওয়ের কাছে ঝগড়া করতে গিছিল। হরমদেও তারাদের নিচে আছাড় মারে, তাতেই সব ধরতিতে পাহাড় হল। তা ইখানে পাহাড় কাটাতে হয় নাই। রেল বসাছে মাঝ দিয়া। কত কথা!

তাহলে চোট্টি সে কথাই রইল? ছগনকে বলতে হবে কি? তাকে তো বললাম না।

আমি বলি দিব।

হরবংশ্ ভেতরে ভেতরে কিসের যেন জরুরী তাগিদ টের পায়। কিসের তাগিদ, তা বোঝে না। সে কন্ট্রাক্ট মত কাজ করতে চায়, নাফা করতে চায়, মস্তানদের খুশি রাখতে চায়। এ অঞ্চলে ফাঁপা ইট তৈরির কাজ খুব ভালভাবে হতে পারে। হরবংশ্ গড়ে তুলতে চায় ইট তৈরির কারখানা। আদিবাসীদের ও অচ্ছুতদের জন্যে তার কোন ভালবাসা নেই বলেই সে মনে করত। এখন মনে হচ্ছে আছে। দীর্ঘকাল চেনাচেনির ব্যাপার। তারপর, হরবংশ্ নিজে গ্র্যাজুয়েট, কাগজপত্র পড়ে। লেবারদের মোটামুটি সন্তুষ্ট রাখার মত ওয়েজ দিয়ে নিজের কাজ তুলে নিতে চায়। সদস্যের চেলাদের বর্বর গুণ্ডামি, পশুসুলভ মদমত্ততা তার পছন্দ নয়। ওদের কথা কি, সদস্য নিজে যে রকম অসভ্য জানোয়ার, ও সদস্য না হলে হরবংশ্ ওকে বাড়িতে ঢুকতে দিত না। হরবংশের কেবলই মনে হতে থাকে, বাবার সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করে সমগ্র ব্যাপারটিতে ঢোকা তার উচিত হয়নি। অবশেষে সে যায় বাবার কাছে। পরতাপ সিং এখন চাসে খুলেছেন মোটর সার্ভিস-রিপেয়ারিং কারখানা এবং দূর পাল্লার মাল সরবরাহকারী ট্রাক সার্ভিস। হরবংশের স্ত্রী, ছেলে মেয়ে তাঁর কাছেই

থাকে। ছেলে মেয়ে পড়ে বোথারোতে। হরবংশের মা নেই, বিমাতা ও বৈমাত্র্য ভাইরা চাস-কেন্দ্রিক কাজকর্মের উত্তরাধিকারী। পরতাপের প্রবল ব্যক্তিত্বের কারণে সংসারে কোনো অশান্তি নেই। হরবংশের বউ-ছেলে-মেয়ে তার বিমাতার বেশ প্রিয়ও বটে। ব্রিকফিল্ড ও চাচা বাস সার্ভিস একা হরবংশের।

পরতাপ, ছেলের কথা মন দিয়ে শোনেন ও গম্ভীর হয়ে যান। বলেন, এ তুমি ঠিক করনি। এ মেম্বার নাফা কত নেবে?—রেট শুনে উনি বললেন, আমি তো এখানেই বসে ছিলাম। একবার জিগ্যেস করলে না? এখন যারা ক্ষমতায় এসেছে, তাদের সঙ্গে আমাদের মত লোকেদের কাজ কারবার করা খুব মুশকিল। ওরা কি করছে জানতে পারছি সব। সরকার কয়লা নেবার পর কি হল তা শোন। ঠিকাদার লেবার দেয়, লেবারের মজুরি থেকে বাট্টা নেয়। দিয়ে থুয়ে যা থাকে মস্তানরা লেবারদের কাছ থেকে ফিরতি বাট্টা নিচ্ছে। মালিক-মজুর সম্পর্কের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে ঢুকে পড়ছে এরা, বাট্টা নিচ্ছে। ফলে গোল বাধছে। টাউনের যত সাইকেল রিকশাওলা প্রত্যহ মালিককে জমা দেয়। যা দু-চার টাকা থাকে তা থেকেও এরা নিচ্ছে। যে দিচ্ছে না, তাকে মেরে ধরে তাড়িয়ে দিচ্ছে। বড় জায়গায় রিকশাঅলাদের ইউনিয়ন এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কোন মিটমাট করতে পারে। কিন্তু ছোট জায়গায় গণ্ডগোল হতে পারে। তোমার ও মেম্বার লোকটা তো বেজায় নোংরা। খুনোখুনি সে কথা জান? খুন করে সরায় আগের মেম্বারকে?

হরবংশ্ চুপ করে থাকে।

সর্বত্র অছুত ঠ্যাঙাচ্ছে।

হরবংশ্ চুপ করে থাকে।

হরবংশের ছেলে এসে দাদুর কোল ঘেঁষে দাঁড়ায় ও বলে, অছুত মানে আনটাচেব্‌ল। জানো বাবা? বোনের যখন চিকেন পক্স হয়, তখন বোনকে আমি ছুঁতাম না। তখন বোন অছুত হয়ে গিয়েছিল, তাই নয় বাবা?

পরতাপ বলেন, বুঝেছি। এখন যাও। আমরা কথা বলছি। —ছেলেকে বলেন, চুলোয় যাক অছুতরা। আমি আমার ছেলের কথা ভাবছি।

কি করা যায়?

একবার জিগ্যেস করলে না? স্টেট ব্যাঙ্ক লোন দিত ব্রিকফিল্ড বাড়াতে। সিমেণ্ট কোম্পানী নতুন টাউনশিপ করছে। তারা তোমাকে কণ্ট্রাক্ট দিত। আমি কথা চালাচ্ছিলাম। সব চেয়ে ভাল এ রকম কারবার। ঘাড়ে চোট যেত না। ব্যাঙ্কের টাকায় কারখানা চালালে, সিমেণ্ট কোম্পানীকে মাল বেচলে, এত ভাল নাফা থাকে হরবংশ, যে ওয়েজ অ্যাক্টে লেবার পেমেণ্ট করেও নাফা থাকে অনেক। গুডউইলও তৈরি হয়, ঔর নয়া নয়া সরকারী আণ্ডারটেকিঙে কণ্ট্রাক্ট মিলে।

পিতাজী, এক বাত।

বল।

আপনি কথা চালান। আমি লড়ে যাব। ব্যাঙ্ক লোনে ফ্যাক্ট্রি চালু করলে আমি নতুন টাউনশিপে দিতে পারব মাল। এরা বেশি ঝামেলা উঠালে বেরিয়ে আসতে পারব, সবটা লোকসান যাবে না।

তেমন বুঝলে চলে আসবে এখানে।

কিন্তু ফিল্ড খুব ভাল পিতাজী। ঔর হলোব্রিক এখন নাফার জিনিস। ঔর লেবার ভি খুব ভাল। কাসটিং-মোল্ডিং-লেয়িং খুব ভাল শিখতে পারে। এ তো বহোৎ কোই স্কিলের কাম নয়। আমার আনস্কিল্ড লেবারই শিখতে পারে। ছোট ফ্যাক্ট্রি আমার। চেনা-জানা লেবার দিয়ে কাম উঠানো চলে।

আদিবাসী লেবার সব সে আচ্ছা। শিখালে শিখে, ফাঁকি দেয় না, থোড়াবহোৎ রেসপেক্ট দে কর ব্যবহার করো, বাস্ কাজ চলবে।

তবে সেই কথাই থাকল।

তোমার ট্রাবল হবে লেবার পেমেণ্ট থেকে য়ো লোক যব বাট্টা উঠায় গা। আমার ভয়, তখন না লেবার ট্রাবল হয়।

আমারও সেই চিন্তা। চোট্টির কাছে বেইমানী হয়ে গেলে ওখানে আদিবাসী লেবার মেলা কঠিন হবে, মিছে অশান্তিও ভাল লাগে না।

আরে! চোট্টি এখনো বেঁচে আছে?

নিশ্চয়। খুব শক্তও আছে।

তীর ছোঁড়ে?

ওর চেলারা ছোঁড়ে।

"চোট্টির কাছে" কি বললে?

চোট্টি তো আদিবাসী অছুতদের লীডার এক রকম। কত শান্তি বলুন ত? ওকে বলে দিই, এত লেবার খান, এতদিনে কাজ উঠাও। বাস্, কাজ হয়ে যায়। আমার ওভারসিয়ার ভি ওকে পছন্দ করে। আমার মত শান্তিতে কেউ লেবার খাটায় না।

দেখা যাক। ব্যাঙ্কের লোন আর টাউনশিপের কণ্ট্রাক্ট আমি দেখছি।

হরবংশের মনটা হালকা হয়ে যায়। সে বিমাতার রাঁধা পালং-পনির ও গোবি-মটর খায়।

তারপর যায় বউয়ের সঙ্গে সিনেমায়।

যথাসময়ে চোট্টি নিয়ে আসে লোকজন। হরবংশ্‌কে বলে, ছগনরাদের যারা আসছে, তারাদের দায়িক ছগন। আমারদের দায়িক আমি। নরসিংগড়ের মুণ্ডাদের দায়িক ভাগবত, ওঁরাওদের দায়িক মঙ্গল ওঁরাও। কুরমির মুণ্ডাদের দায়িক এই সুগান। আর মহারাজ! এরাদের কথা মোরে বলবে, তুমার কথা মোরে বলবে। এরাদের যেজন কথা রাখবে না, তারে আমি বাহার করে দিব। আমারে ঢালাই কাজে দিও।

মরদ শুধ্?

বিটিরা কাল হতে আসবে।

হরবংশ্ তাজ্জব বনে যায়। বলে, কোথায় নরসিংগড়, কোথায় কুরমি। এই বয়সে তুমি সকলকে যোগাড় করলে কি করে?

নিজে যাব কেন? পাত্তা ভেজলাম, ডাকলাম।

চলে এল ?

ইরাদের বুদ্ধি নাই, বোকাটো। আমারে মানে।

দুপুরে আধা ঘণ্টা টিফিন ছুটি।

হরবংশের ওভারসিয়াররা বলে, ফিল্‌ডে পাঠাবেন টিফিন।

চোট্টি বলে, তা কেন? নাম বলে কাজে চলে যাবে এখুন, তখুনি জলপানি দিয়া দিবে। তাতে সুবিধা বেশি।

হরবংশ্ বলে, রাইট।

সেইভাবেই কাজ হয়। ঠোঙায় বাঁধা ছাতু ও গুড় নিয়েই কাজে যায় সবাই। যেভাবে কাজ করে এরা, দেখে ওভারসিয়ারও অবাক হয়। বলে, দেখতে হয় না। চিল্লাতে হয় না, কাজ হয়ে যায়।

চোট্টি আছে বলে।

তাজ্জব কাণ্ড।

খুবই শান্তিপূর্ণভাবে কাজ হতে থাকে এবং তৎসত্ত্বেও হরবংশের কপাল থেকে মিলায় না চিন্তার রেখা, বাবার কাছে ঘনঘন যেতে থাকে ও। সিমেণ্ট কোম্পানীর স্যাটেলাইট নয়া খুদে শহরের কণ্ট্রাক্ট চাই, চাই স্টেট ব্যাঙ্কের লোন। কণ্ট্রাক্টের টাকার আশায় ও যে সর্বস্ব সঞ্চয় ঢেলেছে ব্রিকফিল্‌ডে, তাও যেন মনে থাকে না। তার মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থার কারণ, একচল্লিশ মাইল দূরে কানাটা গ্রামে রোমিও এবং তস্য ভ্রাতার দেশপ্রেমাত্মক কর্মকাণ্ড।

রোমিওই উক্ত ঘটনার নায়ক। "রোমিও" নামটি তার স্বোপার্জিত। বাপ নাম রেখেছিলেন শাবনকুমার ও তুলসীদাস। দু ছেলের। পাটনা শহরে ছাত্র জীবনটি প্রলম্বিত করে শাবনকুমার এবং সাইকেল চালাতে চালাতে মেয়েদের ওড়না কেড়ে নিতে, আঁচল কেটে নিতে তার জুড়ি ছিল না। বারো থেকে চল্লিশ সব বয়সের মেয়েদের সঙ্গে অসভ্যতা করায় তার দক্ষতা জন্মায় ও নিজেকে ও নাম দেয় "রোমিও"। একই সঙ্গে সে হয় যুব লীগের তরুণ সেনানী। ঝাড়টি খায় ও বনভোজনে গিয়ে। দলের একটি মেয়েকে ও নির্দোষ আনন্দে ও নিষ্পাপ মনে মদ খেয়ে জন্মদিনের পোশাকে নাচতে বলে। মেয়েটি ওকে চড়

মারে। ফলে ও মেয়েটিকে জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণ ও হত্যা করে। ফলে শ্রাদ্ধ বহুদূর গড়ায়। মেয়েটির পিতা কোনোমতেই কেস-আদালতে সুবিধে করতে পারেন না। অতঃপর মেয়েটির দাদা সেনাবিভাগীয় অফিসার, পাটনা থেকে বাপ-মাকে সরিয়ে দেয় এবং রোমিওকে বেধড়ক পিটিয়ে দু কানের লতি কেটে দেয়। রোমিও এখন এই দাদার বিরুদ্ধে কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারে না। লোক-লজ্জায় ও পাটনা ছেড়ে মফঃস্বলে যায়। দলীয় যুবক নেতা ভরসা দেন, যেখানেই যাক, ওকে পুষিয়ে দেওয়া হবে। ক্রমে রোমিও আবিষ্কার করে, মেয়েটির দাদা সর্বত্র পেটাবার ফলেই হোক, বা মনস্তাত্ত্বিক কারণেই হোক, পুরুষোচিত কাজে ও ব্যর্থ হচ্ছে। সম্পত্তিটি ওর কথা মানছে না। নানারকম ইলাজ হয়। পুরুষ ভেড়াকে মাটি চাপা দিয়ে মেরে তার অণ্ডকোষ ঘিয়ে ভেজে খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে। তিনি প্রসন্ন হন না। নিজের অক্ষমতা মেনে নিতে হয় রোমিওকে। এবার ওর মস্তিষ্কে হয় ভূ-পাতন। সমগ্র অধ্যায়ের শেষে ও শেষ চেষ্টায় যায় পুরনো চেনা এক বেশ্যার কাছে। এই বেশ্যা পাথরকেও সঙ্গমেচ্ছু করতে পারে বলে প্রসিদ্ধি আছে। রোমিও তাকে সোনার হার দেবে বলে কথা দেয়। কিন্তু বেশ্যাটি যখন বিফল হয়, তখন প্রচণ্ড আক্রোশে রোমিও তার কাঁচা মাখনের মত নরম গলাটি টিপে ধরে, চাপ দিতে থাকে। খুবই অপ্রত্যাশিত এই কাজ, তাই বেশ্যাটি অচিরেই মরে। ঘোলা চোখ ঠিকরে বেরোয়, ঠোঁট ও ট্র্যাকিয়াতে ফেনিল রক্তের গ্যাঁজা। ঠোঁট নখ ও চামড়ার লিভিডিটি এবং প্রত্যাশিত অঙ্গে অঙ্গে স্ফীতি ও সায়ানোসিস—সবই থাকে। রোমিও এবার জামা ও প্যাণ্ট পরে। হৃৎপিণ্ডে মুক্তির উল্লাস। ও বোঝে, হত্যা করে ও শান্তি পেয়েছে। ঘাতকতাই ওর ভূমিকা। সেজন্যেই নিয়তি বা সুষমার দাদা ওর পৌরুষ হরণ করেছেন। স্বভূমিকায় রোমিও বেরিয়ে আসে বেশ্যা-বাড়ি থেকে। অতঃপর তরুণ সেনানীর ভূমিকায় ও বহু খুন করেছে। গুলি মেরে। বড় আফসোসের কারণ। হাত দিয়ে মারতে সুখ বেশি

ওর। অচিরে ও খ্যাতি অর্জন করে। ওকে সর্বরকমে মদত দেয় ওর ভাই তুলসীদাসের শালা, কানাটা গ্রামের প্রাক্তন জমিদারের ছেলে দরিদ্রনারায়ণ মিশির।

এই দরিদ্রনারায়ণ মিশির বনাম অছুত রবিদাসদের চলছিল এক জমির লড়াই। জমিটি রবিদাসরা ভাগে চষে। লিখিত পাট্টা আছে। উক্ত ষাট বিঘা জমিই আঠারোটি রবিদাস পরিবারের অন্নদাতা, কয়েক পুরুষ ধরে। কোনো বিকল্প সমাধান না করেই দরিদ্রনারায়ণ জমিটি নিয়ে নিতে চায়। ব্যাপারটি বহুদূর গড়ায় ও বর্তমানে গ্রামে পুলিসচৌকি বসেছে। পুলিস পাহারা দিচ্ছে। রবিদাসরা ধান কাটছে। রোমিওর মনে হয় দরিদ্রনারায়ণকে সাহায্য করা প্রয়োজন। যুব লীগের জনা বিশেক সেনানী নিয়ে রোমিও জীপ-মিছিলে কানাটা ঢোকে। পতাকা উড্ডীন রেখে সে ও তার চেলারা বেমক্কা গুলি চালিয়ে পাঁচজনকে খুন করে, দুজন স্ত্রীলোক, তিনজন পুরুষ। রবিদাস পট্টিতে আগুন দেয়, ধান দেয় জ্বালিয়ে। তারপর দরিদ্রনারায়ণের বাড়ি যায় খবরটি জানাতে। পুলিসবাহিনী নিষ্ক্রিয় দর্শক থাকে। রোমিও থানাকে শাসায়, কোনো রিপোর্ট আজ লিখবেন না।—রবিদাসদের বলে, আমি আবার আসব আর ছোট-জাতের জায়গা কোথায়, তা আবার চিনিয়ে দিয়ে যাব।—দরিদ্র-নারায়ণকে বলে, এখন আমরা যা খুশি তাই করতে পারি। সব মালিক-মহাজনকে বলে দাও, পাঁচ বছরে হরিজনদের এমন শিক্ষা দিয়ে যাব, যে মাথা উঠাতে পাঁচ হাজার বছর লাগবে। হরিজন, আদিবাসী, সব হটাও। উঁচাজাতের মাঝে গরিব যারা, তারা চাষ-কাজ করুক। বিহারে যদি এ প্রোগ্রাম সাকসেসফুল হয়, ইণ্ডিয়ার সব জায়গায় চলবে।

দরিদ্রনারায়ণ বলে, ভৈয়া, মিনিস্টার লোগ কা বোলে গা ?

রোমিও বলে, মিনিস্টার লোগ ? স্টেটের মিনিস্টার ? আরে দিল্লী মদত দেগা, আভি ভি দেতা হ্যায়।

দরিদ্রনারায়ণ কৃতজ্ঞতার প্রতিদান দিতে চায়। বলে, আসাম

থেকে গণ্ডার মারিয়ে তার শিং আনিয়েছি। দেখবে না কি খেয়ে ?

না না।

অর্জুন তুমি, বৃহন্নলা বন্ গেলে।

ভৈয়া, এখন সব নতুন হয়ে যাচ্ছে। বৃহন্নলা ভি হয়েছি, আবার অর্জুনের মত বীরের কাজও করছি।

তাও ঠিক।

আবার আসব। মাঝেমধ্যে এ রকম অ্যাকশান করলে হরিজনরা ভয়ে ভয়ে থাকে। এ কথা সবাই মানলে আজ দেশের চেহারা পালটে যেত। পুলিস দেখ না, কিছুদিন চুপ করে থাকবে। তারপর ধরতে হলে রবিদাসদেরই ধরবে।

ঘটনাটি কোন কাগজে বেরোয় না। তবু জানাজানি হয়। শুনে হরবংশ্ আরো উদ্বিগ্ন হয়। রোমিও যদি চোট্টিতে আসে ? রোমিওর পেছনে রাজ্য সরকার, পার্টি সংগঠন, যুবলীগ, পুলিস, দিল্লী। হরবংশ্ কি করবে ? কতদূর তার ক্ষমতা ? হরবংশ্ তার উদ্বেগের কথা কারুকে বলতে পারে না। রোমিও মেয়েছেলেদের গুলি করেছে ভাবলেই তার ভয় করে।

একদিন সে যায় কাজ দেখতে। চোট্টি একটি পাথরে বসে বিড়ি টানছে। চোট্টির কাছে দাঁড়ায় ও।

চোট্টি বলে, কত সুন্দর দেখতে।

কি চোট্টি ?

ই যি সবাই কাম করতেছে ? কামটোর লাগি তো যত দুখ মহারাজ। এখুন ঘরে ঘরে সবে হাসে।

তা ভাল, খুব ভাল।

কত শান্তি।

হ্যাঁ চোট্টি।

কিন্তুক এমুন রবে না।

কেন ?—হরবংশ্ চমকে ওঠে।

চোট্টি কর্মরত মানুষগুলির দিকে চেয়ে থেকেই বলে, কানাটায় কি হচ্ছে জান না? জান তো। তুমার মুখ দেখি বুঝছি।

এরা জানে?

সবাই। জমানাটো খারাপ হই গিছে মহারাজ। আইন-আদালত-পুলুস—সকল হই গিছে কিনাবিচা।

হরবংশ্ সহসা যেন জোর পায় ভেতরে এবং তাৎক্ষণিক আন্তর সততায় বলে, আমি থাকতে কোন চিন্তা কোর না।

আমি? চিন্তা? চিন্তা আমি কুনোদিন করি না। চিন্তা করি লাভ আছে কুনো? যখুন যেমুন দেখি, সাধ্যমত মুকাবিলা করি।

তুমি আমার একটা ভরসা।

তা কখুনো হতে পারি?—চোট্টি গলা তুলে হেঁকে বলে, এই বিটিরা! তুরা হাসতেছিস কেন? কাম নাই?

ছগনের নাতনি হেঁকে বলে, কাম উঠায়ে দিব হে।

তাড়া কর।

চোট্টি আবার বলে, ই টুক কামের শাস্তি, দুটা খাবার শাস্তি, ই টুক ভি রইতে দিবে না মহারাজ! জমানাটা খারাপ হই গেল। খুনজখমটো বাড়তেছে কত। এত খুন ছিল না।

হরবংশ্ বলে, আমি তো আছি।

তুমার লোকজন আছে, বন্দুক ভি। সাবধান হই থাক। ইয়ারা দনাদন গুলি ছুঁড়ে, বোম ফাটায়।

একদিন ব্রিকফিল্ড দেখতে এসে দারোগাও সেই কথা বলল, মিঃ চাচা, যা বলছি তা আমার-আপনার মধ্যেকার কথা। কেউ জিগ্যেস করলে আমি স্বীকার করব না। কিন্তু কথাটা শুনুন। বন্দুক আছে?

আছে।

কটা?

একটা।

আরেকটা কিনুন। লাইসেন্স করিয়ে দিচ্ছি।

কেন ?

সাফ কথা বলছি। থানার হাতে আর কোনো নিজস্ব ক্ষমতা থাকছে না। যুব লীগ যা বলছে তাই করতে হচ্ছে। আপনি তো জানেন, আমি জনসংঘ, ওর সে কথা কোনোদিন ছিপাই নি। ওর জনসংঘ হই যা হই, কোনোদিন কাজে ভুল করিনি। মালিক-মহাজন বলুন, কারবারী বলুন, মদত দিয়েছি সকলকে। এখন যা দেখছি, এ মেম্বারের আদত খুব খারাপ। রোমিও আমাকে শাসায়। যুব লীগের শাসানি আমি সইব ? কিন্তু বন্দুক নিতে বলছি কেন ? কুছ হাঙ্গামা হলে আমি কিছু করতে পারব না। যেমন ঘটনা হবে, তেমন মুকাবিলা করবেন, আমি দেখতে যাব না। মিঃ চাঢা, হরিজন লোক খচড়াই করে, জরুর শাসন করব। কবে করিনি ? কিন্তু মেয়েছেলের ওপর গুলি চালানো ? রাম রাম !

হরবংশ্ ব্যাকুল হয়ে বলে, কি হবে বলে ভাবছেন ?

কা জানে।

হরবংশ্ আবার যায় বাপের কাছে। বাবার কথাবার্তা খুবই আশ্বাসজনক। বাবা লাইন পেয়েছেন একটা। লাহোরে চাঢা পরিবার দেশপ্রেমী বলে পরিচিত ছিল। হরবংশের বাবার কোনো খুড়ো মরেন জালিয়ানওয়ালাবাগে। হরবংশের বৈমাত্র ভাই বিহারের হকি চ্যাম্পিয়ন। এই সব ব্যাপার ক্যাশ করে সিনিয়র চাঢা ধরেছেন বিধানসভার সেক্রেটারিকে। সেক্রেটারি ভরসা দিয়েছেন। অতএব হরবংশ্ ব্যাঙ্কের লোন ও নতুন কনট্রাক্ট পাবে।

উৎফুল্ল মনে হরবংশ্ বাড়ি ফেরে এবং দেখে রোমিও এবং পহলোয়ান তার বাড়ির বারান্দায় বসে তাস খেলছে। রোমিও বলে, বসুন। কথা আছে। কি রকম চলছে কাজ ?

ভালই চলছে।

কোনো লেবার ট্রাব্‌ল ?

না। আমার কখনো লেবার ট্রাব্‌ল হয় না।

কি রকম ?

ছোট জায়গা। চেনাজানা থাকলে ঝামেলা হয় না।

আম্রিকান পলিসি, কা ?

কি বললেন ?

আম্রিকাতে তো এ রকম পলিসি হয়। বড় কোম্পানি লেবার লোককে এত খুশ্ রাখে, যে ঝামেলা হয় না।

তা হবে। চায়ে-উয়ে বলি ?

বলুন, বলুন।

চোট্টি এমন জায়গা নয়, যে হঠাৎ অতিথি এলে কেনা খাবারে আপ্যায়ন করা চলবে। উধম সিং মা-বউ নিয়ে থাকে এই যা রক্ষে। হরবংশ্ উধমকে বলে, রোমিও এসেছে। চা ঔর পাঁপড় পাঠিয়ে দাও। বউ যেন এদিকে না আসে। বহোৎহি গন্ধা আদমী।

এখন রোমিও, চা-খাবার না-ছুঁয়ে ঝপ করে কাজের কথায় আসে। বলে, শুনলাম আপনি আদিবাসী ঔর অছুতদের সমান মজুরি দিচ্ছেন ?

হাঁ।

কেন ? এই একটা সুযোগ পেয়েছিলেন ওদের ইউনিটি ভাঙবার, এখানে তো ওদের শুনি জবর ইউনিটি।

হরবংশ্ দেখল, বুঝল, রোমিওকে দেখে নিজের ভেতরে কোন ভয় নেই। ও আস্তে বলল, আমার ব্রিকফিল্ড থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট বা এ. সি. সি.র ফ্যাক্‌ট্রি নয় জী। সবশুদ্ধ তো শ দেড়েক লোক কাজ করছে। সত্তরজন আমার গ্রামের, ঔর চিনাজানা।

অন্যরা ?

মুণ্ডা সব। আশপাশের।

সে প্রবলেমের কি করছেন ?

প্রবলেম তো হায়ই নেই। কা করে ?

এ তো খুব আজীব বাত। এমপ্লয়ার হ্যায়, এমপ্লয়ি লোগ লেবার হ্যায়, ঔর কোই প্রবলেম না হ্যায় ?

না জী। দেখিয়ে না, যে-যে গ্রামের লোক এসেছে, সে-সে গ্রামের

একজন প্রবীণ লোক হচ্ছে তার লোকদের জন্যে দায়িক। এ বন্দোবস্ত চোট্টি মুণ্ডার, ওর চোট্টিকে গ্রামের কেন, ইলাকার সবাই খুব মানে।

চোট্টি মুণ্ডা! নামটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে?

সবাই জানে। ব্রিটিশ আমলে ছোটলাটের সেক্রেটারি ওর সঙ্গে দেখা করে যান। এখন ট্রাইবাল ডিরেক্টরও ওকে জানেন।

কা, ফাইটার মুণ্ডা হ্যায়?

না না। ভাল, জ্ঞানী, বুড়ো লোক।

খুব অবাক হলাম আপনার কথা শুনে। মনে হচ্ছে আপনিই কোনো বড়া আদমি। মহাত্মা। এসব খচড়াদের নিয়ে ভাল মনে কাজ করছেন।

আমি কেউ নয় জী। আমার বাবার আশীর্বাদে জীবন চলে যাচ্ছে। বাবার বন্ধুরা অবশ্য নামীদামী। রামেশ্বর প্রসাদ—

কা, অ্যাসেম্‌ব্লি সেক্রেটারি?

হাঁ জী। ওর বিলাস সহায়—

কা, রাজ্যমন্ত্রী?

হাঁ জী। আই. জি. পুলিসও বাবার বন্ধু।

বুঝলাম। গোলমাল হবে না বলছেন?

গোলমাল হবে কেন? এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তো ভাল চলছে। চলছে ঔর চলবে।

ওহি তো বোলা না?

তবে সব জায়গায় একই সিস্টেম চালাতে চাই। ওদের যখন হপ্তা দেবেন, তখন মাথা পিছু চার আনা থাকবে পহলোয়ানের বাট্টা। ঠিকাদারী। আপনি সে টাকা কেটে দিয়ে দেবেন হপ্তা।

কিন্তু ঠিকাদার তো উনি নন?

সে আপনার দেখার কথা নয়। ঔর ওয়া রাজী না হলে কানাটা করে ছেড়ে দেব। আজ আপনার সঙ্গে কথা হল। কাল আসব লালার সঙ্গে কথা বলতে। এখানে কোনো প্রবলেম নেই বলছেন,

সে ওদের মাথায় তুলেছেন বলে। হপ্তা থেকে বাট্টা কাটার কথা বলে দেখুন। প্রবলেম দেখতে পাবেন।

লেবার ট্রাব্‌ল উঠালে কাজ করব কি করে ?

ট্রাব্‌ল উঠাবে ?

পহলোয়ান এখন দস্তুর হাসি হাসে ও বলে, কুছ ট্রাব্‌ল হোগা নেই। দো-চার লাশ পড়বে, বিশ-ত্রিশ ঘর জ্বলবে, ওরা বুকে হেঁটে কাজ করবে।

ওরা তো কিছু করেনি ?

রোমিও সক্রেটিসের মত প্রাজ্ঞ হেসে বলল, দেখুন, ১৯৭০ সালের আগস্টে মিসেস মোদী রাজ্যসভায় নকশালদের বিষয়ে বললেন, নকশালরা Would be fought to finish. ওহি থে গ্রীন লাইট। বাস্‌, উসকে বাদহি ঘর থেকে টেনে বের করে নকশালদের মারা শুরু হল। উসি সে এক মহান উদ্দেশ্য সাধন্‌ হুয়া। নকশালদের মনে ভয় ঢুকে গেল। অ্যাকশান ক্রমে কমল।

এরা কি নকশাল ?

রোমিও এখন ক্রমেই মগ্ন হচ্ছে স্বপ্নে এবং স্বপ্নে ভাসমান অবস্থায় অপার সুখ পাচ্ছে। সুন্দর হেসে ও বলল, পশ্চিমবাংলার গভরমেণ্টের চিফ অ্যাডভাইসার সেই আগস্টেই দিল্লীতে আর্জি রাখল। নকশালদের ব্যাপারে আইন-আদালত করতে গেলে সাত ঝামেলা। পুলিসের হাতে সর্ব ক্ষমতা দেওয়া হোক।

এরা নকশাল নয়।

জানি। নকশালদের বেলা আইন-আদালত উড়িয়ে দিল গভরমেণ্ট। কেন ? নকশাল লোককে যে পারো খতম কর। গভরমেণ্ট তা চায়। হরিজন লোক কিছু করুক না করুক চাটাজী, ওদের গায়ে পড়ে শিক্ষা দেওয়া দরকার। জানবেন গভরমেণ্ট ভি তাই চায়। আইন বানায় লেকিন কৈসে ? আইন কার্যকরী হয় না। পছন্দ হল না ? যাও আদালতে। আদালতে গেলেই অছুত জেরবার হয়ে মরে যায়। তাহলে ? গভরমেণ্ট যদি চাইত হরিজন লোক

সরকারের মদত পাক, তাহলে কি নিজে আইন করত, আর বসে-বসে দেখত, সে আইন আসলে এক মজাদার তামাশা হয়ে যাচ্ছে? আরে আপনার ছোটনাগপুরে এদের শতকরা চৌত্রিশ ভাগ ঋণে ডুবে থাকে, সত্তর ভাগ গ্রামের লোক বিলো পভার্টি লাইন বাস করে। এ কি গভরমেণ্ট জানে না?

কি বলছেন আপনি?

গোদা কথা। অছুত ঔর আদিবাসী লোককে জুতির নিচে রাখুন। তাতেই ওরা ভাল থাকে। সবাই সস্তায় লেবার পান। খেতীআবাদী ঠিক সে চলে। ঔর যো সবসে বড়া বাত। জাতপাঁত কে মহিমা উঁচা রহ যাতা। এ সব কথা আপনিও সময়ে বুঝবেন। যাহোক, পহলোয়ান হপ্তা-বাট্টা নিতে আসবে।

হরবংশ্ খুব আস্তে বলে, না। আমি মাসে মাসে দিয়ে আসব।

যা ইচ্ছা। তবে আমার কথা না শুনলে কণ্ট্রাক্ট ছুটে যাবে। যা যা বললাম, মনে রাখবেন। গভরমেণ্ট কখন কি চায় তা আমরা ভাল জানি।

হরবংশ্ উধম সিংকে সব কথাই বলে। উধম ওর কর্মচারীও বটে, বন্ধুও বটে। সব শুনেমেলে উধম সিং বলে, আপনি কি ভাবছেন?

তোমার কি মনে হচ্ছে বল?

বলতে বাধ বাধ লাগছে। টাকা তো আপনার।

বল বল।

ওদের হিসেব মতে হপ্তায় চারআনা কাটলে মাসে দেড়শো টাকা পাওনা হয়। তিন মাসে কাজ হবে। এ তিন মাসে সাড়ে চারশো টাকা দিয়ে দিলে এদিকে শান্তি থাকে, কাজটা ওঠানো যায়। তেমন বেশি টাকাও নয়। আমি হলে দিয়ে দিতাম।

আমিও তাই ভাবছি উধম।

লেবার ট্রাব্‌ল চাই না। অনেকবার তীরথের কারণে টক্কর লেগেছে। ঔর মুণ্ডালোক জবানের সাচাই বুঝে। চোট্টি সমঝবে যে মহারাজ বাট্টা কাটল, বুরাই করল। তার পর যদি হাঙ্গামা হয়?

হরবংশ্ ক্ষীণ হেসে বলল, বড় ইনডাস্ট্রি হত আমার, পহলোয়ান ঠিকাদার হত, বাট্টা নিত, ভাবতে যেতাম না। এদের সঙ্গে চিনাজানা থাকায় তা করতে পারছি না। আমার দুর্বলতা এটা। তবু পারছি না। আমি তীরথলালা নই। পহলোয়ানকে লেলিয়ে দেব, সে লাশ ফেলবে, তাহলে পরে লেবার পাব? আর, এত জুলুম বা সইব কেন? কণ্ট্রাক্টের টাকা নেবে মেম্বার। এরাও ভাগ পাবে। ফির ভি বাট্টা দেব!

এখন দেবেন না?

দিতে হবে। লেবারের উপর পহলোয়ানকে লেলিয়ে দিল সারফেস কলিয়ারির চিরঞ্জীলাল। আগুন জ্বলল, লাশ পড়ল, লেকিন কলিয়ারি বন্ধ।

এদের মাল দিয়ে দিলে আপনি খালাস পান।

আমি কোনো হাঙ্গামা চাই না।

টাকা পেয়ে পহলোয়ান ও রোমিও হাসে। বলে, পাকিট সে দিলেন, ফিরভি ওদের বলতে পারলেন না?

আমি যেমন বুঝলাম, তেমন কাজ করলাম।

আপনার মত লোককে দিয়ে সুবিধে নেই কোনো। এরপর আপনাকে লেবার দেব আমি। ওদের ছাঁটিয়ে দেব। আমাদের কণ্ট্রাক্ট নিলে লেবার ভি নিতে হবে। না নিলে কণ্ট্রাক্ট খতম।

রোমিও বলে, আমি তো যাব আপনার লেবারের কাছে। বাবু দিলে তাদেরও দিতে হবে। ঝামেলা হলে দেখে নেব।

হরবংশের মনেও জেদ চেপে যায়। বাবাকে সে দেখিয়ে দিতে চেয়েছিল, ইটের ভাটি করে সে স্বহিম্মতে দাঁড়াবে। ব্রিকফিল্ডটি তার সমগ্র জীবন। সে মনশ্চক্ষে দেখতে পায় সব ধ্বংস হতে বসেছে।

চোট্টিকে সে অগত্যা সব বলে। চোট্টি খুব ঠাণ্ডা মাথায় বলে, জুলুম একবার মানলে জুলুম বাড়ে মহারাজ। তুমার যা ধরম মনে কর তুমি। আমরা বাট্টা দিব না। চাহ তো ছাড়ায়ে দাও। মোরা

জানব আবার উপাসের দিন আসছে। কিন্তু লড়ে মরব! ইয়ারা মোদের মারতেই চায়।

হাঙ্গামা আমি চাই না চোট্টি। তাতেই বাট্টা দিতেছি।

আমরা ভি ভিখ নিব না। এক ঘণ্টা বেশি খাটব। তার মজুরি চাই না। তুমার টাকা তাতে খানিক উঠবে। তাতে থানারে জানায়ে রাখ।

থানা এদের নামে রিপোর্ট নেবে না।

কেউ নাই? যারে বলতে পার?

কে আছে?

মোর জানা আদিবাসী অফসরটো আছে। হেথা হরিজন মারলে পুড়ালে পুলিস দেখবে না। কিন্তুক মুণ্ডা ওঁরাওরে খেপালে আগুন জ্বলে, তা ইরা চায় না। এখুন গোরমেণ্ট জেয়াদা হারামি, কিন্তুক আদিবাসী খেপাতে চায় না।

তোমাকে মারে যদি?

আরে মহারাজ! তুমার ধান্দা লাখ টাকার। মরতে ভি ডরাও। মোরাদের ধান্দা দু টাকার, আর মরতে ভি ডরি না। মোরে মারে তো ভাল। মুণ্ডা লোকে আগুন জ্বালাবে। মারবে তো নিশ্চয়, তা বাদে মরবে।

আমিই যাব।

হরবংশ্ ছুটে যায় বাবার কাছে। সেখান থেকে সদরে। বর্তমান আই. জি. পুলিস বর্তমান সরকারের বিষ নজরে পড়তে শুরু করছেন সবে। তাঁর জন্যে কর্মবিহীন পোর্টফোলিও নির্মাণের চেষ্টা চলছে। বহু দুঁদে ডাকাতকে দমন, পরিণামে পরমবীর চক্র লাভ, নরবলির উদ্দেশ্যে অপহৃত হরিজনশিশু উদ্ধার, খরা অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাকার লেজুড় নামের সঙ্গে আছে তাঁর। অতএব বিভিন্ন জায়গায় আছে খুঁটি। এহেন লোককে ঝপ করে লে অফ করা সহজ নয়। রাম "হ্যাঁ" বলে, যদু বলে "না"। শ্যাম বলে, "কেন"? হরি বলে, কখনোই নয়। আই. জি. কে হয়তো সরতে হত

না। সরতে হবে মগজের পোকার জন্যে। সকলেরই মাথায় কোন-না-কোন পোকা থাকে। আই. জি. হচ্ছেন ব্রিটিশ আমলের লোক। প্রাতরাশকে বলেন, "ছোটা হাজরি"। তিনি মনে করেন পুলিস দায়বদ্ধ থাকবে আই. জি.র কাছে। পুলিসী কাজকর্মে রাজনীতিক চাপ তিনি সইতে পারেন না। যুবলীগ দলের কাণ্ডবাণ্ড তাঁর পছন্দ নয়। বিশেষ কানাটার ব্যাপারে তিনি পুলিসের ওপরেই চটে আছেন। রোমিও ও পহলোয়ানের উপর আরো বিরক্ত। হরিজন আদিবাসী বলে ওঁর কোন বিশেষ মমত্ব বোধের ব্যাপার নেই। ল পয়েণ্টে ওঁর স্ট্যান্ড কারেক্ট। কিন্তু রোমিওরা বেআইনি কাজ করে পুলিসের মদত নিচ্ছে এতে উনি সাতিশয় বিক্ষুব্ধ এবং সাধ্যমত ওদের হুজ্জিমত দিতে বদ্ধপরিকর।

হরবংশের কথাগুলি উনি সমনোযোগে শোনেন ও মাঝে মাঝে "বাই জোভ"—"অডেশাস"—"বাগার" ইত্যাদি মন্তব্য করে বুঝতে দেন, রোমিওরা যে বেগন স্প্রে ছিটিয়ে বিনাশ্য, সে বিষয়ে তিনি হরবংশের সঙ্গে একমত।

বলেন, তুমি যাও। আমি দেখছি।

চলে যান তিনি গৃহমন্ত্রীর কাছে। সমগ্র ঘটনাটি বিবৃত করেন। গৃহমন্ত্রী বলে, অর্জুন মোদীর চেলারা তো এখন সর্বেসর্বা। তবুও যুবলীগের নাম নিয়ে এহেন গুণ্ডামি করতে দেওয়া ঠিক নয়।

তিনি কথা বলেন যুব লীগের সেক্রেটারির সঙ্গে। সেক্রেটারি বলে, ওহি মেম্বার ভি বুড়বক। ওর উস কা চেলা লোগ ভি খচড়া। হম দেখতে হেঁ, আপ কুছ ফিকর না কিজিয়ে।

এত কাঠখড় পোড়ানতে এটুকু ফল হয়, যে হরবংশের ব্যাপারে রোমিও আর কথা কয় না কিন্তু হিংস্র রাগে গুমরে থাকে ও। হরবংশ কণ্ট্রাক্ট অনুযায়ী মাল দিয়ে বাঁচে একদিন। চোট্টিকে বলে, ভগবান করে, তো আবার ইট বনবে, আবার লেবার নেব, ওর এদের ঢুকতে দিব না।

এহি লোককা রাজ হ্যায় মহারাজ।

দেখা যাক।

লালার কাছ থেকে বিপদ আসবে।

কি বলব বল! লালা চলে নিজের মতে।

লালা তীরথনাথ কি ভাবে তা জানা যায় না। কিন্তু তার কাজ শুরু হয়। হপ্তার দিন লালা দেয় পাঁচসিকা।

দু টাকার কথা ছিল।

দু টাকাই পেলি। বারো আনা পার্টির ছেলেরা কেটে নিল।

কেন?

ওদের জিগ্যেস কর।

ছগন বলে, ঠিক আছে। কাল হতে বেঠবেগার ছাড়া কেউ আসবে না মহারাজ। এখন চাল মিলে না পাঁচ সিকা সেরে।

তীরথনাথ কোনো অদৃশ্য শক্তির মদতে আত্মস্থ গলায় বলে, যা করবি, ভেবে করবি।

ভেবেছি।

ছগন! যা বলে মেনে নে এখন। দিন খুব খারাপ ছগন। এহি লোককা রাজ ছায়। ওরা যা বলবে তা মানতে হবে।

মেনে তো নিলাম।

শুধু বেঠবেগারে কাজ চলবে? তাও সকলে আসিস না?

কে আসে না? আজান ধোবি, শিব দুসাদ ঔর মোহর দুসাদ নাই হেথা। তারা গেল জ্বর দেখাতে, তা ডাক্তার হাসপাতালে রেখে নিল। বলে জ্বরটো ছোঁয়াচে। সুঁই নিতে হবে।

মোহরের বউ?

তার বাচ্চাটা এক মাসের সবে।

তাহলে ক জনা হল।

ধর মহারাজ, বিশ জন।

তাতে কাম হয়?

আমি কি বলব?

তুই ওদের মাথা।

তা আমি ওদের কি বলব মহারাজ ? তুমি দিবে পাঁচ সিকা, যে ছ, টাকা দিবে, তার কাছে যদি যায়, আমি কি বলব ?

এ কি ঝুটঝামেলা।

ছগন খৈনি ডলে মুখে রাখল। তারপর বলল, চাঢার কাছে বাট্টা চাইল, তা মোদের মজুরি কাটে নাই, সে দিল।

আঁা ? সে দিল ?

নিশ্চয়।

রোমিও ঠাণ্ডা হেসে বলল, লালাজী ! চাঢা যা করেছে, তা আমি জানি। আপনি কি ওহি করবেন ?

না না। তবে, বাট্টা ভি খতম।

কেন ?

বিনা বেঠবেগার কোই ন আয়েগা।

অ্যায়সা ?

হাঁ জী।

কি ধর জায়েগা ?

কলকত্তামে নকশালী। বহো শেঠ-উঠ ইধর সারফেস কলিয়ারি খরিদ কী। উধরই যাবেই হোগা।

মজুরি ?

দো রূপয়া। ঔর টিফিন।

জানে দিজিয়ে।

রোমিও তৎপর হয় এবং চোট্টি গ্রামের বে-বেঠবেগার মানুষগুলি লাগে কলিয়ারির কাজে। হপ্তার দিন মালিক বলে, পার্টির বাবু এলে হপ্তা দিব।

কেন ?

সে টাকা টাকা নিবে।

চোট্টির মানুষগুলি এ-ওর দিকে চায়। যথাকালে এসে যায় রোমিও এবং পহলোয়ান এবং দিলদার। টেবিলে বন্দুক নামিয়ে রেখে পয়সা হিসেব করে কেটে নেয়। হেসে বলে, পরের বার পাঁচ সিকে কাটব।

এরা সকলেই জানে, রোমিও স্বহস্তে প্রাক্তন সদস্যকে খুন করেছে তাই সভয়ে চুপ করে থাকে। পরে গ্রামে ফিরতে ফিরতে বলে, সাত মাইল যাব আসব, এক টাকা পাব। তাহলে লালাই ভাল। গ্রামে বসে পাঁচ সিকা?—ইরা তো গোরমেনের লোক? আগে তো এমন টাকা নিত না? এখন কি জেয়াদা দরকার পড়ল?

তীরথনাথের মুখ এখন যথেষ্ট শুকনো দেখায়। ছগনদের জুতোর নিচে রাখা তার খুবই পছন্দ ও মনোমত কাজ। কিন্তু ঘটনা যেদিকে গড়াচ্ছে, তা ওর মনোমত নয়। এদের শোষণ ও শাসন করে, দাবে রেখে চলতেই ও চায়। কিন্তু নিরন্তর দাবে রেখে চলতে হলে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপারটি নস্যাৎ হয়, তা ও চায় না। নিরন্তর দাবে রেখে চলতে হলে কিছু লেঠেল ও বন্দুকবাজ পুষতে হয়, তা ও চায় না। মথুরা সিং পুলিসকে মেরে বসেছিল। তীরথনাথ চায়, মানুষ প্রাচীন বর্ণানুশাসনে বিশ্বাসী থাকুক। বিনা প্রতিবাদে কম মজুরি নিক, বেঠবেগার দিক। তেমন হলে তীরথনাথেরও ইচ্ছে করে মাঝেমধ্যে ওদের পুজোর প্রসাদ দিতে, নতুন ফসল চারটি দিতে। বর্তমানে পরিস্থিতি খুব জটিল।

তীরথনাথ বিষণ্ণ গলায় বলে, কাজ করবি বাপ-সকল? কর। তখন বা ফড়কালি কেন? এখন যে রাজ, তাতে তোরাদের কোমর ভাঙতে আসছে।

কোমর কি গোটা রাখছ।

চালাকি কথায় কাম কি সনা? মস্তানরা বলে, এখন ওরাদের টাকা টাকা দিতে হবে। আমার দোষ নাই সনা। এ ওদের কথা।

সনা ও ছগন বলে, চোট্টির কাছে যাই।

কেন? তার কাছে কেন? সে কি আমার কাম করে?

তার বুদ্ধি লিব।

তার সাথ মোর দুশমনি উঠায়ো না হে তোমরা।

তার কাছে যাই।

চোট্টি সব শোনে ও বলে, তোরা এক কথা বল্‌গা তারে। বল্‌, টাকা দিও না। টাকার দাম পোষায়ে গত ফসলী ভুট্টা দাও।

তীরথনাথ তাতেই রাজী হয়। ধানের গাছগুলি পূর্ণগর্ভা। খোড়ে শাঁস এসেছে। হেমন্ত সমাপন্ন। এমন সময়ে কাজে বাগড়া পড়া ঠিক নয়। লেবার খোয়ানো বুদ্ধির কাজ নয়। সর্বত্র নানাবিধ কাজ। লেবার মেলা মুশকিল। লেবারে টান, শুধু তাই নয়। যে গ্রামে চোট্টি মুণ্ডা আছে, সে গ্রামে ঝপ করে বাইরের লোক আসতে চায় না। তীরথনাথ বলে, তাই কর বাপ।

কাজ করতে করতে ছগন বলে, ক দিন বুঝি সূর্য উঠে পছিমে। ক দিনে লালা কতবার "বাপ" বলল?

সনা বলল, এখুন উ বলতেছে, কখুন বা মোরাদের দিয়া "বাপ বাপ", বলাবে। উয়ারে কুনো বিশ্বাস নাই।

তীরথনাথ যথারীতি সব কথা হরবংশ্‌কে বলে। হরবংশ্‌ সব শুনে বলে, মনেও ভাববেন না পার পেলেন। বাট্টা ওরা চাইবে।

ভুট্টা নেবে?

পয়সা চাইবে।

তাহলে?

আমি তো দিয়েছিলাম।

তাতে কত খরচ হয় তা জান?

জানি। খুশি মনেও দিইনি। কিন্তু হাঙ্গামা হতে দিইনি।

হাঙ্গামা হবে না।

লালাজী! সময়কে চিনুন। আধা পথে চলতে আপনাকে দেবে না। হয় এদিক, নয় ওদিক, একসঙ্গে দুটো সড়ক ধরে হাঁটা যায় কি?

ভৈয়া, তুম কা উন লোগো কা বিপক্ষ্‌ হো?

কেন? কন্ট্রাক্টের মাল তো দিয়েছি?

টাকা পেয়েছ?

পাব। কিছু পেয়েছি।

দেখি, পরমেশ্বর কি করেন?

পরমেশ্বর খুবই বেগড়বেঁয়ে কাজ করেন। রোমিও এবং পহলোয়ান এবং দিলদার চেঁচিয়ে বলে, কুত্তাদের ভুট্টা দেবেন না। টাকা দিন, বাট্টা কেটে দিন। যে না নেবে তাদের দেখে নেব।

তখনি চলে যায় ওরা। "কুত্তা"রা পালায় যে যার বাড়িতে। তিনটি জীপে ফিরে আসে রোমিও জনা তিরিশ তরুণ সেনা নিয়ে। দলের পতাকা জীপের মাথায়, জীপের গায়ে দলনেত্রীর মা-মা মুখখানি চোখ দিয়ে করুণা ঝরায়। ওদের আসতে দেখে গ্রামবাসীরা পালায় জঙ্গলে। পহান ও পহানী, কি হচ্ছে দেখতে বেরোয়। দেখে দুসাদ-ধোবি-গঞ্জু বসতি জ্বলছে। আগুন ছড়িয়ে পড়ে ও তীরথনাথের দোকানও জ্বলে। রোমিও আর কারুকে না পেয়ে পহান ও পহানীকে গুলি করে, পলায়মান এক রেল কুলিকে। তারপর ছগনদের মজুরিরূপ ভুট্টার পাঁজায় পেট্রল ঢেলে আগুন জ্বালায়। তারপর প্রস্থান করে মহারাণী ও যুবরাজের নামে স্লোগান দিতে দিতে। তীরথনাথের আর্তনাদও ওরা শোনে না এবং ভুট্টার পাঁজা থেকে আগুন উড়ে পড়ে তীরথের কাছারিতে। মজুদ করা কেরোসিনের টিনগুলির সীল উড়ে যায় উত্তাপে। আগুন।

চোট্টি বলে, থাকুক পহান পহানীর লাশ। সদরে যাব। থাকুক মোতিয়ার লাশ। বুড়ি পলাতে পারে নাই।

হরমু বলে, আগে থানা।

স্টেশনের কুলিরা বাধ্য করে স্টেশনমাস্টারকে যেতে। রেলওয়ে স্টাফ মরেছে বলে হরবংশের বাস নেওয়া হয়। স্টেশনমাস্টার নেন। চোট্টি বলে, চারোটো লাশ উঠবে। মরছে এক ভাবে।

থানার দারোগা ভয়ে মূর্ছা যেতে যেতে ঘটনাটি নোট করেন। তিনিও চলেন সঙ্গে। নিজের চামড়া বাঁচাতে হলে এখন সদর বিনে গতি নেই। চোট্টি আদিবাসী ডিরেক্টর দিলীপ তরোয়ের সামনে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। বলে, পহান বা পহানী লালার জমিনে কুনোদিন খাটে না। আগুন দেখে বার হছিল। তাদের মারি দিল মহারাজ, তাদের মারি দিল।

ব্যাপার ঘোরালো হয়। কারণ তরুণ সেনাদের অবিমৃষ্যকারিতা। বর্তমান রেজিম, বহির্বিশ্বে হরিজন বিষয়ে বহু তবলা লহরা পেটায়, কিন্তু আসল আদেশটি জানে সবাই—হরিজন ও অছুত সবাই মরে গেলেও এসে যায় না কিছু। এই তো ১৯৬৯ সালে সিংভূমের সুরমহী ও অন্যান্য গ্রামে পুলিস, এক জোতদারের মান রাখতে চারশো মানুষ গ্রেপ্তার করে, সর্বসমক্ষে মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায়, কয়েকটি গ্রাম জ্বালায়, মানুষ মারে।

এ রেজিমে এ সকল কাজে পুলিস খুবই দক্ষ। আই. জি. বোঝেন যে তাঁর বিদায় কাল আসন্ন, এবং এ সময়ে যুবলীগকে সাধ্যমত হুজিমত দেবার সদুদ্দেশ্যে বলেন, মিঃ তরোয়ে তো ঠিকই বলছেন। মানছি যে অছুত লোক বহোৎ না-বুঝ। মহাজনের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল রাখতে পারে না। কিন্তু ব্যাপারটা কি হল? মরল একজন রেল ওয়ার্কার। তাদের লেবার ইউনিয়ন রুখে গেছে। মরল একটা অসুস্থ বুড়ি। মর্গে তো দেখলাম তার হাড়গুলোও কালো হয়ে গেছে। মরল মুণ্ডাদের সমাজ-প্রধান পুরোহিত ও তার বউ। এরা না মহাজনের জমি চষত, না এসব ঝগড়ায় ছিল। ল আর অর্ডার উল্লুকে পাট্ঠের হাতে পড়লে এ রকম হবেই। সুরমহী-অপারেশনে ছিলেন আগের আই. জি.। কোন কথা উঠেছিল?

দিলীপ তরোয়ে স্ব-খুঁটিগুলি যতদূর পারে নাড়া দেয় ও বলে, আদিবাসীদের ওপর খুব অবিচার হয়েছে। তদন্ত চাই। আমি জানি, চোট্টি মুণ্ডা ও পরলোকগত পহান ও অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

প্রশাসন বোঝে, এটা খবরের কাগজের বদমাশদের বানানো খবর নয়। এস. ডি. ও. এবং আই. জি. চোট্টিতে যান। সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দেন ও যাদের ঘর পুড়েছে, তারা পঁচিশ টাকা করে পায়। পহানের লাশের দাবিদার এক ভাইপো পায় একশো টাকা। সবাই তাজ্জব হয়ে বলে, চোট্টি সদরে না গেলে কিছু কি মিলত? চোট্টি যা করে তাই গল্প কথা।

রেল কুলিটির পরিবারও কিছু ক্ষতিপূরণ পায়। চোট্টি অঞ্চলের ওপর কড়া নিষেধ জারি করা হয়, এ সম্বন্ধে কোন খবর কোন সাংবাদিককে বলা চলবে না।

হাকিমহুকুম চলে গেলে এক সন্ধ্যায় চাদরে কান-মাথা ঢেকে ঘঙঘঙে কাশি নিয়ে হাজির হয় চোট্টির ঘরে আনন্দ মাহাতো। বলে, তোমার নাম থাকবে না, কেউ কিছু জানবে না। বল কি ঘটেছিল।

আমার জন্য ভাবি না। পহানের মুখ পহানীর উদলা বুকে ঘা দেখি আমি কোয়েলের দুখ ভুলছি। কিন্তক, নাম বেরালে চোট্টি জ্বলবে।

নাম বেরোবে না।

যদি বেরোয়? ফির ঘর জ্বলবে, লাশ পড়বে, তুমি দেখবা? তুমার সি মেম্বরটো মরি গিছে, কিছু করতে পারলা?

আনন্দ মাহাতো বিষণ্ণ হেসে বলে, আমার অবস্থা কি ভাল বলে মনে কর? আমার দিনও ফুরিয়েছে।

কাহে মহারাজ?

বুঝতে পারি।

মারি দিবে হয়তো বা? তাই বল?

ওই তো জানে ওরা। দেখছ না, রাতেভিতে লুকিয়ে এলাম?

তাই!

চোট্টি বোঝে আনন্দ মাহাতোও বিপন্ন এবং এখানে আসার ফলে মরতে হতে পারে ওকে। শক্তিশালী যখন কারুকে মারতে চায়, তাকে মরতে হয়। প্রাক্তন সদস্য, মোতিয়ার কালো হাড়, পহান ও পহানীর দীর্ণ বুক। লোকটির সঙ্গে এখন সাযুজ্য অনুভব করে ও। বলে, এখুন টেন আছে। চলি যাও।

বলবে না তুমি কিছু?

এখুন নয়। এখুন সকলে চোট্টির 'পরে নজর রাখতেছে।

আনন্দ মাহাতো বলল, তোমার জন্যে এটুকু ছাড় পেল জায়গাটা। সর্বত্র দেখা যাচ্ছে, একবার যেখানে কিছু ঘটে, সেখানে ওরা ফিরে ফিরে আসে।

চোট্টি ভুরু কুঁচকে চুপ করে রইল। তারপর বলল, রেলের কুলিরে মারল, সিটাই বেভুল কাজ করছে, পহান-পহানী! ই কুন্ জমানা চলতেছে বলতে পার মহারাজ? ইরা কি চায়? সুরমহীতে যা হই গিছে, খামুড়াতে ভি তাই। দুসাদ-গঞ্জু অছুতরে মারলে গোরমেনের কুনো মানুষ টু দিয়া দেখে না? গোরমেন যদি চায় অছুত-আদিবাসী মরুক, তবে মেরে ফেলাক। লড়ে মরি। লড়ে মরব, জানব ইটো কাম করলাম একটো।

তা চায় না। তোমরা ছাড়া কে ওদের জমি চষবে?

এখুন যাও। কে দেখবে।

বলবে না তুমি?

চাই পারায়ে বরামুতে গাছ কাটতে যাব। সেথা এস?

তাই যাব।

এখুন যাও। সাবধান থাকো। মহারাজ, মরাটো কিছু নয় হে। বাঁচাটো লিয়ে যত দুখ।

আমি চলি।

দাঁড়াও, টিশন হতে লয়।

না না, রেল-লেবার-ইউনিয়নের ছেলেরা আমাকে এনেছে।

তারা কুথা?

বাইরে।

চোট্টি তাদের ডাকল। বলল, সবে টুকা গুড় খাও, লবণ খাও। গুড় খেলে সম্পর্ক ভাল রবে, লবণ খেলে মোরে ফাঁসাবা না।

আনন্দ বলল, চোট্টি, কবে যাবে?

সাত দশ দিন বাদে। এখুন পহান-পহানীর শোঁসানবুরু বসান্ আছে। পহানের ভাইপোটারে পহান্ করতে আছে। ই পহান ছিল লিখাই-পড়াই। ভাইপো যদি তেমুন না হয়, তাহলে মোর 'পরে আরো দায় আসি যাবে।

আনন্দ মাহাতো চলে যায়। চোট্টির অনুরোধে মৃত পহানের ভাইপো হয় পহান। দগ্ধ ঘরগুলি আবার নতুন করে তুলতে হয়।

চোট্টি, জঙ্গলের ঠিকাদারকে বিপদের কথা বলে কিছু দরজা-জানালার কাঠ নেয়। তীরথনাথ অপেক্ষা করে থাকে, ছগনরা ঘর ছাইতে খড় চাইবে, কর্জ চাইবে খাদ্যশস্য কিনতে। কেউই আসে না তার কাছে। পড়ে থাকে তার হৈমন্তিক শস্য। এত্তেলা পাঠিয়েও আসে না বেঠবেগার। সব কিছু চুকেবুকে যাবার পর ছগনদের ব্যবহারটি তীরথনাথকে আঘাত দেয়, ক্রুদ্ধও করে।

খুবই দুঃখ পায় তীরথনাথ। কাছারি জ্বলে গেছে, গেছে খাতাপত্র পুড়ে। সরকারে দাখিলের দরকার হতে পারে, তেমন খাতাপত্র পুড়ে গেলে ক্ষতি ছিল না। তা নিমেষে তৈরি করা যায়। গোমস্তাই পারে। কিন্তু তীরথনাথের লক্ষ্মী যে সব খাতা, যে খাতায় খাতকদের টাকা ও খাদ্যশস্য কর্জের কথা লেখা আছে, যে খাতার ভিত্তিতে তীরথ-নাথ সুদ ও বেঠবেগার নেয় সে-সব খাতা আবার তৈরি করতে হবে।

সে কাজ করতে পারে একমাত্র ধানবাদের আমীনচাঁদ। দুশো বছরের পুরনো দলিল-পাট্টা-চিঠা-বেপারপাট্টা তৈরি করতে পারে সে। তীরথনাথ তাকে আনিয়ে ডবল সেট খাতা তৈরি করাবে বলে ঠিক করে। আমীনচাঁদ, তীরথের গোমস্তাকে বলে, পাঁচ হাজার টাকা।

তীরথকে রাজী হতে হয়।

এবং সান্ত্বনার আশায় সে যায় তার ধোবিন্ রাখ্নির কাছে। সবচেয়ে বড় আঘাতটি দেয় উক্ত প্রণয়িনী। কত বছর আগে মোতিয়া কুটনি-কাজ করেছিল তীরথনাথের জন্যে। তীরথনাথ খুবই বিমোহিত হয়েছিল। মেয়েটির তখন বয়স বছর বাইশ। মোতিয়ার মাধ্যমে কথা হয়, মেয়েটি মাসোহারা পাবে, ঘর উঠবে তার। ক্রমে তার একটি ছেলেও হয়। ছেলেটি মোতিয়ার কাছেই থাকত ছোটবেলা। রোমিওদের হাতে সেদিন মেয়েটিরও ঘর জ্বলেছিল। তীরথনাথ নিজের কাছারিঘর মেরামত কল্লে গোরমেনের কাছ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা বের করে নেয় এবং কাজের মিস্ত্রি আনায়। বাকি থাকে আমীন চাঁদের সঙ্গে কথা কওয়া। এখন ওর মনে হয়, এরপর আছে হৈমন্তিক শস্য

কাটা-পালা-দেওয়া-মাড়াই করা-রবির জন্য ক্ষেত্র তৈরি করা। সে জন্য দরকার মজুর। মস্তান ছেলেদের ওপর রাগ হয় তার। এ কি সুরমহী না ধামুড়া? লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে ছোট জাতকে শায়েস্তা করবি? রেল-লেবার-ইউনিয়ন থেকে সবাই জেনে গেল তীরথনাথ এক হারামি। তার জমি নিয়ে এত গোলমাল!

যেন তাকে জব্দ করার জন্যেই আনোয়ার তার এতদিন পড়ে-থাকা কাল্‌না জমিকে ফলবাগিচায় রূপান্তরিত করতে চায়। সে খোলাখুলি ছগনকে ও চোট্টিকে বলে, ফাঁকে ফুরসতে জমিটা বানিয়ে দাও। দু-আড়াই ঘণ্টা কাজ কর। তাতেই কাজ হবে। এ কাজে পাঁচ সিকা করে দেব। আমি চাই না হর রোজ কাম চলুক।

তাতে চোখ পড়বে, চোট্টি বলে।

দশজন হলেই হবে।

তাই ভাল।

পঞ্চাশ টাকা আগাম দিলাম। সে দশ জনকে। পাঁচ টাকা হিসেবে। মজুরি দিবার কালে সিকা সিকা কেটে নিব।

বহোৎ খুব মহারাজ।

চোট্টি বলে, ইরাদের ঘরপুড়া ছাই জমিনে তুমি দাও কিছু। কাল্‌না জমি। জমি তো বেমালিক রয়না মহারাজ। জমিনের ভি রোয়াঁ থাকে। সি রোয়াঁ ভাল, না বুরা কে জানে। ছাইটুকা দিলে উয়ার রোষ থাকলে কাটবে। তা বাদে জমিন্ খুশ হবে।

সে তোমরা যা হয় কর।

তুমারে করতে হয়।

এসব কথা লাগা-ভাঙা হবে না তো?

চোট্টি ভুরু কুচকে কি যেন ভেবে নিল। তারপর বলল, মনে লয় না। টিশনটো ছিল গোরমেনের খুঁটি। কুলিটো মরতে কুলি স্টাফ গরম হই আছে। লালা এখুনি কিছু বলবে না। উর ভি চিন্তা আছে, খেতী কাম লয়ে। চাটা বলবে না।

তবে সেই কথা।

তীরথনাথ এতে বিমর্ষ হয়ে পড়ে। নিজেকে পরাজিতও মনে হয় তার। বউকে বলে, এতে মান থাকে না। আমার খেতমজুর, বেঠবেগারকে আমি শাসন করব, বাইরের লোক এল কেন ?

বউ বিরস মুখে বলে, আপনি জানেন। এ রকম হলে অভিশাপ এসে যায় ঘরের ওপর। আমি তো ছেলেদের তাই পাটনায় রেখে মানুষ করেছি। তারা জমিন্ বুঝে না। নোকরি অনেক ভাল।

আরে, আমি মরলে তারা এসে কাছারিতে বসবে।

পরমেশ্বর যা করেন! দুধেলা গাইটা মরল এই জাড়ের সময়ে সাপে কেটে, ফলন্ত আমরুদ গাছটা শুকিয়ে গেল।

কা করে!

বলে তীরথনাথ তার ধোবিন্ রক্ষিতার কাছে যায়। সে বলে, কোথায় আসবে ? ঘর কি রেখেছ ?

ঘরের জন্যে ভাবনা ? খড়, বাঁশ, সব ভেজে দিচ্ছি।

না না, সবাই নজর দেবে।

তবে টাকা নে ?

বাসন-কাপড়-বিছানা-চৌকি সব গেছে।

তোকে দিব না, কাকে দেব ?

ধোবিন্ খুব কাঁদে। কেঁদে কেঁদেই সে চারশো টাকা আদায় করে ছাড়ে। তারপর, ধানবাদে আমীনচাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যায় তীরথনাথ। সেখানে একদিন থাকতে হয়। ঘরে ফিরতে বউ মহোল্লাসে হিংস্র হেসে বলে, ঘরের বউয়ের চেয়ে পরকে মাথায় উঠালে কি হয় ? ধোবিন্ সে টাকা নিয়ে ভেগে গেল।

ঝুট বাত!

খোঁজ নিন না।

আমি ওকে ধরে আনব। খচড়ী!

সে ভেগে গেছে পাটনা। সেখানে লনড্রী খুলবে।

চলে গেল ? আমাকে ছেড়ে চলে গেল ?

তীরথনাথ জীবনে জমি ও সুদের বাইরে কোনো মানুষে গুস্ত

করেনি তার ভালবাসা। এই ধোবিন্ একমাত্র ব্যতিক্রম। বউ ভেবেছিল তীরথনাথ রাগে ফেটে পড়বে। কিন্তু তীরথনাথ অত্যন্ত ভেঙে পড়ে ও ছেলেদের লেখে, ধোবিনের খোঁজ করতে। বাহাদুরে বুড়োর এহেন আবদার তারা রাখে না এবং তীরথনাথ রক্তচাপ জনিত অসুখে বিছানা নেয়। দীর্ঘকাল হেকিমী চিকিৎসায় থেকে তবে সে সুস্থ হয়। তাকে রোমিও বলে, খবর পাত্তা করে এনে দেব লাথ মেরে?

না না।

তীরথনাথের মনে থাকে অভিযোগ, রোমিওরা ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি না করলে ধোবিন্ চলে যেত না। ওর জানতে ইচ্ছে যায়, ধোবিন্ কেন গেল? সেটুকু জানবার জন্যে মরে যায় মনে মনে। রোমিও বলে যায়, ছোটজাতের মধ্যে কি কৃতজ্ঞতা থাকে?

হরবংশের ড্রাইভারকে সে গোপনে পাঠায় পাটনায়। ড্রাইভারটি সবই জানত। সে খবর এনে দেয়। বলে, লালাজী কা বোলে?

কি বলল?

বলা যায় না।

বল্ বল্।

বলল, আপনি ওদের পট্টি জ্বালিয়ে দিয়েছেন। তারপর আপনার টাকায় ঘর বেঁধে থাকলে ওকে সবাই ঢিল মারত।

কথ্খোনো মারত না।

ওর মোতিয়ার জন্যে তুখ উঠে গেল ওর।

কেন?

মোতিয়া ওর নানী ছিল লালাজী।

সে কি?

আমরা সবাই জানতাম।

সবই মেনে নিতে হয় তীরথনাথকে। এই বিচ্ছেদের কষ্টও। তারপর বিচ্ছেদের দুঃখ ভুলিয়ে দেয় শস্যক্ষেত্র। বেঠবেগার ক জন ছাড়া কেউ মুখ দেখাচ্ছে না। রোমিওকে জানালেই মজুর মেলে। কিন্তু তীরথনাথের মন তাতে সায় দেয় না। আবার কি থেকে হাঙ্গামা

বাধে। এ সময়ে সে বাইরের মজুর খোঁজে এবং এখন জানতে পারে, রোমিওদের কার্যকলাপের ফলে এখানে বাইরের লোক আসতে ভয় পাচ্ছে। ধান গাছের অবনম্র চেহারা দেখে তার বুক ফেটে যায়। মান খুইয়ে সে খবর দেয় ছগনকে।

ছগন বলে, চোট্টিরে শুধাই।

কেন? তারে কেন?

তারে না জানালে মুশকিল হয়।

চোট্টির কাছ থেকে ঘুরে এসে ছগন বলে, মোরা কাজ উঠায়ে দিব। কিন্তু মজুরি দিবে দিনকার দিন।

তাই নিস।

কারেও বাট্টা দিতে পারব না।

তাই হবে।

মোদের বেঠবেগাররা যাবে। বাকি সকল মুণ্ডা লোক।

কেন?

চোট্টি বলল।

তাই হোক। থানায় পড়ছি, ব্যাঙের লাথ খাব।

এ হেন নতিস্বীকারের জন্য রোমিও খচে যায় কিন্তু তীরথনাথ বলে, আপনি কি জানবেন জমিনের কথা? এখন না মেনে নিলে ফসলের কি হবে? ছোটজাত, খচড়াই, তবু কাজ উঠায়ে তো দেবে?

আরে! আপনার পেছনে সরকার আছে, আর আপনি একটা ফসলের মমতা ছোড়তে পারছেন না?

না জী!

আপনার মত ভৈঁসাল্ বুদ্ধি মহাজনের জন্যে দেশে উন্নতি হচ্ছে না। নষ্ট হোক ফসল। ছোটলোককে তাঁবে রাখুন, বাহারের মজুর সে কাম উঠান। আট আনা মজুরি দিন। আপনার গাঁয়ের লোক ভুখা মরবে ঔর আপনার পা ধরবে তখন। একটা ফসল নষ্ট? কিসের পরোয়া? স্টেট ব্যাঙ্ক সে লোন নিন, ট্রাক্টরসে চাষ করান, ইনকাম-ট্যাক্সে ভি খেতীকামে কনসেশন।

ও তো আমিও চাই।

কাজে তো করছেন না? মুণ্ডা লোক ঢুকিয়ে দিল, কা খচড়াই। আদিবাসী হাঙ্গামা যাতে না হয়।

চোট্টি মুণ্ডা সব করল।

কোন্ হারামি? তাকে তো জানি।

না না, চোট্টি কোই অর্ডনারি মুণ্ডা না হ্যায়।

তবে যান। তাদের পায়ে তৈল মাখান।

জী, আমি কোই হাঙ্গামা চাই না।

দেখব, ওদের বাট্টা কেমন না দিতে হয়। চাচা তো ফির কণ্ট্রাক্ট নিবে, নয়? চিনির মিঠা জানলে পিঁপড়া ছাড়ে?

সে বলতে পারি না

ঔর দেখবেন, বিজয়া মোদী ভি ওহি চান। নেহি তো কোই হরিজন-অত্যাচারকা কুছ সমাধান কাহে না হোতা?

আপনারা ভাল জানবেন।

দেখবেন, এরপর ওরা বদমাশি করলে মদত চাইতে ভুলবেন না। আমরা হলাম সৈনিক। হাঙ্গামার মুকাবিলা করাই আমাদের কাজ।

জানাব।

চোট্টি মুণ্ডাকেও ছাড়বেন না।

এ সময়ে যুবলীগের সেক্রেটারি সহসা বলে ওঠে, চোট্টি! চোট্টি মুণ্ডা! উসকো ন তাসাও রোমিও। ও আমার চাচাজীর জান দিয়েছিল। চাচাজী ছিল দারোগা, ঔর একটা বুনো বরা তাকে ঘায়েল করছিল।

তীরথ বলে, সে তো আমার খেতীতে।

কাহিনীটি পুনর্বার বলা-কওয়া হয়। তীরথ বলে, বেঠবেগারীতে, কর্জে, সুদে, আমি ওদের জব্দই রাখি। মাথা উঠাতে দিই না। এ অনেক কাজের কাজ। গুলি আর ঘর জ্বালাইতে শোরগোল হয় বেশি।

রোমিও বলে, য়ো ভি দরকার হোতা।

এ ভাবেই তীরথের কাছে ছগনরা ও চোট্টিরা আংশিক জেতে। চোট্টি অঞ্চলে বিরাজ করে ক্ষণিক শান্তি।

আনন্দ মাহাতো ও চোট্টির দেখা হয় গোপনে। কাটা শালের গুঁড়িতে বসে আনন্দ মাহাতো দ্রুত লিখে নেয় সব। চোট্টি বলে, বললাম সব। তুমার কারণে মোরাদের উপর হামলা উঠলে তুমিও বাঁচবা না।

আনন্দ ঈষৎ হেসে বলে, মেরে ফেলবে?

নিশ্চয়।—চোট্টিও হাসে, হরমুটোর কারণে হামলা উঠলে তারেও মরতে হত। আমার এখন এই কথা মহারাজ, যার কারণে মোরা চোট খাব, তারে মারব। আর বলছি তো তুমারে, মরতে ডরাই না আমি।

না না, জানবে না কেউ।

কিন্তু এ সময়ে প্রশাসন কতখানি তৎপর, সত্য সংবাদের কণ্ঠরোধে কতখানি নির্মম, তা আনন্দ মাহাতো বোঝে না। এ সংবাদ সংগ্রহে তাকে তাগিদ দেয় এক মিশনারী ফাদার। আনন্দ রিপোর্টাজটি পড়ে, সে টেপ করে নেয় ও ক্যাসেটটি সুরক্ষিত করে জোব্বার পকেটে। আনন্দ লিখিত রিপোর্ট তাকে দিয়ে বলে, এ ভাবে রাখলেন কেন?

সাবধানের মার নেই।

লিখিত রিপোর্ট সে নষ্ট করে ও ক্যাসেটসহ উড়ে যায় দিল্লীতে। সেখানে, প্রশাসনের কোপদৃষ্টিতে পতিত, ভারতত্যাগী জনৈক বিদেশী সাংবাদিককে সে দেয় ক্যাসেটটি। সাংবাদিকের চেষ্টায় ক্যাসেট থেকে পুনর্গৃহীত আরেকটি ক্যাসেট বোম্বাইয়ে এক কাগজে পৌঁছয় এবং পক্ষকাল পরে ইতালী থেকে প্রকাশিত এক ইংরিজী সাপ্তাহিক ও বোম্বাইয়ের সাপ্তাহিকে স্থান ও পাত্রের জায়গায় এ-বি-সি বসিয়ে সংবাদটি বেরোয়। প্রশাসনের কেন্দ্রীয় টনক আগে নড়ে। রাজ্যসভায় প্রখ্যাত আলাতুনে এক বিরোধী সদস্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত ইত্যাদি চেয়ে হইচই তোলেন। এবার নড়ে প্রশাসনের রাজ্য-টনক। আই. জি. সহসা পুলিসদের নৈতিক শিক্ষা প্রদানের ও

হিংসা-বর্জন শিক্ষাদানের পোস্টে বদলি হন। দিলীপ তরোয়েকে আদিবাসী কুটিরশিল্প বিষয়ে আরো জ্ঞান দেবার জন্য দিল্লী আনা হয়। আনন্দ মাহাতোর চলমান সাইকেলের দুপাশ থেকে দুটি ট্রাক এসে তাকে পিষে ফেলে। দুটি ট্রাকের সর্বাঙ্গে লেখা থাকে "কথা কম, কাজ বেশি" এবং পেছনে লেখা থাকে "টা টা। গড ইজ গুড"। "আদিবাসী সমাচার" কাগজের আপিস ও দপ্তরে আগুন জ্বলে। রোমিওদের নেতৃত্বে যুবলীগেরা বিধানসভায় বিচারবিভাগীয় তদন্ত চায় ও "সদর বন্ধ" ডাকে। কমিশন বসে। এদিকে কেস হয়। দুটি ট্রাকের ড্রাইভারকে দুটি ট্রাকের মালিক বানিয়ে দেবার পর তারা অসাবধানে ট্রাক চালানো ও মানুষ মারার জন্য জেলে যায় কথাটি না বলে। এভাবেই "কথা কম কাজ বেশি" নির্দেশটি জাতির জীবনে ফলপ্রসূ হতে থাকে।

এভাবে ঘরের হ্যাপা সামলানো যায় কিন্তু বিদেশের হ্যাপা? এখন ভারতের প্রেসে এভাবে কিছু লেখা বেরোয়, সে নকশালরা যেমন ইদিকে ভারতের গণতন্ত্রের গোড়ায় কোপ মারছে—উদিকে তেমনি ভারতের শত্রুরা এহেন কুরটনা করছে। তারপর কিছু লেখা বেরোয়, যার সঙ্গে থাকে প্রমাণস্বরূপ বহু ছবি, যার প্রতিপাদ্য বিষয় হল, প্রধানমন্ত্রী আদিবাসীদের বন্ধু। ছবিগুলিতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীর চারপাশে কালো কালো মুখ বয়স্ক নরনারী ও তাঁর কোলে কাঁখে টোডা-মারিয়া-বাইগা-হো-মুণ্ডা ইত্যাদি ছানাপোনা। কোনো কোনো ছবিতে যুবরাজের টাক দেখা যায়। এভাবেই সকলে খুশি থাকে ও প্রসঙ্গটিতে ইতি পড়ে।

রোমিওদের সকল অভীপ্সা পূর্ণ হয় না। কেন না হরবংশ্ চাচা স্টেট ব্যাঙ্কের অনুদানে ব্রিকফিল্ড বড় করে, উদ্বোধন করায় কম্যুনিটি উন্নয়ন ও শিল্প, দুই মন্ত্রী এনে। সিমেণ্ট নগরীগুলির ইটের কণ্ট্রাক্ট সে পায় এবং চোট্টিতে সে এনে ফেলে আধুনিক যুগ। তীরথনাথের মতে। কেন না এখন সে এক গাড়ি কিনে ফেলে।

যে খুড়তুত ভাই জঙ্গলের ঠিকাদার ছিল, তাকে হরবংশ্ করে দেয়

কুলি আনবার ঠিকাদার। জঙ্গলের ঠিকাদারী বর্তায় তরুণতয়ো খুড়তুত ভাইয়ের কাঁধে। রোমিও ভাবে, এখন যে ভাবে হোক, চাচাকে হজিমত দেওয়া প্রয়োজন। সে একদিন স-পহলোয়ান আসে ও বলে, শুনলাম আপনি লেবার ঠকাচ্ছেন, সে কি ঠিক কথা ?

কি রকম ?

গরিব আদিবাসী ঔর অছুত, হিসাব বুঝে না, সরকারী মদতে ব্রিকফিল্‌ড বঢ়ালেন, তা সরকারী মজুরি দিচ্ছেন ?

লেবর কমিশনারের বেঁধে দেওয়া রেট দিচ্ছি।

সে কথায় বিশ্বাস কি ?

আপনার বিশ্বাস আছে কি নেই, তাতে আমার কি ?—হরবংশ প্রসন্ন হাসে। বলে, সরকারী অডিটর অডিট করবেন।

যাক, দরকার হলে স্মরণ করবেন।

নিশ্চয়।

ওখানে কাদের ঘর উঠছে ?

সেনট্রি রাখতে হবে না ?

খুব ভাল, খুব ভাল, তা লেবার পাচ্ছেন ?

পাব।

তা এ কণ্ট্রাক্টে বাট্টা কত দিচ্ছেন ?

জী, ইসিমে তো বাট্টা হোতাই নেই। যো হোতা, পহ্‌লে হো চুকা। ঔর লেবার পেমেণ্ট কা লিয়ে ভি ঔর আদমি হ্যায়।

কে ?

বাহার কা। সরকারী কানুন মাফিক।

খুব ভাল, খুব ভাল। আভি চোট্টি শহর বনে গা।

আপনাদের আশীর্বাদ।

রোমিওরা চলে যায়। তাদের মুখে সব শুনেমেলে যুবলীগের সেক্রেটারি বলে, তোমাদের জন্যে করম নাশ। তখন গিয়ে ও কাণ্ড না বাধালে এই পাঁচলাখ টাকার প্রজেক্‌ট্‌ থেকে আমাদের বাদ দেয়

কার সাধ্যি ? যাক, এখন কোনো হাঙ্গামা কোর না। সময় বুঝে ঢুকে পড়া যাবে।

জমানা কি আসবে না ?

আসবে, আসবে।

সময় যায়, সময় যায়। চোট্টিরা ও ছগনরা চাঢার ইটভাটিতে অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি পেতে থাকে। যা ছিল চাঢা ও চোট্টিদের মধ্যে বন্ধন, সেই চেনাশোনায় এসে পড়ে দূরত্ব। এখন কাজ ঘণ্টা মেপে। মজুরি দেয় অন্য লোক। চোট্টি বলে, এই ভাল। আজ তিন টাকা রোজ পাই যেমুন, জিনিস মাহাঙ্গা হতে হতে সি তিন টাকার দাম হছে আট আনা। তাই হোক। যখুনকার যা রীত। চাঢারে ধরি থাকলে উপাসে মরবে না কেউ।

তোরে ডেকে কি বলে চাঢা ?

বাহারের মুণ্ডা লেবাররে ভজাই দেয়। উরাদের বলে, চোট্টিরে বলবি যা দরকার। মোহর বলে, তুমি আছ, আমি নিশ্চিন্ত। আমারে যেমুন বুঝাই দেয় আমার ত্যা—ত ক্ষমতা। তা বাদে আমি ভি উরাদের সমান তিন টাকা রোজ লয়ে ঘরে ফিরি। মোরে বাঢ়াই দিতে ভি চায় ?

নিস না কেন ?

তু বল্ দিন গেলি আমি চার টাকা লই ঘরে আসতম, তু তিন টাকা লয়ে আসতি, তাতে মোরাদের মাঝে সন্দ ঢুকি যেত।

ঠিক কথা।

চাঢা লালা হতে ভাল, কিন্তুক ভেদ-বিবাদ বাধায়ে রাখতে কে না চায় ? উরা জোট বান্ধা দেখতে লারে। মালিকজাতের রীত।

মুণ্ডানী হলুদ কুটে কেন ?

চোট্টি হেসে বলে, নাতিটোর, হরমুটোর টোকাটার আরান্দি।

হরমুর ছেলের বিয়ে হয়। নতুন পহানের মেয়ে হয়। কোয়েলের বউ মুংরি মরে যায় উদরী হয়ে। স্টেশনের শিশুগাছটার নিচে একটা ঝকঝকে চায়ে-দুকান হয়। সকলকে চমৎকৃত করে

তীরথনাথের ছেলে পাটনা শহরে আর্যসমাজী মতে এক মাদ্রাজী নার্সকে বিয়ে করে। চোট্টি মেলায় কেন যেন তীর খেলা আবার জমে ওঠে। চোট্টি হেসে বলে হরমুকে, এখুন সারা বছর মুণ্ডাতে-আন জাতে এক হয়্যা বাস, এক সাথ এক কাম। মেলার দিনে সকল মুণ্ডা হাতে ধনুক ধরি একবার মুণ্ডা হতে চায়।

আমার ছেলার তাতে মন নাই।

না থাকল।

তুমার নাতি সে?

উ সব ভাবলে আর চলে হরমু? সময় বদলাতেছে।

সময় বদলায়। সময় বদলাবার জন্য চোট্টিদের কোন প্রতীক্ষা নেই। তারা দর্শকমাত্র এবং তাদের সক্রিয় ভূমিকা একই রকম নগণ্য করেই রাখা হয়। কিন্তু রোমিও, পহলোয়ান ও দিলদার করে প্রতীক্ষা। আরো ক্ষমতা চাই, আরো ক্ষমতা। সময় এখন তাদের জন্য।

প্রতীক্ষিত সময় আসে। এমার্জেন্সি।

গ্রামে গ্রামে আর নগরে নগরে এমার্জেন্সি আসে দু চেহারায়। জেলের ফটক হাঁ করে আর বন্দী গ্রাস করে। সংবাদপত্রের কণ্ঠ হয় রুদ্ধ। কিন্তু যেহেতু শহরের মানুষ সুয়ো ছেলে এবং অল্পে খুশি, সেহেতু তারা খুশি হয়। কেন না লোডশেডিং কমে, ট্রেন চলে যথা সময়ে, যানবাহন সকল "ওআর্ক-টক-মোর-লেস" বাণীর তাগিদে ঠিকমত দৌড়য়, এমন কি সরকারী আপিসেও কেরানীদের দেখা মেলে।

ফলে গ্রামে নামে অন্ধকার। যেহেতু ভারতবর্ষ মানে গ্রাম, সেহেতু এমার্জেন্সির আসল চেহারা জানে গ্রামগুলি।

চোট্টি অঞ্চলে প্রথম চোট খায় হরবংশের খুড়তুত ভাই রাজবংশ। রোমিও তার ভোহ্রির কাঠচেরাই কারখানায় একদা দেখা দেয়। জীবনে কর্মকাণ্ডসকল "ক"-এর কারণে "খ"—এহেন যুক্তি মেনে চলে না। তত্ত্ব ও তথ্যে ফারাক থাকেই। এ ব্যাপারটি ডক্টর অমলেশ খুরানা এবং বাসমতী ওঁরাওয়ের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দুটি কাহিনীর দৃষ্টান্তে

ব্যাখ্যা করা যাবে। যাহোক তোহ্‌রিতে অবস্থিত কাঠচেরাই কারখানা ভূস্বর্গ কাশ্মীরের মত সুন্দর, সে কারণে রোমিও সেখানে যায় না। সে যায় পহলোয়ানের কারণে। রোমিও-পহলোয়ান ও দিলদার যে সদস্যের লোক, সে সদস্য বর্তমানে এদের খোঁজখবর রাখে না। সে সাফ বলে দিয়েছে, অন্য লোক দিয়ে সে কাজ চালাবে। চোট্টি ও সন্নিহিত অঞ্চলে যেহেতু বড় না হলেও মেজ-সেজ-ন-রাঙা-নতুন-ছোট ইত্যাদি সংজ্ঞার শিল্প গড়ে উঠেছে এবং উক্ত শিল্প-খাতে দেশী-বিদেশী টাকা বেনোজলের মত হুড়হুড়িয়ে ঢুকছে, সেহেতু রোমিওরা অঞ্চল পিটিয়ে যে যার মত করে খাক গে। সদস্য, সকল প্রকল্প থেকে চারটি চারটি "কাট্" পেলেই খুশি থাকবে। এবং আল্‌মুনিয়াম কারখানাটি বলতে গেলে বেনামে সদস্যেরই এখন। অতএব সদস্যের পক্ষে আর কিছু ভাবা সম্ভব নয়।

সে বলে, তব্ হাঁ, মেরা ইলাকা মেঁ ইক্‌নামিক ডেভ্‌লপমেণ্ট কা লিয়ে কা নেসেসারি হ্যায়, য়ো সমীক্ষাকে লিয়ে এক ডক্‌টর আয়েংগে।

ডক্‌টর ?

হাঁ হাঁ।

এখানে বলে রাখা দরকার, আঞ্চলিক সমস্যা ও প্রয়োজন—সমীক্ষার জন্য ডক্টর আসছেন তা সদস্যটি বোঝে এবং একই সঙ্গে, স্বভাবসারল্য হেতু ধরে নেয়, ইনি চিকিৎসক। ফলে পরে অনেক গোল পাকে। এই অম্‌লেশ খুরানার বয়েস ছত্রিশ। অত্যন্ত মেধাবী হবার ফলে, এবং বিজয়া মোদীর জনৈক বিশ্বাসভাজনের পালিত পুত্র হবার কারণে এম. এ. পাস করার পর থেকেই কোনো-না-কোনো ফাউণ্ডেশন একে তাড়া করে ধরে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। "তাড়া করে ধরে" কথাটিই সঠিক, কেন না বিশ্বগোলকের নগর থেকে নগরে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, এবং সেমিনার থেকে সেমিনারে উড়ে উড়ে তার দিন কেটেছে। দেখা হয় নাই ভারতবর্ষকে। সে কারণেই সে ভারতবিশেষজ্ঞ এক সমাজ-অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ বলে

পরিচিত। তার বিশ্বাস তত্ত্বে পরিসংখ্যানে, বাস্তবতায় নয়। সম্প্রতি সে ভারতের ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প বিষয়ে একটি নেপাম্ ছেড়েছে ফ্রান্সে বসে। নেপাম্‌টি খুবই চিত্তাকর্ষক।

সে বলেছে, ভারতের সমগ্র দারিদ্র্যের মূল হল কৃষি ও শিল্প নির্ভরতা। ভারতে প্রয়োজন নেই কোনো চাষবাসের, বৃহৎ শিল্পের। মানুষের মানসিকতায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনলে মানুষ তড়িৎগতিতে তড়িঘড়ি সব কাজ করবে। সে কারণে চাষীরা হাতে কাগজ তৈরি করুক, জেলেরা মাদুর বুনুক, কুমোর তাঁত চালাক, তাঁতি তৈরি করুক টুনি বাল্‌ব, ছুতোররা পশুলোম থেকে উল বানাক। ফলে অদ্ভুত গুণাগুণসম্পন্ন সব জিনিস তৈরি হবে। খাদ্য ও শিল্প লাইনে ভারতের যা যা দরকার, তা ভারত বহির্বিশ্ব থেকে কিনতে পারবে। অম্‌লেশ চাষী-কুমোর-কামার ইত্যাদি দশরকম কাজে নিযুক্ত কিছু কিছু মানুষকে নিয়ে গবেষণা করে এও প্রমাণ করেছে, এরা স্ব-স্ব বৃত্তিতে ক্লান্ত, ক্লান্ত। যে কাজে সে উৎসাহ বোধ করছে না, তেমন কাজে সে উৎকর্ষ বা দেখাবে কেমন করে?

নেপাম্‌টি সারা বিশ্বের কট্টর তাত্ত্বিক—অ্যাকাডেমিক মহলে দানিকেনের দৈবীঘোষণার মতই হইচই তুলেছে। ভারত সরকার চিরকাল, বাস্তবতাবর্জিত, কাগজ ও পরিসংখ্যান ভিত্তিক সেই সব তত্ত্ব ভালবাসেন, যার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অবাস্তব কোনো প্রকল্প রচনা করা চলে—যার রূপায়ণে লক্ষকোটি টাকা অপাত্রে দেওয়া যায়—যা কোনদিন রূপায়িত হয় না, অথবা হলেও কারো কাজে লাগে না। সেইজন্য একটি অবিশ্বাস্য রকম মোটা টাকা দিয়ে অম্‌লেশকে ভারতে আনা হয়েছে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, অম্‌লেশের মত অ্যাকাডেমিসিয়ানের তত্ত্ব-রচনা এবং ভারত সরকারের এ হেন তত্ত্বকে মদত দান, কিছুর পেছনেই কোনো অশুভ ইচ্ছা নেই। দু দলের পেছনেই ভারতবর্ষকে ত্রিমূর্তিভবনের বাগানের মত সুন্দর করে তোলার শুভেচ্ছা বর্তমান।

স্থানীয় সদস্য কিছুই বোঝে না নিজের "কাট্", নিজের ঝাঁড় ও

নিজের লুচ্চামি ছাড়া। এগুলি কিছু ফেলে দেবার মত দোষ নয়। কেন না এর ভিত্তিতেই বিধানসভায় অধিকাংশ সদস্য নমিনেশন পান। আজও। অনুন্নত অঞ্চলে। স্থানীয় সদস্য এও বোঝে না যে অম্‌লেশ খুরানার পেছনে আছে ভারত সরকার ও অন্য কোনো বিদেশী সরকার।

তার ওপর হুকুম আসে ডক্‌টর খুরানার জন্য তোহ্‌রিতে সবচেয়ে ভালো বাড়িটি ভাড়া নেবার জন্য। তোহ্‌রিতে কোন দর্শনধারী বাংলো নেই। অতএব সে এস. ডি. ও.কে বলে, হাসপাতাল থেকে একটা ওয়ার্ড খালি করিয়ে দিন।

কেন ?

ইয়ে ডাগ্‌দার কে লিয়ে।

এমার্জেন্সীতে সব কিছুই চলছে। তবে ডাক্তারের থাকার জন্যে হাসপাতাল থেকে রুগী বের করে দেওয়া এখনো হয়নি। এস.ডি.ও. কি করবেন ভেবে পান না এবং তাঁর কপাল ভালো, তখনি এসে পৌঁছয় ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ। নিশ্চিন্ত হয়ে স্বয়ং এস. ডি. ও. রাজবংশ চাচাকে ডাকেন। বলেন, ভারত সরকার একজন বিজ্ঞানীকে পাঠাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে কিছু লোকজন থাকবে। তোহ্‌রিতে তো তেমন কোনো ঘরবাড়ি নেই। আপনার বাড়িটা তো বন্ধই থাকে।

হাঁ সার। আমি সবসময়ে থাকি না। এখন তো লাহারা ফরেস্টে তাঁবু ফেলেছি। তা কতদিনের জন্যে চাই ?

মাস তিনেক। ভাড়া পাবেন।

না সার। ভাড়া দেব না।

কেন ?

নিষেধ আছে দাদার।

ভাবছেন, সরকার বাড়ি নিলে আর ছাড়বে না ?

না সার। আমার সে কথা ভাবার ক্ষমতা কি আছে বলুন ? ধড়াধড় বাড়ি আপনারা রিকুইজিশন করছেন আর পুলিসচৌকি বসাচ্ছেন। আমরা বুনো জংলী, আমাদের কি দোষ হল যে এত

পুলিস নেমে গেল মহল্লায় ? তা আপনি যদি বলেন, বাড়ি সরকার চায়, তখন আমার ক্ষমতা কি, যে আমি বলব, "না" ?

এস. ডি. ও. কর্মদক্ষ, ছোকরা, মানুষ মন্দ নন। জঙ্গল বেল্টে হাকিম-হুকুম-গোরমেনের প্রধান খুঁটি জঙ্গল-কন্ট্রাক্টর। রাজবংশ চাচা এক নম্বরী ঠিকাদার নয়, আবার ফেলনাও নয়। চাচাদের এস. ডি. ও. পছন্দ করেন। এরা মার্জিতরুচি, ভদ্র, লেবার নিয়ে হাঙ্গামা করে না। এক নম্বরী হলে হয়তো তখন হবে তৈমুর লঙ। এখনো হয়নি। আদিবাসীদের সঙ্গে রাজবংশের ব্যবহার ভালো।

এস. ডি. ও. বলেন, তিন মাসের ভাড়া নিন ?

না না। তবে আপনি বাংলা দেখে নিন। এক পাশে হাসপাতাল, ওদিকে স-মিল আমার। গোলমাল থাকবে।

দেখি।

বাড়ি দেখে এস. ডি. ও. বলেন, আসবাবও আছে। ভাড়া তো নেবেন না। এক কাজ করি। রং-পালিশ করিয়ে দিই, গেটটা মজবুত করে দিই, গাড়ি রাখবে ওরা। ওর একটা বাথরুম্ বানিয়ে দিই।

বাথরুমের ব্যবস্থা আছে। ফিটিং বসালে হবে। আর ট্যাংক।

সাত দিনে হয়ে যায় সব। অতঃপর স্টেশন ওয়াগনে এসে পড়ে খুরানা। তার স্ত্রী ও সেক্রেটারি এক খাসিয়া যুবতী। টাইপিস্ট এক কেরলীয় যুবক। ড্রাইভার মরাঠী। রাঁধুনী কাম্ বেয়ারা গোয়ানিজ।

অম্‌লেশ পৌঁছেই গুছিয়ে বসে। এস. ডি. ও. যখন বলেন, আপনার কিছু লাগলে বলবেন। —তখন বলে, নিশ্চয়। আমার কাজের জন্যে দরকার প্রিভেসি। নইলে স্‌কেড্যুল মত কাজ করতে পারব না।—এস. ডি. ও. মনে মনে বলে, স্টেট্‌স দেখাচ্ছ। মুখে বলে, বলবেন। এখন লাঞ্চ ?

আমাদের সব আছে। জল কোথায় ?

কুয়োতে।

ফুটিয়ে নেব। অ্যান্ড আই ওয়ান্ট কয়েকটা মুণ্ডা প্রায়,

কয়েকটা ওঁরাও গ্রাম, কয়েকটা মুণ্ডা এবং ওঁরাও মিশ্রিত গ্রাম, কয়েকটা দুসাদ গ্রাম, কয়েকটা ধোবি আর গঞ্জু গ্রাম, কয়েকটা রাজপুত গ্রাম, কয়েকটা রাজপুত আর ব্রাহ্মণমিশ্রিত গ্রাম, কয়েকটা কুষ্ঠরুগী প্রধান গ্রাম।

তার মানে?

মানে কি পরিষ্কার নয়?

এ রকম বসতির গ্রাম তো নেই?

তাহলে আপনি খবর রাখেন না। আমাকে মিঃ শুকুল রিপোর্ট তৈরি করে দিয়েছেন। আমার দরকার পঁচিশটা গ্রাম।

আমি এখানে তিন বছর আছি। খরার জন্যে প্রায় সব গ্রাম ঘোরা আছে আমার। এ রকম কোনো গ্রাম দেখিনি।

তাহলে?

শুধু মুণ্ডা, শুধু ওঁরাও থাকে, এমন গ্রাম মেলাই দুষ্কর, তবে মিললেও মিলতে পারে খুব ভেতরে। পিওর দুসাদ বা গঞ্জু বা ধোবি গ্রাম? নেই। পিওর রাজপুত গ্রাম? শুধু রাজপুত গ্রামে থাকলে ধোপা-নাপিতের কাজ কে করবে? যিনি রিপোর্ট তৈরি করেছেন, তিনি এ অঞ্চলের ভিত্তিতে করেন নি।

অমলেশের জীন্‌স ও পাঞ্জাবি পরিহিতা খাসিয়া স্ত্রী বলে শুদ্ধ হিন্দীতে, সে সমস্যার সমাধান সহজেই করা যাবে। প্রতি গ্রামে একেক জাতের পাড়াকে আমরা একেকটা গ্রাম বলে ধরব। বাস্।

কিন্তু কুষ্ঠরুগীর গ্রাম?

তাও নেই?—বিশ্বভুবনের বিশ্ববিদ্যালয় যার ঘর, সেই অমলেশ খুরানা অত্যন্ত কাতর ও নিরাশ হয়ে পড়ে ভারত সম্পর্কে।

না। তবে তোমারু মিশনের কুষ্ঠগ্রামে যেতে পারেন।

তাতে তো কাজ হবে না।

আমি তো জানি না আপনার কি কাজ? তবে যে সব গ্রাম বাস্তবে আছে, সেগুলো আপনাকে ঘুরে দেখাতে পারি।

অম্লেশ বলে, তা কি করে হবে? আমার কাজ হচ্ছে প্রোজেকটেড-ইকনমিক-নেসেসিটি সার্ভে করা।

দোষ নেবেন না। তাতে কি হবে?

প্রশাসনিক অফিসারদের ওপর অম্লেশের অসীম অশ্রদ্ধা। তাই সে শিশুকে বোঝাবার গলায় বলে, এটা বৈজ্ঞানিক মেথোডলজিতে সার্ভে করার কাজ। এর ভিত্তিতে গভর্মেণ্ট এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্যে প্রকল্প করবেন।

এস. ডি. ও. খুবই মুষড়ে পড়েন। এ হেন সার্ভে ও এ হেন প্রকল্প তাঁর চাকরি জীবনে বার সাতেক দেখেছেন।

অম্লেশ করুণাপরবশ হয়ে বলে, আপনার হল বাস্তব অভিজ্ঞতা। কিন্তু শুকুল হচ্ছে থিওরেটিক-অ্যাকাডেমিসিয়ান। তার রিপোর্ট অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। কেননা তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরি।

এ-হেন অঞ্চলের এস. ডি. ও. হলে সাধারণত স্বাভাবিক মানুষজনের সঙ্গেই দেখা মেলে। জোতদার—মহাজন—মস্তান—বরাম্ভোন পুরোহিত—বৈষ্ণব সদান্—গরিব আদিবাসী—খেতমজুর হরিজন—সংগ্রামী ঝাড়খণ্ডী—ঝানু ঠিকাদার। বাস্তব সত্যকে উড়িয়ে দিয়ে থিওরির ভিত্তিতে জাতীয় সমস্যা সমাধানকারী বিদ্যোদ্ধত প্রকল্প-তাত্ত্বিক দেখে এস. ডি. ও.র মজা লাগে। হোহো করে হেসে তিনি বলেন, লড়ে যান সার। আপনার রিপোর্টের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে এ রকম একটা গ্রামও যদি বের করতে পারেন, আমি খুব খুশি হব। বলে গেলাম, যখন যা দরকার হবে, জানাবেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, জানাব। রাজনীতিক অশান্তি আছে কি না, ইত্যাদি জানার জন্যে আপনার কাছেই যাব।

তবে কোথাও গ্রাম দেখতে গেলে আমি যেন খবর পাই।

কেন?

আপনার জানের জিম্মাদারি আমার ওপর। সঙ্গে গার্ড দেব।

পুলিস? ভারতীয় পুলিসে আমার ঘেন্না।—পেছনে জোর মদতের বলে বলীয়ান শ্রীমতী অমলেশ বলে, জানেন? ওরা হরিজনদের

মারে আর মহাজনকে মদত দেয়? ওরা মেয়েদের-বুড়োদের-বাচ্চাদেরও মারে।

কি আশ্চর্য! কিন্তু তবু আমি গার্ড দেব।

যদি না নিই?

আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে।

মিসেস অম্‌লেশ বলেন, সে তো ভালই। ব্রিটিশ লিগেসির কট্টর বুরোক্রাট হয়ে নতুন ভারত কি গড়তে পারবেন? চাকরি ছেড়ে দিয়ে হাতেকলমে চাষ করুন, লাঙল ধরুন।

এস. ডি. ও. মানে মানে বিদায় নেন। অম্‌লেশের বাড়িটি পছন্দ হয়। স-মিল দেখিয়ে অম্‌লেশ বলে, ওটা কি?

কাঠচেরাই-কারখানা। স-মিল।

এ পাশে?

হাসপাতাল।

আচ্ছা।

এস. ডি. ও. চলে যান হাকিমের কাছে। ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেন সব। বলেন, আমি কি করব?

গার্ড দেবেন সঙ্গে।

আর?

যা বলে তাই করবেন।

কাজকর্ম চুলোয় গেল।

এরা হল গে দিল্লীর পুষ্যি ছেলে সব। পিওর কাস্ট্‌-ভিলেজ চাই, কুষ্ঠরুগীর গ্রাম চাই। দিল্লীতে বসে চোট্টি-অঞ্চলের ওপর রিপোর্ট লিখল একজন, ফ্রান্স থেকে এল আরেকজন। সে যা লিখবে, তার ভিত্তিতে দিল্লী অঞ্চল-উন্নয়ন প্রকল্প করবে।

টাকা ঢালবে।

ম্যাজিস্ট্রেট হেসে বললেন, আসল ব্যাপারটা বুঝলেন না? সরকার মোটেই চান না উন্নতি বন্ধ থাকুক। কিন্তু সরকার নির্ভর করেন তাত্ত্বিকদের ওপর, এবং আধুনিক শিক্ষা তাত্ত্বিকদের ভুঁইছোড় করে

তৈরি করে। আর এ খুরানা কে তা জানি না। তবে দিল্লীর চোখে এ রক পাখির ডিম।

এস. ডি. ও.র মনে হয়, অঞ্চলটির আদিম সমস্যা সকল যথাযথ রেখে এই ল্যাটেরাইট মাটিতে রক পাখির ডিম নামিয়ে না দিলেও চলত। কিন্তু তিনি সে কথা বলেন না। ডালটনগঞ্জের বিশপ যখন বেঠবেগার বিষয়ে রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন, এস. ডি. ও. তাঁকে সাহায্য করেন। ১৯৭০ সালে, বিশপের রিপোর্টের ফলে রাজ্যসভা ও বিধানসভায় যে হইচই ওঠে, তার ফলে একটি স্টাডি টীম আসে ও পাঁচটি গ্রাম নিয়ে সমীক্ষা চালায়। এস. ডি. ও. তাতেও সাহায্য করেন। ফলে তিনি রাজ্যপ্রশাসনে বড়ই অপ্রিয়। এখন খুরানা বিষয়ে কথা বলে তিনি ঝামেলা বাড়ান না।

বস্তুত, খুরানা এখানে সম্পূর্ণ অজানতে অশান্ত জলে ঝড়ঝঞ্ঝা তোলে এবং চোট্টি মুণ্ডাকে পুনর্বার কিংবদন্তী হতে সাহায্য করে।

কারণ বাসমতী ওঁরাও।

বাসমতী ওঁরাও চোট্টি গ্রামের ধাওতাল ওঁরাওয়ের মেয়ে, ঢাই গ্রামের বিরজু ওঁরাওয়ের বউ। বাসমতী ও বিরজু, রাজবংশের হয়ে জঙ্গলে গাছ কাটে। বাসমতী রেজা, গুঁড়ি বয়ে আনে। তোহ্‌রির কাঠচেরাই কলে তারা দুজনেই আসে-যায়। বিরজু সেখানে কাঠ চেরাইয়ের কাজ শিখছে।

এমার্জেন্সীর পর রোমিওরা বোঝে, চাচা হাত থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু রোমিও পহলোয়ানকে বলে, লেবারের কাছে বাট্টা নেওয়া আমাদের হক। তাতে রাই কুড়িয়ে বেল হয়। আরেক কথা, চোট্টি গ্রামে হাঙ্গামার পর চোট্টির লোকগুলো ভেবেছে আমরা ওদের ভুলে গেছি।

ভুলিনি গুরু।

তারা তো রাজবংশ চাচার কাছে ভি লেবার খাটে।

কৈসে? ইটভাটি নেই?

সবই আছে। ভাগেজোখে কাজ করছে।

তবে সেখানে যাই।

যাও।

সেখানেই যায় পহলোয়ান, রাজবংশকে বলে, এখন যেমন দিন, তেমন নিয়ম। সকলের মজুরি থেকে টাকা টাকা বাট্টা নিব। আপনার কাছ থেকে সংগ্রহ করব। এ ব্যাটাদের গায়ের গন্ধে আমার গা গুলোয়।—মুখের কথা শেষ হতে পায় না তার। কাঠের গুঁতো খেয়ে সে পড়ে যায় মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে শোনে বিরক্ত নারীকণ্ঠ, কে তুই? অন্ধ না কি?

পহলোয়ান উঠে দাঁড়ায় ও এ কথার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে বোবা হয়ে যায় বক্তাকে দেখে। চেয়ে থাকে, চেয়েই থাকে। বাসমতী মাথায় বয়ে আনা গাছের কাটা টুকরোটি নামিয়ে ফিরে দাঁড়ায়। পহলোয়ান ওকে হয়তো প্রথম দেখল। বাসমতী ওকে ঠিকই চেনে এবং কি বলতে গিয়ে চুপ করে যায়। রাজবংশ শুকনো গলায় বলে, চলি যা বাসমতী।

দাঁড়া।—পহলোয়ান বলে।

রাজবংশ নিচু গলায় বলে, এ রকম করবেন না।

পহলোয়ান বলে, জবান্ সামাল পাঞ্জাবী 'কা বাচ্চা। আমার যা ইচ্ছে করব। তোর ক্ষমতা আছে, বন্ধ করবি?

বাসমতী ত্বরিতে চলে যায়, অদেখা হয়। পহলোয়ান বলে, বিকেলে এসে উঠিয়ে নিয়ে যাব তোর বাসমতীকে।—সে চলে যায়। পহলোয়ানের এহেন বিকার হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ বাসমতীর শরীরের অসংগত ও ব্যাখ্যাতীত যৌবন। রাজবংশ তখনি যায় যেখানে কাঠ বওয়া হচ্ছে। সেখানে দেখে চোট্টিকে। দেখে সে যেন ভরসা পায়। বলে, চোট্টি? তুমি?

হাঁ মহারাজ, তা দেখ বয়েস চার কুড়ি হতে আর পাঁচ সাল বাকি। এখুন আর রোজ কাম করতে পারি না। হরমুটো বিরজু হতে একটো কাঁড়া কিনবে, সি কথাটো বলতে এলম। তা ইরা বলে টুকে বস।

ভাল হল তুমি এলে।

কেন? কি হছে?

রাজবংশ সংক্ষেপে বলে। শুনে চোট্টি বলে, এখুনি বিটিগুলান্‌কে ছাড়ি দাও মহারাজ। উয়ারা ঘর চলি যাক।

বাসমতী বলে, উয়ার ডরে?

সাঁপরে যি ডরে না সি বুকাটো।

এখন বিরজুর খোঁজ পড়ে ও জানা যায়, বিরজু মাইল দুয়েক দূরে কাজ করছে। তার আসতে আসতে বিকেল। চোট্টি খুবই কম কথা বলে, ভাবে। তারপর বলে, মহারাজ! তুমার কারখানায় আজ থাকতে দিবে মোরে?

কেন দেব না চোট্টি?

কাল তুমার সাথ, উরাদের সেকটারির কাছ যাব। সি সেকটারিটো কে জান? যি দারোগাটারে বরা তাড়ে, যারে বাঁচাই, তার ভাই-বেটা। তুমার দাদা তখুন ছেলাটো। তুমি গেঁদাটো।

চল, তাই যাব। এদের জন্যে কাজকর্ম বন্ধ হবে।

মোরাদের বিটি ছেলারে বেইজ্জত করতে দিব নাই।

বাসমতীরা চলে যায় যে যার ঘরে। চোট্টি বলে, বাসমতী, তেমুন বুঝিস তো চলি আসিস কাঠগোলা। উ রোমিওটো তুরাদের টোলি চিনে। আর ধনুকটো আনিস বিরজুর।

বাসমতী এখন ভয় পেয়েছে। সে নিচুগলায় বলে, তুমার তরে ছাতু গুড় লিয়ে আসব আমি।

রাজবংশের কাঠগোলা দেখে জাগীর সিং। বেজায় রাগ তাদের এদের উপর। সে বলে, তিনটা মস্তানরে সাফ করে দিব আজ রাতে।

না। কাঠগোলা জ্বালাবে উরা।

বিকালে পহলোয়ান, রোমিও এবং দিলদার চলে আসে। জঙ্গল সুনসান। ওরা যায় বিরজুদের টোলিতে। বাসমতীকে মেলে না। তখন রোমিও বাসমতীর শাশুড়িকে মারতে থাকে। মেরে তাকে দিয়ে কথা বলিয়ে ছাড়ে। তারপর কাঠগোলায় যাবার আগে

তিনজন জীপে বসে বোতল খোলে। এদিকে বিরজুর দু ভাই ও মগধ ওঁরাও ছোটে কাঠগোলা অভিমুখে।

রাত হয়। জাগীর সিং ফিসফিস করে জানায়, এ হেন বদমাশদের শায়েস্তা করতে সে বডি ফেলে দেবে। পহ্‌লোয়ান যখন তখন এসে তার ক্যাশে থাবা মারে এবং সেদিন রোমিও তাকে একলা পেয়ে লাথি মেরেছিল।

চোট্টি বলে, হেথা কিছু নয়। মহারাজ মরবে।

ইধর কাহে? জঙ্গল মেঁ।

আমার কথা শুনে কাম করবা।

তুম কা তীর মারো গে?

সি দেখা যাবে।—চোট্টি এবার ফিসফিস করে নির্দেশ দেয় ও অপেক্ষা করতে থাকে। যথাসময়ে জীপ এসে দাঁড়ায়।

বাসমতী, এ বাসমতী!

দরজা ঠেলে ওরা। তিনজনই ঢোকে টলতে টলতে। দিলদার টর্চ ফেলে। বিরজু, জাগীর সিং ও অন্য পুরুষরা মুখে টর্চ পড়তে হাসে। তারপর ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। রোমিও গুলি ছোঁড়ে। জাগীর সিং ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় ও ক্ষিপ্র হাতে ওদের মুখে ন্যাকড়া গুঁজে দড়ি দিয়ে বাঁধতে থাকে। চোট্টি বলে, শুওরবাঁধা বাঁধবি।

বাঁধাছাঁদা হলে ওদের ফেলে রাখা হয় কোণে। একসময়ে সহসা শোনা যায় এখানে কি হচ্ছে?

অম্‌লেশ খুরানা এবং তার কেরলীয় সহকারী।

এ কি? এরা কারা?

খুবই অবিশ্বাস্য। তবু অম্‌লেশ চিনতে পারে রোমিওদের। বলে, আরে, এরা না যুবলীগের লীডার?

একজন বৃদ্ধ, শীর্ণকায়, অত্যন্ত আত্মস্থ মুণ্ডা বলে, হাঁ মহারাজ। তুমি কে? এখানে এলে কেন?

আমি সেন্ট্রাল গভর্মেন্টের রিসার্চ অফিসার। গোলমাল শুনে এলাম। এদের বেঁধে রেখেছ কেন?

চোট্টি সব কথাই বলে। অম্লেশ বলে, কি আশ্চর্য! যুবলীগ লীডারদের এই কাণ্ড।

হাঁ মহারাজ।

তুমি কে?

চোট্টি মুণ্ডা।

তোমার নাম···তোমার নাম···ডাক্তার বলছিল। তুমি তীর ছোঁড়ো, তাই না? শুনছিলাম।

হাঁ মহারাজ।

এদের কি করবে?

আমাদের আর ক্ষমতা কি? এ তো বন্দুক ফুটাল। লাগলে মরি যেতাম কেউ। তাতেই বাঁধছি। ইরাদের সেক্টারিরে দেখাব।

অত্যন্ত অন্যায়, যুবলীগ হয়ে···অম্লেশরা চলে যায়।

সকাল হয়। বাসমতী, বিরজু এদের বসিয়ে রেখে রাজবংশের জীপে রাজবংশ ও চোট্টি যায় ছ মাইল দূরে। যুবলীগের সেক্রেটারি ও দলের সেক্রেটারিকে সব বলে। যুবলীগের সেক্রেটারি চলে আসে কাঠগোলায়। কোথা থেকে খবর পেয়ে এস. ডি. ও. এবং দারোগা আসে। চোট্টি বলে বিটিদের বেইজ্জত করলে মারি ফেলি মোরা। আমি তো মরে আছি, মরতে ডরি না। তীর ছিল, তাতে তুমরা বুঝ, যি মারতে চাইলে মারতে পারতাম। মারি নাই, চাঢার উপর তুমরা হামলা উঠাবে বলি।

এ সময়ে অম্লেশ খুরানা মঞ্চে ঢোকে ও তার বিবৃতি দেয়। এস. ডি. ও. মনে মনে খুশি হন। যুবলীগের মুখ শুকায়। খুরানার পেছনে কে আছে, তা সে জানে। চোট্টি মৌকা বুঝে খুরানাকে বলে, মহারাজ, ইরা এখুন শোধ উঠাবে। তুমি শুনলম গোরমেনরে চিন। তা তুমি সাচাই কথাটো লিখি দাও কেন?

দরকার হলে দেব।

এস. ডি. ও. বলেন যুবলীগের সেক্রেটারিকে, আপনার যা করবার করুন। আমি একটা রিপোর্ট দিই।

সেক্রেটারি শুকনো গলায় বলে, ব্যাপারটা এখানে, এখনি মেটা দরকার।—সে আড়ালে এস. ডি. ও.কে বলে, খুরানা জেনেছে, বিগড়ে গেছে সব। ও কি জানাবে, তার বা কি রিঅ্যাকশন হবে, পহলোয়ান-দের বাঁচাতে গিয়ে আমি কি ফাঁসব না কি ?

এস. ডি. ও. বলেন, ওদের ছেড়ে দাও।

চোট্টি বলে, আগে তুমরা কথা দাও মহারাজ, ইয়ার কারণে কুনো হাঙ্গামা উঠাবে না ?

যুবলীগের সেক্রেটারি বলে, না। কোনো ভয় নেই।

অম্লেশ বলে, আমি ছাড়ব না কিন্তু। আমি এসেছি কি দরকার তার সার্ভে করতে। আমি তো দেখছি, যুবলীগের লীডারদের হাত থেকে আদিবাসী মেয়েদের ইজ্জত বাঁচানোই সব চেয়ে আগে দরকার। এটা আমি রিপোর্টে লিখব।—অম্লেশ সহসা প্রস্থান করে।

এস. ডি. ও. কপাল মুছে বলেন, খুরানাকে বারণ করবে কে ? যুবলীগও অত্যন্ত বিমর্ষ হয়। এবার চোট্টিরা বেরিয়ে যায়। জাগীর সিং মুচকি হেসে বসে থাকে।

যুবলীগ তিনজনের বাঁধন খোলে। জাগীর সিং বলে, এ হে হে, হাসপাতালের ভাঙ্গী ভেজে দিন সার। সব নোংরা হয়ে গেছে। হেগেমুতে দিয়েছে।

এরা তিনজন জীপে ওঠে। যুবলীগের সেক্রেটারি তিনজনকেই দেখে এবং মাথা নাড়ে অবিশ্বাসে। যুবলীগ আপিসে পৌঁছে তবে সে মুখ খোলে এবং বলে, এ রকম বিজ্ঞাপন দিয়ে খুরানাকে সামনে রেখে···খুরানা কে, তা জান ? ও রিপোর্ট দিলে কি হবে তা জান ?

পহলোয়ান বলে, সব বুঝেছি।

রোমিও শুধু বলে, আমিও দেখে নেব।

কাকে ?

সবাইকে।

যুবলীগের সেক্রেটারি বলে, যথেষ্ট হয়েছে। আর মুখ হাসিও না।—তার কথায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় না রোমিও। বলে, খুরানা কে? কি জানে সে? আর কিছু না করে সদরে কয়েকটা মামলা ঠুকে দিই যদি কুত্তাগুলোর নামে? ও বিলাইতী পণ্ডিত, আদালতে সাক্ষী দিতে হলে ভেগে যাবে।

দলের সেক্রেটারি নীরবে থাকেন না। তিনিও প্রয়োজনীয় ছোটাছুটি করতে থাকেন। ফলে রোমিওদের তিন মস্তানের ডাক পড়ে সদরে, এক সুসজ্জিত ছোট্ট বাংলোয়। সেখানে তিনজন কেরলীয় অফিসার টেবিলে বসে থাকে। ইজিচেয়ারে এলিয়ে থাকে অম্‌লেশ খুরানার কেরলীয় সেক্রেটারি। টেবিলে উপবিষ্ট জনৈক যুবক অফিসার বলে এ রিপোর্টটা সত্যি?—সে রিপোর্টটি পড়ে যায়। প্রতিবাদোদ্যত রোমিওকে থামিয়ে দিয়ে সে বলে, রিপোর্ট সত্যি?

আমি বলছি।—অফিসারটি মুখে হাসি ধরে রাখে। তারপর বলে, "ইয়াড"-এর নাম শুনেছ? ইন্‌ভেস্টটিগেট-অ্যাপ্রিহেন্‌ড-ডেস্‌ট্রয়? শুনেছ তো? গুড। খুরানা থাকাকালীন সময়ে ও অঞ্চলে কোনো হাঙ্গামা চাই না। হাঙ্গামা হলে "ইয়াড" নেমে যাবে।

বুঝেছি সার।

মনে থাকে যেন। যেতে পার।

অম্‌লেশের কেরলীয় সেক্রেটারি বলে, এদের মিসা করে দিলেই তো হয়? বাইরে রাখার দরকার কি?

অফিসারটি বলে, খুরানা কয়েকমাস থাকবে। আমি থাকব এখন। কোনো কারণেই, নোট্ ইট, কোনো কারণেই,—রুলারে ম্যাপ দেখিয়ে বলে, এখানে কোনো অশান্তি চাই না। তোমাদের মত লোক হচ্ছে জাতের ঘাড়ে বোঝা।

উল্লিখিত ঝাড়ের পর অন্যেরা বোঝে, "ইয়াড্" ঘাঁটানো নয়, কিন্তু পহলোয়ান বোঝে না, এবং কয়েকদিন বাদে খুরানার

সেক্রেটারিকে পথের ধারে স্টলে চা খেতে দেখে বলে, আরে! কিউ ন বাতায়া কা আপ ইয়াড্‌বালা হো? সেক্রেটারিটি হাসিমুখে উঠে আসে এবং পহলোয়ানের ঘাড়ের কোথায় যেন টিপে ধরে ব্যথায় অবশ করে তাকে জীপে তোলে। সদরে নেয় উক্ত বাংলোয়। তারপর দিন দুয়েক বাদে সদর হাসপাতালে নানাবিধ আন্তর ইনজুরির জন্মে চিকিৎসিত হয়ে এক চেতনালোকিত পহলোয়ান ছাড়া পায় ও শরীর সারাতে আল্‌মিনি ফ্যাকট্রির বাংলোয় অধিষ্ঠান হয়। এখন সে উক্ত প্রবাদের যাথার্থ্য বোঝে, গোখরো সাপের ন্যাজ দিয়ে কান চুলকানো ঠিক নয়।

ইত্যাকার কারণে এক ধরনের শান্তি বিরাজ করে অঞ্চলে। কিন্তু শান্তিটি তড়িৎগর্ভ। ভেতরে থাকে টেন্‌শন। কেউই কাউকে বিশ্বাস করে না যেন। হরবংশ ও রাজবংশের কাছে অপেক্ষাকৃত ভালো মজুরি পেতে থাকে চোট্টিরা ও ছগনরা। রোমিওরা আসে না বাট্টা নিতে। তীরথনাথ থাকে চুপচাপ। ছগনদের "সোহরাই" পরবে ছাতু-গুড়-দই খেতে খেতে ছগন বলে, খুব ভাল হয়ে আছে সব। আনোয়ারের জমিটোতে চারাগুলান লাগি গিছে। আমি এবার ভুট্টা পেলম জমিন্‌ হতে অনেক। চোট্টি যেয়ে পড়ছিল বলে পার্টির বাবুরা জব্দ হল। তাতে চুপ হয়ে আছে।

চোট্টি গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে দেখছিল উৎসব। সে বলল এত চুপ ভাল নয় রে।

কেন?

দেখ্‌ কি করে আবার।

ছগনের ভাগনে যুবক নতুন এসেছে এখানে। সে বলল, তিন বছরে দুই হামলা উঠাল। মোদের ঘর জ্বলল, চার আদমি মরল। আবার বাসমতীরে লয়ে যা হল!

আরো হবে।

আরো?

হাওয়ায় বুঝি।

উ কি ?

আরে সে গোরমেন্‌টো।

বউটো কাপড় পরছে আজ। প্যান পরে।

অম্‌লেশ, তার স্ত্রী এবং সেক্রেটারি। সঙ্গে স্টেশনমাস্টার। অম্‌লেশ বলে, এটা কি হচ্ছে ?

আমাদের পরব।—ছগন বলে। এদের চৌকি পেতে দেওয়া হয়, এরা বসে, অম্‌লেশ বলে, আশ্চর্য, আশ্চর্য! ওদিকে ট্রেন চলছে ইউরেনিয়াম আর মোনাজাইটে মাটি রিচ—একই সঙ্গে চলেছে, আদিবাসী পরব।

এটা আদিবাসী পরব নয়। সেক্রেটারি বলে।

তবে ?

অন্য তপশীলী জাত এরা।

কিন্তু কিছু মুণ্ডাকে দেখছি ?

নিমন্ত্রিত।

আশ্চর্য, আশ্চর্য! তপশীলী জাতরাই বা কেন আলাদা আলাদা থাকে না, কেন তাদের নিমন্ত্রণে আসে মুণ্ডারা! ভাবতে গেলেও কষ্ট হয়। ভারতবর্ষ, ইণ্ডিয়া বড় জটিল আমার পক্ষে।

বউ বলে, আমরা তো ১৯৭৬-এ বাইরে যাব ডার্লিং।

অ্যান্‌ড আই সী চোট্টি। চোট্টি!

মহারাজ ?

একটা মেলা চাই।

কি বললে মহারাজ ?

মেলা চাই।

মেলা কি অমুনি মিলে মহারাজ ?—চোট্টি হাসে।

কেরলীয় সেক্রেটারি এখন এ অঞ্চলের দেহাতী হিন্দিতে বলে, ইনি একটা মেলার সিনেমা তুলতে চান। তাতে তীর ছোঁড়ার খেলা থাকবে, মেয়েরা-ছেলেরা নাচবে, দেওরা ভূত তাড়াবে, সূর্যকে শুওর বলি দেবে।

চোট্টি বলে, এই কথা!

কি হল? সবটা বন্দোবস্ত করে দাও। পয়সা দেব।

মহারাজ! তুমরা কথা বল ছেলাটোকার মত। শুনছি শহরে সব মিলে। তা মহারাজ মোরা লেংটাকাঙাল, মোদের কি ক্ষমতা আছে বল, যি মাঘের ব্যের আর জ্যৈষ্ঠের পাকা আম আনি দিব? পয়সা দিয়ে তুমি উ আম গাছরে বল, অকালে ফল দে। দিবে?

একথা শুনে সেক্রেটারি হাসে। বলে, কি ভুল বললাম চোট্টি? নিশ্চয় যা বলেছি তা ভুল?

মহারাজ! দশেরার দিনে এই চোট্টিতে মেলা হবে। সি মেলা দেখার শোভা। তাতে কত গ্রামের কত মুণ্ডা আসবে, কত নাচ নাচবে, কত নাগারা বাজবে, তা বাদে তীর ছুঁড়তে আসবে সবে। সি এক মেলা। তা বাদে, তুমারদের দিওয়ালির দিনে, সবে যাব কুরমি পাহাড়ের মাথায়, সেথা ভূত তাড়াবে দেওরা-পহান, তা বাদে সূর্যদেবতারে ডাকি শুয়ার বান্ধি ফেলি দিবে হো—ই পাহাড়ের মাথা হতে। সি আরেক কাজ। তা তুমি বল, সকল বেবস্থা করি দাও, টাকা দিব। তা হয়?

সেক্রেটারি অম্‌লেশকে সব বলে এবং চোট্টিকে বলে, মেলার সময়ে ছবি তোলা যাবে তাহলে। তুমি কি এখনো তীর ছোঁড়?

পহান বলে, না, উনি বিচারক হয়।

অম্‌লেশ বলে, এখন আর পার না?

চোট্টির ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি হেসে যায়। সে বলে, কি জানি! কতকাল হাতে ধনুক উঠাই না।

একটু দেখাও না।

সকলেই চোট্টিকে ধরে। চোট্টি অবশেষে, অম্‌লেশের মাথা থেকে বেতের টুপি উড়িয়ে, গাছের ডাল থেকে ঝুলন্ত ফল মাটিতে ফেলে সকলকে তুষ্ট করে। অম্‌লেশ পকেট থেকে দশ টাকার নোট বের করে দেয় দুটো। বলে, সবাই মদ খাও, মজা কর।

ওরা চলে যায়। চোট্টি বলে, যা মদ লয়ে আয়। ই মানুষটো ছেলাটোকা যেমুন।

এ একটা দিন। আরো দিন আসে এবং যায়। তারপর একদিন ঢেঁড়া পড়ে। চোট্টি মেলার পরে পরেই। ঢেঁড়া শুনে সবাই চলে আসে স্টেশনে। দারোগা শুকনো ঠোঁট চেটে বলে, তোরাদের জানাই দিতে হুকুম।

কি হছে?—সনা উদ্বিগ্ন বোধ করে।

যা হছে বাপ সকল, ভাবলেও মাথাটো ঘুরি যেছে আমার। এমন হবে কথনো জানি নাই, ভাবি নাই।

কি হল?

দাঁড়া, লুটিশটো পড়ে দেই আগে।

দারোগা থুতু ফেলে ও বলে, একটু জল খাই আগে। গোরমেন যি রাজা বানাই দিল তুরাদের?

এখন সে পড়ে, ২৪শে অক্টোবর, ১৯৭৫ সাল যে অর্ডিনান্স জারি হয়, সেই অনুযায়ী ওই তারিখ থেকে বেঠ-বেগারী প্রথা বন্ধ, বেআইনী। সকল বেঠবেগার এখুন ছাড় পেলি, আর বেগার দিতে হবেক নাই। এখুন—কোনভাবে কারেও দিয়া বেঠবেগার দিতে, জোর করি বেগার দিতে পারবে না। তা বাদে আইনের হাজার কচকচি আছে, তা আর পড়লাম না। মোদ্দা কথা, মালিক মহাজনের যার যা পাট্টা ছিল, পুরানা করজ ছিল, তা ভি বেকল হয়ে গেল। কুনো ধার শুধতে হবে না, কুনো মালিকরে বেগার দিতে হবে না। পুরানা করজের দায়ে মহাজনের কাছে যদি ঘর জমি বান্ধা থাকে, মহাজন তা ফিরত দিবে।

মহারাজ!—চোট্টি হাত তোলে।

বল চোট্টি।

মালিক যদি বেগার লয়, ঘর-জমি ফিরত না দেয়, করজের লাগি হামলা করে, খাতকটো বেগারটো কি করবে?

আদালতে নালিশ করবে।

ইতে কি সাজা ?

তিন বছর জেহেল, আর জরিমানা।

চোট্টি হাসে, হাসতে থাকে।

হাস কেন, চোট্টি ?

মহারাজ। আইনটো করিছে, আইন তো করে, কিন্তুক আইনের মাঝে রাখি দেয় পাথর, তাতে আইন হুঁচট খায়। খাতকটো, বেগারটো, নালিশ করবে মালিকের নামে ? কুন জোরে মহারাজ ?

মাথা নাড়ে, মাথা নাড়ে চোট্টি। দারোগা চলে যায়। এখন ছগনরা, অন্য মুণ্ডারা ছুটে আসে কাছে। বলে, ই কথাটো কি বলি গেল দারোগা ? ই তো বুঝতে লারছি রে চোট্টি।

কে বুঝাবে মোদের ? আইনটো জারি করিছে মোরাদের ভালাই লাগি, কিন্তুক সিটো জানাই দেয় না কখুনো।

চল্ তোহ্‌রি যাই। উ গোরমেনটো সাচাই আছে। বুঝাই দিবে। কালই সেথা যাই চল্।

আগে চাচার কাছে যাই।

হরবংশ বিকেলের গাড়িতে কাগজটি পেয়েছে। সে চোট্টিকে বলে, খবরটি তো ভালোই চোট্টি, কিন্তু···

এত ভালাই যি বিশ্বাস যায় না।

যা বলেছ। শোন, সদরে তো হরদম যাচ্ছি আমি, জেনে আসব। নতুন অফিসার এসেছে একজন, জেনে আসব।

আগের জনা ভাল ছিল।

এও খারাপ নয়। এ বলেছে বা কলকাঠি নেড়েছে বলেই তো দারোগা এসে বলে গেল, নইলে এ দারোগা নড়ত ?

সি ভি জানি গিছে আইনটোতে কিছু হবার লয়। তাতেই হাসি তামাশা করি বলল, তুরা রাজা হই গেলি।

আইন তো খারাপ নয় চোট্টি, কিন্তু আইনে কাজ হয় না কিছু। কেন না আইন কখনো কাজে লাগানো হয় না।

সব জানি মহারাজ।

জেনে এসে বলব তোমায়। কাজে লাগানো হলে আমি খুব খুশি হতাম। এ কি একটা সভ্য দেশে চলে?

চলে মহারাজ। চিরকাল চলবে। কেন চলবে না তাই বল? আমারদের কে আছে? আমরা হক চাই যেমুন, এখুন তো পার্টির ছেলেরা মারি দিবে, আর পুলুস তারাদের কথায় চলবে।

হ্যাঁ।

হরবংশের মুখ কঠিন হয়ে যায়। তার এবং রাজবংশের অভিজ্ঞতাগুলি খুবই সাম্প্রতিক ও তিক্ত।

পরদিন চোট্টিরা ক জন তোহ্‌রি যায়। অম্‌লেশ বলে, এ তো অত্যন্ত পরিষ্কার কথা চোট্টি। বেঠবেগারি নেই। আগেকার কর্জ দিতে হবে না। এই প্রথম···দাঁড়াও, দাঁড়াও। শঙ্কর!

ইয়েস?

আহ্! আহ্! কি একটা সুযোগ!

কিসের?

কাগজে বেরিয়েছে বন্‌ডেড লেবার অ্যাক্‌ট?

হ্যাঁ।

এরা সেদিনও ছিল ক্রীতদাস। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি কয়েকজন মুক্ত মানুষকে। তুমি এদের বসাও। আমি মুভি তুলি। তুমি টেপরেকর্ডারে এদের রিঅ্যাকশন শোন, মানে তুলে নাও।

শঙ্কর বলে, ভাল বলেছ খুরানা। উই ক্যান সিনডিকেট ইট। মেরি, মেরি! এদের বসাও, চা দাও।

চোট্টি হাত তোলে। বলে, আগে বুঝাই দাও মহারাজ! যদি খাতকরে, মালিক জুলুম করি সুদ লয়, বেগার লয়, সি কি করবে? আইনে সি কথা আছে কুনো?

এস. ডি. ওর. আদালতে নালিশ করবে।

তারপর?

আইনমাফিক সাজা হবে।

চোট্টি চুপ করে রইল।

কি হল? চুপ করে গেলে?

কি বলব, বল?—চোট্টির কণ্ঠে থাকে যুগান্তের পর যুগান্তের বেদনার হাহাকার, এবং শঙ্কর টেপরেকর্ডার চালু করে। চোট্টি বলে, কি বলব, বল মহারাজ! কুন্ দিনে কত সাল আগে কে নিছিল পাঁচ সের ধান, দশ সের ভুট্টা, তিনটা টাকা। তার দাম, বাপ্‌রে! সোনা হতে বেশি। সি করজ শুধতে বংশের পর বংশ বেগার দেয়, পেট করজ শুধে না। সুদ দেয়, দিয়া চলে, আসল শুধে না। করজের উপর করজ লিতে হয় পেটে খেতে।

বল, বল!

নালিশ করি বিচার পাবে! কে নালিশ করবে? তুমি গোরমেন, তুমারে শুধাই, কে নালিশ করবে? মালিক-মহাজন জাহানে মারি দিলে থানা তার দোষ দেখে না। খাতক-বেগার এক কথা বললে তাহারে ধরে। মোর বাপটো উ লালার বাপের জুলুমে পাগলটো হই গলায় ফাঁস নিছিল। মোর ছেলা, উ হরমুটোরে ই লালা জমিনের জুলুমে জেহেল পাঠায়। লালার নামে কে নালিশ উঠাবে মহারাজ? খরা-আকাল লাগি থাকে। লালাটোর কাছ যেয়ে খাই-করজ লিতে হয়। আদালত! —চোট্টির গলা বেদনায় দীর্ঘ ও উচ্চ হয়, গ্রামে রহে মুণ্ডা—অছুত, সি জানে লিখাইপড়াই? যাতে আইন, হক বুঝি নিতে পারে? তার পিছনে-পাশে আছে কেউ? আদালতে লবে তারে? সিথা উকিল-মহুরি মুণ্ডা-ওঁরাও-অছুতের চামড়া ছুলে না?—ই আইন কে বানায়?

গভর্মেণ্ট।

কুথা রয় ই গোরমেন?

দিল্লীতে।

সি অনেক দূর, লয়?

হ্যাঁ।

বানায় আইন, ভাল করে, দূরে রয়। কিন্তুক জঙ্গলে বসি আদিবাসী অছুত মরে, তা জানে না।

না, তা ঠিক নয়···

জানতে চায় যেমুন, জানতে পারত।

চুপ কর।

চোট্টি চম্‌কে চুপ করে। এখন শঙ্কর রেকর্ডারটি চালায় ও চোট্টির গলা শোনা যায়। সবাই অবাক হয় ও হাসে, শোনে। অম্‌লেশ বলে, চমৎকার। এখন ওদের বক্তব্য শোন।

সকলের গলাই রেকর্ডেড হয় ও সবাই তা শোনে। শঙ্কর বলে, ফিল্‌ম আরেকদিন তোলা হবে।

সময়ে ক্যাসেটটি ভারতে ও বাইরে প্রচারিত হয়। তাতে চোট্টির কথাগুলি থাকে না এবং ছগনদের উল্লসিত বক্তব্য থাকে।

সমগ্র অভিজ্ঞতাটি চোট্টির মানুষগুলিকে খুবই অবাক করে, আনন্দও দেয়। ছগন বলে, কি দিনটো আজ, বল্ চোট্টি?

সনা বলে, চোট্টির মনে সুখ নাই।

ছগন বলে, উ তো বেঠবেগার নয়। মোদের পারা সুখ উয়ার হতে পারে? না কি, বল্ চোট্টি?

চোট্টি বলে, আম কেমুন, খেয়ে জানব।

তার মানে?

আইনটো মালিক-মহাজন মানি নিলে তো কথাই নাই। তা কি মানি নিবে? মোর মনে লয়, ই আইনটো হতে আগুন জ্বলবে।

সকলে যে যার ঘরে যায়, কিন্তু চোট্টির অভিজ্ঞতা তখনো ফুরোয় না। হরবংশ তাকে ডাকে পরদিন। বলে, চোট্টি, এখনো আদিবাসী অফিসার বা অন্যরা তেমন জানতে পারেনি কিছু। নতুন আইন তো। বলল, জানতে পারলেই জানাবার ব্যবস্থা করবে।···একটা কথা!

কি, মহারাজ?

চোট্টি, তুমি তো বেঠবেগার নও?

না মহারাজ।

তবে এ আইন নিয়ে এত ঘোরাঘুরি করছ কেন?

চোট্টি তৎক্ষণাৎ বলে, আমি নই মহারাজ, কিন্তুক সনা, বুধা, মিতুয়াটো বেঠবেগার। আরো মুণ্ডা, ছগনটো, উয়াদের কতজন! তাতেই ঘুরি মহারাজ। কারো ঘরে আগুন লাগে, নিবাও কেন? তুমার ঘরটো ভি জ্বলি যেতি পারে। আমি নই, কিন্তুক কতজনা আছে, হরমুর ছেলাটো ভি হতে পারে।

আইন ততদিনে দাঁড়িয়ে যাবে।

আইন তো আছেই মহারাজ? তাতে ভি মোতিয়া আর পহানরা মরছিল? কারু জেহেল—সাজা হল? হরমুটো কি করছিল যি জেহেলে গেল। না মহারাজ! দিকুর হাতে আইন কাজে চালাবার ক্ষমতা যতদিন, ততদিন দিকু দেখি যাবে দিকুর হকটো।

হরবংশের সহসা মনে হয় সেও চোট্টির চোখে "দিকু" এবং সম্ভবত চোট্টি তাকেও বিশ্বাস পায় না। তার অস্বস্তি হয়। তারপর বলে, যা বলছিলাম।

বল মহারাজ!

আমার এক বন্ধু, সে অবশ্য ভূঁইয়া,—সে কলেজে আমার সঙ্গে পড়েছে। এখন গোমো-ধানবাদে আদিবাসীদের ভালর জন্যে কি সব কাজটাজ করে, দাঁড়াও, "আদিবাসী মঙ্গলভারতী" না কি যেন। তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। বাবার বাড়িতে এসেছিল। সে একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

কেন?

জানি না। এ কথা কারুকে বোল না।

সি ভি লকশালী?

না না, তবে দিনকাল ভাল নয় এখন। এখানে উপদ্রব কম, এখানেই আসবে। এলে খবর দেব।

মহারাজ, সি হতে কুনো জুলুম তো উঠবে না? যারা বুরাই করে, তারা তো করেই। আদিবাসী-অছুতরে বুরাই করার হক সবাকার। যারা ভালাই করতে চায়, তারা ভি বুঝে না। তাতে পুলুস জুলুম উঠায়। ঘর জ্বলা, লাহাশ পড়া, আর ভাল লাগে না মহারাজ।

না না, আমিও সাবধানে চলাফেরা করি চোট্টি। আমার ওপরেও তো খুশি নয় কেউ।

হরবংশের কথায় মনে হয়, বন্ধুকে সে "হ্যাঁ" বলে ফেলেছে, কিন্তু এখন সে জন্য অনুতপ্ত।

হরবংশের বন্ধু যখন আসে, তখন দেখা যায় তার পরনে গেরুয়া পাজামা ও পাঞ্জাবি, কিন্তু অন্তর তেমন গৈরিক নয়। চোট্টির সঙ্গে কথা বলতে বলতে যায় সে নির্জনে ইটভাঁটির সুদূরতম প্রান্তে। তারপর বলে, তোমার সঙ্গে আলাপ ছিল না আমার, কিন্তু তোমার কথা আমি ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। ধানবাদে পুরাণ মুণ্ডা যখন মরে যায়, তখন আমিই তাকে দেখাশোনা করতাম।

পুরাণ? পুরাণ মরি গিছে?

তা পাঁচ বছর আগে।

কি হইছিল?

যক্ষ্মা।

পুরাণটো মরি গেল?

তার কাছে শুনেছি, আরো আরো শুনেছি। আনন্দ মাহাতো তোমার কাছ থেকে গিয়ে আমাকে সব বলেছিল।

তুমি তার লোক, মহারাজ?

না। সে কাগজ চালাত। আমার বন্ধু ছিল।

তুমি কি কর?

আমার নাম স্বরূপ। আমি···কি বলি!

লকশালী?

তাদের মত কিছু কিছু কাজ করি বটে, কিন্তু নকশাল নই। পুলিস অবশ্য আমাকে নকশালই বলে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধ্যমত আদিবাসীদের হক দেখার ও রাখার চেষ্টা করা। আমাদের লক্ষ্য, আদিবাসীদের জন্যে একটা আলাদা রাজ্য তৈরি করা।

মহারাজ, সপন দেখতেছ।

স্বপ্নও তো দেখতে হয় চোট্টি।

বীরসা দেখছিল। ভগবানটো হই গেল। সদরে তার আদ্‌রাটোর পায়ের কাছে বসি রতাম এক সময়ে। ছেলাটো জেহেলে ছিল। ভগবান হই গেল সি, আর তার মুণ্ডারা তেমুনি মরে।

স্বপ্নও দেখতে হয়।

দোষ নিও না মহারাজ। আদিবাসীদের রাজ্য দিবে, অছুতগুলান্ যাবে কুথা ? তারা ভি মোদের মরণে মরে।

তাদের আর তোমাদের সমস্যা কি এক ?

মুণ্ডা-গ্রাম আর ওঁরাও-গ্রাম আর হো-গ্রাম যেথা, সেথা তুমার কথা ঠিক। কিন্তুক সকল আদিবাসী তেমুন গ্রামে রয় না মহারাজ। মোদের চোট্টি গ্রামে অছুতে-আদিবাসীতে যেমুন বসত। কাজে-কামে, সুখ-দুখে মোরা এক। দেখ মহারাজ! আদিবাসী-অছুত ছাড়া কেও ঘর-মাটি ছাড়ি বারায় না, ভাসি যায় না। তুমারদের সি রাজটো সপন দেখ। তা সি রাজে কি দিকু নাই ?

না। দিকু নেই, মহাজন নেই, জোতদার নেই, পুলিস নেই। সেখানে কেউ জুলুম ওঠায় না।

মহারাজ! সি রাজটো তুমি বললে, আমি মনে দেখে নিলাম। দেখলাম সেথা অঢেল জমি।

হ্যাঁ চোট্টি।

তা উয়ারদেরও সি জমিন্ দিও। হাতে দিতে পারবে না, সপনে দিও। তাতে তো খরচ নাই।

মনে রাখলাম। কিন্তু এটা স্বপ্ন থাকবে না।

এক খুঁচি গমের লাগি মানুষরে যারা জনম জনম কিনি রাখি দেয়, তারা এক কাঠা জমি ছাড়বে মহারাজ ?

চোট্টির কথাগুলি লোকটিকে বিচলিত করে বারবার। কেন করে, তা চোট্টি বোঝে না। মুণ্ডা সে, ধৈর্য ও স্থিরতা তার রক্তে। লোকটি বলে, যাক, যে জন্যে তোমার সঙ্গে কথা বলতে এলাম!

বল মহারাজ!

বেঠবেগারী বন্ধের আইন হল। এখন, এ আইন চালানো দূরে থাকুক, আইন হয়েছে বলেই মালিক-মহাজন রুখে উঠবে।

আমি তো তাই বলতেছি সবারে।

তাদের মদত দেবে সরকার। যুবলীগের মস্তানরা মদত দেবে, গভর্মেণ্ট চোখ বুজে থাকবে।

সেও জানি।

তোমাদের এখানে, ভাল জঙ্গল হল চোট্টি থেকে কোমাণ্ডি। সেখানে আমাদের ঘাঁটি আছে। এখানে হাঙ্গামা হলে আমরা এসে লড়ব।

তারপর ?

দেখা যাবে।

লুকায়ে আছ কেন ?

সরকারের এক আইন, মিসা। মিসাতে সকলকে ধরছে। আমাদের হাসপাতাল, সেবাপ্রতিষ্ঠানও আছে। গোড়ায় ও-সব দিয়েই কাজ শুরু করি। তবু আমাদেরও ধরছে এখন।

ই কথা বলতে ডাকলা ?

চোট্টি! বাসমতী ওঁরাওয়ের ঘটনার পর চোট্টি গ্রামে হাঙ্গামা হবার সম্ভাবনা খানিকটা কম। বেঠবেগারী আইনকে চালু করার আন্দোলন এখান থেকেই শুরু করা যায়।

কারে নিয়া মহারাজ ?

তোমাদের নিয়ে।

মহারাজ! তোমার কথায় ধর সবে উঠাল বলোয়া। তারপর ? পার্টির বাবুরা মারবে, পুলুস বিটিদের লেংটা করবে, ঝপাঝপ জেহেলে নিবে, তখন ? তখন কে বাঁচাবে, কে উকিল দিবে, কে মালিকের জুলুম হতে ধর বাঁচাবে ?

তোমার কথা মিছে নয়। তবু···

তুমরা দিকু হয়ে মোরাদের কথা ভাব, সি তো ভাল কথা।

কিন্তুক মোদের লাগি কাম করতে চাহ তো মোরাদের মাঝে থাক। মোরাদের শিখাও। যাতে নিজেদের হকটো নিজেরা বুঝি।

এখানে সুযোগ ছিল চোট্টি!

আর মহারাজ! ভালাইটো হুসাদ-গঞ্জুর তরে ভি চিন্তা কর? আমি বোকা মুণ্ডাটো, বেঠবেগার না হয়ে ভি উরাদের কথা ভাবতেছি, বেঠবেগারদের, আর তুমরা তুমারদের সি রাজে সপনে ভি উরাদের টুনি জমি দিতে পার না?—চোট্টি হাসে।

ভেবে দেখছি।

তুমরা মদত দিবে, পুলুস ধরবে না?

পুলিস? "ইয়াড" লেগে গেছে।

সিটো কি মহারাজ?

আমাদের মত দলগুলোকে ধরার জন্যে বিশেষ পুলিস।

ই দেখ। দিকু ভাল হলে ভি দিমাক পাকে না। তুমার পিছনে পুলিসের বাপ, আর তুমি দিবে মোদের মদত?

ভয় করলে চলে?

বুকা বকরির মত মরেও লাভ নাই। দোষ নিও না।

এ ভাবেই কথা ও আলোচনা থাকে অমীমাংসিত। স্বরূপ চলে যায় সাইকেল চেপে। চোট্টি আরো বিষণ্ণ ও গম্ভীর হয়ে ফেরে। হরমু বলে, তোহ্‌রির সি পাগলা গোরমেনটা পাত্তা ভেজে দিছে। কাল তুমার সাথ কি বাতচিত করতে আসবে।

আর বাতচিত! দিকু জানে বটে কথা বলতে। বউ! তেলটো গরম করি দে, পা দুখাতেছে।

পরদিন সে যায় তোহ্‌রি। অমলেশ বলে, ম্যাজিস্ট্রেট আর এস. ডি. ও.—যা হোক, এরা সবাই কমিটি করবে।

করতে পারে—শঙ্কর সংশোধন করে দেয়।

করতে পারে। তপশীলী আর আদিবাসী থেকে তিনজন করে লোক নিয়ে একটা কমিটি হবার কথা। তাতে তুমি থাকবে।

কি হবে তাতে মহারাজ?

তোমরা দেখবে বেঠবেগারী আইন কাজে লাগানোতে কে বাধা দিচ্ছে, কে গোলমাল করছে।

মহারাজ! ই সকল কি কথা?

কেন?

ই কি তামাশা কর?

তামাশা করি? এ তুমি কি বলছ?

যদি সকল মালিক বেঠবেগার লয়, গোরমেন পুলুস দিয়া, পার্টির ছেলা দিয়া তারাদের মদত দিবে, তা তুমি জান না? সিদিন হেথা কাঠগোলায় যা হয়, তুমি না থাকলে মোরাদের লাশ চালান যেত। তাতেও বল, চোট্টি, তুমি দেখ, আইন যাতে চলে? ই কি তামাশা?

শঙ্কর বলে, ও ঠিক বলছে।

তা কি করে হয়? আমি রিপোর্ট দিয়েছি···

খুরানা, কোনো স্টেট স্বীকার করতেই চায় না বেঠবেগার আছে। আর আইন যা হয়েছে···মিটিঙে গেলেই বুঝবে।

রাজ্যপর্যায়ে উচ্চ ক্ষমতাধীন মিটিঙে অম্লেশ খুরানা ওর অজানা সব ব্যাপার আবিষ্কার করে। এ সব ওর জানাই ছিল না। দিল্লী ও বহির্বিশ্বে ওর যথেষ্ট খ্যাতি থাকতে পারে,—ভারতসরকার ওকে কোন প্রকল্প রচনার জন্য সার্ভে করতে পাঠাতে পারেন কোনো অঞ্চলে—কিন্তু রাজ্যপর্যায়ে এ সব ব্যাপারের কোনো গুরুত্ব নেই।

অম্লেশকেই প্রথম বলতে দেওয়া হয় এবং অম্লেশ প্রথমে বাজায় চোট্টির বক্তব্য সমেত টেপরেকর্ডারটি। শুনে উপস্থিত ক্ষমতাবানজনদের মধ্যে “ক” বলেন, কি খচ্চর রে বাবা! এদের রিলিফ দিতে বনডেড লেবার অ্যাক্ট? এদের জন্ম জন্ম বেঠবেগার রাখা উচিত। আমার অন্ধ্রপ্রদেশে তো কতই হল, তেলেঙ্গানা—গিরিজন—নকশাল—কিছু করতে পারল? আমার অন্ধ্রে সর্বদা উচ্চজাতির শাসন থাকবে, বেগার থাকবে।

অম্লেশ বলে, এ তো অত্যন্ত ভুল এবং অন্যায় অ্যাটিচুড আপনার। আপনার হাত দিয়ে আইন বলবৎ হবে।

কেন ?

পড়ে দেখুন।

দেখেছি। আপনি খুব ভাল লোক। স্কলার। আমিও ইকনমিকসে ফার্স্টক্লাস পেয়ে আই. এ. এস. হই। আমি জানি, স্কলারের মাথায় কি ভাবে চিন্তা আসে। কিন্তু আমি কেন আইন বলবৎ করব ? এই তো মন্ত্রী আছেন। ওঁকে বলুন। উনি তো রাজ্যসরকারের লোক।

মন্ত্রী বলেন, ডক্টর খুরানা, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খুব গোলমেলে জিনিস। এটা স্কলারদের ব্যাপার নয়।

অমলেশ জানতে পারে, যাঁর ওপর জেলার সর্বেসর্বাকে আইন বলবৎ করার হুকুম দেবার কথা, সেই মন্ত্রী, প্রশাসনিক কাজে বিদ্বান ব্যক্তির অনুপ্রবেশ চান না। জেলার যিনি সর্বেসর্বা, তিনি আদিবাসী বা তপশীলী বেঠবেগারদের মনে করেন, বিনাশযোগ্য পোকামাকড়। তার মনে হয়, এই সব অজ্ঞ, অন্ধ ও হিংস্র লোককে দিয়ে এ আইন বলবৎ করা যাবে না এবং সংবাদটি সে যথাস্থানে পৌছে দেবে যথাসময়ে।

মন্ত্রী বলেন, সব কিছু শান্ত হয়ে বিচার করতে হয় আগে। আমি তো এত জরুরী মিটিং ডাকার কোনো কারণই বুঝিনি। ডক্টর খুরানা আছেন বলেই মিটিং ডাকা ? অন্য কোনো রাজ্যে "ল"-টা ইমপ্লিমেণ্ট করছে কি ?

শঙ্কর এ সময়ে আঙুল তোলে ও শুকনো গলায় বলে, সব স্টেটে ডক্টর খুরানা নেই। স্টেটে বনডেড লেবার অ্যাক্ট ইমপ্লিমেণ্ট করার কারণ বেশি, কেন না অন্ধ্র-বিহার-উত্তরপ্রদেশে নিচু জাতের ওপর অত্যাচারও অনেক বেশি হয়। আপনার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের কাছে। এখানেও সশস্ত্র সংগ্রাম ঘটবার সম্ভাবনা বেশি।

মন্ত্রী হেসে ফেলেন ও বলেন, কে চায় ল কার্যকরী হোক ? কেউ চায় কি ? দেখুন না, ওআর্ডিং কত সুযোগ দিচ্ছে আমাকে—রাজ্য-সরকার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে, তেমন ক্ষমতা ও কাজের ভার দিতে

পারে, "মে কনফার", এই অর্ডিনান্সের সমস্ত ধারা কার্যকরী করার জন্তে যেমনটি দরকার। "দিতে পারে", "মে কনফার" কেন? "উইল কনফার" নয় কেন? আমি তো এই ওআর্ডিংে নিজেকে বাঁচাবার ফাঁক পাচ্ছি। এবার আপনি বলুন?

"ক" বলেন "খ"কে দেখিয়ে, মাননীয় মন্ত্রী আমাকে সুনির্দিষ্ট ভার দিন, আমিও ওঁকে সে ভার দেব।

অমলেশ বলে, অ্যাক্ট বা অর্ডিনান্সের ভাষা শুধরে দিলে আপনারা অ্যাক্ট কার্যকরী করবেন?

মন্ত্রী বললেন, না ডক্টর খুরানা। সেণ্টার বুঝে না কিছু। অ্যাক্ট পাস করে বসে থাকে। দেখুন, কি অচ্ছুত, কি আদিবাসী, এদের ভালাইয়ের জন্তে কোনো অ্যাক্ট করলে, সেণ্টার জানে, কখনো তা ইমপ্লিমেণ্ট করতে নেই। কেন করতে নেই? তাতে আগ জ্বলবে। অচ্ছুত আর আদিবাসী কি কোনো ফ্যাক্টর? আর জমিমালিক, মহাজন, জোতদার। এরা হল সরকারের খুঁটি। কে দেয় চুনাওয়ের টাকা? কে ভোট কণ্ট্রোল করে?

আমার কাছে সব ডিটেইল্‌স্ আছে। এই ল্যাণ্ডেড রিচ আর মহাজন, এরা সরকারকে দশ হাজার টাকা দিলে, ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে, সুযোগসুবিধে নিয়ে দশ লাখ টাকা উঠিয়ে নেয়।

ডক্টর সাব! ইয়ে তো হোতাই হ্যায়। ভারত স্বাধীন হওয়া থেকে এই চলে আসছে। নেতারা কি তা জানতেন না? না বিজয়া মোদী তা জানেন না? দেখুন না খেতমজুরদের মিনিমাম ওয়েজ অ্যাক্ট। ভারতের কোনো রাজ্যে স্টেট লেবার ডিপার্টমেণ্ট তা কাজে লাগায় নি। শুধু কি সরকার? যারা লাল ঝাণ্ডা উঁচিয়ে কৃষক আন্দোলন করে, তারাও মিনিমাম ওয়েজ নিয়ে একটা কথাও বলেনি। তারা কম্যুনিস হলেও ট্রু ইন্ডিয়ান, আর এ কথা জানে, মিনিমাম ওয়েজ দিলে বড় বড় চাষীরা খেপে যাবে। আর ধনী চাষীকে চটালে কৃষক আন্দোলন হয় না।

এ যে অ্যাট্রোশাস কথাবার্তা!

শান্ত হোন ডক্টর খুরানা। যারা গরিবের ভালাইয়ের অ্যাক্ট ইম্‌প্লিমেন্ট করার ওপর জোর দেয় না, তারা কাংগ্রেসী হোক, চাই কম্‌নিস, তারা গরিব অছুত ঔর আদিবাসীকে আপনার মত পণ্ডিতের চেয়ে বেশি ভালবাসে। তারা জানে, অ্যাক্‌ট ইম্‌প্লিমেণ্ট করলে মালিক-মহাজনের হাতে ওই বেচারী গরিবলোক মারা পড়বে।

আপনারা ভারতকে মধ্যযুগে রেখে দেবেন?

আরে, কেউ অছুত-আদিবাসীর জন্যে কিছু করে না কেন? তাদের ভালবাসে বলে। তবুও তো, মিঃ শঙ্কর যা বললেন, বিহারে-অন্ধ্রে-উত্তরপ্রদেশে হরিজনের ওপর নির্যাতন ঘটে যায়। বি প্র্যাকটিকাল।

তাহলে আপনারা এ অ্যাক্‌ট ইম্‌প্লিমেণ্ট করবেন না?

আইডিয়ালিজ্‌ম চাই না ডক্টর খুরানা, রিয়ালিজ্‌ম চাই। আমি বিহারের অছুত-আদিবাসীকে প্রাণাধিক ভালবাসি। কিন্তু আমি রিয়ালিস্ট। এখন এমার্জেন্সি চলছে। পুলিসের হাতে প্রচুর ক্ষমতা, যুবলীগের হাতে বন্দুক, প্রেসের মুখও বন্ধ। এখন ল ইম্‌প্লিমেণ্ট করতে গিয়ে কি আমি আমার বিহারের অছুত-আদিবাসীকে বাঘের মুখে ফেলে দেব? সে কেমন করে হয়?

বুল্‌শিট!—বলে অম্‌লেশ বেরিয়ে আসে। বলে, শঙ্কর, আমি রিপোর্ট দেব, এদের প্রত্যেকের সাইকোলজিকাল চিকিৎসা দরকার। খুব ইনটারেস্টিং বুঝলে? এদের সাইকোসিসে মধ্যযুগ আর ফিউডাল আইডিয়া ঢুকে আছে। এরা হল স্টেট্‌সের নিগ্রো-হেটারদের মত।

হ্যাঁ, রিপোর্ট দিও।

শঙ্কর, ওরা যা বলল, তা কি ঠিক?

কিছু কিছু কথা ঠিক।

তপশীলী আর আদিবাসীদের উন্নতির বা ভালোর জন্যে তৈরি কোনো অ্যাক্‌টই ইমপ্লিমেণ্টেড হয় না কেন?

শুনলে তো।

ওদের কথায় কোন উত্তর পাইনি।

বলতে পার।

অ্যাক্‌ট কার্যকরী হবে না জেনেও এমার্জেন্সির সময়ে পি. এম. এ অ্যাক্‌ট করলেন কেন?

করবেন না কেন?

কেন করবেন?

নাইস অ্যাক্‌ট। শুনতে ভালো। ভারতের বাইরে ওঁর সম্মান বেড়ে গেল। এখন উনি যে গরিবের লিবারেটর, তা বোঝা যাবে।

ঠাট্টা করছ?

মোটেই নয়। হাজার হলেও, ল করবার পেছনকার উদ্দেশ্য তো ভালো। সেটা অস্বীকার করা যায় না।

অ্যাক্‌টের "মে" গুলোকে "উইল" করে দেওয়া যায় না?

দেখ, একটা অ্যাক্‌ট যখন তৈরি হয়, তার ভাষা বিষয়ে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হয়।

চোট্টি মুণ্ডাকে কমিটিতে নিলে ভাল হত।

না। কোনো ব্লাডি যুবলীগ ওকে মেরে ফেলত। তা ছাড়া, চোট্টি লোকটা হল ডিসিডেন্ট।

আরে সে জন্যেই তো! ডিসিডেন্ট লোককে খানিক ক্ষমতা দাও, খানিক গুরুত্ব দাও, তারা ঠাণ্ডা মেরে যায়।

চোট্টি সে টাইপের লোক নয়।

না। সাচ্চা মানুষ।

হ্যাঁ। তবে ওই সাচ্চা মানুষই দশটা উজবক মন্ত্রীর চেয়ে ডেঞ্জারাস হতে পারে দেশের নিরাপত্তার ব্যাপারে।

কেন?

ওরাই ভায়োলেন্‌স করে।

শঙ্কর. আমরা কি ওকে মেরে ফেলব?

না না। ওর বেঁচে থাকা দরকার। ও থাকলে কোন না কোন সময়ে আমরা অন্যান্য ভায়োলেন্‌স-ব্রীডারদের ধরতে পারব।

তাদের কি করব?

মেরে ফেলব।

চোট্টিকে ?

তখন দেখা যাবে। শোন, তুমি তোমার থিওরি এবং সার্ভে এইসব নিয়ে থাকো। অ্যাকশান—অপারেশান লেভেলে তোমার মত লোক বাধাই সৃষ্টি করে।

অম্‌লেশ শিশুর সারল্যে বলে, কিন্তু আমি অ্যাকশান-অপারেশান দেখতে ভালবাসি। ভায়োলেন্‌স এত নেসেসারি।

যখন বন্দুকের বাঁট আমার হাতে, তখন নেসেসারি। নট দি আদার ওয়ে রাউণ্ড।

শঙ্কর, তুমি কতজনকে মেরেছ ?

আঃ! ছোট ছেলেরা এত প্রশ্ন করে না। ঘরে চলো, পিল খাও, ঘুমোও। কাল রিপোর্ট পাঠাবে।

কি জানো ? প্রেসের মুখ বন্ধ করাটা ঠিক হয়নি। কোনো খবরই জানা যায় না। ব্যাপারটা কেমন যেন উদ্ভট।

গো অ্যান্‌ড টেল হার।

আচ্ছা, চুপ করছি। কিন্তু তোমার কি তা মনে হয় না ?

বড্ড বকবক করছ।

অম্‌লেশ চুপ করে। শঙ্কর বলে, চোট্টিকে ছেড়ো না। ধরে থাকো। একেকটা লোককে দেখলেই চেনা যায়। এখানে যাই ঘটুক, চোট্টি সাম্ হাউ তার মধ্যে থাকছে। এটা ঘটনা।

তাতে কি প্রমাণ হয় ?

হয় ও বেজায় চালাক, নয় ওর কপালই এ রকম।

আই লাইক হিম।

মি টু। আমারও ভাল লাগে ওকে।

আমরা যুবলীগের বিরোধিতা করছি কেন ?

না করলে চোট্টিরা আমাদের বিশ্বাস করবে কেন ? আর, যুবলীগের এ ছেলেগুলো স্কাউন্‌ড্রেল সব। ওদের শিক্ষা হওয়াই দরকার। ওরা শুধু ঝামেলা বাড়ায়।

ওরা তোহ্‌রি পৌঁছে যায়।

ষোল

অমলেশরা যেমন মিটিং করে, চোট্টিরাও তেমনি মিটিং করে। বেঠ-বেগারী এখন বেআইনী, এ উত্তেজনা ক্রমে প্রশমিত হয়েছে। তবে এখনো সকলেই খুব বিভ্রান্ত। আনন্দিত হওয়া উচিত, আনন্দিত হওয়া যাচ্ছে না। বেঠবেগার ওরা তীরথনাথের কাছে। তীরথনাথের দিক থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। ছগন চোট্টিকে বলল, নয় তোদের পহানের ঘরের ছামুতে বসি গিয়া চল্?

চল্।

ই যি কি এক অবস্থা হছে মোয়াদের! ব্যথা আছে, বিয়ান নাই, পোয়াতির যেমুন হাল নয়, তেমুন বা!

বুঝছি।

তুই কি বুঝবি চোট্টি? বেঠবেগার ছিলি না?

বুঝি নাই।

তুমি শালো বড় চালাক হে।

খু—ব। দেখিস না, দালানকোঠা উঠায়েছি? ছগন! মোর আর বাঁচতে মন লেয় না রে!

কেন?

ই আইনের পাছে পাছে কুন বা জুলুম আসে। আমি আর দেখতে লারি ছগন, আমার মনটো দুখায়।

চোট্টি, তোর-আমার মুখে ই কথা সাজে না।

চল্ কুথা যাবি, যেছি আমি।

ই কি দেখি চোট্টি? শত্তের রশি ইটো? বাহা রে বাহার! লাল সুতায় বাঁধি দিছে, দেখতে শোভা কত।

হরমুর মায়ের কাম। এখুন পাকশাকের কাম বউ করে, নাতবউ! তা সি তো বসি থাকতে লারে। হেই আকড়ি আনতেছে, হেই উঠান ঝাঁটায়। আর কি করে তু তো জানিস।

খুব জানি।

চোট্টির বউ কয়েক মাস আগে হঠাৎ এতোয়ার বাড়ি গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে সে রীতিমত ঝগড়া করে এতোয়া ও তার বউয়ের সঙ্গে। নয় কোয়েল মরে গেছে আজ। এতোয়ার বাপ নেই? নয় জ্যেঠা কি নেই? নয় এতোয়ার মা মুংরি মরে গেছে, জ্যেঠি কি নেই? এতোয়ার মেয়েটি যে সাত বছরের হল। তাকে নিয়ে মাঝে মধ্যে চোট্টি যেতে হয় না? এতোয়া যেমন, তার বউও তেমন।— এসব বলে বকে ঝকে চোটির বউ এতোয়ার মেয়েটিকে নিয়ে চলে আসে। মেয়েটি খুব চঞ্চল, মনভোলানো। এ বাড়িতে সকলের আদরে ওর দিন ভালই কাটে। কিন্তু সেই মেয়ের পেট ব্যথা করে বেঁকে গিয়েছিল। চোট্টির বউ তাকে হাসপাতালে নেয়। ডাক্তার কি ওষুধ দেয়, তাতে মেয়ের পেট থেকে বড় একটা ক্রিমি পড়ে।

চোট্টির বউ পরদিনই হাসপাতালে নিয়ে হাজির করে সনার বোনের নাতনিকে। তার পেট থেকেও কি আশ্চর্য, একটি না দুটি ক্রিমি পড়ে। ক্রমে হাসপাতালে গভীর বিশ্বাস হয় চোট্টির বউয়ের। এই বুড়ো বয়সে। এখন ও হাসপাতালে ছেলেপিলে নিয়ে যাবার টিকিট করাবার, ডাক্তার দেখাবার, ওষুধ নেবার একজন উৎসাহী পাণ্ডা বিশেষ। ছগনদের, চোট্টিদের, ওঁরাওদের, কারো বাড়িতে কোনো অসুখ হলে তারা চলে আসে এখন চোট্টির বউয়ের কাছে। চোট্টির বউ তৎক্ষণাৎ তাকে নিয়ে হাসপাতালে যায়।

চোট্টি বলে, ভাল কাজ হছে রে।

কেন? তুমি ভাল কাজ কর, আমি ভি করছি?

বেড়ায়েও আসিস।

হাঁ গো, বেশ লাগে। গেলাম—এলাম, হাসপাতালে ভি কত রকম মানুষ আসে, দুটা বাতচিত হল। তা বাদে ফিরতি পথে টিশনে বসলাম, চা খেলাম একটু, বেশ লাগে গো।

চা খাস তু?

উরা খাওয়ায়?

কারা ?

যাদের লয়ে যাই ?

তু কাম ভি করতেছিস, দাম ভি নিতেছিস।

নিশ্চয়। চা খাব, বিড়ি খাব, টেন আসে তা দেখব, বেশ লাগে।

রোজ কিছু হাসপাতালে যাওয়া-আসা নেই। তাই বাদ বাকি সময়টা চোট্টির বউ কাঠ কুড়োয়। কাঁথা সেলাই করে, মুরগি ও ছাগলের দেখাশোনা করে, উঠোনে লঙ্কা বেগুন আজ্জায়। খড় পাকিয়ে দড়ি বানায়। কাঠের আড়া তৈরি করে দড়ি বেঁধে বসার চৌকি তৈরি করে। বসে থাকে না।

ছগন ও চোট্টিরা পহানের বাড়িতেই বসল। চোট্টি বলল, আজ মোরাদের বলবার একটোই কথা হে। বেঠবেগার। আইনটো হছে ই সবে জান। আমি বা মোর ছেলা-নাতি বেঠবেগার নয়, তা ভি জান। তবু ভি আমারে আসতে হল, কেন কি আমি ভয় খেয়ে যেছি।

কিসে ?

বাসমতী ওঁরাওরে নিয়া যা হছে, তখুন উ গোরমেনটোর সামনে সকল হয়। উ গোরমেনের দাপ-মান্য খুব। তাতেই কুনো জুলুম উঠায় নাই লীগের ছেলারা। নইলে উরাদের আজ ক্ষমতা যত, দাপট তত, আর হাতে ভি বন্দুক। আগের মেম্বারটোরে মারি দিছে। আনন্দ মাহাতোরে মারি দিছে। চোট্টি গ্রামে কি করছে, কেউ ভুলি নাই।

তাতে ?

কে বললে কথাটো ? অ, উপা! তু কি বলিস্ ?

উপা বলল, পুরানা কথা বল কেন ?

পুরানা কথার ভিতর নূতন কথার বীজ বুনা থাকে।

এখুন আইন হছে, হয় নাই ?

হছে।

তাহলে বেগার দিব কেন ? তুমি তো দিতে বলবা।

ই তু ঠিক বলিস না। চোট্টি কখুনো কায়েও হুকুম দেয় না।

হেই উপা!—উপার বাপ দুখি মুণ্ডা গর্জে উঠল, মোরা সি কথা বলে যখুন, তখুন বাত উঠাই না, তু সিদিনের ছেলা!

চোট্টি বলল, দুখা রে! ই পঞ্চায়েত না হলেও পঞ্চায়েত, সবে সকল কথা বলবে নিশ্চয়। বল উপা!

দোষ হছে মোর। তুমি বল!

এখুন বলি তবে! মোতিয়া আর পহান-পহানী, রেল কুলিটো মরছিল, তখুন আদিবাসী অফসরটো, পুলুসের বড় সাহেবটো, আমারদের কথা কিছু ভাবছিল। তাতেই ফিন জুলুম উঠায় নাই উয়ারা। নয়তো বাঢ়, ধুতরা, সরাবি গ্রামে এমুন জুলুম হছে, ঘর জ্বলছে, লাহাশ পড়ছে, বিটিদের—বলতে জিভে কুলুপ লাগে, বিটিদের পোয়াতি করছে, আর পুলুস দাঁড়ায়ে মজা দেখছে। কুনো বিচার হয় নাই। পুড়াঝুড়া ঘর বান্‌তে না বান্‌তে, আবার আসছে তারা! হাঁ। মহাজনের হয়া! পার্টির ছেলারা! আবার জুলুম উঠাছে!

বল্ বল্ চোট্টি!

চোট্টিতে যা হয়, তখুন মোরা গেলাম। অফসর, পুলুস, মোরাদের দুখ বুঝল, তাতেই ফিন্ জুলুম উঠে নাই আর কুলিটোর লাগি রেলের ইউনাইন ভি মদত দিছিল। বাসমতীর বেলা গোরমেনটো আসি দাঁড়াল। তাতেই আর জুলুম উঠায় নাই। কিন্তুক, উপা! আর ছেলা-যুবারা ভাবি দেখ., যারা এমুন জুলুম করল, তারাদের কি জেহেল হল, না জরিমানা?

কিছু হয় নাই।

জুলুমের পর জুলুম উঠায়ে, গরিবের লাহাশ ফেলি যারাদের সাজা হয় না, তারা যখুন চোট্টি গ্রামের মানুষের উপর কুনো দাপে—কারো মাস্তে মোরাদের পর জুলুম উঠাতে নারে, তখুন তারা ভুলি যায় না, মনে রাগ জমা করি রাখে। সি 'রাগও লালার সুদের মত শতকিয়া হারে বাড়ে। এখুন তোহরিতে উ গোরমেনটো থাকিবার কালে চুপ করি রবে।

তা বাদে ?

জুলুম উঠাবে।

হাঁ, তা উঠাবে।

এখুন কি করি তা বল্।

দুটা কাম করিবার পারি।

কি কি ?

চোট্টি এখন নির্মল হাসে ও বলে, একটো কাম ই রকম। "বেগার দিব না" বললে উরা আসি লাহাশ কেলাবে, ঘর জ্বালি দিবে। এখুন কালা কানুন চলতাছে, তাতে পুলুসের সুবিধা বেশি। পুলুস কিছু করবে না আর উরাদের মদত দিবে। বিচার চাহি যেমুন, মোরাদের আদালত যেতে হবে। আমি জনে জনে শুধায়ে জানছি, আর তোহ্‌রির গোরমেনটোরে বলি আসছি, ই আইনের মাঝে চোরা গলি। মোরাদের লয়ে তামাশা করছে গোরমেন। শুধালাম, কুনো মালিক যদি তখুন ভি বেঠবেগার চাহে, মোরা কি করব ? কুন্ পথে যাব ? আইনটো কি বলতাছে ? গোরমেনটো বলে, কেন ? আদালতে চলি যাবে ? বুঝ তুমরা ! আদা—লতে যাবে মুণ্ডা, ওঁরাও, দুসাদ, গঞ্জু—মহাজন পেটকরজ না দিলে যারাদের দিন চলে না, সি যাবে মালিক মহাজনের নামে নালিশ উঠাতে। তাই, সকল সালের মত বেগার দে তুরা। তাহাতে মালিক মস্তানদের নালিশ সালিশ করে না, তারাও জুলুম উঠায় না।

ছগন বলে, তাতে কি বাঁচি যাব মোরা ? বাড়, ধুতরা, সরাহিতে কি "বেঠবেগার আইন মানি না" বলছিল কেউ ? সেথা জুলুম হল কেন ?

ছগন ! সকল জানিশুনি এমুন কথা বলিস ! হল কেন ? হয় কেন ? হয়, সকল বছর হয়। চিরকাল হয়। সেথা বেঠবেগার, আর খেতমজুরের উপর মহাজনের জুলুমের কথাটো থাকে, বানিয়া রাজপুত—বরাম্ভনের জুলুমের কথাটো থাকে তুরাদের উপর, পুলুসে মহাজনে এক টুপি, সি কথাটো থাকে, গোরমেনের দলের

দিকু মহাজনরে মদত দিবার কথাটো থাকে, সকল কথা একসাথ হলি আগুনটো জ্বলে। ই সি কথাগুলার যত বললাম, ইয়ার কুনটা নাই তাই বল্? ই সকল আছে, তাতেই বাড়ে আর ধুতরায় আর সয়াছিতে আগুন জ্বলল?

চোট্টি! আমি তোর পারা অত কথা বুঝি না। তু বলিস একটো কথা, জুলুমের ভয়ে মোরা বেঠবেগার দিয়া চলতে পারি। এ ভি বললি, বেঠবেগার দিয়া চললে, ছোট জাত হছি বলে উঁচা জাতরে মান্য দিয়া চললে ভি জুলুম উঠে। কেন কি, মহাজনে-পুলুসে-পার্টিতে এক টুপি।

ভুল বলছি না সাচাই?

সাচাই!

আর কামটো কি রকম? চোট্টি, আমি অত বুঝি না। তু বল্, ছগন, জাতপাঁতের মানুষ লয়ে ই কামটো কর্, আমি করব।

না ছগন। আমি বেঠবেগারটো নয়, তাই বেঠবেগার কি করবে তা মোর বলা সাজে না। আমি বলতে পারি, ই একটো পথ। তুরা ভাবি দেথ। তুরা নিজে ভাবি কাম কর্।

আর কামটো কি, শুনি?

সিটো ই রকম। টু'নি জল খাব গো পহানী, পিয়াস লাগছে বড়।

পহান বলে, সবে জল খাও। কথা অনেক।

পহানী আনে পিতলের পরাতে ভিজে ছোলা, ভুরা গুড়, মাটির কলসিতে জল, অ্যালুমিনিয়ামের গেলাস। সবাই ছোলা ও গুড় চিবোয়, গেলাস উঁচু করে জল খায়। চোট্টি বলে, কুয়ার জল এমুন মিঠা? না কি ই আমার বুক-খুঁড়া জল গো পহানী?

ধরি ফেলছ তুমি! চোট্টি নদীর গাহাড়ার জল বটে।

উ গাহাড়া-খুদা বুদ্ধি হছিল তখুন। লয় তো জলের ছুস ধরি লাজা মোরাদের মায়ত নিশ্চয়। হা দেখ, এখুন সবে হাজির আছ, বলি। আকাশের গতিক খুব খারাপ। ক সাল মাফি দিছে, ই সনে

বুঝি খরা আসে। নদীর বুকটো ভাল মত খুঁড়ি রাখা ভাল, মনে লাগে ই রকম। ছগন বলে, চোট্টি তু মরিস না রে, তু মরলে মোরা ভাসি যাব। যা সবে জানি, তা ভি মনে আসে না।

মিঠা কথায় ছগন মোরে কেমুন ভুলায় দেখ্‌ সবে! যেথা চোট্টি মুণ্ডা নাই, সেথা সবে ভাসি যেতেছে, জল-আকাশের গতিক বুঝতেছে না।

আর কথাটো বল?

বলি উপা। সি কামটো বড় সিধা।

কি?

বেঠবেগার কেও দিবে না।

দিবে না! তুমি বল, না দিলে কত জুলুম?

নিশ্চয় জুলুম। তাতে ভুল নাই। তবু, মোর মাথে খচড়াইটো ঘুরতেছে। দারোগা আসি বলি গিছে, বেঠবেগার বেআইন। বাস! কেউ দিল না বেঠবেগার? এখুন তো চাচার হোথা হোক, কাঠকাটাই কাম হোক, কিছু কাম মিলতেছে? সি সকল কাম করলাম? চিরঞ্জীলাল গোমো হতে আসতেছে। কুরমি পাহাড়ে পাথর চোটাই মোরাং বানাই কাম করাবে। সেথা ভি যাব?

বল বল হে তুমি, ই কথাটো ভাল লাগতেছে।

লালা শুধালে বললা তুমরা, সি কি? দারোগাটো বলি গিছে, বেঠবেগারটো এখুন বেআইন। তাতেই করব না।

সে জুলুম উঠালে?

বলতেছি সি কথা। দেখ্‌ মোরাদের বলিবার কথা ইটো, আইন তো মোরা কখুনো জানি পারি না। চাচারা দু ভাই ভাল বেবহার রাখে, মজুরি দেয়, আর উ যা দিছে, অন্যরাও তা দিছে। কিন্তুক সি মজুরিও মোদের ঠকায়ে দেয়। গোরমেনের আইনে দেয় না। সি আইনটো জানি না। কিন্তুক ই কথাটা ভাল মত জানি, যি বেঠবেগার নয়, আমার মত খেতমজুর তাদের লাগি গোরমেনের আইন আছে। তাতে মোরে দিবার কথা দিনে ছ সের ধান আর পৌনে সের ছাতু,

নয় সোয়া দু সের চাল আর পৌনে সের ছাতু। সকল মেয়েমরদরে। আর ছেলাটোকাদের দিবার কথা সাড়ে চার সের ধান আর পৌনে সের ছাতু, নয় পৌনে দু সের চাল আর পৌনে সের ছাতু। যে মালিক তা দিবে না, সে দাম কষি টাকা দিবে। এখুন বল, ই আইন যি হছে, তা সব জানে। কিন্তুক কুনোদিন মোরাদের জানায় নাই। আর কুনো মালিক মহাজন সি মতে মজুরিও দেয় নাই।

ই আইনটো কবে হছে?

ছগনের কোল-নাতির বয়স। দু বছর।

কিছু জানি না।

জানাতে চায় নাই, জানি নাই।

কিছু জানি নাই। যখন যা দিছে লালা, এমুন ভাব দেখায়ে দিছে, যেন কত দয়া করি দিল।

মোরা লিখাইপড়াই জানি না যি! হরমুটো যখন জেহেলে যায়, কত মুণ্ডা, ওঁরাও, দুসাদ-ধোবিরে দেখছে জেহেলে, ওরে শুধাও। তারা জমিনের মামলায় জেহেলে, কিন্তুক কি তারাদের দোষ তা জানে না। দু জন ছিল খেতমজুর, তারা যাহার খেতী কাম করত, সি মালিক খেতী জমিন বেচি দেয়। ইরা তা জানে নাই। খেত চষতে গিয়া নূতন মালিকের জুলুমে জেহেলে যায়।

হরমু বলল, জেহেলে রহি বুড়োটো হই যায়।

সি কথা! মোরা আইন জানি না। পুলুসে বেআইনে মারছে বলি পুলুসরে আদালতে উঠাছে দিকু ছেলা ই ভি দেখছি। কেমুনে পারছে? সি আইন জানে, তাতে পারছে।

এখুন বল।

খেতমজুরি আইন জানি নাই। কিন্তুক ই আইনটো তো জানাই গেল দারোগা? তাতেই বলি, বেগার দিল না কেউ। লালা কাম করালে মজুরি নিয়া, যেমুন সবারে দেয়, তেমুন মজুরি নিয়া কাম করল। লালা যদি না-রাজ হয়, তবে করল না।

জুলুম উঠালে?—উপা বলে।

সি ভি তুরা নিজেরা ভাব্।

মারবে? পার্টির ছেলা, পুলুস আসবে?

নিশ্চয়। ই উরাদের কাছে পরব।

তখুন?

নিজেরা ভাব্।

মোরা ভি মারব।

সবে একজোট রবি, না দল ভাঙি যাবি?

একজোট রব।

তোর একার কথায় লয়। ছগনরা কি বলে দেখ্?

ছগন বলল, যদি মোরা ভি জোটে থাকি, তু কি করবি?

চোট্টি বলল, তুরা যদি পহেলা পথে যাস, তাতে তো মোর কুনো কাম নাই।

তু বুঢ়া গিধোড়টা! দুসরা পথে আছিস?

তা আছি। বুড়া দিয়া কাম হবে কুনো?

তু জানিস না ই কথার জবাব?

বুঝছি। কিন্তুক নিজেরা ভাব গিয়া বাপ সকল। জুলুম উঠলে বিটিছেলা, বুড়াবুড়ি, গেঁদাটোকা ভি মরবে।

আরে, আগেই বলে মরার কথা। হোক কথা লালার সাথ? উঠ্‌ক জুলুম? তবে না?

বুরাইটো আগে ভাবা ভাল রে ছগন! আমি যাই।

কুথা?

ঘর যাই। তুরা ভাবি দেখ্, মোরে জানাস। বেঠবেগাররা কথা বল্, তুরাদের ভাবি দেখা দরকার।

যদি বলি দিব না বেগার?

আগে ভাবি দেখ্ তখন ভি আমার কাম আছে।

বেগার নয় দু-চার ঘর। আর সবে তো বান্‌ধা। হিসাবের খাতাটো জলি গেল, তো আবার বানায়ে আনছে।

সি খাতা ওর জাহান, তাতেই বানাছে।

দু ঘণ্টা বাদে হরমু এসে বলে, ওরা আসতেছে। উরা দিবে না বেগার, আর যা ঠিক করছে, আসি বলবে। কিন্তুক…

কি বল্?

তুমারে বুঝাবে কে? কিন্তুক, আমরা তো বেঠবেগার লই আবা? তবু উরাদের সাথ শামিল হবে……

উরা যাবে, মুণ্ডা ভি কতজনা, গা বাঁচাব? বাঁচান্ যায়?

না, বাঁচান্ যায় না।

এখুন মাটির তেল আন্ দেখি খানিক?

কেন?

পা টো দুখায়। গরম করি লাগাই।

হরমুর মা এল নুন ও কেরোসিনের বাটি হারিকেনের মাথায় চাপিয়ে। বলল, ই মানের কামটো আমি করি? লড়ায়ে যাবে বাপ, তা লড়াকুরে মালিশ দেই, ই মান আমার!

লড়াই কুথা মা?

ই জনা বাধাবে।

ধুর!

বাপরে তু হতে আমি জানি বেশি।

সপন দেখ।

হরমু! তু মোর পেটে হছিস না, আমি তোর পেটে?

ছেলেকে ধমকে তাড়িয়ে দিল চোট্টির বউ, এবং চোট্টিকে বলল, কুথা গেলা, কি করলা, বেঁচেজীয়ে ফিরবা কি না, তা ভেবে ভেবে চিরকাল পাগল হছি। তখন কোয়েল ছিল, তা বাদে মুংরি ছিল। এখুন আমার কথা তো টু'নি চিন্তাবে?

কার কথা চিন্তাই বল্?

সি আমি জানি?

বউ।

কি বল?

সোমচরী?

চোট্টির বউ এত অবাক হল, যে দাঁড়িয়ে থাকলে বোধহয় পড়ে যেত। চমক ভাঙতে লজ্জা হল ওর। আড়চোখে চারদিকে দেখে নিল। না, কেউ কাছে নেই। তারপর বলল, লাজ লাগে না তুমার? মা হছি, দাদী হছি, নাতির ছেলা হলে কোল-দাদী হব, এমুন বুড়িরে নাম ধরি বুলে কেউ?

আমি বলি।

না, লাজ লাগে।

না, মিছা বললি। খুব খুশি হছিস।

চুপ কর। ই কি বুড়া রে!

বুড়া? তোরে উঠায়ে জাপুটে ধরে লাচব?

চুপ কর।

এখুন কি হবে জানি না, কি করব তা জানি না। তবে বউ, সবে ভাবে চোট্টি মুণ্ডা সাচাই মানুষ।

সাচাইটো তো বটে।

আনজনের কথা নয় বউ। নিজের কাছ নিজে সাচাই রবার লাগি মাঝে মাঝে সাচাই কামটো করিবার লাগে।

কর কেন? কবে "না" বলছি? পুরাণের লাগি যাও নাই? লকসালী ছেলাটোক্ ঘরে আনি তুল নাই? পহান্, কুরমির পহান্রে বাঁচাতে যাও নাই? "না" বলি নাই, "না" বলব না, কিন্তুক বুকটো মোর ফাটি যায়। কোয়েল নাই, মুংরি নাই, আমার কাছের ছিল যারা, তারাদের কেউ নাই। বুকটো শুন্ পারা লাগে। আমি যাই গো, উরা সব দেখ আসি গিছে। বউ! তুরা কুথা? হরমু? চাট্টি আনি দে।

হরমু এনে ফেলল ধমাস করে মস্ত একটা চাট্টি। বলল, মা, ঘাস হতে চাট্টি সবাই বুনে। এমুন বড় বড় বুনে না কেউ। যখুন চাষ রবে না, আমি যেয়ে হাটে তোর বুনা চাট্টি বেচব।

বেচিস।

উ রং বাহারী সুতা দিয়া বাঁধ দিছিস কেন?

উটো ধরবি না হরমু।

কেন ?

তোহ্‌রিতে গোরমেনটো মাঙছে উটো।

সবাই এসে চাট্টিতে বসল। সনা ও ছগন বলল দু দলের বক্তব্য। না, ওরা বেগার দিতে যাবে না। দেখা গেল উপা মুণ্ডা, যুগল গঞ্জু, এই সব তরুণরা আরো বেশি আগিয়ে ভাবছে।

উপা বলল, বাহার হতে খেতমজুর আনতে দিব নাই। মোরাদের দিয়াই কামটো করাতে হবে।

চোট্টি বলল, ভাল। এখুন আর ভি কাম আছে।

কি।

হেথা যি কথা হবে তা বাহারে গেলে আমি বেইমানরে ধরি জিভ টানি ছিঁড়ি দিব।

বল্ তু কি বলতেছিলি।

কি করতেছি তা তোহ্‌রির গোরমেনটোরে জানাই রাথব।

ই কথা!

কথা আরো আছে।

চোট্টি স্বরূপের সঙ্গে তার আলোচনার কথাও বলে, এবং বলে, আমি নিজে জঙ্গলে যাব। তারা বলছে, মোরাদের মদত দিবে।

সি কথা জানতে যাবি ?

আর ভি কথা। যদি তেমুন হয় সি দু-চার জনারে লুকায়ে রতে হবে হয়তো বা। তখুন উরাদের কাছ রতে পারবে।

পরদিন চোট্টি বাড়িতে বলে, কেউ শুধালে বলবে আমি চাই গিয়াছি।

স্বরূপ বলেছিল, চোট্টি থেকে কোমাণ্ডির মাঝামাঝি জঙ্গলে তাদের ডেরা। সে একেবারে টানা জঙ্গল, পাহাড়ের মাথায় জঙ্গল পাতলা, নিচে জঙ্গল ঘন। চোট্টির সমীপে জঙ্গলের সবটুকু চোট্টির জানা। বলোয়া নিয়ে ঢুকে যায় সে। হারা উদ্দেশ্যে ঘোরে না, কুণ্ডী যেখানে যেখানে, সেখানে যায়। আত্মগোপনকারী মানুষ, জলাশয়ের কাছেই থাকবে।

প্রথম দিন খোঁজ মেলে না। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে বলে, পা দুখাতেছে। এখুন আর আগের মত শক্তি নাই।

বউ বলে, কাল হরমু সাথ যাবে। একা যেতে দিব না।

হরমু সঙ্গে থাকাতে ভাল হয়। হরমু বলে, কারি মারি চল দেখি? হোই পাহাড়ের পিছে নামুতে গহীন কুণ্ডী আবা। এখুনো হাঁথি গা ডুবায়।

আর হাঁথি! আগে বনে ঢুকছি, কুথা বাঘ, কুথা হরিণ, কত জানোয়ার। এখুন একোটা দেখিনা।

চল, দেখাব।

গভীর থেকে গভীর হয় জঙ্গল। চোট্টির সামনে দিয়ে সত্যিই ছুটে যায় হরিণ। আহা, থাক! চোট্টি কারুকে বলবে না ওদের খবর। জঙ্গলে সুঁড়ি পথও নেই এখানে। পচা পাতায় পা ডুবে যায়, ঠাণ্ডা মাটি। কুণ্ডীটি বিশাল ও পাড়ের দিকে অগভীর। চোট্টি বলে, আগে তো জানি নাই।

এখুনো হাঁথি নামে।

কুণ্ডী পেরিয়ে স্বরূপের দেখা মেলে। স্বরূপের গায়ে সবুজ শার্ট, সবুজ প্যান্ট। ওদের ডেরা পাহাড়ের গুহায়। স্বরূপ ওদের নিয়ে যায়, বসায়। চোট্টি দেখে অন্তত তিরিশজন লোক সবাই দিকু নয়। জনা দশেক আদিবাসী। স্বরূপ বলে, জল খাও আগে।

চোট্টি জল খায়। সব কথা খুলে বলে। স্বরূপ বলে, যখন বুঝবে এবার ঠোকাঠুকি হবে, তোমার ছেলেকে পাঠিয়ে দেবে। এই আদিবাসী জনা পনেরো তোমার ছেলের সঙ্গে গ্রামে চলে যাবে ও ঘরে ঘরে লুকিয়ে থাকবে। লড়ায়ের সময়ে ওরাও যেন এদেরই দেখে। তাহলে বাইরের লোক বলে সহজে বুঝবে না। এখানে সবাই নেই। খবর দেব।

দরকারে থাকতে দিবে ছেলাদের?

নিশ্চয়। আর, ডেরা এ অঞ্চলে এখানে এটা, কুরনি পাহাড়ের ঢালের জঙ্গলে আরেকটা।

ইয়া লড়বে?

তুমার কাছে শিক্ষা, লড়ব নাই কেন?

আ রে! তু না নরসিংগড়ের বিশাই?

হঁা হে। বড় নিশানী মারতে শিথাছিলে।

আর কে আছে?

চিনা মানুষ অনেক হে, তুমার চেলা সব।

চোট্টির মনে অদ্ভুত তোলপাড় হয়। স্বরূপ বলে, আজ আমি ছিলাম, ভাল হল। কাল এলে আমাকে পেতে না।

বিশাই বলে, খবর দিবে যি, সি যেমুন মরিচগুঁড়া আর লবণ আনে খানিক। কম পড়ি গিছে।

শুধু ছাতু খাস তুরা?

স্বরূপ বলে, রাঁধা হয় না, ধোঁয়া উঠবে।

তুমি এখুনো পলাতেছ—

এখন আমি দামী মানুষ চোট্টি! মাথার দাম উঠছে।

স্বরূপ ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে শর্টকাটে। বলে, সরাহির খবরটা জান? কিছু শুনেছ নাকি?

লক্ষ্মণ সাহু যুবলীগদের ডাকি দু বার গ্রাম জ্বালাছে।

দু যুবলীগ জোর জথম, লক্ষ্মণের ছেলেও।

তুমরা করছ সি কাম?

গ্রামের ক জনাও ছিল। সরাহির কাছাকাছি কোনো জায়গা পেলে ভাল হত। পুরনো ডেরাগুলো ছাড়াই ঠিক এখন।

সরাহি ছাড়ায়ে উত্তরে এক বেলার পথ। দামোহ্-তে জঙ্গল ভি আছে, আর মুণ্ডাদের শোঁসানবুরু অনেক। এককালে মুণ্ডা গ্রাম ছিল।

ভাল বলেছ। তবে সেই কথাই রইল।

বুড়াটো হই গিছি খি, তাতেই ভাবি।

তবু তো এসেছ।

উয়াদের ভাবতে বলছিলাম, উয়া ঠিক করছে, তাতেই আসছি।

ওরা নিজেরা ঠিক করল?

হাঁ মহারাজ। সে সকল কথা পরে হবে।

দু দিন জিরোয় চোট্টি। তারপর, হরমুর মায়ের বোনা চাট্টি ঘাড়ে করে রওনা হয় তোহ্‌রি।

অম্‌লেশ ঘাসে বোনা চাট্টি দেখে যেন চমৎকার মানে। সে এবং তার স্ত্রী ঠিক করে আমেরিকায় নাভাজো ইন্‌ডিয়ানদের বোনা কম্বলের পর এ হেন আশ্চর্য আদিবাসী শিল্পকর্ম তারা দেখে নি এবং দাম নেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করে চোট্টিকে। দাম জানতে চায়।

চোট্টি বলে, ইয়ার দাম হয় না।

কেন ?

আগে জিনিসটো দেখ ভাল করি ?

খণ্ড-খণ্ড চাট্টি বুনেছে চোট্টির বউ। তারপর লাল-হলুদ সুতোর খণ্ডগুলিকে জুড়েছে। লাল ও হলুদ সুতোর নকশা খুবই সুন্দর।

আমরা তো বারবার বলছি, ভারি সুন্দর হয়েছে।

ইয়ার দাম হয় না মহারাজ।

অম্‌লেশ অসম্ভব সুপিরিয়র হাসে এবং ওর হাসি দেখলে বোঝা যায়, মুখে যতই কামারাদোরি করুক, আসলে চোট্টিকে এবং সকল চোট্টি-সদৃশ লোককে ও মনে করে পোকামাকড়ের মত তুচ্ছ। অম্‌লেশ বলে, বুদ্ধিতে-বৃত্তিতে ইতর মানুষের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে বলে, দাম হয় না, এমন কোনো জিনিস নেই চোট্টি। যা মানুষের শ্রমে তৈরি, তার দাম থাকবেই।

চোট্টি ক্ষমাসুন্দর হেসে বলে, মহারাজ ! বনের ঘাস দিয়া আমার বউ চাট্টিটো বুনছে। আমার ভাইয়ের নাতিন, ভাইটো নাই, সি নাতিন উ লাল-হলুদ সুতাটো দিছে। আমি ঘাড়ে বহি আনলাম। এখুন বল, ইয়ার দাম কিসে শোধ হবে ? বনের ঘাসের দাম নাই। আর হরমুর মায়ের বুননের দাম মাপা যায় না। সি বুড়ি সবারে ভালবাসি বুনি দেয়।

শঙ্কর বলে, ঠিক বলেছ চোট্টি। আমার মায়ের সেলাই করা একটা নকশী-কাঁথা আছে। তাতে চমৎকার লতাপাতা-হাতি-ঘোড়ার

নকশা। আমার কাছে এটার দাম মাপা যায় না। কিন্তু কয়েকটা চাট্টি হলে ঘরের মেঝেতে পাতা যেত।

হাটে কিনি নিও মহারাজ। বিটিরা পয়সা পাবে দুটা।

বল, আর কি খবর?

চোট্টি স্বরূপের কথা বলে না। তীরথনাথকে উ'গারা বাইরের খেতমজুর নিতে দেবে না, তাও বলে না। শুধু বলে, এখুন তুমাদের মদত দিতে লাগে মহারাজ। কুনো দিন কেউ জানায় নাই তাই জানি না খেতমজুরি আইনটো হছিল। আমি জানছি সিদিন। কিন্তুক সি কথা থাক। ই আইনটোর কথা দারোগা জানাই গেল, তাতে জানছি। এখুন, চোট্টির বেঠবেগাররা বলে, দারোগা ভি তো গোরমেন, সি যখুন জানাই গেল, তখন আর বেগারি দিব নাই। আর আগের করজ ভি শুধব না।

অম্লেশ ও শঙ্কর বলে,—

ঠিক।

ঠিক।

কিন্তুক আমি বলছি, তুমারদের জানাই রাখব।

কোনো গণ্ডগোল হবে ভাবছ?

মহারাজ! চোট্টির মুখ দিয়া বলাও কেন?

শঙ্কর বলে, বলই না।

কুনো কথা না বললে ভি জুলুম উঠে। নিদুষী নিপাপীর লাহাশ পড়ে, ই তো বড় কথা, আইন হছে, বেঠবেগারী দিব না।

বুঝলাম।

জানায়ে গেলাম।

দেখছি। দারোগাকে জানিয়ে রাখতে হবে।

পার্টির ছেলা আর পুলুসে এক টুপি।

আমরা তো আছি।

চোট্টি চলে যায়। অম্লেশ বলে, কি করবে শঙ্কর?

থানাকে বলব, যেন বেঠবেগারদের মদত দেয়, মানে যে

মারবে তাকে মারে ও ধরে। মানে দাঁড়াল যুব লীগের তিন মস্তান।

অমলেশ ছোট ছেলের গলায় বলে, কেন ?

এ রকম একটা সংঘর্ষ হলে, স্বভাবতই অন্যান্য অ্যাকটিভিস্টরা যোগ দিতে চাইবে। আমার কাজ অনেক সহজ হবে।

এরা কারা ? সি. পি. এম. এল্ ?

সে নামের ব্যানারে এরা কাজ করে না। কিন্তু উদ্দেশ্য মোটামুটি একই। চাষীর হাতে জমি থাকবে, জোতদার ও মহাজনকে সরানো হবে, নিজেদের হক রাখবে বলে চাষীরা সশস্ত্র সংগ্রামে জোট বাধবে।

এগুলো তো ভাল কথা।

নিশ্চয়।

অ্যাকটিভিস্টদের ধর্‌লে কি করবে ?

এলিমিনেট করব।

তারা তো রোমিওদের চেয়ে অনেক ভালো লোক।

নিশ্চয়।

তাহলে ?

যে খেলার যে নিয়ম খুরানা।

আমার তোমাকে মাঝে মাঝে ভয় করে।

তাতে প্রমাণ হয় তুমি বুদ্ধিমান।

শঙ্কর এস. ডি. ও. কে জানায়, জানায় থানাকে। দারোগা গাঁইগুঁই করে ও বিকেল নাগাদ আই. জি. র টেলিফোন পায় :— ইডিয়েট! নিজের অধিকারের মাত্রা জান না ? শঙ্কর যা বলেন তাই করবে।

হ্যাঁ সার, করব।

নাচার হয়ে দারোগা ফোন ছেড়ে দেয়। বলে, তাজ্জব বাত ! চিরকাল বন্দুকের নল ঘুরালাম অচ্ছুত আদিবাসীর দিকে। এখন নল ঘুরাতে হবে ?

শঙ্কর আবার আসে ও বলে, যেদিন দরকার পড়বে, সেদিন "অস্ত কেসে অন্যত্র গেছলাম"—এ কথা যেন শুনি না।

না সার।

দারোগা ধরে নেয় শঙ্কর এবং খুরানা কোনো মহামানব হবে। বলে, সার্ভিস দেব সার, কিন্তু তখন আপনি একটা সার্টিফিকেট দেবেন।

এ সব কথা যুব লীগের কানে গেলে···

যাবে না সার।

শঙ্কর অত্যন্ত পুলকিত হয়ে ধারালো কলার লম্বা ঘাসে গাঁথা অনেকগুলো মাছ হাট থেকে কিনে ঘরে ফেরে। মেরিকে বলে, এ-গুলো ভাজতে বল। খুব টাটকা আর সুস্বাদু মাছ।

অম্লেশ বলে, সব কথা হল?

হ্যাঁ।

কাজ হবে?

জানই তো, আমরা দিল্লী ছাড়া কারো প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই?

এ ভাবেই হয়ে যায় সব কথা। ওদিকে তীরথনাথ রোমিওকে বলে, বুঝি না কিছু। সবাই চুপচাপ।

বেগারদের ডেকে পাঠান, কথা বলুন, কি বলে জানিয়ে যান। তারপর যা করবার, আমরা করব।

তীরথনাথের গোমস্তা ছগনদের ও সনাদের ডাকে। ছগন ও সনা তীরথকে বলে, কি কথা মহারাজ?

ধান কাটার সময় হচ্ছে যে।

আমরা কি করব?

কি বছর কি করিস?

বছর বছর বেগার দেই।

এ বছর নতুন কি হল?

সে কি মহারাজ?—দারোগাটা, গোরমেন বটে, জানাই গেল ই সন হতে বেঠবেগার বেআইনী। তবে বেগার দিব কেন?

দিবি না ?

না মহারাজ।

ধান পড়ে থাকবে ?

না, আমরাই কাটব। মজুরি নিব।

বটে !

হাঁ মহারাজ।

বেগার না দিলে বাহারের মজুর নিব।

না মহারাজ। তা হতে দিব না।

দিবি না ?

না মহারাজ, তা দিব না। খেতমজুরের পাওনার ভি আইন হছে। চোট্টি না বললে জানতাম না। সি রেটে চাহি না, যা দাও, তাই দিবে।

বেশ, শুনলাম।

মোদের জানালেই আসি যাব।

চোট্টির নাম উঠালি কেন? সে বেঠবেগার নয়, আর হরমু জেহেল গিছে হতে মোর খেতের কাম ভি করে না।

তারে বাদ দিলে মোরাদের কাম চলে ?

ছগনরা চলে আসে। তীরথ যায় রোমিওর কাছে। রোমিও তীরথকে যথোপযুক্ত উপদেশ দেয়। তীরথ জানায়, সে রাজী। তবে মজুরি দেবে সে হপ্তায় হপ্তায়। সে কথা শুনে চোট্টি বলে, ওই মজুরি দিবার দিনে লাগবে।—সে আবার যায় তোহ্‌রি ও হরমু মরিচগুঁড়া ও লবণ ও কররমচার আচার নিয়ে জঙ্গলে যায়। ধান কাটা চলতে থাকে। হপ্তা দেবার দিন আসে।

ছগনরা, সনারা কাছারিতে যায়। স্বরূপের প্রেরিত মুণ্ডা ও ওঁরাওরা ঘরে ঘরে অপেক্ষা করে। ওরা খুবই স্থির ধীর। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। প্রচণ্ড তর্জন গর্জন শোনা যায়। হরমুর ছেলের চুলটা লালচে তামাটে বলে সে "লাল" নামেই পরিচিত। লাল চেঁচাতে চেঁচাতে আসে, তারা বিশজন বন্দুক উঠাছে। এক পয়সা দিতে দিবে না। আমরা থানায় যাই।

থানা থেকে দারোগা এবং জীপে চড়ে শঙ্কর আসার আগেই রোমিওর গুলিতে পড়ে যায় উপায় বাবা তুখা, এবং এখন ছগনরা ছুঁড়তে থাকে পাথর, মুণ্ডারা ছোঁড়ে তীর। তীরথনাথ পালাতে চেষ্টা করে ও শোনে, কুথা যাও মহারাজ? খেলায় সবারে নামালে, খেলা দেখবে না?—তীরথ দেখে চোট্টির হাতে তীর ও ধনুক।

প্রাচীন ভয় তাকে চেপে ধরে ও সে "মারিস না চোট্টি" বলে পড়ে যায়। ও দিকে রোমিওরা কাছারি ঘরের মধ্যে যেন আটকে যায় এবং ধানের পালানে এসে পড়ে আগুনমুখো তীর, ঘরের মধ্যে। পহলোয়ান, রোমিও এবং দিলদার অন্যান্য তরুণদের বলে, বেরোও গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে।—তারা বেরোয় এবং তীর খায়। তীর ছুঁড়ে পাথর ছুঁড়েই ওরা ধানের পালির পেছনে বসে পড়ে এবং তীর পাঁজরে খেয়ে একজন চেঁচায়, তীরে বিষ আছে, বিষ আছে তীরে। চোট্টি থামের আড়াল থেকে স্থির লক্ষ্যে তীর ছোঁড়ে, সনাকে বলে, বন্দুকের হাত জখম করি আগে। তার তীরে রোমিও, দিলদার, পহলোয়ান তিনজনেরই বন্দুক চালাবার হাতের কাঁধে তীর বেঁধে, বন্দুক পড়ে যায়। অন্য যুবকগুলি নেতাদের বসে পড়তে দেখে ঘাবড়ায় ও পটাপট তীর খায়। গাছের ওপর থেকে উপায় ভাই চেঁচিয়ে বলে, পুলুস! এবং স্বরূপের দলের আদিবাসীরা নিমেষে পালায়। পুলিস আসতে যুবকরা আবার পবিত্র সংকল্পে জ্বলে উঠতে যায় ও একসঙ্গে ভীষণ চেঁচিয়ে ওঠে। তীরথনাথের গোলা খুলে ছগনরা মুঠো মুঠো লঙ্কার গুঁড়ো ছুঁড়তে থাকে।

দারোগা। পুলিস। এস. ডি. ও। শঙ্কর। এখন ক্রমে তীর বর্ষণ থামে এবং এগিয়ে এসে চোট্টি সম্পূর্ণ অন্য গলায় বলে এস. ডি. ও.কে, দারোগা বলছিল বলে ইরা বেগার দেয় নাই। লালার সাথ মজুরির কথা। তাহার কথায় ইরা হপ্তা নিতে আসছিল। লালা ইরাদের ঘরে লুকায়ে রাখছিল। বন্দুক উঠায়ে উ—রোমিওকে দেখিয়ে বলল,—উ মারি ফেলাল তুখাটারে আর তুখা যেমুন চেঁচাল "জল"! উ—দিলদারকে দেখিয়ে বলল, উ মুখে মুতে দিল। তখুন

আমরা ধনুক আনছি, পাথর আনছি, আর দুখা তো নাই। যুগল দুসাদ উভি দেখ পাঁজরে লাগি মরি গিছে বুঝি।

তীরে এমন জখম!

আমার হাতে ধনুক ছিল মহারাজ। ইয়াদের কপাল ভাল যি বন্দুক চালাবার হাতটো জখম করছি। তুমি মহারাজ! তীরের জখমটো দেখলে, আর গুলির জখম বুঝি চোখে পড়ল না?

পড়েছে, চোট্টি।—শঙ্কর বলে।

এখুন?

এস. ডি. ও. বলেন, জখমদের হাসপাতালে নিতে হবে। এ কি? এ যে মরে গেছে? তীরে বিষ ছিল?

হতে পারে। গুলিতে বারুদ রয় না?

তীরথনাথ কোথায়?

আমি জানি?

শঙ্কর বলে, চোট্টি, এখন ছেড়ে দাও। আমরা এসেছি।

চোট্টি যেন গত দেড়ঘণ্টায় নতুন মানুষ হয়েছে। সে বলে, ছাড়ি দিব কেন? এখুনি জানি নাও, মালিকের কাছকে খেতমজুর হপ্তাটো নিতে আসছিল, তাহাতে মালিক কেন ই দুশমনদের আনি মোতায়েন রাখছিল? বেআইনটো কে করল আগে? তারপর মহারাজ! হপ্তাটো? সি না লয়ে কেউ যাবে নাই। তুমরা হপ্তা বাটি দাও আগে।

দুজন পুলিস কুড়িটি বন্দুক তোলে, গুলি। শঙ্কর বলে, সব জমা নেবেন। জখমদের ওঠান।

"ইয়াড"-এর চাপে এহেন অকৃতপূর্ব কাজ করতে হচ্ছে বলে এস. ডি. ও. খেপে যান ও তীরথনাথকে বলেন, আপনাকে শুদ্ধ নিয়ে যাব। সাদা জল ঘোলা করে ঝড় তুললেন, এখন ম্যাও ধরে কে?

শঙ্কর বলে, ও সব কথা পরে।

রোমিও শঙ্করকে বলে, "ইয়াড" হো, ওর জো হো, বাঁদীর বাচ্চা, তোমায় আমি দেখে নেব।

আহ্ ! হ্বাট নাইস গাই !—শঙ্কর তিন মস্তানের কাঁধের বিদ্ধ তীর নেড়ে দেয়, ওরা চেঁচিয়ে ওঠে। শঙ্কর বলে, চমৎকার, চমৎকার হাত চোট্টি ! তিনজনেরই ডান হাত বোধ হয় বাদ দিতে হবে।

জখমরা চালান যায়, দুটি লাশ। বোঝা যায় যুগলও লাশে রূপান্তরিত হবে অচিরে। এখন মেয়েরা ও বালকবালিকা, শিশুরা এসে পড়ে। এত কালো কালো মুখের ভিড় বড় অস্বস্তিজনক। চোট্টির বউ এসে চোট্টির হাত ধরে টানে। বলে, নিচু গলায় বলে, তারা চলি গিছে।—চোট্টি মাথা হেলায়। জেদ ছাড়ে না চোট্টিরা। পোড়া ধান, তছনছ কাছারি, জখমদের আর্তনাদ, দুখার বউয়ের আর্ত কান্না, সব কিছু চারপাশে নিয়ে তীরথনাথ হপ্তা বেটে দেয়। তারপর থানায় চলে এজাহার দিতে। চোট্টিও সঙ্গে যায়। বলে, আমি বেঠবেগার নয়, খেতমজুর ভি নয়, কিন্তুক দুখারে বন্দুক দিয়া মারি দিল যেমুন, তেমুন মাথায় খুন চাপি গেল।

জখমরা যায় হাসপাতালে, এবং চোট্টি, ছগন ও তীরথনাথ যায় থানায়। শঙ্কর থাকার ফলে রিপোর্টে ফুটকিনাটকি করা সম্ভব হয় না। যুব লীগের সেক্রেটারি ও পার্টি সেক্রেটারিকে শঙ্কর বলে, জেলার সবটাই তো আপনাদের দখলে। এ বেল্‌টে মাথা গলাবেন না।

যুব লীগের সেক্রেটারি যখন শোনে, জীবনে সব কিছুর মত, পেয়ারা-আতার মৌসুম, "সপনো কা সওদাগর" ছবি, মেয়েদের চুলে পোনিটেইল বাঁধার ফ্যাশন, জীবনে সব কিছুর মত, শঙ্কর ও খুরানার আঞ্চলিক অবস্থিতিও ক্ষণস্থায়ী, তখন সে তিন মস্তানকে বলে, চিন্তা কোর না ভৈয়া। এরা চলে যাক, চোট্টি গ্রাম জ্বালিয়ে দেব। তবে তোমার কপাল ভালো। চোট্টি মুণ্ডা যদি চাইত, তোমাদের গলা বিঁধে মেরে ফেলত।

রোমিও সগর্জনে বলে, ডান হাত বাদ চলে যাবে। তীরের লোহায় মরচে, তাতে টিটেনাস হতে পারে।

চোট্টির হাতে তীর ! সোজা কথা ?

ভৈয়া, বন্দুকের গুলির চেয়েও জোরে আর পরের পর তীর ছুঁড়ছিল। দেখলে ভি চোখকে বিশ্বাস যায় না।

তীরথনাথকে আমি ছাড়ব না। ঘাড়ের ওপর "ইয়াড" নিয়ে তোমাদের ডাকা ওর ঠিক হয়নি।

ওহি খচ্চর।

খুবই বিষময় ফল ফলে চোট্টি-অপারেশনে। ধনুষ্টঙ্কারে মরে দিলদার। রোমিওর ডান হাত কাঁধ থেকে বাদ দিতে হয়, পহলোয়ানের ডান হাত বাদ যায় কনুই থেকে। দিলদার ও তীরাঘাতে নিহত যুবকটির পরিবার—এক লাখ করে টাকা ও একটি করে পেট্রল পাম্প পায়। রোমিওরা এদের দুজনের জন্য মরণোত্তর "পরমবীরচক্র"ও চায়, কিন্তু পায় না।

কেন যেন কারোই হয় না জেল হাজত এবং তিরস্কৃত তীরথনাথ ঠিকমত মজুরি দিয়ে ধান কাটাতে হুকুম দেয় গোমস্তাকে। সপরিবারে চলে যায় লালা তীর্থদর্শনে। যুগল ও তুথার পরিবারকে অম্লেশ পঞ্চাশ টাকা করে সাহায্য দিয়ে "মহানুভব" নাম কেনে। এবং এক সম্পূর্ণ, এ তাবৎ অচেনা শঙ্কর চোট্টির বাড়ি আসে ও বলে, সে হাঙ্গামার দিনে বাইরের কে কে ছিল চোট্টি?

বাহারের? কে ছিল? কেউ ছিল না।

তোমাদের তীরেও বিষ থাকে?

থাকতে পারে।

নিজেরা যা করবে কর চোট্টি, বাইরের লোকের কথায় ভুল না। তারা তোমাদের বন্ধু সেজে আসে। ওটা ভান!

তা কি করে মানি বল? মোর কাছে বাহারের লোক শুধা তুমরা। আর তুমরা তো মদত দিয়াছ।

বলে গেলাম।

কোথায় যাবে?

টাই সাইডে।

আচ্ছা।

আমরা না থাকলে ওরা জুলুম করতে পারে। কিন্তু তাতে আর কি, বল! তোমরাও লড়তে পার, হাকিম আর থানার মদত পাবে।

চোট্টি ঈষৎ হাসে। বলে, তামাশা করি গেলে মহারাজ?

না না।

শঙ্কর ও খুরানা চাই চলে যায় ও যুব লীগকে এ ভাবে সবুজ আলো দেখিয়ে যায়। এখন চোট্টি গ্রাম মুক্ত রণাঞ্চল।

সতেরো

এ কথা শুনে স্বরূপ সামান্য হাসে ও বলে, ডেরাটা ভাল ছিল, ছাড়তে হল। কুরমি পাহাড়ের ওপাশের বনে অবশ্য থাকা চলবে এখনো।

হাঁটতে পারবা?

হেঁটেই তো যাচ্ছি-আসছি।

তবে মন করি শুন। চোট্টি নদীটো দখিনে যেতে যেতে কুরমি ঘুর যাই কুঠির জঙ্গলে ঢুকি গিছে। সি কুঠি কবে কার ছিল জানি না। জঙ্গলটো দুমাইল খানিক বহুত গহরা। মাটি সমান, নদী ছড়ায়ে গিছে। হাঁথির ঝুড় উ পথে পালামৌ রিজাফরেস্টে যায়। তাতেই কেউ পশে না।

পাহাড় নেই?

না। গাছে রবে। মাচাং বাঁধি! উ জঙ্গলটোয় বড় কেউ যায় না। কেন কি, জঙ্গলটো নদীর বুকে, জল জমি দঁক, সাঁপ ভি বিস্তর।

সেখানেই এদের তুলে দিই।

তুমি কুথা যাবে?

অন্যান্য ঘাঁটিতে। সাবধান করা দরকার। ভাবগতিক আমার ভাল ঠেকছে না। এ কথা তো সত্যি, যে আমাদের সংগঠনের মত কয়েকটা সংগঠনকে নিঃশেষ করার জন্যে অঞ্চলে "ইয়াড" ঢুকে গেছে।

হোথা চলি যাও।

দরকার হলে জানাবে কি করে ?

সময় পাই যদি, লোক ভেজি দিব। নয়তো নদী যেথা জঙ্গলে ঢুকল, সেথা পশ্চিমে এক আকাশ আশমান ফুঁড়া শিশুগাছ। তার নিচে এক মস্ত পাথর। পাথরের উপর গাছের ডাল ভাঙি রাখি আসবে ছেলারা ? নিত্য নজর রাখ কেন ? আর, আমার ঘরটো তো বিশাই জানে। চলি আসবে ?

তাই ভাল।

হা তুমরা সবে পলাতেছ কেন ?

অনেকগুলো মামলা জুড়েছে সবার নামে।

দেরি কর না হে। গতিক ভাল নয়।

গতিক ভাল নয়, থাকে না। স্বরূপরা সরে পড়বার পরদিনই যেন বাতাসে খবর পেয়ে পরিত্যক্ত জঙ্গলে ঢুকে পড়ে পুলিস বাহিনী। বনটি আঁতিপাঁতি করে খোঁজে এবং বেরিয়ে যায়।

রিপোর্ট :—চোট্টি-কোমাণ্ডি ফরেস্ট বলয়ে সেদিনও কোনো আত্মগোপনকারী দল ছিল। গুহাতে পাওয়া গেছে পোড়া বিড়ি, দেশলাইয়ের খোল, মোমবাতির টুকরো এবং কাগজের ঠোঙা। এখানে স্মরণ থাকে, চোট্টি গ্রামের ঘটনায় তীর ছুঁড়ছিল অন্তত পঁয়ত্রিশ জন আদিবাসী। তারা সকলেই কি উক্ত গ্রামবাসী? যুব লীগের নিহত তরুণের দেহে ছিল সুতীব্র কুচিলা বিষ। এখানে স্মরণ থাকে, পাতলা ও ছোট তীর, ফলায় কুচিলা বিষ, এ দেখা গেছে "আদিবাসী জঙ্গলভারতী", "বীরসা দল", "আদিবাসী সেবক সমিতি" —এ সকল সংস্থার অ্যাকশন-অপারেশনে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দল দুটির অস্তিত্ব প্রায় সমূলে বিনষ্ট। প্রথম দলটিরই সংগঠন শক্তিশালী, আদিবাসীদের সহায়তায় দলটি পুষ্ট এবং স্বরূপ প্রসাদ এখনো সক্রিয়...

অচিরে ১৯৭৬ আসে। জুলাই। বর্ষণ বিলম্বিত, তবু বৃষ্টি পড়ে। এঁকেবেঁকে জলের সিক্ত ধারাগুলি কলকল করে ঝাঁপিয়ে পড়ে চোট্টি নদীর খোলা বুকে। মাটি ঢেকে যায় তৃণাঙ্কুরে। বনের

ও গ্রামের গাছগুলি স্নান করে বাঁচে এবং টাহাড়ের শিবমন্দিরের পূজারীর হাতিটা স্টেশনের কাছের পুকুরে নেমে আর উঠতে চায় না। স্টেশনে একটা শিশুগাছ পড়ে যায় কেন যেন। তীরথনাথ 'গ্রামে ফেরে। এখন বর্ষণসিক্ত সরস মাটিতে বীজ ফেলার কথা। তীরথনাথ কয়েক বোরা সরকারী বীজ নিয়েই ট্রেন থেকে নামে। উধম এ সময়ে ব্রিকফিল্ড দিয়ে শর্টকাট করতে যায় ও চিতি সাপের কামড় খায়। মোটা মোজার উপর দিয়ে দাঁত বসাতে জুত পায় না সাপটি, কিন্তু উধম ভয়ে ঢলে পড়ে। খবর শুনে চোট্টিও দৌড়য় ও সঙ্গে তোহ্‌রি যায় হাসপাতালে। উধমকে বলতে বলতে যায়, বাঁচি যাবে মহারাজ, ভয় নাই মহারাজ, জুতে কাটে নাই মহারাজ।—ডাক্তারও চোট্টির কথার পুনরাবৃত্তি করেন ডক্তারী ভাষায়। অতঃপর ওরা উধমকে নিয়ে বাড়ি ফেরে। হরবংশ উশখুশ করে বলে, স্বরূপ প্রসাদের সঙ্গে যে আমিই তোমার যোগাযোগ করে দিই, কারুকে বোল না।

না মহারাজ।

ওর খোঁজ চলছে খুব।

তাই না কি?

ঘরে ফিরতে চোট্টির ছোট ছেলে, সোমচর বলে, সি বিশাইটো আসি বসি আছে আবা। তুমারে কি বলবে।

বিশাই বলে, স্বরূপ কুথা গিছে জান?

আমি জানব?

জঙ্গলে জল যত, সাঁপ তত। স্বরূপটো অষুদ আনে। মোরা তিন দিন উপাসী, তা ছাতু লঙ্কা আনি বলি কুথা গেল? শুনছ কিছু? আমারদের দলের কেউ কুথা ধরা পড়িছে শুনছ কিছু?

কুথা কুথা ঘাটি তুরাদের?

নরসিংগড়, চাই।

তাতেই ঢেঁড়া দিছে যি অচিনা মানুষরে কেও ছাতু লঙ্কা বিচবে না?—চোট্টি ভাবে এবং বলে, এখুন আন্ধার। টুনি দাঁড়া।—নিজেদের সঞ্চয় দেখে ও, বলে—তুরা কতজন আছিস সেথা?

তিরিশ জনা।

সবাই মুণ্ডা ?

একটো দিকু। স্বরূপের ভাই।

দাঁড়া।

চোট্টি বেরিয়ে যায় ও উপাকে ডাকে। সব শুনে উপা ঘর ঘর থেকে আনে ছাতু-লবণ-লঙ্কা। চোট্টিও দেয়। তারপর সোমচর ও উপা বিশাইয়ের সঙ্গে অন্ধকার বর্ষার রাতে নদীর পাড় ধরে চলে যায়। ওদের ফিরতে রাত কাবার হয়।

অস্থির, উৎকর্ণ প্রতীক্ষা।

তারপর চোট্টি গ্রামের মুণ্ডা ও অচ্ছুতদের ডাক পড়ে তোহ্‌রিতে, রাজবংশের কাঠগোলার সংলগ্ন বাংলায়—যেখানে চোট্টির জীবনের বেশ কিছু সময় কেটেছে গল্পেগুজবে, হাসিতে, চা বা কফি পানে। অম্‌লেশ ও শঙ্করের সাহচর্যে। স্বরূপের শায়িত শবদেহের মাথার কাছে বসে থাকে এক অচেনা শঙ্কর এবং অত্যন্ত অচেনা গলায় বলে, ভাল করে দেখ একে একে, চেন কি না।

স্বরূপের হাত ও পায়ে কোনো নখ নেই, উলঙ্গ শরীরে কালো কালো ফুটো, পুরুষাঙ্গ মাংসের কিমা। চোট্টিই নেতৃত্ব নেয়। পরিষ্কার গলায় বলে, না, দেখি নাই কখুনো, চিনি না।

সকলেই তাই বলে এবং বিরক্ত হয়ে স্বরূপের দেহ থেকে মছিগুলি ওপরে ওঠে, আবার বসে।

ওরা গ্রামে ফিরে দেখে স্টেশনে পুলিস চৌকি। সবুজ পলিথিনের তাঁবু চোট্টি নদীর ধারে। চোট্টি নিচু গলায় বলে, যি যাহার ঘর চলি যা। হালগতিক খুব খারাপ। বহুৎ খারাপ। উপা, আন্ধার হলি মোর ঘরে আয়।

উপা যখন আসে, ও বলে, সি বার তু আর মোর সোমচরটো সামনে রহি তীর উঠাছিস বারবার। ঝপ করি যেয়ে ঘরে বলি আয়, আর সোমচররে লই ভাগি যা জঙ্গলে। উরাদের বল্ গা, ই আমার কথা, স্বরূপ মরি গিছে। সকলে মরি লাভ নাই। উয়ারা যেমুন

কুরমি পাহাড়ের ঢালের জঙ্গলে চলি যায়। সেথা কেউ যাবে না। তুরা ভি চলি যা। ছিপায়ে থাক উরাদের সাথ। কুরমির রতন মুণ্ডা তুরাদের ছাতু লবণ দিবে। যারা আছে তাদের ভি দেয়।

চলি যাব?

তুর বাপ মরছে, তু সামনে ছিলি, সোমচর ভি ছিল।

ওরা চলে যায়। এই যাওয়া কত সময়মত হয় তা বোঝা যায় পরদিন, যখন পুলিস গ্রামের ঘরে ঘরে উপা ও সোমচরের খোঁজ করে। তারা ধানবাদ গেছে শুনে পুলিস বলে, কার কাছে গেছে?

চোট্টি বিরক্ত হয়ে বলে, তা আমি জানি? ই দুজনার কড়ফড়াং সবার বেশি। মজুরি মিলল তো হলুদ গেঞ্জি কিনা চাই। বাবুরা পায়ে রবাটের চটি ভি পিনে। ধানবাদে যেয়ে কয়লা কাটবে, বেশি টাকা নিবে, ছিনিমা দেখবে, দেখ মহারাজ! হাটে কুন্ ঠিকাদার লোভ দিশাছিল উরাদের। ই ঠিকাদারগুলারে ধরতে পার? ইরাদের উসকানিতে মুণ্ডা ছেলাগুলা ভাগি যায়।

খবর পেলে খবর দিও।

নিশ্চয় দিব। কিন্তুক কেন মহারাজ?

খবর দিও।

পুলিস চলে গেলে চোট্টি বউকে বলে, "ছেলারে জঙ্গলে পাঠাও কেন" বলে কান্‌তেছিলি না? এখুন বুঝছিস?

ধরলে মারি দিত।

নিশ্চয়। স্বরূপটো দিকু ছেলা, শিক্ষিৎ ছেলা, শুনছি পরেশনাথে উরাদের বাড়ি আছে। বাবাটো উকিল। তারেই মারি দিল?

এর পরে পরেই তীরথনাথের তলব আসে। ধান বোনার সময় চলে যায়, যে আছ বেঠবেগার এসো।

কেউ যায় না। ছগন তীরথের গোমস্তাকে বলে, বেঠবেগারী বেআইন, তাতে সি বার দিলাম না। এত জুলুম হল। ইবার দিব কেন?

বুদ্ধি থাকলে দিতিস।

শঙ্করকে নতুন ভূমিকায় দেখে চোট্টির মনে সরকার ও প্রশাসন বিষয়ে প্রাচীন অবিশ্বাস দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসে ও সে বলে, ই বার জুলুম আরো জবর হবে।

চোট্টি অনেক বোঝে, তবু সব বোঝে না। শঙ্কর শুকনো কাঠকাঠ গলায় বলে, প্রথম স্টেজে কোনো বাধাদান নয়। আমি দেখতে চাই, স্বরূপের দলের লোকরা এদের মদত দিতে আসে কি না। শুধু স্বরূপকে ধরা যথেষ্ট নয়। ওদের দলটাকে আমি ধরতে চাই। রাজনীতি করতে নেমে যে হিংসার আশ্রয় নেবে, সে যে-দলের, যে-বিশ্বাসের লোক হোক, তাকে ধরতে হবে। আমি জানি স্বরূপের দলের সঙ্গে ওদের অন্তত একবার যোগাযোগ হয়েছিল। এবারও হওয়াই স্বাভাবিক। তাই, প্রথম স্টেজে যুব লীগ অ্যাকশান করুক। এই অ্যাকশনের সময়ে ওদের মদত দিতে স্বরূপের দলের কেউ যদি না আসে, তাহলে ওদের দেখিয়ে যুব লীগকে হটিয়ে দেব। তাতে ওদের মনে ভরসা আসবে, ওরা অসাবধান হবে। পরের অ্যাকশানে স্বরূপের দল আসবেই।

যুব লীগকে জানাবার দরকার আছে?

নিশ্চয়ই নয়। রাফিয়ানদের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। ওরা আমার কাছে ততক্ষণই প্রয়োজনীয়, স্বরূপের দলবলকে ধরতে যতক্ষণ লাগে। অশিক্ষিত, অসভ্য, বদমাশ ওরা।

ছগনরা তীরথের ডাকে সাড়া দেয় না। তারপর হাতকাটা রোমিও এবং পহলোয়ান পঞ্চাশজন মস্তান নিয়ে দলের পতাকা উড়িয়ে চোট্টি গ্রামে আসে। পুলিসের অফিসার শুকনো গলায় বলেন, এ কি? কি চান আপনারা?

পলিথিনের তাঁবু থেকে মাথা বের করে শঙ্কর বলে, এ কি হচ্ছে? পিকনিক না কি? বন্দুক হাতে নেই কেন।

রোমিও তখন রাগে অন্ধ হয় ও বলে, আজ একটা পবিত্র কাজের দিন। যত বাঁদীর বাচ্চা আছে, সবের গরম ভাঙব, ঔর আখরি দাদ তুলব এই "ইয়াড"কে মেরে।

হা-রা-রা-রা, ভারতমাতার জয়, বিজয়া মোদী অমর রহে, যুব লীগ জিন্দাবাদ, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় স্লোগান মারতে মারতে ওরা তীরথের গোমস্তাকে টেনে আনে। বলে, দেখিয়ে দাও কোন্ কোন্ হারামি বেগার দেবে না।—তীরথ ছুটতে ছুটতে আসে। বলে, আর না মারো ভৈয়া ইস্ দফে। পহলে বাত করো। বাতসে কাম আসান হোতা হ্যায়। বাপরে! আমি তো ডর খাই। সেবার ভেগে গেলাম। কিতনা দফে ভাগব বল?

রোমিও মহোল্লাসে বলে, ভাগ্ যা বাঁদীর বাচ্চা। ডরপোক আদমি, কবুতরের কলিজা তোর।

ছগনের ঘর দেখিয়ে দিয়ে গোমস্তা পালায় এবং বন্ধ দরজায় লাথি মারে রোমিও। পলায়ন পর ছগনের পিঠে গুলি বেঁধে ও একই সঙ্গে জ্বলে ওঠে ছগনের ঘর। জানলা কেটে বেরোয় মেয়েরা। আবার গুলি। তারপর ধোঁয়া ফুঁড়ে তীর আসতে থাকে। তীরথ চেঁচিয়ে পড়ে যায় পায়ে তীর খেয়ে। দৃশ্যটি নিমেষে মনোগ্রাহী হয়। ধোঁয়া ও আগুনের মধ্যে ক্ষিপ্ত যুব লীগরা, এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ছে, এবং ধোঁয়া ভেসে সরে যেতে দেখা যায় ছগনের ঘরের পেছনে ডাঙা জমিতে বলদহীন গাড়ি কয়েকটি, তাতে খড় চাপানো। তার পেছনে মাত্র পনেরো জন মুণ্ডা, হাতে তীর। শঙ্কর দূরবীনে দেখে ও বলে, না, তারা নেই।—এ সময়ে বৃষ্টি নামে। যুব লীগ সামান্য দিশাহারা। তীর কিন্তু আসতে থাকে। যুব লীগের একজন চেঁচিয়ে ওঠে, আরেকজন। ওরা আবার গুলি ছুঁড়তে যায়। মাইকে শোনা যায় শঙ্করের গলা, দু পক্ষই থামো। পুলিশ আসছে।

রোমিও এখন এক যুব লীগের পিঠে লাথি মারে, আসছে। ও "ইয়াড" কো মারো গোলি।

শঙ্কর এসে পড়ে এবং রোমিওর বাঁ হাত পেছনে মুচড়ে দেয়, যুব লীগের মাথায় মারে রিভলবারের বাট। পুলিস ঝপাঝপ যুব লীগদের নিরস্ত্র করে ও প্রবল বর্ষণে তাদের ঠেলে ঠেলে নেয়

ক্যাম্পে। শঙ্কর মনে মনে যুব লীগকে প্রচুর গাল পাড়ে এবং পুলিসকে বলে, মুর্দা-জীন্দা-জখমি উঠাও।

ছগন ও এক যুব লীগ জীবিত, গুরুতর জখম। এক যুব লীগ হৃৎপিণ্ডে তীর নিয়ে মৃত, মৃত ছগনের ভাইঝি পুতলী এবং রামকুঁয়ারি ধোবিন। চোট্টিদের তীরধনুকও নেওয়া হয় কেড়ে। চোট্টি শঙ্করের কোনো কথার জবাব দেয় না এবং ছগনকে ডেকে চলে দুর্নিরোধ্য আবেগে। তীরথনাথ দূরে ঠেস দিয়ে বসে কাঁদতে থাকে ও বলে, বাপ কোনোদিন মারে নাই, তোরা পা ভাঙি দিলি মোর? এমন বেইমান?

চোট্টি অন্য দিকে চেয়ে বলে, ক বছর হছে, টেনে কাটা পড়ত লালা, আমি বাঁচাই। কখুন? যখুন উ আমার ছেলারে জেহেলে দিছে তখুন। আজ ই জানোয়ারগুলারে দিয়া বিটিছেলা মারা করাছে আর মোর নাতিরে বলে বেইমান!

তোরে বলি নাই।

আমি মারলে পায়ে মারতাম না।

মেয়ে দুটির লাশের সামনে দাঁড়িয়ে শঙ্কর যুব লীগের অপদার্থতায় মাথা নাড়ে বারবার। দেখে মনে হয় ও শোকে বিহ্বল। চোট্টি তার দিকেও চায় না। শঙ্কর খুশি হয়। এই রকম নিষ্কলুষ ও শুভ্র, ক্রোধী প্রতিক্রিয়াই ও চায়। চোট্টি, তুমি চোট্টি থাকো। তাতে স্বরূপের দলকে আমি ধরতে পারব।

ট্রেনে জখমরা ও মুর্দারা একদিকে চালান যায়, অন্যেরা অন্য দিকে। শঙ্কর রীতিমতো একটি কেস খাড়া করে এবং যুবলীগই প্ররোচক বলে প্রতিপন্ন হয়। কেন যেন কেস আদালতে পৌঁছয় না এবং জখম ছগন ও যুব লীগ একই সদরে, একই হাসপাতালে সেরে ওঠে ধীরে, অতি ধীরে। ছগন বেঁচে যাবে জেনে চোট্টি বলে, এখুন জেহেলে দিক, ফাঁস দিক, দুঃখ নাই।—কেন যেন চোট্টিরা সবাই ধমকি-শাসানি পেয়ে ফিরে আসে।

আবার পুলিস জঙ্গল চষে, খুঁজে খুঁজে ফেরে।

এখন চোট্টি যেন সব বুঝে ফেলে। চোট্টিতে পুলিস চৌকি থেকেই যায়। বর্ষায় ইটভাটি জলে ভাসাভাসি। সেখানে কারা অথবা কে যেন তীরথের গোমস্তাকে সাঁঝের আঁধারে কম্বলে মুড়ে ফেলে নির্দয় করে পেটায়। তীরথ হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে গোমস্তাকে হাসপাতালে পাঠায়। গোমস্তা কারো নাম বলতে পারে না। ছগনের ভাইকে তীরথ ডাকে। সে বলে, না মোরা যাব, না কারে যেতে দিব।

এই ঘোর বর্ষায় চোট্টিই যায় কুরমিতে। রতন মুণ্ডাকে বলে, সিদিন গোরমেনটো চক্ষুতে কাচ লাগায়ে মোরাদের দেখতেছিল। গুলি চলে, লাহাশ পড়ে, সি হারামি কাচ সরায় না। এখুন বুঝছি বিশাইদের খুঁজতেছিল। তু জানি আয়, নরসিংগড়ে, ঢাইতে কুথা উরাদের ঘাঁটি উত্তরদিকে। আমার উপর লজর রাখে। তুরাদের কেও তাহাদের যেমুন সরি যেতে বলে। মোরাদের ছাড়ল কেন? ই হতে কত কম কারণে চাম খুলি নেয় যখুন? আমি তো একটো ছেলারে মারি দিছি।

শুনলাম গোরমেনটো খুব মদত দিছে?

উজবুক? বুকা গাধা? গোরমেন যি হয়, নির্দোষে মুণ্ডা দুসাদ মারে। ই মদত বা দিতেছে কেন? সাঁপ জানি কাটতেছে না, চুমা খেতেছে। উ মোরে জেহেল ফাঁস দিলে বিশ্বাস যেতম।

তুমি যা বল। মোরা তোমারে জানি।

আর উ কথা শুনতে পারি না।

ছগনটো বাঁচি গেল।

ইবার আর টাকার খেলা নাই। ছগনের ঘরটো মোরা বাঁধছি। চাচা আর আনোয়ার টাকা দিছে কিছু। চাচা হতে ফাটা ইট মাগি নিছি। ছগনটো ইবার পাকা ঘরে উঠবে।

উক্ত ঘটনার তিন মাস বাদে, পবিত্র দেবীপক্ষে আবার পুলিস ক্যাম্প জোরদার হয়। আবার রঙ্গমঞ্চে নামে শঙ্কর। মনে মনে ঈষৎ বিচলিত। নিজেকে সে নিজেই সেনসর করে। "ইয়াভ"-

এর প্রশিক্ষণ। নিজের ভুলত্রুটি ও দুর্বলতা দেখা দিলেই "ইয়াড" অফিসার নিজেকে সরিয়ে নেবে কর্মক্ষেত্র থেকে। "ইয়াড"-এর অপর অ্যানালিস্টের মতে, শঙ্করের ব্যর্থতা প্রমাণিত হয় এই সব দেখে—(ক) চোট্টি গ্রামে প্রথমবার অ্যাকশানের সময়ে তার বোঝা উচিত ছিল, স্বরূপের লোকরা অ্যাকশনে ছিল। (খ) চোট্টি—কোমাণ্ডি জঙ্গল বলয়ে পুলিসের আগেই ঢোকা উচিত ছিল। (গ) স্বরূপকে মেরে ফেলা অত্যন্ত মূর্খতা হয়েছে। জীবিত স্বরূপকে প্রথমে নির্যাতন, তারপর শুশ্রূষা, তারপর নির্যাতন, আবার শুশ্রূষা, এ ভাবে চালানো উচিত ছিল। জীবিত স্বরূপকে টোপ হিসেবে রাখলে তার দলবলকে ধরা যেত।

শঙ্কর একটা চান্‌স পেয়েছে। নিশ্চয় সে চান্‌স সে পাবে। এবার একটি অ্যাকশান হবে, এবং স্বরূপের দল আসবে। যদি না আসে, তাহলে শঙ্কর, অ্যাকশানের হ্যাপা মিটে গেলে চোট্টি মুণ্ডা সহ চোট্টিকে রোমিওদের হাতে তুলে দিয়ে সরে পড়বে।

"ইয়াড"-এর অফিসার যুবলীগের সেক্রেটারিকে জানিয়ে রাখেন, রোমিও যেন কোনো কারণেই শঙ্করের ওপর টেক্কা না দেয়। "ইয়াড" শুধু শুধুই বসে নেই পালামৌ জঙ্গলে।

রোমিও উক্ত ধাতানি খায় এবং যেহেতু তার মন এক জটিল জঙ্গল, সে তার বিশ্বস্ত সঙ্গীকে বলে, ও যদি "ইয়াড" হয়, আমিও যুবলীগ। ভারতে কে যুবলীগের অগ্রগতি রোধ করতে পারে। ও আমাকে দু বার নিজের জায়গায় অপমান করেছে। এখন আমি ওর শোধ নেব। এই জঙ্গলে, একটা বুড়বক সদস্যের চামচা হয়ে আমি ডান হাতটা খোয়ালাম। যার জন্যে খোয়ালাম, সে ভি জীন্দা রইল।

কে? চোট্টি?

চোট্টি তো দু নম্বরী দুশমন। আমাকে তীর মারার সাহস পেল কোত্থেকে? ওই শঙ্করের জন্যে। শঙ্কর ওকে মদত দিয়ে যায়। শঙ্কর আর চোট্টি! তীরথ একটা ডরপুক। শালা না রাখে মস্তান,

না রাখে বন্দুক। আমি এবারও ছজনকে খতম করব। তারপর চলে যাব ধানবাদ। এখানে কি আছে? সেখানে টাকা পিটাও, লেবার মারো, ইউনিয়ান ওয়ার্কার মারো, কেউ কোনো কথাই শুধাবে না।

গুরু! যা বলো, করব। কিন্তু কিছু হবে না তো?

আরে, এখনো আমার লাশ, এ অঞ্চলে জীন্দা শঙ্করের চেয়ে বেশি ক্ষমতা ধরে।

ঠিক আছে গুরু।

শঙ্কর এসব কিছুই জানতে পারে না। কেন যেন এবার আরেকজন "ইয়াড" অফিসারও আসেন। শঙ্কর বোঝে, সেও এখন নজরাধীন। "ইয়াড" হয়তো মনে করে শোষিত আদিবাসী সংসর্গে থাকতে থাকতে শঙ্করের মধ্যে এসেছে ডিমরালাইজেশন। আহা! তা যে সত্যি নয়, তা প্রমাণ করবার সুযোগ যেন পায় শঙ্কর।

এবং পুলিসের ছাউনি দেখতেই চোট্টিরা নারী ও বৃদ্ধ ও শিশুদের পাঠিয়ে দেয় নদীর ওপারে, তার জমিতে। বলে, আর যা হোক, গুলিতে মরতে দিব না।

ওরা চলে গেলে সনিশ্বাসে চোট্টি বলে, ভয়ানক কিছু হবে বটে ইবার। ইবার আর মোরে জীন্দা রাখবে না।

ছগনকে ও সরিয়ে দেয়, ছগন সবে গ্রামে ফিরেছে। মাথা নেড়ে বলে, ইবার গোরমেন পুলুসের সামনে লাহাশ পড়বে, মোরাদের সবাকার ঘর জ্বলবে।

সম্ভাব্য ঘটনাটি তেমনি ভীষণ বলেই মনে হয়, এবং রেলকুলিরা চলে যায় চাচার ইটভাটিতে।

রোমিওরা আসে। এবার ওরা শতাধিক। শঙ্কর উৎকর্ণ, প্রতীক্ষাতুর। কেন আসে না স্বরূপের দলের আদিবাসীরা? কেন তারা ধরা দেয় না, নিহত হয় না? তারা তো ধরা পড়বেই। কোনো ভায়োলেন্সে তাদের অধিকার নেই। সকল অধিকার সরকারের।

চোট্টি গ্রাম নিঃশব্দ। বিপজ্জনক নৈঃশব্দ্য।

শঙ্কর বোঝে, রোমিওরা ছড়িয়ে পড়েছে, গ্রামের দিকে যাচ্ছে। সে তাঁবু থেকে বেরোয়, চোখে দূরবীন লাগায়। আঃ! চোট্টিরা নিশ্চয় ওই গরুর গাড়িগুলির পিছনে আছে, এখনি চলবে বন্দুক, আসবে তীর। প্রত্যাশায় ওর মুখে স্মিত হাসি জাগে। ভীষণ ভায়োলেন্সেই জরুরী অবস্থার "ইয়াড" অফিসার সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করে।

তখনি শোনা যায় বিস্ময়োক্তি, আরে? বাঁদী কা বাচ্চা?—এবং উক্তির বিস্ময় নিমেষে উত্তরিত হয় পাশব উল্লাসে, আজ কৌন তুঝকো বচায় গা শালা?—কি হচ্ছে তা বুঝবার আগেই শঙ্করের কাছে ছুটে আসে এক যুবলীগ ও ছ-ঘরা রিভলবারের সব ক-টি গুলি বুনে দেয় শঙ্করের হৃদ্‌যন্ত্রাঞ্চলে, স্বরূপের দলকে নিঃশেষে নিকেশ করবার হৃদয় বাসনার চারধারে। সঙ্গে সঙ্গে বাজে বাঁশি, তীব্র বাঁশি। যুবলীগটি রোমিওকে খবরটি দিতে গিয়ে মাথা ঘোরায় ও "ইয়াড" অফিসারের গুলিতে পড়ে যায়। পুলিস, পুলিস চারদিক থেকে বেরোয় স্পেশাল পুলিস, এবং খুবই অদ্ভুত ঘটনা, পুলিস এখন তাড়া করে যুবলীগের ছেলেদেরই। মেরে ও তাড়িয়ে ত্রাসিয়ে অভ্যস্ত এরা, মার ও তাড়া খেয়ে নয়। অতএব, তারাও যে "ইয়াড" হত্যারূপ মহাপাপের ফলে পুলিসের তাড়া খেতে পারে, তা আবিষ্কার করে, নতুন আবিষ্কারের আবেগে ধুপধাপ পড়ে যায়। অতঃপর তারাই পুলিসের হাতে দড়িবাঁধা হয়ে ওয়াগনে ওঠে। বন্ধ ওয়াগনে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিস। দারোগা কাঁপতে কাঁপতে, রোমিও এবং পহলোয়ানকে লাথি মারা নিরত "ইয়াড" অফিসারকে বলে, সার। এরা যুবলীগ।

অ্যান্ড আই বিলং টু "ইয়াড"।

সকলকে ওয়াগনে তুলে, ইঞ্জিনের সঙ্গে সেই ওয়াগন মাত্র জুড়ে সেটি ছাড়া হয়। চোট্টিরা লাইনের থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে উল্লাসে কুলকুলি দেয়। তোহ্‌রি থেকে জীপের পর জীপে "ইয়াড"-

এর হেডকোয়ার্টার। খুরানাকে জানানো হয়, প্যাক অফ্। অতঃপর "ইয়াড"-এর নিয়মে জান বাঁচিয়ে চলতে থাকে ক্রমিক খোলাই, ধারাবাহিকভাবে। ফলে যুবলীগ, কংগ্রেস, পুলিস, "ইয়াড" চার দলের মধ্যে চলে প্রবল টেনশন। প্রথম তিন দল মাস তিনেক লড়তে থাকে, লড়তে থাকে গোপনে। কোনো লাভ হয় না। খুরানা দিল্লীতে শ্রীমতীকে জানায়, পালামৌ পুনর্নির্বাচনে তাঁর দলকেই ভোট দেবে। পূর্বোক্ত গোপন সংগ্রামে "ইয়াড" থাকে অবিচল। "ইয়াড"-এর কাছে জবাবদিহি চাইবার অধিকার রাজ্যপর্যায়ে কারো নেই। ১৯৭৭-এর জানুআরিতে জরুরী অবস্থার অবসান ঘটে। কুরমির জঙ্গল থেকে বেরিয়ে স্বরূপের দলের আদিবাসীরা একজন-দুজন করে ছড়িয়ে যায় মুণ্ডা-ওঁরাও প্রধান গ্রামে। কালোয় কালো মিশে থাকে। তারপর আসে নির্বাচন। পাশা উল্টায়। উপা ও সোমচর এবার গ্রামে ফেরে।

চোট্টি বলে, ভয়তরাসের দিন কি কাটল? কে জানে?

কাটছে আবা।

না হরমু, আর মোর বিশ্বাস নাই।

কাংগ্রেসী ছেলারা তো গিছে?

ইরা কি করে তা দেখ।

হরবংশ্ গোপনে চোট্টিকে জানিয়ে যায়, রোমিও এবং পহলোয়ান জেলে আটক।

তাতে কি হয়?

বিচার হয় না। জেলে পচে।

ছাড়ি দিবে।

না না। এবার অন্য সরকার।

নূতন গোরমেন সুবিচারটো করবে, ই কি দেখে যাব? তুমি বল। মনে লয় না।

দেখে যাবে।

দেখি।

১৯৭৮এর মাঝামাঝি রোমিও ও পহলোয়ান জেল থেকে বেরোয়। ভাঙা শরীরে ধানবাদে সুবিধে হবে না জেনে তারা সত্বর জনতা দলের চারপাশে ঘোরে। "ইয়াড"এর রোষ থেকে তাদের বাঁচাতে পারেনি যুবলীগ, অতএব তারা যুবলীগকে বলে "চুতিয়া অর্গানাইজেশান", বলে, "রাজনীতি খুব মন্দ জিনিস" এবং অসংগত টাকা দিয়ে রাজবংশ্‌ চাচার ঠিকাদারী হাম করে তোহ্‌রিতে অধিষ্ঠিত হয়। সংবাদটি পেয়ে চোট্টি ক্ষীণ হাসে। বলে, উপা! সোমচর! হরমু! তুরা বুঝ্‌। ই চাচা ই কাম করল। মোরাদের তুলে দিল উরাদের হাতে, জানাল না একবার। দিকু দিকু এক টুপি হয়।

তাই হয়।

চোট্টি গ্রামের আদিবাসী ও অছুত পাড়ায় আবার প্রাচীন আশঙ্কা ঘনাতে থাকে।

আঠারো

১৯৭৭ সালে এ অঞ্চল থেকে যিনি নির্বাচিত হন, তিনি নির্বাচনের পরে পরেই মিটিং করে যান চোট্টিতে। ট্রেন দাঁড়ায়, সদস্য নামেন। স্টেশন-স্টাফ চেয়ার, শতরঞ্জি, ফুলের মালা ও চা-মিষ্টির ব্যবস্থা করে। সদস্য বেঁটেখাটো, রোগাটে মানুষ। তিনি ইন্দিরা গান্ধীর পতন ও জনতা সরকারের আগমন যে কত দ্যোতক ঘটনা, তা বলেন। তারপর বলেন, বিগত রেজিমগুলির মত জনতা সরকারেরও আস্থা অহিংসার নীতিতে। চোট্টিগ্রামে বিগত রেজিমে কয়েকটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে সত্যি। কিন্তু হিংসার উত্তর হিংসায় নয়, অহিংসায়। যেহেতু জনতা সরকার সমগ্র ভারতের উন্নতি চান, সেহেতু চোট্টির উন্নতিও চান। এই আদিবাসী ও তপশীলী অধ্যুষিত গরিব এলাকার উন্নতি আসবেই, তবে সেজন্যে অপেক্ষা করতে হবে। অঞ্চলসংক্রান্ত সকল

অভিযোগের আর্জি তিনি মন দিয়ে দেখবেন ও যথাসাধ্য করবেন। কিন্তু কোনো সমস্যার প্রতিবিধানে বিলম্ব হচ্ছে বলে জনসাধারণ যেন ধৈর্যচ্যুত না হয়, আইন যেন না নেয় নিজেদের হাতে। জনতার ধৈর্য, সরকারে ও আইনে অটল আস্থা, এতেই গণতন্ত্রী ভারতে প্রজাতন্ত্র সফল হবে।—এ সকল কথা বলে, হাতঘড়ি দেখে, তিনি বলেন, ভাই! তোমরা গরিব বলে দুঃখ কোর না। তোমাদের প্রধানমন্ত্রীরও মোটে দু-চারটে জামা। —কথাটা শেষ করেই তিনি সামনে থেকে একটি নেংটে পুঁটে রেলকুলির শাবককে কোলে তুলে নেন ও বাঁধানো দাঁতে হাসেন। জনৈক হতভাগ্য চেহারার ছোকরা ছবি তোলে তাঁর। তারপরই তিনি বাচ্চাটিকে নামিয়ে দিয়ে সহসা গর্জে ওঠেন, এইসব শিশুদের হাতে এক সুন্দর ভারত তুলে দিতে হবে। আসুন, সে কাজে আমরা হাত লাগাই। —তাঁর গর্জন শুনে শতরঞ্জিতে বসা নেংটে পুঁটেরা দু-একজন কেঁদে ওঠে। সভা শেষ হয়।

চোট্টি মাথা নাড়ে, মাথা নাড়ে। বলে, চল্ ছগন। তু-আমি বহুৎ দিনের সাথী। মোর হরমু যখুন চার বছ্রা টোকা, তোর মারে আরান্দি করতে চাহিল তো তুর মা কত হাসছে। চল্, মোরা যাই নদীর ধারে বসি দু ঢোক মদ খাই, দুটা সুখদুখের কথা বলি।

চোট্টি নদীর বালিতে বসে ওরা। ছগন বলে, সকল বদলায়ে গিছে কিন্তুক নদীটো বদলায় নাই।

কিছুই বদলায় নাই। জুলুমটো বাড়ছে শুধা।

ই মেম্বরটো কে জানস?

না।

ধানবাদে ঠিকাদারদের গরম খুব। ইয়ার ভাই সেথা ঠিকাদার। ঠিকাদারি জুলুম পুলিস জুলুম হতে বেশি। ইয়ার ভাই বহোৎ টাকা দিছে। তাতেই ই এখুন হছে মেম্বার। ঠিকাদার ইয়ার ভাই।

বুঝলাম।

কি বুঝলি?

ঠিকাদার হলে হেথা হতে ইবার কয়লা লেবার নিবে। ঠিকাদার-

গুলান কয়লা খাদের জোতদার রে। আর মোরাদের মত দেহাতি মুণ্ডা-তুসাদ তারাদের বেঠবেগার। স্বরূপ কয়লা খাদে কাম করছে। সি জানত।

তাই হবে। মোরাদের কপালে ভাল কি হবে?

ঠিকাদারলোকরা তো কাংগ্রেসী। কথার ধাঁচ শুনি মনে লয়, ই কাংগ্রেসী, কিন্তুক নাম পালটাছে।

তবে তাই।

এখুন চিন্তা উঠি গেল, কিন পাকড়-জুলুম করবে?

কে জানে?

চোট্টি ঈষৎ হেসে বলল, আমরা আপনা হতেই জানি যাব ছগন। জেঠ-আষাঢ় ভি আসতেছে, আর লালার জমি ভি বাঁজা রাখবে না। তখনি জানি যাব। তখনি জুলুম উঠাবে লালা।

তীরথনাথ ১৯৭৭ সালের জুন মাসে জানায়, যথেষ্ট হয়েছে। বহু অনিচ্ছিত হাঙ্গামা হয়ে গেছে তার জমি ও কর্ষকদের নিয়ে। সেও নতুন সরকারকে স্বাগত জানাচ্ছে। নতুন জমানাকে। এখন কথাবার্তা বলে-কয়ে কাজ শুরু করা দরকার। এসব কথা সে ও তার খেত-মজুরদের মধ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। চোট্টি মুণ্ডা তীরথের খেতে খাটে না বহুকাল। তার বয়স হয়েছে, সম্মানিত মানুষ। তাকে এ সব কথার মধ্যে যেন না আনা হয়।

ছগন বলে, পরে জবাব দিব।

এখনি বল্ ছগন।

মহারাজ! কেউ বেগার দিবে না। মজুরি দাও, জলখাই দাও, তাহাতে কাম হতে পারে।

তীরথ কণ্ঠস্বরে ভীষণ আর্জেন্সি নিয়ে বলে, এমন কথা বলিস না ছগন। বললে আবার জুলুম উঠবে, আর মানিস বা না মানিস, আমি জৈন। বুড়া হয়েছি, এখানে জনম। আমি কোনো জুলুম চাই না।

আবার কাংগ্রেসী ছেলাদের আনবে মহারাজ?

কাংগ্রেসী? এ এলাকায় কাংগ্রেসী কে? সবাই জনতা।

সবাই ?

সবাই।

মহারাজ, জুলুম তুমি চাও না, মোরা চাই না, তবু জুলুম উঠে। তুমি জুলুম চাও না, কি চাও ?

বেগারি তো উঠে নাই বাপ।

আইন হয় নাই ?

আইন আছে, বেগারিও আছে।

তবে মোরাও বলি, বেগার কেউ দিবে না।

তোরা নিজের ভাল বুঝিস না। ছেলেরা আসবে।

কথা বাড়ায়ে লাভ নাই মহারাজ।

সংবাদটি নিশ্চয় প্রপার চ্যানেলে ভ্রমণ করে, কেন না সহসা এস. ডি. ও. আসেন চোট্টি। ঘণ্টাখানেকের জন্য। গভীর সহানুভূতি মুখে মেখে ছগনকে বলেন, বুঝলাম সব। আমরা চেষ্টা করছি, এমার্জেন্সির সময়ে অপ্রীতিকর ঘটনায় যারা মরেছে, তাদের পরিবারকে কিছু ক্ষতিপূরণ দিতে। এখন এমার্জেন্সি নেই, কিন্তু আইন মেনে চলার দরকার আছেই। কি কথা হয়েছে শুনলাম তীরথবাবুর সঙ্গে ?

আমার কথা হছে।

কি কথা ?

মহারাজ বেঠবেগার নিবে, মজুরি দিবে না। আমি বললাম, আমরা বেগারি দিব না। তাতে সি বলল, কাংগ্রেসী ছেলারা এখুন জনতা ছেলা। তারা আসবে, জুলুম উঠাবে।

এই কথা !—এস. ডি. ও. ভাবিত হয়ে পড়েন। বলেন, এমার্জেন্সি নেই, তবু এ রকম কথাবার্তা !

কি নাই বল মহারাজ ?

এমার্জেন্সি।

সে কি ?

সে খুব মন্দ সময় গেছে। এমার্জেন্সি যেতেই তো নতুন চুনাও হল, তোমরা সব ভোট দিলে। তা দেখ, চোট্টি নিয়ে তো বহু

হয়। বেঠবেগারি এখন বেআইনী তা যেমন সত্যি তেমনি এও সত্যি, যতটা সম্ভব কথাবার্তা বলে সমঝোতা করে নেওয়া।

মহারাজ! দোষ নিও না। মোর পিঠে গুলি লাগছিল, বাঁচব ভাবি নাই। তা তুমি ভি বলতেছ, লালার কথা মানি নিতে?

তা বলি নি।

লালা মোদের কোনো কথা শুনবে না, মোরা তার সকল কথা শুনব-মানব, তাহলে সি মন্দ সময়টো নাই বল কেন?

এস. ডি. ও. মনে মনে নোট করেন, ছগনের কথাবার্তায় টং ইনসারজেন্ট ও মুখে বলেন, নিজেরা কিছু কোর না। কোনো দরকারে খবর দিও। আর হ্যাঁ, স্বরূপপ্রসাদের "আদিবাসী মঙ্গল-ভারতী"-র লোকজন বহু খুন-ডাকাতির মামলায় জড়িত এবং ফেরার। তাদের খোঁজ পেলেই পুলিসকে জানাবে, বখশিশ পাবে।

আচ্ছা মহারাজ।

চোট্টি সব শুনে বলে, মন্দ সময়টো কেমুন কাটছে তা মনে ভাবি দেখ্ তুরা।

মনে ভাবব কেন বা, চক্ষে দেখতেছি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ছগন। তারপর বলে, আর কাম কি থাকল। এখুন সবে চাটার ইটভাটিতে খাটবে।

তাই।

জঙ্গলের কাম ইয়ারা করতে পারবে না। কাংগ্রেসী ছেলারা সি ঠিকাদারি করে এখুন।

কিন্তু লেবারে টান পড়ে অঞ্চলে। সদস্য মিছেই সদস্য হন নি। তাঁর ভাই এখন ধানবাদে প্রবল প্রতাপী ঠিকাদার। এবং বড় দাদার ছেলেই তাঁর সবচেয়ে বড় প্রোটেকশন। সে ট্রেড ইউনিয়ান চালায়। ধানবাদের খনি কুলিরা তার সাম্রাজ্য। ভাই পাঠায় আড়কাঠি এবং কিছু কিছু আদিবাসী ও তপশীলী, বিশেষ আদিবাসী, চলে যেতে থাকে ধানবাদ। চোট্টি শুকনো হেসে বলে, কয়লা কুলি এই খাদে নামবে, পুরাণ মুণ্ডা হুই বারাবে।

সহসা তীরথও বোঝে, শুধু জুলুমে লেবার মিলবে না। একে অঞ্চলটি বিরল বসতি। স্বয়ং সদস্যের পরোক্ষ মদতে যদি লেবার চলে যায় খেত চষবে কে? অগত্যা তাকেই বলতে হয়, মজুরি দিব, কাম কর।

দিন কে দিন হাতে হাতে।

হপ্তা দিব।

হাঁ, হপ্তা দিবে গুণ্ডা আনি।

সে যা হয়ে গিছে।

ছগন স্বভাববিরুদ্ধ ক্রোধে বলে, হই গিছে? যা হই গিছে? যুগল আর ছুখা, মোদের বিটিগুলার জাহান ফিরবে? আমার পিঠটো সিধা হবে? কি হই গিছে?

তীরথ বলে, দশ দিন ডাকুর, এক দিন সাধুর। যা করবি কর। কিন্তু মোর দিন আসবে।

সে কথা শুনে উপায় ঘরবাসী স্বরূপের দলের দিশা মুণ্ডা বলে, না না, আর সহি পারি না।

চোট্টি বলে, আবার তুরা কুরমির জঙ্গলে চলি যা, মাথার 'পরে বথশিশ। লালা উ ছেলাদের কাছ গেল বলি, গ্রামে পুলুস এল বলি।

তার কথাই সত্যি হয়। তীরথনাথ যায় চলে তোহ্‌রি। সব কথা শুনে রোমিও বলে, আমার এখন লেবার দরকার। এখন তোমার কথা ভাববে কে?—"আপনি" বলে না রোমিও, তোমাকে মদত দিতে গিয়ে আমার এই হাল। তা তোমার মুশকিল হচ্ছে কেন? ওরা উঁচু গলায় কথা বলল, আর তুমিও মেনে নাও?

তীরথ বিষণ্ণ হয়ে বলে, আপনারা তো ক্ষতিপূরণও পেলেন, কিছু নাকা থাকল।

বাপু "ইয়াড" আমাদের যে ধোলাই দেয়, তার অর্ধেক ধোলাই খেলেও তুমি বুঝতে, টাকায় সে ধোলাইয়ের ক্ষতিপূরণ হয় না।

অগত্যা তীরথ গ্রামে ফেরে। এখন তার মনে হয়, তার ছেলেরা যা বলছে তাই ঠিক। কি হবে জমিজমার ছেঁড়া নাথারা নিয়ে পড়ে থেকে? বয়স হয়েছে অনেক। সব বেচে দিয়ে পাটনা চলে এলো।

হয়তো ওদের কথাই ঠিক। জমিজমার আনন্দে যেন নুন ঢেলে দিয়েছে কে। নিজের দুঃখে তীরথনাথের কান্না পায়। কেমন ছিল সব! চোট্টিরা, ছগনরা যৎসামান্য মজুরি নিত, বেগার দিত, কখনোই ব্যক্তিগত সম্পর্ক নষ্ট হত না। কেন গ্রামের মানুষগুলি বদলে গেল? তীরথনাথ তো একই রকম আছে? বেঠবেগারি তো প্রথা, জুলুম না কি? কেন ওরা বদলে গেল? কতকাল তীরথ ওদের পরবে যায় না। আগে দেখতে যেত। যাদের সঙ্গে এই কচাকচি, তীরথ আজও তাদের সাহচর্যেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তার কোনো বই পড়া বা সিনেমা দেখা বা রেডিও শোনার ধান্দা নেই। প্রমোদ হিসেবে সে মোতিয়া ধোবিনের কাছে কেচ্ছা শুনত। ধোবিন বলতে প্রণয়িনীর কথা মনে পড়ে ও তীরথ মনে মনে বলে, আমার বুকে যত দাগা দিলি, তাতে তোদেরই মহাপাপ হবে।—এবং সঙ্গে সঙ্গে সে উৎফুল্ল বোধ করে। তারপর মনে হয়, এবার রবিতে অড়হর বুনতে হবে। চোট্টির বাবা বিসরার সঙ্গে তার বাবা তো কখন কোন্ ফসল বুনতে হবে তা নিয়ে সমানে সমানে পরামর্শ করত। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে তার। রোমিওরা মদত দিল না!

রোমিও এবং পহলোয়ান আসে চোট্টিতে। হরবংশ্ চাচার ব্রিকফিল্ডে। জনতার যুবক উইং তাদের সঙ্গে চারজন। চোট্টিদের ছগনদের চেনা মুখ। তখন হাতে বন্দুক থাকত, এখনো আছে। থাকে।

রোমিও হরবংশ্‌কে বলে, এরা আমাদের লেবার।

কেমন করে?

ঘর বেচলে আপনি তার ঢোকার দরজাও তো বেচেন।

এ কথার মানে কি?

রোমিও অভ্যস্ত সহজে মিছে কথা বলে, ভাই তো খুব বলেছিল, জঙ্গলের ঠিকাদারি খুব লাভের ব্যবসা। সে ধাপ্পা। [illegible] লোকসানের। সে যাই হোক, সব অ্যাসেট শুদ্ধই তো নিয়েছি কারবার।

তাতে কি ?

তো অ্যাসেট মানে কি লেবার নয় ?

লেবারের কথা লেবারের সঙ্গে।

ওদের পাঠিয়ে দেবেন কাল।

কথনো না। আমার সঙ্গে কথা বলে ওরা কাজ করছে।

আরে পাঞ্জাবী কারবারী! তুমি বুঝছ না।

খুব বুঝেছি বিহারী ঠিকাদার গুণ্ডা।

জনৈক যুব জনতা বলে, না চাচা, তুমি বোঝ নি। বুঝবে পরে।

ওরা চলে যায়। হরবংশ্ যায় এস. ডি. ও.র কাছে। তিনি বলেন, ও লেবার লোক খচড়াই। আমি জানি ওরা রোমিও ঔর পহলোয়ানের কাছে আগাম টাকা নিয়ে তবু ভি আপনার কাজে লেগেছে। রোমিও আগেই রিপোর্ট করে গেছে। আপনি ওদের ছেড়ে অন্য লেবার নিন।

এ কি বলছেন ? ওরা একদিনও যায় নি।

আপনাকে জানিয়ে যাবে ? আদিবাসী-তপশীলীর খচড়াই আপনি জানেন না ? আপনি মোটে ওদের পক্ষ নিয়ে কথা বলবেন না। স্বরূপ প্রসাদের নাম কথনো শুনেছেন ?

শুনেছি।

তার দলের সঙ্গে আপনার লেবারদের হলায়-গলায়। সে দলটা ধরতে গিয়েই তো শঙ্কর মরল।

এরাই তো মারে।

আহা, ওরা তো তার দামও দিয়েছে চাচা জী। সে কথা ভুলবেন না। দেখুন, যা বললাম।

হরবংশ্ অত্যন্ত দেরিতে বোঝে, রোমিও জুলুম উঠালে পরে এস. ডি. ও এ রেজিমে-ও তাকে মদত দেবেন না। নিশ্বাস ফেলে সে বলে, কি করি! নিমেষে লেবার পাই কি করে ?

টাইম নিন, টাইম নিন, মিউচুয়াল করে দিচ্ছি।

মিউচুয়াল ?

হাতের কাজ সেরে নিন? ওরাও তো ঠিকাদারি নিয়ে নেবার পর জঙ্গলে ঢোকে নি। দেখে টেঁথে নিক।

রোমিওকে তিনিই সব বলেন। রোমিও বলে, ঠিক আছে। আমি শুধু একবার ওদের হাতে পেতে চাই। চাঢা নেই, লালা নেই, একা আমি আছি, এ রকম অবস্থা করে তুলতে চাই। তারপর আমি দেখে নেব কি করে ওদের শায়েস্তা করতে হয়। ওদের চাম খুলে জুতো বানাব।

তেমন সুদিনের অপেক্ষা করে রোমিও। বর্ষা নামে। বর্ষায় গাছ কাটা চলে না, ব্রিকফিল্ডের কাজও হয় না। রোমিও সরেজমিনে দেখতে যায়, এমন কোনো অ্যাকশান—অপারেশন করলে কি রকম মদত মিলবে, এবং সরকারী পর্যায়ে কাঠের যোগান দেবার কণ্ট্রাক্ট বাগায় ভালমত। বহুদিনের মত উধাও হয় ওরা, এবং সব হয়ে চুকে গেল মনে করে সবাই স্বস্তি পায়। কিন্তু ওরা ফেরে অক্টোবরের গোড়ায়। পবিত্র দেবীপক্ষ চলছে। চোট্টি স্টেশন স্টাফ দুর্গা পূজা করবে বলে কলকাতায় প্রতিমার বরাত দেয়। এ উপলক্ষে "সংকটতারিণী দুর্গা" এবং "ছুপে রুস্তম" ছবি আনার কথা হয়। এবং আগের কথাবার্তা ভুলে রোমিও জানায়, পুজোর পরেই সে জঙ্গলে লেবার চায়। চাঢার খাতায় যতজনের নাম আছে, সকলকে চাই। এস. ডি. ও. বলতে যান, কথা ছিল চাঢা আর লালার কাজ হয়ে গেলে···

না না, আমার সরকারী কণ্ট্রাক্ট।

কথাগুলি চোট্টিগ্রামে ঘোষিত হয়। কয়েকদিন গুমরে থাকে সবাই। তারপর দিশা বলে, আমি, উপা আর সোমচর চলি যাই। ই জুলুম হতে পুলুস আসবে। মোরাদের স্বরূপ বানাই ছাড়বে। জুয়ান ছেলা সব গেলেই ভাল।

চোট্টি বলে, যাবি কুথা?

দেখি।

কখন যায় ওরা, কত রাতে, জানতে পারে না কেউ। চোট্টি

ধরে নেয়, সোমচরের সঙ্গে তার আর দেখা হবে না, দেখা হবে না হরমুর ছেলে লালের সঙ্গে। আর ফিরতে পারবে না ওরা। রোমিও পহলোয়ান ও যুবক চারজন যায় জঙ্গল দেখতে। চাচার লোকই ওদের নিয়ে যায়। রোমিও বলে, চলে যাও তুমি। এ রকম জঙ্গলে আমরা হারাব না।

হাসতে হাসতে ওরা জঙ্গলে ঢোকে, ঢুকে যায়। যুবক চারজন ফিরে আসে। জীপ নিয়ে তোহ্রির বাংলো থেকে মদ আনতে যায়।

ওরাই রোমিও এবং পহলোয়ানকে শেষ জীবিত দেখে। নিজেরা কাড়াকাড়ি করে মদ খেয়ে, তারপর বাজার থেকে আরো মদ নিয়ে ওরা গিয়েছিল। "গুরু"! বলে হাঁক পেড়ে যে যার মত গড়িয়ে পড়েছিল সবুজ ঘাসে। ঘুম ভেঙে ওরা বুঝেছিল রাত হয়েছে। তখন ওরা একটি গোঙানি শোনে, এবং যেহেতু ওরা কাপুরুষ, সেহেতু "ভালু হ্যায়" বলে জীপে ওঠে এবং ফিরে আসে। তারপর বাকি মদটুকু শেষ করে। চূড়ান্ত মাতাল অবস্থায় ওদের মনে থাকে, জঙ্গলে ভালুকের হাতে যদি পড়ে থাকে রোমিও এবং পহলোয়ান তাহলে মরতে পারে, নাও মরতে পারে। জীবিত ফিরলে, ওদের ওপর দুই গুরু ভীষণ প্রতিশোধ নেবে। এবারই কন্ট্রাক্ট বাগাতে গিয়ে পহলোয়ান এক প্রাক্তন যুবলীগকে তলপেটে এমন লাথি মেরেছে, যে সে রক্তপেচ্ছাপ করে হাসপাতালে মরেছে। তাতেও পহলোয়ানের কিছু হয়নি। এদের চারজনকে মারলেও কিছু হবে না ওদের। অতএব পিঠ বাঁচাতে ধানবাদ চলো। তোহ্রি থেকে ধানবাদ যাবার সময়ে মাতাল মাথায় ওরা জনৈক খাদে জীপ ক্র্যাশ করে। পরদিন উদ্ধার পেতে বেলা দুপুর গড়ায়। ড্রাইভার নিহত, একজন ব্রেন কংকাশনে বেহোঁশ হয়ে হাসপাতালে পড়ে থাকে। আর দুজন নানা রকম ইনজুরিতে বিছনা নেয় হাসপাতালে।

ফলে রোমিও এবং পহলোয়ানের কোনো খবরই মেলে না। দুর্ঘটনার রাতেই চোট্টি গ্রামের ছেলেরা ঘরে ফেরে। সোমচর ও

লাল বলে, মোরা গিয়াছিলাম, তা জানি কেউ না জানে। দিশা চলি গিছে।

কুথা গেল ?

কুরমি।

কেন ?

উ ডেরায় পালাবে আবার।

দুর্ঘটনার পরদিন, উদ্ধারকার্যের সময়ে রোমিও এবং পহলোয়ানের দেখা মেলে না। তাদের কি হল, তা কেউই বলতে পারে না। অবশেষে জঙ্গলে গাই চরাতে গিয়ে একটি ওঁরাও বালক হায়েনা-শিয়ালের খ্যাঁচাখেঁচি শোনে। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এসে সে দেখে রোমিও এবং পহলোয়ানের মৃতদেহ। দুটি দেহেই কলিজায় তীর বেঁধানো।

এর ফলে যে রকম হইচই হয়, তা অভাবিত। এখন ওদের দেহ পি. এম. করে জ্বালানো হয়। কংগ্রেস ও জনতা দুই আপিস থেকে মাল্যদান করা হয় শবদেহে। এবং সদরের পুলিস-শিকারী কুকুর নিয়ে ঢুকে পড়ে জঙ্গলে। এই ঘৃণ্য হত্যাকে ধিক্কার দেয় সকলেই। পুলিস বলে, তীর যখন, তখন আদিবাসীরা মেরেছে।

গ্রামকে গ্রাম আঁচড়ানো হতে থাকে। অবশেষে হাল ছেড়ে দেয় পুলিস। গো-ঠেঙান ঠেঙিয়েও কবুলতিতে পৌছনো যাচ্ছে না। এস. ডি. ও.কে হরবংশ্ এবং তীরথ বলে, কে মেরেছে দেখুন ? এটা কি একটা কথার কথা হল ? এরপর আমরা তীর খাব ?

এস. ডি. ও. পবিত্র সংকল্পে বজ্র কঠিন হয়ে বলেন, এত বড় অন্যায় সহ্য করা হবে না।

কি করবেন ?

সকল তীরবাজ আদিবাসীকে চোট্টি মেলায় আনব। পুলিসে ঘিরে রাখব। তারপর দেখে নেব।

আরে, আগে আমাদের সিকিউরিটির ব্যবস্থা করুন। আমি আর লালাজী এখন ডরে গেছি।

করছি।

চলুন লালজী।

হুজনে ঘরে ফেরে একসঙ্গে। এভাবেই রোমিও এবং পহলোয়ানের মৃত্যু সার্থক হয়। লালা ও হরবংশ্ ছিল দুই যুগের মানুষ। ওদের মহান মৃত্যুতে এরা মিলিত হয়। হরবংশ্ বলে, আপনার ঘরে তো চাকর-বাকর শুধু। আপনি কেন আমার ঘরে থাকুন না এখন? একা পড়ে আছেন জেনে আমি তো স্বস্তি পাব না।

যা বল ভৈয়া!

এস. ডি ও. তশীলদারদের ডেকে গ্রামে গ্রামে ঢেঁড়া পেটাবার কথা বলেন। এবার চোট্টি মেলায় আসা বাধ্যতামূলক। যে আসবে না তাকেই দুই মহানায়কের হত্যাকারী বলে ধরে নেওয়া হবে।

চোট্টি গ্রামেও ঢেঁড়া বাজে, ঢেঁড়া বাজে। বাজে স্টেশনে পুজোর ঢাক। সেখানে ভিড় নেই। মুণ্ডা ও তপশীলীদের উপস্থিতি অবাঞ্ছিত। বোঝা যায়, সকলেই ধাক্কা খেয়েছে। রোমিও এবং পহলোয়ান, অঞ্চলের সকল আদিবাসীকে মেরে ফেললে কেউ তা "অপ্রত্যাশিত" মনে করত না। আদিবাসীরা থাকে, তপশীলীরা থাকে, রোমিওরা তাদের মারে, এ রকম তো হয়ই। কিন্তু কোনো এক বা কয়জন আদিবাসী রোমিওদের মারলে তা অপ্রত্যাশিত ঘটনা। রোমিওরা মারে, মরে না। নিয়ম। সকল রেজিমে।

চোট্টির ঘরে ভেসে আসে ঢাকের শব্দ। দূর থেকে আদিবাসী ও তপশীলী রমণী ও শিশুরা সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে থাকে স্টেশনের দিকে। চোট্টি কি যেন ভাবে, ভাবে আর ভাবে। তারপর বলে, সোমচর, চল্ দেখি শোঁসানবুরুতে ফুল দেই?

কোয়েল, মুংরি, বাবা, মা, সমাধিপাথরে ফুল রাখে চোট্টি। তারপর বাতাস আড়াল করতে নিচু হয়ে বিড়ি ধরায়। বলে, সোমচর?—খুব নরম গলা, তুরা মারছিস উয়াদের।

হাঁ আবা।

কে কে ছিলি ?

আমি, দিশা, উপা, লাল।

আর কেউ ছিল না ?

নরসিংগড়ের মুণ্ডারা পথে নজর রাখছিল।

কেমনে মারলি ?

সোমচর সব খুলে বলে। এই হত্যার পরিকল্পনা দিশার। সে আগেই বলেছিল, এরা বেঁচে থাকলে আবার জুলুম উঠবে। জুলুম উঠাবার উদ্দেশ্য স্বরূপের দলবলকে ধরা। এরা মরলেও জুলুম উঠবে। জুলুম থেকে যখন বাঁচা যাচ্ছে না, তখন এদের হত্যাই শ্রেয়।

সকল কথা দিশা একা বলছিল ?

প্রথমে একা। তারপর না কি সকলেই মাথা দেয়। প্রথমে ওরা চলে যায় ও নরসিংগড়ের মুণ্ডাদের সঙ্গে কথা বলে। তীর-ধনুক লুকিয়ে রাখে ঝাঁপালো এক বটগাছের ডালে। সেই গাছেই লুকিয়ে থাকে ওরা। রাজবংশ্ চাটার প্রাক্তন লোক কোন্ জঙ্গল দেখাবে তা ওরা আন্দাজ করেছিল। রোমিও এবং পহলোয়ান জঙ্গলের অতি গহীনে ঢুকে ওদেরই সুবিধে করে দেয়। সোমচররা চারজন চারদিক থেকে ঘিরে আসে। পহলোয়ান প্রাণভিক্ষা চাইছিল। রোমিও ওদের গাল পাড়ছিল।

কে মারে ?

যারাদের হক। স্বরূপের কারণে দিশা একজনারে, তুথার কারণে উপা আরজনারে।

চোট্টি চুপ করে থাকে। তারপর বলে, চল্, ঘর চল্। আর কারেও জানি বলিস না।

না।

দিশাটো নাই, তু, উপা আর লাল আমারে হাঁটু ছুঁই কিরা কাড়ি যাবি, যি কারেও বলবি নাই।

ওরা কিরা কেড়ে যায়। চোট্টি থমকে থাকে, গুম মেরে। খুবই

অন্য রকম হয়ে যায় ও, কেন না খেতে বসে হঠাৎ গলায় ভীষণ উদ্বেগ নিয়ে হরমুকে বলে, এতোয়া তুরাদের এক ভাই। ঐ কথাটা কুনো দিন বিসোওর হস না হরমু।

না আবা।

সহসা ও হরমুর মাকে রাতে বলে, তু জানিস নাই, কিন্তু মাচাঙের শিয়রে দেয়ালে গাঁথা আছে কৌটাটো। তাহাতে টাকা আছে। বহুৎ দিনে দিনে জমাছি। তিন-বিশ এক টাকা।

হরমুর মাকে দিনে বলে, আর কাম করিস না বউ। কাছথানকে বস্ টু'নি।

হরমু চিন্তিত হয়। বলে, দেহটো কি বুলে আবা? কেমন বা করতেছ, কেন আবা?

বয়স তো হছে বাপ। বাপ গেল, মা গেল, কোয়েলটো, মুংরিটো যতজনারে মরতে দেখছি, মনে কথা উঠে সবার।

না আবা, সহিতে নাহি পারি। তুমি নাই, চাঁদসূর্য নাই। তেমুন দিনের কথা মাথায় ঢুকে না।

হরমু! বীরসা ভগবান মরল, ধানী মরল, স্বরূপ মরল, চাঁদসূর্য উঠে বাপ, আমি মরলে ভি উঠবে। একটো কথা!

কি?

ছগনটো ভি বুড়া হছে। উয়ারে বল্ মেলার দিনে যেমুন উ ঢোলটো লই যায়। বহোৎ দিনের শখ উয়ার।

বলব।

আর লালটো যেমন সবারে বলি আসে, বুড়া যারা, তারাও যেমুন মেলাতে আসে।

সবে ডরি গিছে আবা।

চোট্টি হরমদেও হয়ে যায় ও অলৌকিক হাসিতে মুখ আলো করে বলে, ডর কি বাপ? আমি আছি না?

ডরি গেল।

চেঁড়া শুনতে শুনতে চোট্টি বলে, ডরি যাবে না? পূজাটো দেখতে

দিল নাই, ঢেঁড়া দিয়া ডর ধরায়ে দিছে, ইবার মেলায় ডাকতেছে কেন? না, কারা তীর ছুঁড়ছে, উয়াদের মারছে, ধরবে।

হাঁ আবা।

এখুন তো ডরি গেলে চলে না।

চোট্টির ডাক পেয়ে সবাই ওর বাড়িতে আসে। চোট্টি বলে, ইবার মেলায় কেন ডাকছে তা জান সবে।

জানি।

যারা মারছে, তারাদের ধরলে ইবার যি জুলুম দিশাবে, তেমুন মোরা কুনোদিন দেখি নাই।

জানি।

কিন্তুক সবাই যাবে।

সবাই?

হাঁ। কাক-কুকুর বিনা কেও রবে না গ্রামে। বুড়া হতে কোলের ছেলা সবাই যাবে। বিটি ছেলারা ভি যাবে। আমি চোট্টি মুণ্ডা, আমারে তুমরা বহোৎ মান দিতেছ বহুকাল যাবৎ। তা ই মোর হুকুম। সবাই যাবে মেলাতে।

যাব যাব!

আর এক হুকুম।

বল হে চোট্টি।

তীরখেলাটোর আগে নাচ-গান আছে। তখুন তুমরা সবারে জানাই দিবে, নিজেরা ভি জানি রাখ, যি খেলার সময়ে কেও তীর লয়ে নিশানা বিঁধবা না।

তবে তাই হবে।

সবাই যাবে কুনো ডর নাই।

সবাই এসেছিল। যুবকরা পিঠে করে বয়ে এনেছিল অতি বৃদ্ধদের। ১৯৭৮-এর বিজয়াদশমীর দিন মেলায় যত আদিবাসী এসেছিল, তত আদিবাসী কোনো দিন, কোনো মেলায় আসেনি। সবাই এনেছিল ধনুক ও তীর। আর হাজার জন আদিবাসীকে নজরে

রাখতে এসেছিল আড়াইশো সশস্ত্র পুলিস। এস. ডি. ও., দারোগা, তীরথনাথ, হরবংশ্, সবাই এসেছিল। প্রচণ্ড টেনশান ছিল বাতাসে।

নাচ ও গান খুব অল্প সময় চলে। তারপর শুরু হয় তীরখেলার প্রতিযোগিতা। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ও গোষ্ঠীর মুণ্ডা ও ওঁরাওরা নাগারায় ঘা দিয়ে চলে ডিম্-ডিম্-ডিম্! কিন্তু কোনো আদিবাসী এগোয় না। এস. ডি. ও. তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে থাকেন, দেখতে থাকেন, ও ক্রোধ জমতে থাকে মনে।

মুখের সামনে চোঙা ধরে তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন, কেউ আসছে না কেন? ভেবেছ না-এসে পার পেয়ে যাবে? প্রত্যেক বুড়োকে পেটাব, জোয়ানকে পেটাব, কোলের বাচ্চাদের কেড়ে থানায় জমা রাখব। বাচ্চা ফেরত চাও তো খুনেদের ধরিয়ে দাও।

সবাই নিরুত্তর। বাহাত্তরটি নাগারা বেজে চলে ডিম্-ডিম্-ডিম্। বাহাত্তরটি গ্রামের মানুষ এসেছে।

ভেবো না মেলা থেকে কেউ ঘরে ফিরবে। তীর খেলতে আসছ না কেন? কেন আসছ না?

চোট্টি তাকায় তার বউয়ের দিকে। হরমুর মায়ের চোখ বিস্ফারিত হয়। তাকায় ছগনের দিকে। তারপর সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে যায়। সবাই তার দিকে চাইছে।

কেন আসছ না?

বিচারকের আসন থেকে উঠে দাঁড়ায় চোট্টি। বাতাসে শীত। শীতার্ত বাতাসে দেখা যায় চোট্টি এক আটাত্তর বছরের বুড়ো মুণ্ডা। সমস্ত মুখে ও শরীরে তার অজস্র রেখা। চুল, সাদা চুল পেছনে উলটে ঘাড়ের কাছে পেতলের আংটায় ঢোকানো। কানে শোলা গোঁজা, পরনে ধবধবে সাদা ছোট ধুতি। ধনুক ও একটি তীর, তার তীর, সে প্রতিবার ব্রতপুজোর আচারের নিয়মে বিচারক হবার সময়ে সঙ্গে আনে ও নিয়ে যায়। মন্ত্রপূত তীর। তার দাঁড়িয়ে ওঠার ব্যাপারটি এমনই, যে নিমেষে সকল নাগারা থেমে যায়। একা ছগনের মুখ আলো হয়ে ওঠে। তার মাথা নিচু হয় ও গভীর গভীর মমতায় সে নাগারা

বাজিয়ে চলে মৃদু, অবিচ্ছেদ্য, গম্ভীর বেদনায়। চোট্টি তার দিকে তাকায়, মুখ ফেরায়।

বলে, কেউ আসবে না মহারাজ, উটো মোরে দাও। —এস. ডি. ও. অত্যন্ত চমকে যান ও চোঙাটি তার হাতে দিয়ে বলেন, তুমি, তুমি ওদের বলো।

কথাটো তো উরাদের বলিবার নয় মহারাজ, তুমাদের বলিবার। কারা মরছে মহারাজ? যি জন্য, তারাদের খুনীরে ধরিবার লাগি সকল মরদরে মারবে, সকল গেঁদারে মায়ের বুক হতে মুখ টানি থানায় পুরবে?

চোট্টি!—

থামো মহারাজ! আজ হেথা দাঁড়াই সকল কথা মনে হতেছে। উ লালাটোর বাপের কারণে মোর বাপ মরে। কুনোদিন অবিশ্বাসী করি নাই, তাতেও উ মোর ছেলারে জেহেল ভেজে, আর উয়ারে আমি রেলের চাকা হতে বাঁচাই! কুনোদিন মুণ্ডা ওঁরাও দুসাদ ধোবি অবিশ্বাসী করে নাই! তাতে কি মিলল মহারাজ? কি দিলে মোরাদের? যারাদের খুনের বিচার লাগি মোরাদের উপর জুলুম উঠবে, তারা জুলুম উঠায় নাই? বিটি ছেলার ইজ্জত নিতে গিছে, পহান-পহানী-মোতিয়া-রেলকুলিটো-দুখা-যুগল-ছগনের ঘরের বিটি-ছেলেরা—মরছিল সবে, তখুন তো পুলুস আসে নাই মহারাজ? এমুন করি কাম দিশাও নাই?

চোট্টি ঈষৎ থামে। গলা সাফ করে। প্রত্যেকটি কালো কালো মুখ এখন উজ্জীবিত।

চোট্টি বলে, কেমুনে কারে ধরবা তুমি? ইরা কি জানে? এখুন শুন, তারাদের মারছি আমি।

না—! হাজার গলা বলে ওঠে।

তুমি!

হাঁ মহারাজ! এখুন মেলার যত দোকানী, তুমরা যতজন, মুণ্ডা-ওঁরাও-দুসাদ-ধোবি—যতজনা আছ সবে সাক্ষী। আমি করছি ঐ

কাম। জঙ্গলে ছিপায়ে আগাছি আর মনে মনে বলছি, আর উরাদের হাত হতে কুনোদিন মুণ্ডা তপশীলীর খালাস নাই, আর রাখব না উরাদের জাহান। বহোৎ জুলুম উঠাছে উরা, বহোৎ লাহাশ ফেলছে, গোরমেন বহোৎ মদত দিছে উরাদের। —বলতে বলতে চোট্টির গলা উঠতে থাকে ও কেটে পড়তে থাকে, কিভাবে মারছি জান? আগের রাতে সবে যখুন ঘুমে, তখন যেয়ে গাছে ছিপাছি ধনুক। পরদিন "কুরমি যাই' বলি চলি গিছি সেথা। বহোৎ সুবিধা হল যখুন ছেলাগুলা চলি গেল। তখুনই দুজনারে, না! "মা" বলতে দিই নাই মহারাজ। —চোঙা ছেড়ে দেয় চোট্টি। বুকে হাত ঠুকে বলে, আমি মারছি, হাঁ, আমি চোট্টি মুণ্ডা বটেক। আর ই লয়ে একবার জুলুম উঠাও তো চোট্টি গ্রামে লালা আর চাচা, কাছারিতে তুমি, কেউ জীন্দা রবে না। পুলুস? আন্ধারে স্বরূপের দল তীর মারি দিলে কুচিলা বিষ লোহুতে জারালে কুন্ পুলুস কারে বাঁচাবে? কুনো জুলুম নয়।

চোট্টির বউ ঢলে পড়ে পাশে। ছগন বাজিয়ে চলে নাগারা, মুখে তার দুর্বোধ্য হাসি।

এস. ডি. ও. শুকনো মুখে বললেন, তুমি! তুমি তীর ছুঁড়েছ? তুমি কি দেখতে পাও নিশানী?

চোট্টি নির্মল হাসে ও বলে, দেখাতেছি। —তারপর মুণ্ডারী ভাষায় দ্রুত বলে, ধানী মুণ্ডা! তুমার নাম উঠায়ে তুমার তীর ছুঁড়তেছি আজ। নিজের কাছ নিজে সাচাই থাকিবার লাগি।

চোট্টি লঘু ও ক্ষিপ্র পায়ে চলে আসে নিশানীর উলটোদিকে। সকলকে বলে, কুনো ভয় নাই তুরাদের। তারপর তীর ছোঁড়ে, লক্ষ্য ভেদ করে।

তারপর সে দাঁড়িয়ে থাকে, নিরস্ত্র। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সে চিরকালের সঙ্গে মিলেমিশে হয়ে যায় নদী, কিংবদন্তী, অবিনশ্বর। একমাত্র মানুষই যা হতে পারে। সকল আদিবাসী আন্দোলনকে নিয়ে আসে বর্তমানে, এখন আদিবাসী ও তপশীলীর যুক্ত আন্দোলনে।

তারপরেও সময় যায়। চোট্টি ধনুকটি ছুঁড়ে দেয় হরমুকে। হরমু ধরে নেয়। বলে, আর কেন? ধর আমারে? একটো তীরই আছিল মোর।

এস. ডি. ও. যেন জাদুমন্ত্রের আবেশ কাটিয়ে উঠে দাঁড়ান, এগোন।

কিন্তু তখনি শূন্যে ধনুকশুদ্ধ হাত তুলে হাজার আদিবাসী চেঁচিয়ে ওঠে, না! যারা আদিবাসী নয় তারা নিষেধের হাত তোলে।

একদিকে চোট্টি, অন্যদিকে এস. ডি. ও., মাঝে শূন্যে উত্তোলিত হাজার ধনুক। আর অনেক উত্তোলিত হাতে সাবধান ঘোষণা।